পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

ধর্ম্ম ও পরাবিদ্যা সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল, ও
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌-এ, বি-এল,
সম্পাদিত।

অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ের জন্য
বেঙ্গল থিয়সফিকাল্ সোসাইটী,
২৮।২ ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ বি-এল, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

ষষ্ঠ ভাগ।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

সন ১৩০৯ সাল।

কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—কলিকাতা ১।০ টাকা।
„ „ মফঃস্বলে ১।৵০ আনা।
প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
অজগরের প্রশ্ন	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্,	১৫০
অণু ও মহান	” ” ” ”	২৩৪
অদ্ভুত প্রতিশোধ	শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে	২৬৪
আমাদের ষষ্ঠ বৎসর	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্,	১
উত্তর	শ্রীযুক্ত অনাদিপ্রসাদ দাস	২৮০
উপাসনার অবলম্বন	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু	৩০।১৩৭।৩৮৫
কর্কটীর প্রশ্ন	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্,	৪৩
গান	... ...	৪০
গীত	শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় শর্ম্মা	১৬০
গীত	শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক	৩২০
ছঙ্করহন্‌স্ বাওয়া	শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৩৪৩
দরবারে মহাত্মা গঙ্গাগীর অঘোরী	জনৈক রিন্দ	৭১।১৫৫
দিবা দ্বিপ্রহরে	শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়	৪৭৩
দুটি ভাই	শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে	৪২৯
দৈব ও পুরুষকার	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব	২৯৫
দোঁহামৃত লহরী	শ্রীযুক্ত গোবিন্‌লাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	৮৬।১২৭।২৯১।৪০১
পত্রের একাংশ (গল্প)	শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৪৭
পাগলের প্রলাপ	শ্রীযুক্ত গোবিন্‌লাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	২৯৪।৪৪১
পার্লামেণ্টে প্রেতাত্মা	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ	৩১৫
পৌরাণিক কথা	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্-এ, বি-এল্,	১১।১৩৮।১৬৮।২৩৮।২৮১
প্রণব, ছবি ও গান	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৩২১।৩৬১
প্রশ্ন	শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৬০
প্রার্থনা (স্তোত্র)	শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৮১
প্রেত কর্কুর	শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে	৭৫।১৩৪
ভগবদ্‌গীতা	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বসু	৮৩।১২৪।১৬৫।২০১
মঙ্গলা মাতা	শ্রীযুক্ত স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	১০৩
মহাত্মা তুলসী দাস	জনৈক রিন্দ	২৭।১০৯।১৯৬
বিচার সাগর	শ্রীযুক্ত বিজয়কেশব মিত্র বি, এল্,	১৯।৫১।৯০।১৪৪।১৭৭।২৫৪
বিরাট পুরুষ	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্,	৭
বীজকের কথা	জনৈক রিন্দ	৩১০
শ্রীমতী আনিবেসান্তের প্রতি	শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক	৩১৮
শ্রীরামচন্দ্র	... ...	২০৯।৩৫৪।৩৯৩।৪১৫।৪৫৪
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিত	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী	১৩২
“সাত” সংখ্যার রহস্য	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্,	২০৬
সাধন প্রণালী	জনৈক রিন্দ	২৫০
সাধনা	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ,	২৭৭
সাংখ্য যোগ	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্,	২৪৪
স্তোত্র পুষ্পাঞ্জলি	শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৩।৪১।১২১।১৬১
স্বপ্ন না ছায়া ? (গল্প)	শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৫
স্বপ্নদৃষ্টা (গল্প)	” ” ”	১১৫

৬ষ্ঠ ভাগ।] বৈশাখ, ১৩০৯। [১ম সংখ্যা

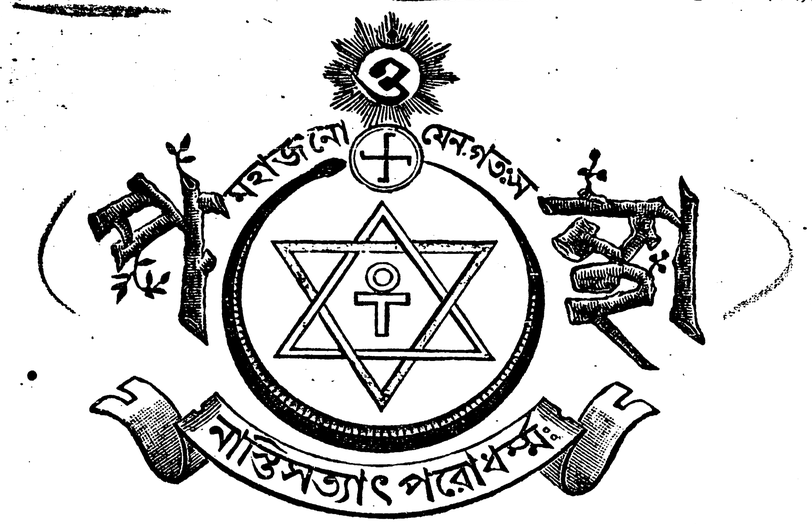

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্, সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২।১২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পত্রাঙ্ক।
১। আমাদের ষষ্ঠ বৎসর।	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্	১
২। স্তোত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ। ...	„ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ...	৩
৩। বিরাট পুরুষ। ...	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল্, ...	৭
৪। পৌরাণিক কথা। ...	„ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম-এ, বি-এল্	১১
৫। বিচার সাগর। ...	„ বিজয়কেশব মিত্র, বি-এল্ ...	১৯
৬। মহাত্মা তুলসীদাস। ...	জনৈক রিন্দ ...	২৭
৭। প্রণব, ছবি ও গান।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ...	৩০
৮। স্বপ্ন না ছায়া? (গল্প)	„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	৩৫
৯। গান	... ...	৪০

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

Printed By U. C. Bose & Co.,
GREAT EDEN PRESS,
6, Bheem Ghose's Lane, Calcutta.

সুধা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্-এ,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ তর্কতীর্থ।

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, নিখিল নাথ রায় বি, এল, কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, রমণী মোহন ঘোষ বি, এল, বেণোয়ারী লাল গোস্বামী, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মচারিণী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লেখকগণের অমরলেখনী প্রসূত ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জ্যোতিষ, উপ-ন্যাস, গল্প, কবিতা ইত্যাদি বহুবিধ সারগর্ভ সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ সমূহে প্রতিমাসে সুধার কলেবর পরিপূর্ণ থাকে।

সুধার চিত্র সমূহ এবং কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। বিখ্যাত আর্টিষ্ট ইউ, রায় বি, এ মহাশয়ের কৃত হাফটোন চিত্র, কুন্তলীনের ছাপা ফর্ভারের "সুধা" এক অপূর্ব্ব বস্তু। প্রত্যেক খ্যাতনামা ব্যক্তি দ্বারা ও সংবাদ পত্র সমূহে একবাক্যে প্রশংসিত। সুধার বাহুল্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এরূপ উচ্চশ্রেণীর লেখকগণ দ্বারা পরিচালিত, এরূপ উৎকৃষ্ট চিত্র কাগজ ও মুদ্রা-ঙ্কণে পরিশোভিত মাসিক পত্রিকা এত অল্প মূল্যে এ পর্য্যন্ত কি সহরে কি মফঃস্বলে আর নাই—মূল্য অগ্রিম বার্ষিক দুই টাকা মাত্র, ডাক মাশুল নাই। নমুনা চাহিলে সাড়ে চারি আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অর্ডার দিলে কাগজ ভিঃ পিতেও পাঠান হয়। সকলে সত্বর হউন।

সুধা কার্য্যালয়,
মুর্শিদাবাদ।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার,
সুধা-প্রকাশক।

হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধ নির্ণয় ও প্রতিকার। (মূল্য ১৷৷০)

ইহা সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ সি, ভন্ বেনিংহোসেনের কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমেডিস" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ, ইহাই পুস্তক খানির যথেষ্ট পরিচয়। ইহাতে ঔষধের পরস্পর সম্বন্ধ, সময় ও অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস, বৃদ্ধি (এমিলিমরেসন, এগ্রুভেসন্) এবং মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।
V. L. M. S. F. T. S.
পোষ্ট—মহানন্দ, জেলা হুগলী।

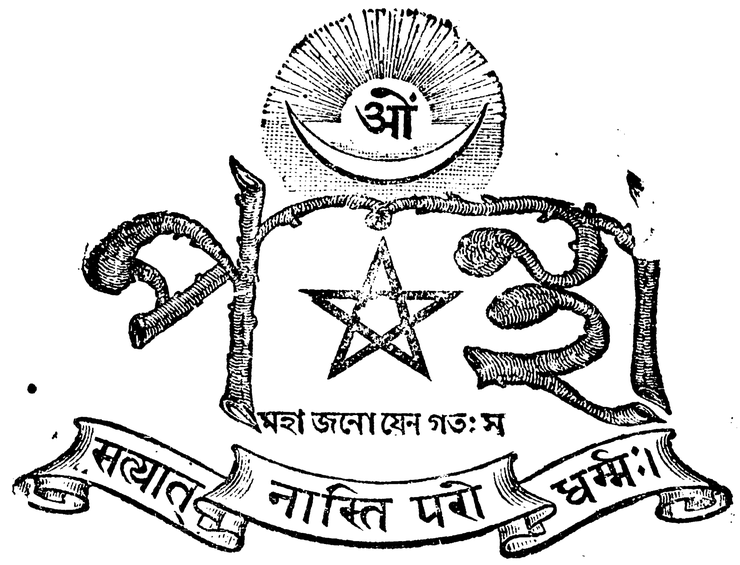

ষষ্ঠ ভাগ। | বৈশাখ ১৩০৯ সাল। | ১ম সংখ্যা।

আমাদের ষষ্ঠ বৎসর।

আমরা আমাদের গত বৎসরের কর্ম্মফল প্রণব মন্ত্র সহ মিলিত করিয়া ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিলাম। ওঁ।

একটী শ্বেতচন্দন চর্চ্চিত বিল্বপত্র আকাশ-গঙ্গায় পতিত হইয়া, ঊর্দ্ধস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মহেশ্বরের চরণে সংলগ্ন হইল। শব্দ হইল ওঁ।

এই শ্বেত চন্দনটুকু আমাদের গত বৎসরের কর্ম্ম; এবং ত্রিপত্র বিল্বপত্রটি, অকার উকার ও মকার এই তিনের সংঘাত স্বরূপ প্রণব মন্ত্র। জীবের হৃদয় এবং শিবের চরণ এই উভয়ের সংযোজক যে প্রাণের স্রোত উহাই উত্তরবাহিনী ভক্তিরূপিণী স্রোতস্বিনী গঙ্গা।

স্বার্থ-শূন্য হইয়া কেবল জ্ঞানের উদ্দেশে যাহা করা যায় তাহা সাত্বিক কর্ম্ম; এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা আকাশের যে আন্দোড়ন হয় তদ্দ্বারা আকাশস্থিত সত্ত্ব গুণাত্মক

কতকগুলি অণু একস্থলে পুঞ্জীভূত হয়। সত্ত্বগুণাত্মক অণুগুলি শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ ও সুগন্ধ। সত্ত্বগুণাত্মক পরমাণুপুঞ্জই অন্তরাকাশের শ্বেত চন্দন। পন্থার প্রকাশক, সম্পাদক, লেখক ও পাঠক আমরা সকলে মিলিয়া গত বৎসর যে কার্য্য করিয়াছি তাহার ফলে অন্তরাকাশে একটু শ্বেত চন্দন সঞ্চিত হইয়াছিল; প্রকাশকের ইচ্ছায় উহার সহিত বিল্বপত্র মিলাইয়া আজি মহেশ্বরের উদ্দেশে গঙ্গাজলে ছাড়িয়া দিলাম।

বিদ্যার্থী হইয়া যিনি এইরূপ শ্বেতচন্দন, এইরূপ বিল্বপত্র সহ মিলিত করিয়া গঙ্গাজলে মহাগুরুর উদ্দেশে ছাড়িয়া দেন, মহেশ্বর তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থিত বিদ্যাদান করিয়া থাকেন।

আমরা আজি যে শিবপূজা করিলাম তাহার ফলস্বরূপ আমরা আজি শিখিলাম,—যে গঙ্গার স্রোতই আমাদের পন্থা।

আমরা চেতন জীব, আমরা অনেক। আমরা অজ্ঞানে বদ্ধ পুরুষ। মহেশ্বর মহাপুরুষ; তিনি এক। তিনি অজ্ঞানে কখন বদ্ধ হন না। আমরা জীব, তিনি শিব। এই অনেক পুরুষ ও সেই এক পুরুষ যে শক্তিতে সংযুক্ত তিনি ভক্তিনীরদা গঙ্গা। এই ভক্তিই আমাদের পন্থা। ভ্রাতৃগণ! হৃদয়কে অর্ঘ্যপাত্র কল্পনা করিয়া সেই অর্ঘ্যপাত্র এই গঙ্গোদকে পূর্ণ কর, উহাতে শ্বেতচন্দন ও বিল্বপত্র নিক্ষেপ করিয়া, দুই হাতে সেই অর্ঘ্যপাত্র ধরিয়া গঙ্গাজল গঙ্গার স্রোতে ছাড়িয়া দাও, মহাদেব পরাবিদ্যা দান করিবেন।

নমঃ এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্র জলে পূর্ণ করিতে হয়। সকলে মিলিয়া বলি এস নমঃ শিবায়।

অর্ঘ্যপাত্র স্থাপনের পূর্ব্বে আচমন করিতে হয়। আত্মতত্ত্বায় নমঃ বলিয়া করতলস্থিত এক বিন্দু গঙ্গোদক পান কর। বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ বলিয়া আর এক বিন্দু পান কর এবং শিবতত্ত্বায় নমঃ বলিয়া আর একবিন্দু পান কর। তারপর দশরন্ধ্রের রোধ কর, তাহা হইলেই আচমন করা হইবে। আচমনের উদ্দেশ্য চিত্তকে নির্ম্মল করা। আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব যদি কেবল এই তিনটিকে চিত্তের অবলম্বন করা যায় তবেই চিত্ত নির্ম্মলতা লাভ করে, নতুবা বাসনামলায় চিত্ত মলিন হইয়া থাকে। আমি জীবাত্মা, এই তত্ত্বই আত্মতত্ত্ব। অজ্ঞানের পারে অবস্থিত প্রণবাখ্য পরম পুরুষ শিবতত্ত্ব। জীব যখন জ্ঞান লাভ জন্য

ব্যাকুল হন, শিব তখন তাহাকে জ্ঞান দান করেন; এই জ্ঞান পদার্থই জীব ও শিবের সংযোজক বিদ্যাতত্ত্ব। এই বিদ্যাতত্ত্বই আমাদের পরাবিদ্যা। এই বিদ্যালাভ করিলেই জীব আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারেন। জীব তখন জ্ঞাতা হন, শিব তখন জ্ঞেয় হন এবং জ্ঞানরূপিণী বিদ্যা তখন এই উভয়কে যোগ করেন। এই জ্ঞানটি কি জান? শিবঃ এবং অহং এই দুইটি যোগ করিলে যে বাক্যটি হয়, তাহাই। ঐ বাক্যটি এত পবিত্র ও এত—(কি বলিব কথা যোগাইল না) যে ঐ কথাটি আমি লিখিতে পারিলাম না; কথাটি মনে আসাতেই কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। জীব যতদিন না পূর্ণ জ্ঞানী হন, ততদিন ঐ কথাটি মুখে উচ্চারণ করিতে নাই।

যতক্ষণ চিত্ত বাসনামলায় মলিন থাকে, ততক্ষণ চিত্তের দ্রষ্টা পুরুষ, জীব শব্দ বাচ্য। ততক্ষণ জীব ও শিবের মধ্যে উপাসক ও উপাস্য সম্বন্ধ; তখন জীব দ্বৈতবাদী। চিত্ত যখন বাসনাশূন্য হইয়া অনন্ত প্রশান্ত সাগরের ন্যায় অবস্থিত হয়, তখন পুরুষ আপনার স্বরূপ এবং উপাস্যের স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য দেখেন না। তখন তিনি অদ্বৈত ভাব বুঝিতে পারেন। যাঁহারা উপাসনা মার্গ ছাড়িয়া এক লম্ফে এই অদ্বৈতভাব ধরিতে যান, তাঁহারা কেবল আছাড় খান এবং হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন মাত্র।

আমরা ভাই উপাসনা মার্গেই চলি এস। নমঃ শিবায়।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

স্তোত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ।

পরমেশ্বর স্তোত্রম্।

(১)

জগদীশ! সুধীশ! ভবেশ! বিভো!
পরমেশ! পরাৎপর! পূতপিতঃ!
প্রণতঃ পতিতঃ হততত্ত্বজনঃ
জনতারণ! তারয় তাপিতকম্॥

জগদীশ! হে সুধীশ! হে প্রভো ভবেশ!
পরাৎপর জগপাতা! নাথ পরমেশ!
তত্ত্বজ্ঞানহীন ঘোর পাপেতে পতিত
লইনু শরণ পদে হয়ে সন্তাপিত;
রাজীবচরণে নাথ! কোটী নমস্কার,
হে জনতারণ! কর তাপিতে উদ্ধার ॥ ১ ॥

(২)

গুণহীন সুদীন মলীন মতিং
ত্বয়ি পাতরি দাতরিচাপরতিম্।
তমসা রজসাবৃত বৃত্তমিমং
জনতারণ! তারয় তাপিতকম্ ॥

গুণহীন হতভাগ্য, দীন অতিশয়
মন্দমতি, তোমাতে আসক্ত চিত্ত নয়;
তুমি নাথ! জগতের যত প্রয়োজন
পূরণ করিয়া কর জগত পালন,
রজ তমো গুণাবৃত হৃদয় আমার
হে জনতারণ! কর তাপিতে উদ্ধার ॥ ২ ॥

(৩)

মম জীবন মীন মিমং পতিতং
মরু ঘোর ভূবীহ সুবীহ মহো!
করুণাদ্ধিচলোর্ম্মিজলানয়নং
জন তারণ! তারয় তাপিতকম্ ॥

হায় নাথ! স্পন্দহীন নিশ্চেষ্ট হইয়া
আমার জীবন মীন রয়েছে পড়িয়া
এ সংসার ঘোরতর মরুভূমি'পরে,
নীরে আনি', জগদীশ! সঞ্চালিত ক'রে
বারি রাশি কৃপাসিন্ধু হইতে তোমার,
হে জন তারণ! কর তাপিতে উদ্ধার ॥ ৩ ॥

(৪)

ভব বারণ! কারণ! কর্ম্মততো
ভবসিন্ধু জলে শিবমগ্ন মতঃ।
করুণাঙ্ক সমর্প্য তরিং ত্বরিতং
জন তারণ! তারয় তাপিতকম্ ॥

হে ভববারণ! নাথ! জগত কারণ!
ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মরাশি বিস্তার কারণ!
হের ভবসিন্ধু নীরে হয় নিমগন
এ পাতকী, ত্বরা নাথ করি সমর্পণ
করুণার সুবিশাল তরণী তোমার
হে জন তারণ! কর তাপিতে উদ্ধার ॥ ৪ ॥

অতিনাশ্যজনুষ্মম পুণ্যরুচে!
দূরিতৌঘ ভরৈঃ পরিপূর্ণ ভুবঃ
সুজঘন্যমগণ্যমপুণ্যরুচিং
জন তারণ! তারয় তাপিতকম্ ॥

এ নগণ্য পাপমতি অতি অধমের
হের বসুন্ধরা পূর্ণ প্রবাহে পাপের;
হে পবিত্রমতে! ধরা আর কলুষিত—
হবে না পাপেতে ঘোর, বধিলে তাপিত,
তাই কর, ধরিণীরে দিতে পুণ্যভার
হে জন তারণ! কর তাপিতে উদ্ধার ॥ ৫ ॥

(৬)

ভবকারক! নারক হারক হে!
ভবতারক পাতকদারক হে!
হরশঙ্কর, কিঙ্কর কর্ম্মচয়ং
জন তারণ! তারয় তাপিতকম্ ॥

জগততারণ ওহে পাপ বিনাশন!
জগত কারণ শম্ভো! নরক দমন!

হে শঙ্কর! কিঙ্করের কর্ম্ম সমুদায়
বিনাশ করিয়া প্রভো আপন কৃপায়,
সংসার সাগর ঘোর হইতে এবার
হে জন তারণ! কর তাপিতে উদ্ধার ॥ ৬ ॥

(৭)

তৃষিতশ্চিতমস্মি সুধাং হিতমেহ-
চ্যুত! চিন্ময়! দেহিবদান্যবর!
অতি মোহবশেন বিনষ্ট কৃতম্
জন তারণ! তারয় তাপিতকম্ ॥

হে চিন্ময়! তৃষ্ণাতুর হয়েছি বিষম,
হে বদান্যবর! নাথ! অচ্যুত! জীবন!
সে চিৎস্বরূপ সুধা করি বিতরণ
তৃষ্ণাতুরে, ভবতৃষ্ণা করহ দমন।
মোহবশে নাশিয়াছি কর্ম্ম আপনার,
হে জন তারণ! কর তাপিতে উদ্ধার ॥ ৭ ॥

(৮)

প্রণমামি নমামিনমামি নজং
ভবজন্মকৃতি প্রণিসূদনকম্।
গুণহীনমনন্তমিতং শরণম্
জন তারণ! তারয় তাপিতকম্ ॥

সংসারের জন্মকর্ম্ম-অরিনিসূদন,
লইনু অভয় পদ যুগলে শরণ;
অনন্তনির্গুণ নাথ! প্রভো সারাৎসার!
কোটী নমস্কার পদে, কোটী নমস্কার!
প্রণতি চরণে তব; হে জীবন-সার!
হে জন তারণ! কর তাপিতে উদ্ধার ॥ ৮ ॥

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

বিরাট পুরুষ।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে আদিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। "আত্মা বা ইদম্ এক অগ্র আসীৎ" "নাসদ্ আসীদ্ তদানীং নো সদ্ আসীদ্ তদানীং" তখন সৎ ও ছিলনা, অসৎ ও ছিলনা। কেবল ছিলেন "একমেবাদ্বিতীয়ং"। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে এক আমি বহু হইব—"স ঐক্ষত একোঽহং বহুঃস্যাম্ প্রজায়েয়"। তখন "তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নে রাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" অর্থাৎ সেই আত্মা হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও ক্ষিতি এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত আবির্ভূত হইল। এই আবির্ভাবের মূল ব্রহ্ম। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"। এই আবির্ভাবের পূর্ব্বে নিরঞ্জন, অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্ম, মায়াউপাধিযুক্ত হয়েন। এই মায়াই প্রকৃতি। আর মায়া-উপহিত ব্রহ্ম, মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরং"। এই মহেশ্বর যে আকাশাদি মহাভূত সৃষ্টি করেন, তাহার নাম কারণসৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি। স্থূল হইতে সূক্ষ্মতরের গণনা করিলে আমরা পাঁচটী তত্ত্বের উল্লেখ পাই। যথা—পৃথিবীতত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব, তেজস্‌তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ব। বস্তুতঃ, কিন্তু আকাশের অপেক্ষাও দুইটী সূক্ষ্মতর তত্ত্ব আছে। সাধারণতঃ তাহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহাদের নাম অনুপাদকতত্ত্ব ও আদিতত্ত্ব। সাংখ্য পরিভাষায় ইহাদিগের নাম অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব। সাংখ্যাচার্য্যেরা সৃষ্টির ক্রম এইরূপে নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্র অথবা সূক্ষ্মভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি *।

* এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ২ স্কন্ধ ২ অধ্যায় ২৮-৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ তাহার ভাগবত গ্রন্থে (১১ পৃঃ) ব্রহ্মাণ্ডের একটী চিত্র প্রদর্শন করিয়া এ বিষয় বিশদ করিয়াছেন। ভাগবতের মতে ব্রহ্মাণ্ডের পর পর সাতটী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আবরণ আছে। ইহারা আমাদের আলোচ্য সপ্ততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথমতঃ ক্ষিতি; তাহার পরে, পর পর জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব।

মহত্তত্ত্বকে কখন কখন সমষ্টিবুদ্ধি (Cosmic ideation) বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে মহেশ্বর ঐ মহত্তত্ত্ব-উপাধিতে উপহিত হইয়া সৃষ্টির অধ্যবসায় (নিশ্চয়, resolve) করেন। শ্রুতি "স ঐক্ষত" (তিনি নিশ্চয় করিলেন) এই বাক্য দ্বারা ঐ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। মহতের পর অহঙ্কার, অধ্যবসায়ের পর অভিমান ; অভিমানই অহঙ্কারের লক্ষণ। "একোঽহং বহুঃস্যাম্" এই বাক্যে শ্রুতি মহেশ্বরের সৃষ্টি-অভিমানের অতি বিশদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব সৃষ্টির তিনটী মুহূর্ত্ত—পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় যাহাকে moments বলে। প্রথম মুহূর্ত্তে পরব্রহ্ম মায়ায় উপহিত হইয়া মহেশ্বর হয়েন। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে মহেশ্বর মহত্তত্ত্ব-উপাধি সংযুক্ত হইয়া ঈক্ষা বা অধ্যবসায় করেন। এবং তৃতীয় মুহূর্ত্তে তিনি অহঙ্কার সংযুক্ত হইয়া "বহুস্যাম্" এই অভিমান স্বীকার করেন। অতঃপর, যথাক্রমে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ইহার নাম কারণ বা তত্ত্বসৃষ্টি। যিনি এই সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন তাঁহাকে প্রথম পুরুষ বলা হয়।

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ।"

ব্রহ্মসংহিতার এই বচনে জানা যায় যে যিনি বিষ্ণুর পুরুষাখ্য প্রথমরূপ, তিনিই মহতের স্রষ্টা ; অর্থাৎ তিনিই তত্ত্ব বা কারণ সৃষ্টির সমাধান করেন। ব্রহ্মসূত্রের 'জগদ্ব্যাপার বর্জ্জং' সূত্রে (৪।৪।১৭) এই বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঐ সূত্রের যিনি লক্ষ্য, তিনিই মহেশ্বর, আমাদের আলোচ্য প্রথম পুরুষ। জগৎ ব্যাপার (তত্ত্ব সৃষ্টি প্রভৃতি) তাঁহারই আয়ত্ত। দ্বিতীয় পুরুষ কে? ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন, "প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী, ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী, তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে ব্রহ্মাণ্ড একটী মাত্র নহে। মহেশ্বরের সৃষ্টিতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত রহিয়াছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনিই সেই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা।

কিন্তু অপর ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অধিকারে নহে। আর, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি,—যিনি সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী, তিনিই মহেশ্বর,—আমাদের পূর্ব্বকথিত প্রথম পুরুষ। আর যিনি ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ। ইনি কে? বৃহদারণ্যক উপনিষদ ইহাঁকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—

"আত্মৈবেদং অগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।

* * * * * *

"স যৎ পূর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ।"

অর্থাৎ প্রথমে আত্মাই পুরুষরূপে বিরাজিত ছিলেন। তাঁহাকে যে পুরুষ বলে, তাহার কারণ এই যে তিনিই সকলের পুরোবর্ত্তী হইয়া সমস্ত পাপ অতিক্রম করিয়া প্রজাপতি অর্থাৎ ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। শঙ্করাচার্য্য এই শ্রুতির যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার মতে পুরাকল্পের কোন জীবন্মুক্ত সাধকোত্তম, যিনি অত্যুগ্র সাধনা বলে সমস্ত মায়া মলিনতা পরিহার করিয়া মহেশ্বরের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিই পরবর্ত্তী কল্পে জগতের হিতার্থে কোন ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করেন। ইনিই দ্বিতীয় পুরুষ। পূর্ব্বকল্পে ইনি মহেশ্বরে বিলীন হইয়া মহেশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়াছিলেন। অতএব ইঁহার ব্রহ্মাণ্ডের ভার গ্রহণ মহেশ্বরেরই কার্য্য বলিয়া প্রতীতি হয়। এই পুরুষের কথা ভাগবতের ১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম এই যে আদিতে ভগবান্ লোকসৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া মহদাদি গঠিত পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করেন। কারণার্ণবশায়ী সেই ভগবানের নাভি হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার অবয়ব সন্নিবেশেই নিখিল ভুবন কল্পিত হয়। তাঁহার সেই রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। সেই রূপের চরণ, হস্ত, বক্ষ, বদন, শ্রবণ, নয়ন ও মস্তক প্রভৃতি সকলই অসংখ্য ও অপরিমেয়। ইনিই সকল অবতারের নিধান ও অক্ষয় বীজ। ইঁহারই অংশাংশে পশু, মনুষ্য, দেব প্রভৃতি সৃষ্ট হয়।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা এই দ্বিতীয় পুরুষেরই মূর্ত্তি। ইনিই পুরুষ সূক্তোক্ত "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্"। ইহাঁর অসংখ্য শির, অসংখ্য নয়ন, অসংখ্য চরণ। ইহাঁকেই লক্ষ্য করিয়া গীতাকার বলিয়াছেন "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বোতোক্ষি শিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি"।

তাঁহার সর্ব্বত্র হস্তপদ, সর্ব্বত্র চক্ষু, শির, মুখ ও কর্ণ। তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। ইহাঁকেই বিরাট পুরুষ বলে।

"অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণ সংযুতে
বৈরাজঃপুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥"

[ভাগবত, ২।১।২৫]

এই সপ্ত আবরণে আবৃত ব্রহ্মাণ্ড শরীরে যে বিরাট পুরুষ বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহাতে ধারণা করিতে হয়। সপ্ত পাতাল ও সপ্তলোক তাঁহার শরীর। তাঁহার বিরাট দেহ। পাতাল তাঁহার পদতল; রসাতল তাঁহার চরণাগ্র, মহাতল তাঁহার গুল্‌ফ, তলাতল তাঁহার জঙ্ঘা, সুতল তাঁহার জানু, বিতল ও অতল তাঁহার উরুদ্বয়। ভুর্লোক তাঁহার জঘন, ভূবর্লোক তাঁহার নাভি, স্বর্লোক তাঁহার উরস্, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবা, জনর্লোক তাঁহার বদন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক তাঁহার শীর্ষ। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু, দিক্‌সমূহ তাহার প্রাণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নাসাপুট, হুতাশন তাঁহার মুখ, সূর্য্য তাঁহার নয়ন, দিবা-রাত্রি তাঁহার অক্ষিপত্র, রস তাঁহার জিহ্বা, যম তাঁহার দংষ্ট্রা, মায়া তাঁহার হাস্য, সংসার তাঁহার কটাক্ষ, সমুদ্র তাঁহার কুক্ষি, পর্ব্বতসমূহ তাঁহার অস্থি, নদীসমূহ তাঁহার নাড়ী, বৃক্ষ তাঁহার রোমসমূহ, বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, কাল তাঁহার গতি, মেঘ তাঁহার কেশ, সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র, প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়, চন্দ্র তাঁহার মন, ইত্যাদিরূপে সেই বিরাট পুরুষের মূর্ত্তির ভাবনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে জগতে যে কিছু মূর্ত্তি আছে, সে সমস্তই বিরাট পুরুষের অবয়ব। ইহা বিচিত্র নহে। কারণ প্রথম পুরুষ যেমন কারণ বা তত্ত্বসৃষ্টি সমাধান করেন, ইনি সেইরূপ মূর্ত্তি বা অবয়বের সংস্থান করেন। অতএব সমস্ত অবয়বের বা সমষ্টি মূর্ত্তির যিনি অভিমানী, তিনিই দ্বিতীয় বা বিরাট পুরুষ।

অতঃপর তৃতীয় পুরুষের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ব্রহ্মসংহিতায় আমরা তিন পুরুষের উল্লেখ পাইয়াছি। 'আদ্যং তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ম্ অণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্।' যিনি সর্ব্বভূতস্থ, তিনিই তৃতীয় পুরুষ। কিরূপে সর্ব্বভূতস্থ? অন্তর্য্যামীরূপে। ইনি জীবরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছি। ইনিই মার্কিন মনীষী এমার্‌সনের কথিত Over soul ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—এষ তে আত্মান্তর্য্যামী অমৃতঃ, এই তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত।

এই তিন পুরুষকে জানিলে কি হয়? ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—এতজ্ জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে। এই জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়। ইহা হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ—ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরং। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরম বস্তু লাভ হয়।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পৌরাণিক কথা।

বৃন্দাবন তত্ত্ব।

আনন্দের রাজ্য। সকলেই আনন্দের জন্য উন্মত্ত। কিন্তু পূর্ণ আনন্দ কোথায়? ঐ আনন্দের আলোক। কিন্তু ছুঁইতে গেলেই হস্তদাহ। ঐ আনন্দের মধুর আস্বাদ। কিন্তু পানেই মৃত্যু। আনন্দের মধুর ধ্বনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিষাদের তীক্ষ্ণবাণ। হায়! সে আনন্দ কোথায়, যাহাতে সন্তাপ নাই। তাই "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা।" জিজ্ঞাসার চরম সিদ্ধান্ত এই যে যদি দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি চাহ, তাহা হইলে সেই নর্ত্তকীর নৃত্যে ভুলিও না। দূর হইতে সেই অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং সেই বহুরূপিণী বিশ্ববিনোদিনী, বিশ্বজননী, কুহকিনী প্রকৃতি দেবীকে নমস্কার করিবে। একে একে তাহার মায়াজাল কাটাইবে। একে একে ইন্দ্রিয়জনিত রাগদ্বেষ ত্যাগ করিবে। একে একে ছয় রিপুর নাশ করিবে। একে একে মন বিষয় হইতে আকৃষ্ট করিবে। কিন্তু মন বিষয় বিমুখ হবে কেন?

জানিলাম প্রকৃতি লীলাময়ী। জানিলাম পুরুষ স্বতন্ত্র। প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম তাহার প্রকৃতি, দেখিলাম তাহার বিকৃতি। জানিলাম পুরুষ প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়। জানিলাম সব। বিবেকশীল ও বিচারপরায়ণ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু মন ত বিষয় বিমুখ

হইল না। প্রকৃতির নাচ মনত ভুলিতে পারিল না। এক এক তরঙ্গে সকল বিচার ভাসিয়া গেল। চক্ষু মুদিয়া ত মুনি হইতে পারিলাম না।

বিবেক ছাড়িয়া একবার বৈদান্তিক জ্ঞানের পথে যাই দেখি। ভাই প্রথমেই বাধা। এ জ্ঞানে ত আমার অধিকার নাই। এখানে অধিকারের বড় ধূমধাম। অধিকার লইয়া বড় আঁটাআঁটি। আমার বিবেক আছে ত বৈরাগ্য নাই। বৈরাগ্য আছে ত ষট্‌সম্পত্তি নাই। আমার শমদমাদি কেমনে হইবে, তাই আমি সকলের নিকট ধর্ম্মভিক্ষা করি। ভাই আমার জ্ঞান পথে যাওয়াত হইল না। আবার মুমুক্ষত্ব। যার মুক্তির ইচ্ছা প্রবল, সে জ্ঞানপথ অনুসরণ করুক। যে নিজের বন্ধনকেই প্রবলভাবে দেখে, যে নিজের বন্ধনমুক্তির জন্যই সর্ব্বতোভাবে উদ্যম করে, সে জ্ঞানী হইয়া মুক্তিলাভ করুক। কিন্তু আমরা সে মুক্তি চাহি না। আমরা চিরবন্ধনে আবদ্ধ থাকিব, তথাপি ভক্ত প্রহ্লাদের সহিত বলিব—

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয় বৈতরণ্যাস্তদ্বীর্য্যগায়ন মহামৃত মগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখ চেতস ইন্দ্রিয়ার্থ মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥
প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ নিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্য শরণম্ ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

দুর্ব্বলের বল কে আছে? কাহাকে আশ্রয় করিয়া সকল বল লাভ করা যায়? কাহার কটাক্ষে দুঃখের চিরবিনাশ হয়? কাহার করুণায় জীব সর্ব্ব বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে, শমদমাদি সাধন লাভ করিতে পারে, জীবনিস্তারের জন্য সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং করুণার সাগর হইয়া জীবের হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিতে পারে? ভক্তের সম্বল, জীবের সর্ব্বস্বধন, জীবনের জীবন, প্রাণের বল্লভ, এস দয়াময়, তোমাকে আশ্রয় করি। আর কিছু চাহি না। তুমি আনন্দময়। তুমি স্বয়ং আনন্দ। তোমাকে দেখিলে দুঃখ তাপ দূরে পলাইয়া যায়। বৃন্দাবন তোমার আনন্দধাম। সেখানে পূর্ণ আনন্দ। কেমনে সেই বৃন্দাবনে যাইব। শ্রীবৃন্দাবনে রাগদ্বেষের মলিনতা নাই। রিপুর ঝঞ্ঝাবাত নাই। সেখানে সকলই স্বচ্ছ, সকলই পবিত্র। সেই পবিত্রধামে, সেই পূর্ণধামে সেই পার্থিব গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ চিরবিরাজিত। কেমনে শ্রীবৃন্দাবনে যাব?

কেমনে রিপুর নাশ হবে, কেমনে মনের মলিনতা যাবে? শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, গোপীর প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ, কেমনে বৃন্দাবনে যাব?

গোপ গোপী আজ গোকুলে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মে সকলে আনন্দিত। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি। আজ ব্রজে সহজ ভক্তি। সংস্কার বশতঃ গোপ গোপীর নির্ম্মল চিত্ত। তাঁহাদের বিবেকের অপেক্ষা নাই; জ্ঞানের অপেক্ষা নাই। আনন্দমূর্ত্তি, চিন্মূর্ত্তি, ভগবানের নিত্য দর্শন, এই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। ইহাতেই তাঁহাদের সত্ত্ববৃদ্ধি।

ভগবানের গোপ গোপী নিজ জন। তিনি নিজরূপে তাহাদের নিকট প্রকট। নিজজনের ভার তাঁহার উপর। তিনি লীলার ছলে, জগতের উপদেশের জন্য সেই ভার বহন করিয়াছিলেন।

যে ভগবানের নিজ জন হইতে ইচ্ছা করিবে, যে ভগবান্‌কে আত্ম সমর্পণ করিবে, ভগবান্ তাহারি ভার বহন করিবেন। গোপ গোপীরা জন্ম জন্মান্তরে ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, জন্ম জন্মান্তরে তাঁহার নিজজন হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, ভগবান তাই তাহাদের ভার বহন করিয়াছিলেন।

আজ গোকুলে গোপ গোপীগণ ভক্তির বাল্যাবস্থায়। তাই ভগবান্ স্বয়ং গোপ হইয়া তাহাদের বিঘ্ন নাশ করিতে লাগিলেন। কামচারিণী পূতনা কত বালক ভক্তকে নাশ করিল। কি তাহার প্রলোভন? কি তাহার বিশ্ব-বিমোহন রূপ!

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্ত মল্লিকাং
বৃহন্নিতম্বস্তন কৃচ্ছ্র মধ্যমাম্।
সুবাসসং কল্পিতকর্ণভূষণ
ত্বিষোল্লসৎ কুন্তল মণ্ডিতাননাম্॥
বল্গুস্মিতাপাঙ্গ বিসর্গবীক্ষিতৈ
র্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্।
অসংগতান্তোজকরেণ রূপিণীং
গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতং পতিম্॥

ভাই, কে স্থির আছ দেখ। বালঘাতিনী, বালগ্রহ পূতনার এই রূপ দেখিয়া কে স্থির আছ বল। কে বুঝিতে পারিয়াছ এই মনোমোহিনী কামরূপিণীর

ভিতরে ভিতরে বিষ। কামের মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া যদি তুমি ভুলিয়া থাক, তাহা হইলে চকিতের ন্যায় দেখ, কেমনে শ্রীকৃষ্ণ এই পয়োমুখ বিষকুম্ভ হইতে নিজ জনকে উদ্ধার করিলেন। আর গোকুলে কাম থাকিল না। কাম রূপান্তরিত হইল। দূষিত কাম কৃষ্ণ প্রেমে পরিণত হইল। দহ্যমান পূতনাদেহ হইতে অগুরু সৌরভ উঠিতে লাগিল।

দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ।
উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্ত সপদ্যাহত পাপ্মনঃ॥

পূতনা বধ দ্বারা ব্রজে গোপ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ রতি লাভ করিল; আর যে ভক্তিপূর্ব্বক পূতনাবধ শ্রবণ করিবে, সেও চিরকালের জন্য গোবিন্দে রতি লাভ করিবে।

য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্॥

শিশু শ্রীকৃষ্ণের প্রবালমৃদু অঙ্ঘ্রি-কমল দ্বারা আহত হইয়া শকট 'বিধ্বস্ত নানা-রসকুপ্য ভাজন' ও 'ব্যত্যস্ত চক্রাক্ষবিভিন্নকূবর' হইয়া উল্টাইয়া গেল। স্বয়ং বিক্ষেপ, রজোগুণসমুদ্ভূত তৃণাবর্ত্ত, চক্রবাতরূপে মনুষ্যের চিত্তঘূর্ণক মহাসুর ব্রজে প্রাণত্যাগ করিল। সাক্ষাৎ মদ ও মোহরূপ যমলার্জ্জুনরূপী নলকুবর ও মণি-গ্রীব ব্রজে উৎপাটিত হইল। আর ব্রজে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য থাকিল না। মল দোষ ও বিক্ষেপ দোষ দূর হইল। ভগবানের স্বরূপ অমনি স্বচ্ছ গোপীর হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। সংসারের ছায়া যেমন যেমন সরিয়া যাইতে লাগিল, তেমনি তেমনি সেই প্রতিবিম্ব গাঢ় অঙ্কিত হইতে লাগিল।

নন্দগেহিনী যশোদা পুত্রের মুখে বিশ্ব দর্শন করিলেন। যদু পুরোহিত গর্গ ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া গোপনে নন্দকে বলিলেন

তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥

গোপ গোপীর মনে মনে কত ভাব হইতে লাগিল। তাহাদের ভাবতরঙ্গের অনুক্রমণিকা হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণ তখন হাঁটি হাঁটি পা পা করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা তখন সেই ভাব আত্মভাবে রঞ্জিত ও বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ চৌর্য্যবৃত্তি আরম্ভ করিলেন।

জোর করিয়া গোপীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন। জোর করিয়া তাহাদের কর্ম্মফল, সমস্ত দিনের অর্জ্জিত গব্য, গোপীদের সর্ব্বস্ব পার্থিব ধন, তাহাদের একমাত্র উপার্জ্জিত কর্ম্ম—তাহাদের আদরের, যত্নের ননি মাখন, সেই হাঁটি হাঁটি শ্রীকৃষ্ণ চুরি করিতে লাগিলেন। চুরি করিয়া বিলাইতে লাগিলেন।

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ!
মর্কান্ ভোক্ষ্যান্ বিভজতি সচেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোষ্য তোকান্॥
হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ সিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গে স্বর্থং প্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ॥

কেন চুরি করিবেন না? ননি মাখনে তিনি ভিন্ন কার অধিকার? কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ভক্তের কর্ম্মফল ভগবান্ জোরপূর্ব্বক চুরি করেন। ভক্তের মত ভাগ্যবান্ কে আছে। এইরূপে গোপ গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে চলিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপ গোপীর নিজ জন হইতে লাগিলেন। এইরূপে গোপ গোপীর নির্ম্মল হৃদয়ে তিনি প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রেমের বীজ রোপিত হইল।

কিন্তু এই জন সমাজে, এই কংসের রাজ্যে, এই গোকুলধামে, প্রেমের বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। যেখানে পার্থিবভাবের সংস্রব আছে, যেখানে ভেদের জ্ঞান আছে, যেখানে বিষয়ের কীট আশে পাশে ফিরিতেছে, যেখানে গোপ গোপীর সহজভাব ফোট ফোট হইয়া রহিয়া যাইবে, যেখানে গোপ গোপী প্রাণ খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিতে না পারিবে, সেখানে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ কিরূপে হইতে পারিবে?

যেন উপানন্দের মুখ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপ গোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রি তৃণ বীরুধম্॥

তৎতত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্‌ক্ত মাচিরম্।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে॥

অমনি সকলে এক বাক্য হইয়া সেই দণ্ডে গোকুল ত্যাগ করিলেন এবং "সর্ব্বকাল সুখাবহ" বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন।

বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ॥
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনা পুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতিঃ রামমাধবয়োর্নৃপ॥

বৃন্দাবনে রাজার সহিত সম্বন্ধ নাই। রাজা প্রজার ভাব নাই। জনসমাজের ঢেউ নাই। সামাজিক ধর্ম্মের উঁকি ঝুঁকি দ্বারা ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্কোচ নাই। লোকসংগ্রহের জন্য সেখানে ধর্ম্মভাণের প্রয়োজন নাই। সেখানে সহজ ভাব। সহজ প্রেম। প্রেমের সহজ উচ্চারণ। সহজ বিকাশ। সে প্রেমে কাম নাই, ক্রোধ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই। রাগ, দ্বেষের লেশ নাই। মল নাই। বিক্ষেপ নাই। সেখানে একমাত্র মধুর বংশীনাদই বিষয়। অন্য বিষয় নাই।

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে সেই বৃন্দাবন॥

সেই মধুর বংশীনাদে গোপীদের নির্ম্মল অন্তঃকরণে সহজ কৃষ্ণপ্রেম উথলাইয়া উঠে। যাহাতে বৃন্দাবনে এই সহজ মধুর ভাব বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও চরম সীমা প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই নিভৃত জনসমাজ শূন্য স্থানকে স্বীয়মধুর রসে পূর্ণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের মৃত্তিকা, বৃন্দাবনের তরুলতা তাঁহার সেই মধুর ভাব, সেই শুদ্ধ সত্ত্ব, নির্ম্মল আনন্দে পরিপূর্ণ। তিনি গিরি গোবর্দ্ধনকে আপন ভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গিরি, ভূমি, বৃক্ষলতা তাঁহার মধুর বেণুরব আস্বাদন করিয়া মধুরতাময় হইয়াছিল। পাঁচ হাজার বৎসর পরে আজও সেই মধুরভাবে বৃন্দাবন পরিপূর্ণ। সেই মধুরভাব এখনও গিরি গোবর্দ্ধন হইতে বাহির হইতেছে। সেইমধুরভাবে এখনও বৃন্দাবনস্থ তরুলতা পূর্ণ রহিয়াছে। কেবল নাই সেই ভাব হর্ম্ম্য অট্টালিকায়। নাই সেই ভাব ঘন গৃহস্থ আবাসে। নাই সেই ভাব যেখানে গোস্বামী কুলধ্বজ দোলোৎসবে মথুরা হইতে বেশ্যা আনাইয়া নিজ মন্দিরে

নাচ করাইতেছেন। বৃন্দাবনের দেবমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ আছেন নিভৃত নিকুঞ্জবনের তরুলতায়। কোথায় নিকুঞ্জবন, কোথায় নিধুবন; আর কোথায় হর্ম্ম্য অট্টালিকা পূর্ণ জননিবাস। ভাই, ব্রজভাব হইয়া থাকে বৃন্দাবনে বাস কর। "বৃন্দাবনে যাবে, না রহিবে বহুকাল।" ভাই, বৃন্দাবনের সেই পবিত্র ভাব থাকিতে দাও। বৃন্দাবন বন থাকিতে দাও।

পবিত্র গোস্বামীগণ ব্রজভাবে দীনভাবে সংসার ত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাবে বৃন্দাবন অধিকতর পবিত্র হইয়াছিল। ভগবান হইতেও ভক্তের ভাব অতি মধুর। ভক্তনিবাস বৃন্দাবনে কেবল ভক্তকেই থাকিতে দাও। শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় বৃন্দাবন অপার্থিব স্থান। বৃন্দাবনের প্রতিস্থান তাঁহার চরণাঙ্কিত। প্রতি স্থানে তাঁহার বংশীধ্বনি এখনও প্রতিধ্বনিত। গোকুল ত্যাগ করিয়া যে ভাবে ব্রজবাসীরা বৃন্দাবন প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে বৃন্দাবন প্রবেশ কর। নিশ্চয় রাধাকৃষ্ণের দর্শন পাইবে। যদি সে ভাবে প্রবেশ না করিতে পার, অন্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ কর। এবং ভগবানকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় কর। যখন কৃত্রিম ভক্তি, স্বার্থময় ভক্তি গিয়া সহজ ভক্তি হইবে, যখন সেই সহজ ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন করিতে পারিবে, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিবে, তখনই সংসারে থাকিয়াও তোমার গোকুলবাসের ফল হইবে, এবং তখনই তোমার বৃন্দাবন প্রবেশের অধিকার হইবে। এ পথে কণ্টক নাই। এ পথের দুর্গমত নাই। এক ভক্তি। ভাই, ভক্তি, ভক্তি, ভক্তি। এস ভাই, পরস্পরে হাত ধরিয়া ভক্ত হইতে চেষ্টা করি। তবে ব্রজের ভাব বুঝিতে পারিব। তবে বৃন্দাবন রহস্য বুঝিতে পারিব।

"বৃন্দাশব্দে আনন্দাংশোদ্ভবা শ্রীরাধিকা।
মহাভাবময়ী যিনি সর্ব্ব রসালিকা॥
বনার্থে কহয়ে শুদ্ধ রম্য গোপ্য স্থান।
যে স্থানে রসরাজের হয় অধিষ্ঠান॥
রাধা প্রকৃতির সেই রম্য গোপ্য স্থানে।
বৃন্দাবন বলি ভক্ত রসিকে বাখানে॥

অক্ষর আনন্দময় সেই স্থান হয়।
জরা মৃত্যু শোক আদি তথা না আছয়॥

তথাহি পাদ্মে।

রাধা ষোড়শ নাম্নাঞ্চ বৃন্দানাম শ্রুতৌ শ্রুতম্।
তস্যা রম্যবনং গোপ্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥
অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্।
গোবিন্দদেহতোঽ ভিন্নং পূর্ণব্রহ্ম সুখাশ্রয়ম্॥
কৃষ্ণ দেহাভিন্ন পূর্ণব্রহ্ম সুখাশ্রয়।
অতি রমণীয় পূর্ণানন্দ রসময়॥
চিন্তামণি ভূমি শ্যাম রসে পরিপূর্ণ।
তথামৃত রূপ বারি বৃন্দাবন ধন্য॥

তথাহি তত্রৈব।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দ রসাশ্রয়ম্।
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপূরিতম্॥
শীতল সৌরভাক্রান্ত জগন্মুগ্ধ কর।
নিত্য বৃন্দাবন নিত্য নির্গুণ গোচর॥
তথা সর্ব্বক্ষণ পবনের মন্দগতি।
সর্ব্বদা বিরাজমান যথা ঋতুপতি॥
নিত্য পূর্ণ নিশাকর তথায় উদয়।
রবির মন্দাংশু যথা জানিহ নিশ্চয়॥
দুঃখ, সুখ, জরা, মৃত্যু, বিচ্ছেদাহঙ্কার।
ক্রোধ, মৎসরতা আদি যতেক প্রকার॥
নিত্য বৃন্দাবন ধামে নাহিক আছয়।
পূর্ণানন্দামৃতরসপূর্ণ সুখময়॥
গুণাতীত পরং ধাম পূর্ণ প্রেমরূপ।
এই হয় নিত্য বৃন্দাবনের স্বরূপ॥

তথাহি তত্রৈব।

সুস্নিগ্ধ গৌরভাক্রান্ত মুগ্ধীকৃত জগত্রয়ম্।
মন্দমারুত সংসিক্ত বসন্ত ঋতু সেবিতম্॥
পূর্ণেন্দু নিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্য মন্দাংশু সেবিতম্।
অদুঃখ সুখবিচ্ছেদং জরামরণ বর্জ্জিতম্॥
অক্রোধগত মাৎসর্য্যং অভিন্নমনহঙ্কৃতম্॥
পূর্ণানন্দমৃতরসং পূর্ণ প্রেম সুখাবহম্।
গুণাতীতং পরং ধাম পূর্ণ প্রেম স্বরূপকম্॥

* * * * *

সেই মনোহর নিত্য বৃন্দাবন মাঝে।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড প্রভৃতি বিরাজে॥
এ সব নিগূঢ় কথা কহিতেই ভয়।
পাছে অরসিকে শুনে অনর্থ করয়॥
অতএব আর নাহি করিব বিস্তার।
দিক্ দরশনে বুঝ করিয়া বিস্তার॥"

শ্রীশ্রীবংশী শিক্ষা।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বিচার সাগর।

অবতরণিকা।

সংসার চেষ্টায় মনুষ্য মাত্রেই অশেষ কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছে। আপদে, সম্পদে, উদ্দেশ্য সাধনে, বুদ্ধি কত দিকে পরিচালন করিতেছে। মন কত দিকে ফিরিতেছে। কেহ স্ত্রী, পুত্র, ধনাদিতে মগ্ন; কেহ দান, যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যাদিতে লগ্ন। সুখ ও শান্তি অভিলাষে সকলেই উপায় হইতে উপায়ান্তরের আশ্রয় লইতেছে। দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তি সংসারে সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সেই সুখরূপ মায়া মৃগ অনুসরণে পুরুষ নিয়তই সংসার অরণ্যে ঘুরিতেছে। সংসার অটবী ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দুঃখকণ্টক সমাকুল। দুষ্ট বাসনা-ব্যাধ তথায় জটিল জাল পাতিয়া

রাখিয়াছে। পদে পদে জীব তাহাতে আবদ্ধ হইতেছে। আশার শেষ নাই, কামনার অন্ত নাই। এই মুহূর্ত্তে বিষয় সম্ভোগে সুখের যে ছায়ামাত্র অনুভব করিতেছি, পরক্ষণেই তাহা হতাশ্বাসের গভীর তমসায় বিলীন হইতেছে। তুচ্ছ বিষয় ভোগের কথা দূরে থাক, ত্রিলোকার সুখ সম্ভোগেও দুঃখের অবসান নাই। অনন্ত কালের তুলনায় সে সুখও ক্ষণিক মাত্র। সে সুখও ক্ষয়শীল। ক্ষয়ধর্ম্মী পদার্থ হইতে প্রকৃত সুখ ও শান্তি কোথায়? সুখের ক্ষণিক ছায়ামাত্র পাইয়া বরং বৃথা খেদের তীব্রতা সমধিক অনুভূত হয়। যাহার অন্বেষণে সংসারে ফিরিতেছি, সে সুখ সংসারে নাই—আমাতেই আছে। অন্তর্মুখ বৃত্তিতে সেই সুখের আভাস-পরিমল পাইয়া, অবোধ মৃগের মত বিষয় পথে মৃগমদ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি। কি উপায়ে সেই অভিলষিত সুখ পাইব?

সেই বাঞ্ছিত সুখ প্রাপ্তির উপায়—আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান শোধন দ্বারা ভবদুঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। সেই জ্ঞান ঈশ্বর, জীব ও জড়জগতের জ্ঞান সাপেক্ষ। সদ্-গুরু ও গুরুভক্তি বিনা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। একমেব অদ্বয়ের প্রতিপাদক গ্রন্থ হইতে গুরুমুখ নিঃসৃত বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়। সংস্কৃত ভাষায় আত্মজ্ঞান বোধক অনেক গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থ সমূহ আত্মজ্ঞানলাভের সম্পূর্ণ উপযোগী। সংস্কৃতেতর ভাষায় ঐরূপ সম্পূর্ণ উপযোগী গ্রন্থ নাই। যাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া দাদুপন্থীরত্ন নিশ্চল দাস হিন্দিভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থের নাম বিচার সাগর। উহার অধ্যায়ের নাম তরঙ্গ। বিচার সাগরে সাতটি তরঙ্গ আছে।

প্রথম তরঙ্গে অনুবন্ধ, সম্বন্ধ, বিষয় ও প্রয়োজন সাধারণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ তরঙ্গে অনুবন্ধের সাধারণ পরিচয় দিয়া, দ্বিতীয় তরঙ্গে পূর্ব্বপক্ষীর (বাদীপক্ষ) মত খণ্ডন করিয়া সকল অংশের সমাধান করা হইয়াছে। তৃতীয় তরঙ্গে মুমুক্ষুত্বের পরিচয়, গুরু শিষ্য লক্ষণ ও গুরুভক্তির প্রকার; চতুর্থ তরঙ্গে উত্তম অধিকারীর প্রকার ও উপদেশ; পঞ্চম তরঙ্গে মধ্যম অধিকারী উপদেশ, ও ষষ্ঠ তরঙ্গে অধম অধিকারী উপদেশ নিরূপিত হইয়াছে। সপ্তম তরঙ্গে জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ত পুরুষের ব্যবহার প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্যান্য ভাষাগ্রন্থ বেদাদির প্রমাণে পরিপূর্ণ। এ গ্রন্থ সেরূপ নহে। শ্রুতির

সম্যক অর্থ নিশ্চয়কারী যুক্তিতে এই গ্রন্থ পূর্ণ। ইহা প্রকৃতই বিচার সাগর। এই সাগর আত্মজ্ঞানোপযোগী লহরীমালায় তরঙ্গিত। এই বিশাল সমুদ্রের এক পারে সংসার সৈকত, অপরপারে মোক্ষ উপকূল; মধ্যে সুগভীর বেদ সিদ্ধান্ত-জল বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। অভ্যাস সু-পবন যোগে বুদ্ধিতরণী সদ্-গুরু কর্ণধার কৃপায় অনায়াসে এই সাগর পার হইয়া যায়। বিচার সাগরে অনুবন্ধ ও অধ্যাস অতি সুন্দর ভাবে নিরূপিত হইয়াছে। অদ্বৈত মত সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর গ্রন্থ অধুনা দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থের ভাষা যেরূপ সরল, রচনাও সেইরূপ মধুর।

নিশ্চলদাস দাদুপন্থী ছিলেন। দাদুপন্থীরা শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। বিচার-সাগরে কোন পন্থা বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বেষ বা নিন্দা নাই। কোন পন্থা বা ধর্ম্মের পক্ষপাতিত্ব নাই। এই গ্রন্থে কেবল ভরপূর আত্মজ্ঞান। যিনি যে পন্থী হউন না কেন, যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, বিচারসাগরে সকলেই স্বধর্ম্ম দেখিতে পাইবেন।

নিশ্চলদাস তুলসীদাসের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী পাওয়া যায় না। তিনি কোন্ সালে বা কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। দিল্লি হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ পশ্চিমে "কিহড়ৌলী" নামক এক গ্রাম আছে। নিশ্চলদাস সেই গ্রামে অবস্থান করিতেন। তথায় তাঁহার "গুরুদ্বার" বা মঠ আছে। অদ্যাপি সেই গুরুদ্বারে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী আছে। তিনি কাশীধামেও কতক দিন ছিলেন।

নিশ্চলদাসের পাণ্ডিত্য বড়ই অদ্ভুত ছিল। "বৃত্তি প্রভাকর" নামক গ্রন্থে তাঁহার বিচিত্র পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সাংখ্য, ব্যাকরণ, ন্যায় শাস্ত্রাদিতে নিশ্চলদাস সুনিপুণ ছিলেন। বেদান্তে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। কথকতায় তিনি অতি মধুরভাষী ছিলেন। নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া তিনি "বিচারসাগর" ও "বৃত্তিপ্রভাকর" কথাকারে প্রচার করিতেন। বিচারসাগরের উপসংহারে নিশ্চলদাস স্বীয় অধ্যয়নের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন।

"সাংখ্য ন্যায় মৈঁ শ্রম কিয়ো, পড়ি ব্যাকরণ অশেষ;
পড়ে গ্রন্থ অদ্বৈতকে, রহ্যো ন একহু শেষ।
কঠিন জু ঔর নিবন্ধ হৈ, জিনমৈঁ মতকে ভেদ;
শ্রমতৈঁ অবগাহন কিয়ে নিশ্চলদাস সবেদ।"

এরূপ সুপণ্ডিতের হিন্দিভাষায় গ্রন্থ রচনা লজ্জার বিষয় মনে হইবে বলিয়া তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"তিন ইহ ভাষা গ্রন্থ কিয়া রঞ্চ ন উপজী লাজ ;
তামে ইহ এক হেতু হৈ, দয়াধর্ম্ম শির-তাজ।
বিন ব্যাকরণ ন পঢ়ি সকৈ, গ্রন্থ সংস্কৃত মন্দ ;
পঢ়ৈ যাহি অনায়াসহি, লহৈঁ সু পরমানন্দ।"

নিশ্চলদাস কঠোপনিষদের এক সংস্কৃত টীকা করেন। "সুন্দর বিলাস" রচয়িতা সুন্দরদাস ও তিনি দাদূপন্থার একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিচারসাগর রচনা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রামসিংহ নামে জনৈক রাজা ছিলেন। রামসিংহ ও তাঁহার পত্নী নিশ্চলদাসের বড় ভক্ত ছিলেন। বেদান্ত অধ্যয়নে রাণীর প্রবল অভিলাষ হয়। নিশ্চলদাস তাঁহার অধ্যাপনা করেন। সেইখানেই বিচারসাগরের সূত্রপাত। "কিহড়োলী"তে বিচারসাগর প্রচলিত আকারে সম্পূর্ণ হয়।

সম্বৎ ১৯২০ সালে দিল্লিসহরে নিশ্চলদাসের দেহত্যাগ হয়। নিশ্চলদাস প্রকৃত নিরভিমানী পুরুষ ছিলেন। অধিক সময়েই তিনি ব্রহ্ম চিন্তনে মগ্ন থাকিতেন। তিনি দাদূপন্থীর একটি সমুজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

বিচার-সাগর।

প্রথম তরঙ্গ।

বস্তু নির্দ্দেশক মঙ্গলাচরণ।

যিনি সুখ, যিনি নিত্য, ব্যাপ্ত চরাচর।
নামরূপাধার যিনি, জ্ঞানের আকর॥
বুদ্ধির অলক্ষ্য যিনি, বুদ্ধি লক্ষ্য যাঁর।
আমি সে পরমব্রহ্ম, বিশুদ্ধ, অপার॥ ১॥
স্বরূপ আমার ভাসে অপারসাগর।
আমার লহরী বিধি, বিষ্ণু, মহেশ্বর॥

রবি, চন্দ্র, শক্তি, যম, ধনেশ, গণেশ।
বরুণাদি দেব যত আছয়ে অশেষ॥ ২॥
মুনিগণ হৃদে তাঁরে রাখি করে ধ্যান।
সকলি বিদিত তিনি কৃপার নিধান॥
মায়ার উপাধি হেতু তিনি মায়াময়।
আমার স্বরূপে তাঁর মিথ্যা ভাণ হয়॥ ৩॥
যাঁরে না জানিয়ে ভব হয় ভাসমান।
রজ্জুর অজ্ঞানে যথা ভুজঙ্গ সমান॥
যাঁর জ্ঞানে জগ নাশে ভুজঙ্গ যেমনি।
"সোঽহম্", আমাতে তিনি আপনে আপনি॥ ৪॥
যাঁহারে জানিতে সাধু ভজয়ে শ্রীরাম।
তিনি মোর আত্মা ; কাঁরে করিব প্রণাম ? ৫॥

যিনি সুখ স্বরূপ, নিত্য, (স্বয়ং) প্রকাশ,* সর্ব্বব্যাপী ; যিনি নাম ও রূপের আধার † ; মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, অথচ যিনি মনকে জানেন ; সেই বিমল ও অনন্ত ব্রহ্ম আমি। আমার স্বরূপ অপার অব্ধি ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রবি, চন্দ্র, যম, বরুণাদি দেবগণ, শক্তি ‡, কুবের ও গণপতি আমারই লহরী। যে কৃপাময় সর্ব্বজ্ঞকে মুনিগণ হৃদয়ে ধ্যান করেন, (মায়া) উপাধি যোগ হইলে তাঁহার স্বরূপের মিথ্যাভাণ হয়। যাঁহাকে না জানিলে রজ্জুভুজঙ্গসম জগৎ প্রতীত হয় ; যাঁহাকে জানিলে ভুজঙ্গবৎ জগতের অবসান হয়, তিনিই স্বয়ং আমি "সোঽহং"। যাঁহাকে জানিবার জন্য পুণ্যাত্মা পুরুষ নিষ্কামভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করেন, তিনিই আমার আত্মা ; আমি কাহাকে প্রণাম করিব ? ১-৫॥

[টীকা—বিঘ্ননাশক আচরণকে মঙ্গলাচরণ বলে। মঙ্গলাচরণ ত্রিবিধ :—(১) আশীষ, (২) নমস্কার ও (৩) বস্তু নির্দ্দেশক।

সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্মকে বস্তু কহে। অজ্ঞানাদি সকল জড় সমূহের নাম অবস্তু। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্ম-বস্তু নির্দ্দেশক।

মন যাহাকে মনন করিতে পারেনা, ইত্যাদি :—এই সম্বন্ধে কেনোপনিষদের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম :—

---

* চিৎস্বরূপ। † পরিণামবাদে—উপাদান কারণ ; বিবর্ত্তমতে—অধিষ্ঠান। ‡ দেবী।

যদ্বাচানভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যচ্ছ্রোত্রেন ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি, যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে ॥

অর্থাৎ, যিনি বাক্য দ্বারা উচ্চারিত হয়েন না, বাক্য যাঁহা কর্ত্তৃক উচ্চারিত হয়; যাঁহাকে মনের দ্বারা লোকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনকে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবেত্তাগণ বলেন; যাঁহাকে চক্ষুদ্বারা লোকে দেখিতে পায় না, যাঁহার শক্তিতে লোকে চক্ষুদ্বারা দেখে; যাঁহাকে কর্ণদ্বারা লোকে শুনিতে পায় না, যিনি কর্ণকে শুনেন; যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা লোকে আঘ্রাণ পায় না, যাঁহার শক্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আঘ্রাণ করে; তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; লোকে এই যে (পরিমিত) বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

অনুবাদকের টিপ্পনী।—অদ্বয় ব্রহ্ম নির্দ্দেশক মঙ্গলাচরণে দেবদেবীর উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন। বিস্ময়ের কারণ আর কিছুই নহে, দেবতাগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস। কোথাও পরিহাসচ্ছলে এরূপ ইঙ্গিত দেখা যায়, যে যজ্ঞ ভাগ লইতে ইন্দ্রের আবির্ভাব হইলে মন্দিরের বেদী ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণিত হইবে, বরুণ আসিলে সমস্তই ভাসিয়া যাইবে। এক্ষেত্রে দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনার স্থান নাই; ক্ষমতাও নাই। তবে বক্তব্য এই যে সমুদ্র লঙ্ঘনে অসমর্থ বলিয়া "রামায়ণ মিথ্যা"* এরূপ সিদ্ধান্ত না করা হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হইলে যে অবিশ্বাস করিতে হয় এরূপ নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব বলিয়া অবিশ্বাসের অবসর নাই। অবিশ্বাস সাধনপথের কণ্টক। সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর না হইলে সে পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। জীবন অনন্ত; তত্ত্বজ্ঞানের শোধনও অনন্ত অনুষ্ঠান। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে দেব তত্ত্বের অবগতি অসম্ভব নহে। দেবগণের অস্তিত্ব ও কার্য্য সম্বন্ধে, Mrs. Besant এর 'Evolution of Life and Form' নামক পুস্তিকায় আলোচনা করা হইয়াছে।

* উদয়ণাচার্য্য বিদ্রূপ কটাক্ষে বলিয়াছেন যে রামায়ণ কথিত সাগর লঙ্ঘন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বানরশিশু, হনুমানের বানরত্ব নিশ্চয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। উল্লম্ফন দিয়া কয়েকপদ যাইয়াই সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হয়। পরে অতি কষ্টে তীরে আসিয়া বলে "অপার সমুদ্র পার হওয়া কাহারো সাধ্য নহে। রামায়ণ মিথ্যা।"

মায়া উপাধি হেতু, ইত্যাদিঃ—ঈশ্বর মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য। সেই মায়া উপাধি তিরোহিত হইলে এবং জীবের অবিদ্যা দূর হইলে ঐক্য জ্ঞান হয়। যাঁহাকে না জানিলে, ইত্যাদিঃ—রজ্জুকে না জানিলে যেরূপ সর্প প্রতীত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে না জানিলে জগৎ প্রতীত হয়; আবার রজ্জুকে জানিলে যেরূপ সর্পের নাশ হয়, ব্রহ্মকে জানিলে সেইরূপ জগৎ নিবৃত্ত হয়।

নিষ্কাম ভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে উপাসনা করেনঃ—অর্থাৎ, নিষ্কাম ভাবে ইষ্টের উপাসনা করেন। [শ্রীরামচন্দ্রজী দাদূপন্থীদের ইষ্টদেব।]

গ্রন্থ মহিমা।

পূর্ণ যাহে বেদবারি অতীব গভীর।
বিচারসাগর দেখি মুদিত সুধীর ॥ ৬ ॥
সূত্রভাষ্য আদি গ্রন্থ আছয়ে প্রচুর।
তথাপি ভাষায় রচি গ্রন্থ সুমধুর ॥
আছয়ে বার্ত্তিক আদি গ্রন্থ সুরবাণী।
মন্দমতি তরে গ্রন্থ ভাষায় বাখানি ॥ ৭ ॥
ভাষায় আছয়ে গ্রন্থ বিখ্যাত বিস্তর।
সন্দেহ না নাশে বিনা বিচারসাগর ॥ ৮ ॥

অতি গভীর বেদ-সিদ্ধান্ত-জল পূর্ণ এই বিচার সাগর আমি ব্যাখ্যান করিতেছি, যাহা পাঠ করিয়া ধীরজন আনন্দিত হইবেন। সূত্র, ভাষ্য, বার্ত্তিক প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; তথাপি মন্দমতি অজ্ঞজনের জন্য আমি ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছি। কবিজন বিরচিত জগদ্বিখ্যাত অনেক ভাষা গ্রন্থ আছে বটে; (কিন্তু) বিচারসাগর বিনা সন্দেহ নাশ হয় না। ৬—৮ ॥

[টীকা :—সূত্র, ভাষ্য, বার্ত্তিক প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ থাকিলেও যাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের জন্য ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হইল। যদিও ভাষাগ্রন্থ অনেক আছে, তথাপি বিচারসাগর পাঠ না করিলে আত্মবস্তু বিষয়ে সন্দেহ দূরীভূত হয় না। ভাষাগ্রন্থের অধিকাংশই আংশিকরূপে শাস্ত্র অনুসরণ করিয়াছে, কিন্তু বিচারসাগরে বেদান্তগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুসার করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে আত্মজ্ঞান বিস্তারিত ভাবে নিরূপিত হইয়াছে।]

অনুবন্ধ সামান্য নিরূপণ।

অনুবন্ধ পরিচয় না আছে যাহার।
প্রবৃত্তি পড়িতে গ্রন্থ না হয় তাহার॥
পরিচয় জানি যাহে শুনয়ে প্রবন্ধ।
বিবেকী লাগিয়ে কহি সেই অনুবন্ধ॥ ৯॥
অধিকারী, প্রয়োজন, বিষয়, সম্বন্ধ।
কহেন সুকবি তাহা চারি অনুবন্ধ॥ ১০॥

অনুবন্ধ না জানিয়া বিবেকী পুরুষ শাস্ত্র অনুশালনে প্রবৃত্ত হয়েন না ; অনুবন্ধ-বোধ যুক্ত হইয়া, এই গ্রন্থ পঠিত বা শ্রুত হইবে, এই নিমিত্ত অনুবন্ধ সম্বন্ধে বলিতেছি। ৯॥

অধিকারী, সম্বন্ধ, বিষয় ও প্রয়োজন এই চারিটীকে সুধীগণ অনুবন্ধ বলেন। এই অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে অধিকারী কাহাকে বলে শ্রবণ কর। ১০॥

[টীকা :—শাস্ত্র আলোচনার উপযুক্ত পাত্র (অধিকারী) ; আলোচ্য বিষয় ; আলোচ্য বিষয়ের কি প্রয়োজন ; সেই বিষয় ও প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের কি সম্বন্ধ,—এই কয়টীর নাম অনুবন্ধ।]

অধিকারী নিরূপণ।

হৃদয়ে বিক্ষেপ, মল, নাহিক যাহারি।
সাধন সহিত চারি, সেই অধিকারী॥ ১১॥

যাহার চিত্তে মল ও বিক্ষেপ দোষ নাই কেবলমাত্র অজ্ঞানদোষ আছে, সাধন চতুষ্টয় সমাযুক্ত সেই মতিমান পুরুষকে অধিকারী বলিয়া জানিবে। ১১॥

[টীকা :—অন্তঃকরণে সাধারণতঃ তিনটি দোষ আছে (১) মল* (২) বিক্ষেপ ও (৩) আবরণ। যাহার চিত্তে মল ও বিক্ষেপ দোষ নাই, কেবলমাত্র স্বরূপের আবরণ অর্থাৎ অজ্ঞান আছে, সেইব্যক্তি সাধন চতুষ্টয় সমাযুক্ত হইলে অধিকারী হন। নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্তের মলদোষ দূরিত হয়, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ঘটে। বিক্ষেপ অন্তঃকরণের অবস্থা বিশেষ। পাতঞ্জল যোগ সূত্রে (সাধনপাদ ৫ সূত্র) চিত্তের পাঁচটী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, (১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র ও (৫) নিরুদ্ধ। বিক্ষিপ্ত অর্থে প্রায়ই অস্থির, পরন্তু কখন কখন স্থির। চিত্তের এই বিক্ষেপ দোষ ধ্যান ও উপাসনা দ্বারা দূরিত হয়। জ্ঞান দ্বারা আবরণ রূপ অজ্ঞানের নাশ হয়।]

আগামী বারে সাধন চতুষ্টয়ের আলোচনা করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

মহাত্মা তুলসীদাস।

একদা জনৈক সাধু স্নানান্তে আশ্রমে প্রত্যাগমনকালে একটী বালককে মাটিতে পড়িয়া রোদন করিতে দেখিয়া সেখানকার প্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই বালকটী কাহার এবং কেনইবা এখানে এই অবস্থায় এরূপে রোদন করিতেছে। প্রত্যুত্তরে জানিতে পারিলেন যে সেই বালকের পিতা মাতা হঠাৎ বিসূচিকা রোগে মারা পড়িয়াছে, তাহার এখন আর কেহ নাই ; সাধারণে ও তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া প্রকাশ করে না—যেহেতু বালকটী অস্পৃশ্য, জাতিতে ভঙ্গী (মেহতর)। সাধুর কোমল প্রাণ এই সম্বাদে অতীব ব্যথিত হইল তিনি আর বিলম্ব না করিয়া বালকটীকে কোলে করিয়া আশ্রমে আনিলেন এবং মঠের অধিকারীকে তাহার ভরণ পোষণের ভার দিয়া আদেশ করিলেন যে আশ্রমে যত সাধু মহাত্মা আগমন করিয়া থাকেন তাঁহা-দিগের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ এবং পাদোদক এই বালকটী পান ভোজন করিবে ও

* অস্মিতা রাগ দ্বেষাদিকে মল কহে।

তাঁহাদিগের ঘোটকাদির সেবা করিবে এবং আস্তবলে বাস করিবে। সাধুর আদেশানুসারে কার্য্য হইতে লাগিল। কয়েকবৎসর এইরূপে গত হইল। এখন সেই অনাথ শিশু আর বালক নহে, সে এখন যুবা হইয়াছে। কিন্তু তাহার মঠের অভ্যন্তরে যাইবার অধিকার নাই।

সেই সাধু নির্জ্জন গৃহে বসিয়া মানস পূজা করিতেন। একদিন তাঁহার ক্রিয়াতে এমন একটী ভুল হইল যে তিনি তাহা কোন মতেই সংশোধন করিতে পারিলেন না। সেই সাধুদিগের প্রসাদও পাদোদক সেবনকারী যুবা ইহা দিব্য দৃষ্টিতে জানিতে পারিয়া নির্ভয় অন্তঃকরণে সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া সেই ভুলটী সংশোধনের উপায় বলিয়া দিল। তখন সাধুর আনন্দের আর সীমা রহিল না, তিনি যুবককে গাঢ় আলিঙ্গনে কৃতার্থ করিলেন ও তাহাকে নাভা নাম দিয়া বলিলেন বৎস! আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, মহাত্মাদিগের পাদোদকের প্রসাদে তোমার জন্ম জন্মান্তরের মলিনতা দূর হইয়াছে, তুমি দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ। এখন তুমি মহাত্মাদিগের জীবন চরিত্র লিখিয়া জীবের হিত সাধন কর। তাহার পর নাভা একশত আটজন ভক্তমহাত্মাদিগের জীবন চরিত্র লিখিয়া সেই পুস্তকের নাম ভক্তমাল রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

নাভার মৃত্যুর কিছুদিন পরে কতিপয় মহাজনের মনে ইহা উদয় হইল যে নাভাজী যে মালা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা সুমেরু* যুক্ত করা নাই, সেইজন্য মালা শব্দের মর্য্যাদা রক্ষা হইতেছে না; অতএব একটী বৃহৎ ভাণ্ডারা † করা যাউক, তাহাতে বর্ত্তমানকালের সাধুদিগকে দেশ দেশান্তর হইতে নিমন্ত্রণ করা হইবে। সেই ভাণ্ডারা উপলক্ষে বহুধা সাধু ও মহাজনদিগের আগমন হইলে ভক্তমালের সুমেরু বিষয়ে একটী উপায় উদ্ঘাটিত হইবেই হইবে। এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া ভাণ্ডারার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

চারিদিক হইতে দলে দলে ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন এবং এই মহা সম্মিলনীর কথা কোথাও আর অবিদিত রহিল না। এই সম্বাদ কাশীধামে গোস্বামী

* সুমেরু (বড়মনিকা); মালাতে যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় দানা থাকে তাহাকে সুমেরু বলে।

† ভাণ্ডারা (সাধু সম্মিলনী ফাণ্ড) অর্থাৎ অনেক লোককে পান ভোজন করাইলে একটী ভাণ্ডারা করা হয়।

তুলসীদাস অবগত হইলেন এবং ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার গলায় জাতিবিশেষের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত আছে, তিনি ভাণ্ডারাতে একত্রে সকলের সহিত ভোজনাদি করিতে পারিবেন না বলিয়াই তাঁহাকে সেই মহা সম্মিলনীতে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। তখন তিনি ভাবিলেন যে মহাত্মাদিগের সমীপে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণের প্রয়োজনইবা কি? সাধুর আশ্রম কি কুটুম্ব বাড়ী? যেখানে অসংখ্য সাধুদিগের সমাগম হইবে সেখানে অনুপস্থিত থাকা কি কম দুর্ভাগ্যের কথা? অতএব যেমন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন সেই ভাণ্ডারাতে আমাকে যাইতেই হইবে। তিনি ইহাই স্থির করিয়া সাধু সমাগমে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে সাধুরা ভোজনার্থ পংক্তিতে বসিয়াছেন, পাতা দেওয়া হইয়াছে এই বারে রুটী দেওয়া হইতেছে।*

ইহা দেখিয়া গোস্বামী যেখানে সাধুদিগের চরণ পাদুকাদি রক্ষিত ছিল সেইখানে যাইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কারণ বসিবার আর আসন ছিল না। ইতি মধ্যে যে সাধু রুটী পরিবেশন করিতেছিলেন তিনি পংক্তির প্রান্তভাগে—যেদিকে গোস্বামী দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইদিকে আসিলে তুলসীদাস হাত পাতিয়া রুটী চাহিয়া লইলেন। সাধু অন্য মনস্ক ছিলেন বলিয়া রুটী কে চাহিল এবং কি বৃত্তান্ত কিছু মনে না করিয়া তাঁহাকে রুটী দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। তাহার পর আর একজন সাধু দাল দিতে দিতে আসিতেছেন দেখিয়া তুলসীদাস এক সাধুর চরণ পাদুকা লইয়া তাহাতেই দাল চাহিলেন। দাল দিতে যাইয়া পরিবেশনকারী দেখিতে পাইলেন যে যিনি দাল চাহিতেছেন তাঁহার কপালে রামানন্দী তিলক, গলায় তুলসীর মালা ও যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে; তখন অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল জুতা! তখন তুলসীদাস বলিলেন—

তুলসী যাকে মুখনতে কি ধোখো আয়ত রাম।
তাকে পদকী পানহী, কে মেরে তনকা চাম॥

* সেখানকার কথা হইতেছে সে দেশে ভোজনার্থ লোকে প্রথমে পংক্তিতে উপবেশন করে তাহার পর এক একটী করিয়া খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হয় তাহার পর যখন আর কিছু দিবার না থাকে তখন সকলে লক্ষ্মী নারায়ণ বলিয়া ভোজনারম্ভ করে।

অর্থাৎ যাহার মুখ হইতে একবার মাত্রও অজ্ঞাতসারে রাম নাম বাহির হইয়াছে তাহার জুতার চামড়াকে তুলসী আপনার গায়ের চর্ম্ম হইতে অধিক পবিত্র জ্ঞান করে। ইহা শুনিয়া চারিদিক হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, মঠের অধিকারী ও অন্যান্য সাধুরা আসিয়া গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া পংক্তির মাঝখানে বসাইলেন ও সমস্বরে সকলে বলিলেন ; নাভার ভক্তমালের সুমেরু এই তুলসীদাস।

(ক্রমশঃ)

জনৈক রিক্ত।

প্রণব, ছবি ও গান

৫ম ভাগ ১১শ সংখ্যার ৪২৩ পৃষ্ঠার পর

বাক্ ভাষা।

প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করাই মানবের বিশেষত্ব। প্রকৃতিই মানবের সম্পত্তি এবং সেই প্রকৃতি নিহিত শক্তির পরিচালনাই মানবের পুরুষত্ব। সাধারণতঃ একটু অনুধাবনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে মানব যাহার বলে "আত্মসংবরণ" করে তাহা স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রকৃতি জড়শক্তি বিস্তার করিয়া এই সুবিশাল জগৎ প্রকটিত করিয়াছে তাহারই মধ্যে জীবের দেহক্ষেত্র বিরাজিত। উহার মূলে যাহাই থাকুক না কেন, উহার কেন্দ্রে যে মহাপুরুষ বিরাজিত থাকুন না কেন, উহার উদ্দেশ্য যতই আনন্দময় এবং আত্মজ্ঞানবিধায়ক হউক না কেন, ফলে, মানবই যে সেই মূলের সহিত সংযুক্ত হইয়া, সেই কেন্দ্রস্থ শক্তি লইয়া, সেই আনন্দ এবং জ্ঞানের আভাষ পাইয়া একটা বৃহৎ কর্ম্মের অধিকারী হইয়া বসিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। ইহাই মানবত্বের পরিচায়ক। প্রত্যেক মানবের সাধারণ সম্পত্তি "আমি"—তাহার অর্থ "আমার প্রকৃতি"। এই সম্পত্তির সহিত দৃশ্যমান জগতের একটা বিশাল সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধের মধ্যে প্রত্যেক মানবের কর্ম্মের দায়িত্ব যে একটী ততোধিক বিশাল ভিত্তির উপর সংরক্ষিত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধের আবিষ্কর্ত্তা মন, এই সম্পত্তির ভোক্তা ও মন, এবং সেই ভোগ উদ্ভূত জ্ঞানের বিশ্লেষণ কর্ত্তাও মন। মায়াই হউক আর যাহাই হউক প্রকৃতিই অব্যক্ত পুরুষের আবরণ। এই বিশ্বের বিরাট দেহক্ষেত্র সেই অব্যক্ত অন্তর্নিহিত বীজের কোষ। এই বিরাট দেহে মানব এক একটী কোষাণু। অন্তর্নিহিত মানববীজ মনোময় কোষের এক অংশ মাত্র। শাস্ত্র বলেন মনস্‌ক্ষেত্র আকাশ হইতে উদ্ভূত এবং আকাশ হইতে শব্দের উৎপত্তি। মানববীজ এই বিশ্বদেহের অন্যান্য অংশের সহিত যে সূত্রে আবদ্ধ তাহার আকর আকাশে। বিশ্বের সহিত স্বীয় সম্বন্ধ নির্ণয়ার্থ, কিংবা বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, কিংবা তজ্জনিত সুখ দুঃখের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, মানব যে স্পন্দনের অনুবর্ত্তী হয় তাহার স্নায়ু আকাশ হইতে উৎপন্ন। এই সকল স্নায়ু ঊর্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া এবং পরস্পারের সহিত মিলিয়া এই বিশ্বদেহরূপী অনন্ত অশ্বত্থবৃক্ষ ধারণ করিয়া আছে। মানব সেই বৃক্ষের একটা ফল। এই ফলের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রথমে সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। যখন জড়শক্তি ক্রিয়াবিশিষ্ঠ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে তখন চিৎশক্তি তাহাকে বাধা দেয় না। পশুরূপী দেহে চিৎশক্তি স্বপ্নাবস্থায় জড়শক্তির সহিত মিলিত হইয়া সুখ দুঃখ উপভোগ করে। মানবেই ইহার অভিব্যক্তি হয়। সে অভিব্যক্তির নাম জ্ঞান—আত্মসম্বন্ধ নির্ণয়। মনের অভ্যন্তরে আর একটী শক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। আত্মা-সূর্য্যের প্রভা মনস্‌-চন্দ্রের উপর পতিত হয়। সে জ্যোতিঃ অতি মধুর। যাহারা পূর্ব্বে দংশন করিত তাহারা এখন দষ্টা নহে। যাহারা পূর্ব্বে শোণিত পান করিত তাহারা এখন শোণিতপায়ী নহে। প্রকৃতি তামসিক অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দুইটী জলন্ত চক্ষু জগতের উপর স্থাপিত করে। অন্ধকার ভেদ করিয়া কল কলভাষে জীব-জীবনের প্রথম প্রতিধ্বনি জগতে প্রচারিত হয়।

চন্দ্রমা! তোমার সুধার স্নিগ্ধতা "আমি" জন্মিবার পূর্ব্বে কে বুঝিয়াছিল? বিহঙ্গম! "আমি" জন্মিবার পূর্ব্বে তোমার গগনভেদী সপ্তস্বর কাহার শ্রবণ কুহর পরিতৃপ্ত করিয়াছিল? অনাথ আতুর! "আমি" অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কোন ধ্যানী বুদ্ধ তোমাদিগের নয়নের জলে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য সুখ তুচ্ছ করতঃ বোধিদ্রুমতলে অনশনে জীর্ণাবস্থায় জগতের হিতার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল? "আমি" জন্মিবার পূর্ব্বে কোন সামগায়ী জগতে ছিল? ঐ

সন্ধ্যার নীরবতা, ঐ মৃগাক্ষীর চঞ্চলকটাক্ষ, ঐ হতাশের আক্ষেপের মর্ম্ম কে জানিয়াছিল ?

শব্দ পূর্ব্বেও ছিল। রূপ, রস, গন্ধ, পূর্ব্বেও ছিল। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধের ভোক্তা ইন্দ্রিয়গণও পূর্ব্বেও ছিল। জড়জগতের প্রতিধ্বনিও পূর্ব্বেই ছিল। কিন্তু তখন জানিতাম না ইহারা কি, ইহারা কেন, ইহারা কাহার ? যে প্রতিধ্বনি আত্মা প্রথম শুনিতে পায় তাহা জড়শক্তির প্রতিঘাত নহে এবং তাহা বাহ্য কর্ণকুহর দিয়া যায় না। আত্মা মন দিয়া শুনে, মন দিয়া দেখে। মন কর্ণ দিয়া শুনে, চক্ষু দিয়া দেখে। জড়ের প্রতিধ্বনি মনে যায়, মনের প্রতিধ্বনি আত্মায় যায়। ইহারই মধ্যে অন্তঃকরণ নামক একটা সেতু আছে। এই সেতু পার হইয়া অসীমচিদাকাশে যে প্রতিধ্বনি হয় তাহাই "শব্দ"। জীবাত্মা শক্তি বিস্তার করতঃ মনসক্ষেত্রে প্রতিধ্বনি করিয়া আপনাকে দেখে। তাহার নাম মনন। প্রতিধ্বনিই চিন্তা। প্রতিধ্বনিই কর্ম্ম। "আর কে আছে!" প্রতিধ্বনি "আর কে আছে"! ইহাই ভেদ জ্ঞান। "প্রেমশান্তি করুণা কোথায়!" প্রতিধ্বনি "প্রেমশান্তি করুণা কোথায়"! ইহাই পিপাসা। "আমি কে"? উত্তর "আমি কে"? ইহারই সন্দেহ—নিরীশ্বরতা।

বস্তুতঃ জড় শক্তি এবং চিৎশক্তির কি প্রভেদ আছে ? সৎচিদানন্দের প্রত্যেক অংশ কি পৃথক ? তাহার উত্তর দিয়া লাভ কি ? এক অংশ অন্যাংশের গতি সংবরণ করিয়া যে মহাধ্বনি উৎপন্ন করে তাহাই দেখনা। ইহার কেন্দ্র স্থলে কে থাকে এবং সেই ধ্বনির নাম ওঁকার কিনা তাহা লইয়া তর্ক না করিয়া একবার আনন্দটাই বুঝিয়া দেখনা। একবার এই আত্ম সংবরণরূপ মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়া, সেই মহানির্ঘোষে আত্মহারা হইয়া পুরুষত্বের পরিচয়টা প্রদান করনা। কোটি কোটি ক্ষেত্রে সূর্য্য কিরণ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কোটী কোটী আকাশে ধ্বনি ব্যাপ্ত এবং প্রত্যাহত হইয়া বিশ্বের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে। কাহারও পক্ষে তাহা মঙ্গলগান, কাহারও পক্ষে তাহা কোলাহল। এই অপূর্ব্ব ভাষার সীমা নাই। ঝিল্লীরব হইতে বেদগান পর্য্যন্ত সকলই শব্দ। সকলই ভাষা। বেদগায়ী ঝিল্লীরবে যাঁহার কথা শুনিতেছে ঝিল্লীকুল বেদগানে তাঁহারই কথা শুনিতেছে। উভয়ই প্রতিধ্বনি, তবে উভয় প্রতিধ্বনির মধ্যে বৈলক্ষণ্য কি তাহা বুঝিয়া লও। আমরা কিছুই বুঝিতে

পারি না। কীট বড় হইয়া দেখে সে মানুষ। মানুষ বড় হইয়া দেখে সে কীট। ইহারই কথার নাম বিজ্ঞান। ইহারই কারণানুসন্ধানের নাম দর্শন। ইহারই তত্ত্বজ্ঞানের নাম প্রজ্ঞান। স্তরে স্তরে এই বিরাট কোলাহলের মধ্যে এক একটী জ্ঞানের দেউটী নির্ব্বাপিত হইতেছে, এক একটী অন্তরের প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইতেছে। সেই জ্বলন্ত শিখার, সেই অনাহত জ্বলন্ত শব্দের, ভাষা কি, বর্ণ কি, রূপ কি, তাহা কি বুঝিব ? ওঁকারের শব্দও কখনও শুনিলাম না, রূপও দেখিলাম না, তবে তাহার বর্ণনা করিব কি ? যাহারা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে তাহারা পুঁথিতে লিখিয়া যায় নাই। লিখিবার বর্ণ ছিল না, বর্ণের ব্যাকরণ ছিল না, ব্যাকরণটাও ব্যঞ্জনবর্ণ শূন্য, এমন অবস্থায় দুইটা স্বরবর্ণ ও একটা অনুস্বারে সেই অতি আদিম, মহান্ এবং পবিত্র ভাষার একটা বক্ররেখা বেদে রাখিয়া মহাপুরুষগণ অন্তর্ধান করিয়াছেন। রেখাটা বক্র, ছন্দ সপ্তপদী, শব্দটা এবং ছন্দটা উভয়েই মহান্ আনন্দের আকর। উহার মধ্যের যত শক্তি ষোল কলায় সম্পূর্ণ, যত জ্ঞান বিজ্ঞান সকলই আয়ত্তীকৃত, যত সুর, যত গান, যত তাল, যত ভাষা, যত উপাসনা সকলই করপুটে অবস্থিত। উহার মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে সব ভাষা ভুলিয়া যাইতে হয়, সব গান ভুলিয়া যাইতে হয়, সব রূপই ভুলিয়া যাইতে হয়। মধ্যে যাইবার শক্তি নাই, একবার বাহিরে চাহিয়া দেখ না।

প্রত্যেক শরীরী দেহস্থ আত্মার অস্তিত্ব জগতে প্রচার করণার্থ ব্যাকুলভাষায় ইতস্ততঃ কোলাহল করিতেছে। "বাবা! আমি জানি তুমি আছ, কিন্তু তোমার কথা শুনে কে ?" প্রত্যেক আত্মা আবার খণ্ডাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার পথে পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রচার করিবার জন্য আর একটা ভাষার সৃষ্টি করিতেছে। "বাবা! আমার বোধ হয় তিনিও আছেন, কিন্তু তোমার জ্বালাতেই অস্থির তাঁর কথা এসময়ে ভাল লাগিবে কেন ?" দুইটি প্রচণ্ড জ্ঞানী পরস্পরকে শ্যালক সম্বোধনে গালি দিতেছেন। একটী অন্যটীর প্রতিধ্বনি! বাস্তবিক শাস্ত্রের হিসাবে উভয়েই উভয়ের শ্যালক, তবে বৃথা সময় নষ্ট এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন ? এই প্রতিহিংসা, প্রতিদ্বন্দ্ব এবং প্রতিকৃতি যাহা দ্বারা ব্যক্ত হয় তাহার নাম ভাষা। তোমার আস্ফালন যতদূর, আমার ভাষার আস্ফালন তাহার দ্বিগুণ। পূর্ব্বে "ফোঁস" করিলে যে রাগটা দেখান যাইত, এখন সার্দ্ধ ত্রিংশৎ ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিস্তার করিলে তবে সেই "ফোঁস"টা হৃদয়ঙ্গম হয়। মনে করিয়া

দেখ এটা কত সুখের কথা কত আনন্দের কথা। সর্প হইলে তখনই দংশন করিতাম, কিন্তু সেই আকস্মিক শক্তি-আরোপণ-লালসা বাক্‌রূপী মহাজালে জড়িত হইয়া দৈহিক পরিশ্রমটা বিস্তার করিয়া আমাকে পরিশান্ত করিয়া ফেলিল! কথার উপর কথা, তাহার উপর কথা, তন্মধ্যে বন্ধুবর্গের প্রবেশ এবং শান্তিস্থাপনের চেষ্টা এবং তাহার কথা, ইত্যাদি বাক্-বিস্তারে আদিম সর্পের বিষটা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে বাক্‌ক্ষেত্রে অনেকটা কুরুক্ষেত্রের কার্য্য হইয়া থাকে এবং সুচতুর ভগবান ক্রমে ক্রমে লোকরক্ষা করেন। তোমরা বল আত্মার রূপ নাই? কি আশ্চর্য্য? আমরা দেখিতেছি এই বিষম কোলাহল বিস্তার করিয়া আত্মা স্বীয় রূদ্রতেজ চিৎশক্তি দ্বারা সংবরণ করিতেছেন। প্রেমিক বলিতেছে "সুন্দরী! বদন তুলিয়া কথা কও" ভাব এই "বদন না তুলিলে মস্তক বিচূর্ণিত করিব।" ইহাই প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরের ভাব—"বদন না তুলিলে তোমার মনের মানুষের মস্তক ভাঙ্গিব"। তৃতীয় স্তরের ভাব—"আমি হতাশ্বাস, প্রেমিক, পাগল, বদন না তুলিলে আর কি করিব?" হায়! হায়! পিতা বলে,—"সন্তান একবার বাবা বলিয়া ডাক"। "বাবা না বলিলে নিষ্কৃতি নাই" ইহাই ভাব। সন্তানের মধ্যে লুক্কায়িত অহঙ্কার বলে—"তুমি আবার কিসের বাবা, তুমিও যাহা আমিও তাহা!" উদ্দীপ্ত—ক্রোধানলসন্তপ্ত পিতা তখন বলেন,—"বটেরে শালা, তুমি বাবা হইতে বড় হইতে চাও!" এই প্রতিধ্বনি লইয়া প্রকৃতি অট্টহাসে দিগম্বরে নৃত্য করে। তখন অন্তর্নিহিত আত্মা বলে "ছি, ছি, মা তুমি কর কি?" এই লজ্জাটুকুর ভাষা লিপিবদ্ধ করিতে আখ্যানমঞ্জরী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যাণ্টের দর্শনশাস্ত্র পর্য্যন্ত আত্মাকে পড়িতে হয়। উপায় নাই। পিটিতে গেলেই জড়শক্তি লম্বা হয়। আত্মা সুচতুর কর্ম্মকার, গড়িয়া পিটিয়া কার্য্য সারিয়া লয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্বপ্ন না ছায়া?

(গল্প)

(১)

সে আজ অনেক দিনের কথা।

রামরতন রায় তখন মহেশপুরের জমিদার। লোকটী মধ্যবয়স্ক, অমায়িক প্রকৃতি; দেহ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম। তাঁহার পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরী আদর্শপত্নী। দেবতা ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি, পতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ! কিছুরই ত্রুটি নাই। রামরতন রায়ের সংসারে সকল সুখের মধ্যে কেবল একটী মাত্র অসুখ ছিল যে তিনি অপুত্রক। ইহার জন্য দম্পতীযুগলের মনে কখন কখন কিছু বিমর্ষভাব দেখা যাইত।

রামরতনবাবু তখন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায়। সহসা বাটী হইতে স্ত্রীর পত্র পাইলেন—"শীঘ্র বাটী আসিও, বড় বিপদ!" রামরতনবাবুকে অগত্যা বাটী ফিরিতে হইল।

রামরতনবাবু বাটী আসিতেই তাঁহার স্ত্রী কহিলেন "তুমি আসিয়াছ? আমি জানি তুমি আসিবেই! কারণ তুমি না আসিলে আমি ত যাইতে পারি না।"

রামরতনবাবু ব্যগ্রভাবে কহিলেন "কোথায় যাইবে? আর বিপদটা কি শীঘ্র বল!"

জ্ঞানদাসুন্দরী কহিলেন—"আমাকে এখনই পলাশপুর যাইতে হইবে। মার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। কাল কি ভয়ঙ্কর রাত্রি কাটাইয়াছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমিও যাবে ত?"

রামরতনবাবু কহিলেন—"নিশ্চয়!"

জ্ঞানদাসুন্দরী—"তবে এখনই চল! নৌকা প্রস্তুত। নৌকাতেই সকল কথা বলিব; একটুও বিলম্ব করিও না। এক একটা মুহূর্ত্ত যেন আমার নিকট এক একটা যুগ বলিয়া মনে হইতেছে!"

ইত্যবসরে আমাদের কয়েকটী ক্ষুদ্র কথা বলিয়া রাখা ভাল। পলাশপুরে জ্ঞানদাসুন্দরীর পিত্রালয়। তাঁহার পিতা একজন মধ্যবিদ্ অবস্থার গৃহস্থ ছিলেন। দশবৎসর হইল তাঁহার কাল হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞানদাসুন্দরীর জননী ভিন্ন পিতৃকুলে কেহ ছিল না। জ্ঞানদাসুন্দরীর জননী—ধর্ম্মিষ্ঠা বৃদ্ধা। গৃহে একাকী থাকিতে কষ্ট হইত বলিয়া কামিনী নামে দূরসম্পর্কীয়া এক ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁহার নিকট থাকিত। আর গৃহে থাকিত সেই পুরাতন ভৃত্য পরাণ।

মহেশপুর হইতে পলাশপুর দশক্রোশ। দুই গ্রামের মধ্যে যমুনা নামে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইত। নৌকা ভিন্ন যাতায়াতের তেমন সুবিধা ছিল না।

(২)

নৌকায় উঠিয়া জ্ঞানদাসুন্দরী কহিলেন—"তুমি বৈকালে কল্লিকাতায় চলিয়া আসিলে আমায় কিছু ভাল লাগিতেছিল না। সন্ধ্যা হইলেই বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কখন নিদ্রা আসিল জানিনা। কিন্তু হঠাৎ মা'র চীৎকারে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি যেন বলিতেছিলেন—"শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয়! বড় বিপদ!" আমি যেন তখনই শয্যা ছাড়িয়া ছুটিলাম এবং শীঘ্র পলাশপুরের বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইলাম। তখন মাথার উপর চাঁদ হাসিতেছিল। সেই বিকশিত চন্দ্রালোকে উঠানের পার্শ্বে সাদা সাদা মল্লিকা ফুলগুলিও বড় সুন্দর শোভা পাইতেছিল। নিস্তব্ধ নির্ম্মল রাত্রি—বেশ স্পষ্ট আমার মনে রহিয়াছে। সেই ফুলের গন্ধটুকুও যেন আমার নাসিকার অগ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ একটা গোলমাল আমার কর্ণে প্রবেশ করিল! আমি চমকিত হইয়া পশ্চিমপার্শ্বে চাহিয়া দেখি একি! এ যে আগুন! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বাটীতে আগুন লাগিয়াছে!"

তখন আমি মা'র কাছে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমার মনে একটুও ভয় হইল না। আমি পূর্ব্বধারের ছোট বাগানখানির ভিতর যাইলাম। সেধারটা দিয়া যাইয়া চাকরদের ঘরে চাকরদিগকে খুঁজিলাম, কাহারও দেখা পাইলাম না। শ্যামাকে (দাসী) ডাকিলাম, সেও উত্তর দিল না। তখন আমি যে ধারে আগুন লাগিয়াছিল সেই ধারে ছুটিলাম। হঠাৎ একটা কটুগন্ধ আমার নাসাপথে প্রবেশ করিল ও যুগপৎ কাষ্ঠভঙ্গ ও মনুষ্যের কণ্ঠস্বর

শুনিতে পাইলাম। সহসা দেখিলাম, কয়েকটা ক্ষুদ্র পুঁটলী লইয়া কামিনী আসিতেছে। আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "কামিনী, কামিনী, মা কোথায়? কামিনী বিস্মিত বদনে আমার মুখের দিকে চাহিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। আমি তখন মা'র ঘরের দিকে ছুটিলাম। তখন খুব ঘনভাবে ধূমরাশি বহির্গত হইতেছিল; কিছু দেখা যায় না, সব অন্ধকার।"

জ্ঞানদাসুন্দরী কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া তীরের দিকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ কেমন ছোট ছোট ছেলেগুলি ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাবলা ঝাড়গুলি বায়ুতরঙ্গে মৃদু দুলিতেছে, দুই একটা বক পুলিনে বসিয়া নেহাত ভালমানুষটীর মত প্রিয়বন্ধু মৎস্যকুলের উদ্ধারের উপায় দেখিতেছে ও দুই একজন ভণ্ডমূর্খ ভট্টাচার্য্য বিকট মুখভঙ্গিসহকারে পূজায় ব্যস্ত রহিয়াছে।

জ্ঞানদাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "আমার এঘটনাগুলি বলিতে এত সময় লাগিল, কিন্তু ইহা ঘটিতে দুই মিনিট মাত্র লাগিয়াছিল, অবশেষে আমি মা'র ঘরে যাইয়া একেবারে মা'র বিছানার উপর পড়িয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিলাম "মা আমি এসেছি।" মাও অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন "এসেছ? আমার বড় দরকার ছিল তাই তোমাকে ডেকেছি।"

জ্ঞানদাসুন্দরী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তুমি ভাবিতেছ আমি কেবলমাত্র একটা স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমার সমস্ত মনথানা দেখাতে পার্চ্ছিনা। সে যেন স্বপ্ন নয়! চোখে দেখা ঘটনা! সব সত্য! আমি যেমন জীবিত ও তোমার পার্শ্বে বসিয়া—এমনই সত্য! মা বলিলেন—"তুমি এসেছ? ওরা সব আমাকে ফেলে চলে গেছে,—আমি শুধু তোমাকে আশীর্ব্বাদটুকু কর্ব্বো বলে বেঁচে আছি। ঐ দেখ চারিধারে আগুন!" আমি তখন এক তিলও সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম না। বিপদ মস্তকের উপর—আমি মাকে আমার বুকের উপর তুলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইলাম। এত বল আমার শরীরে কখনও হয় নাই।

একি! চারিধারে আগুন! সিঁড়ি দাউ দাউ জ্বলিতেছে! আমি কোথায় যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তখন আমি কামিনীর ঘরে যাইলাম। মাকে বলিলাম—"কামিনী কোথায়?"

মা বলিলেন—"কামিনী আমাকে বাতাস করিতেছিল। "আমি বলিলাম

কামিনী, এইখানেই ঘুমাও, কিন্তু সে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আমার তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিলে দেখি বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। আমি সকলকে ডাকিতে লাগিলাম কেহ আসিল না—অবশেষে তুমি আসিলে। এই সময়ে কামিনী দ্রুতবেগে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। সে আমাকে দেখিতে পাইল না। মাকে কহিল—"পিসিমা তুমি একেলা আমার ঘরে কেমন করিয়া আসিলে?" কামিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুতিগোচর হইল এবং আমাদের মস্তকের উপর ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম—যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি আমি আমার ঘরে শুইয়া—যা দেখিয়াছি সে কেবল স্বপ্ন।"

জ্ঞানদাসুন্দরী স্থির হইলেন। তখন রামরতন বাবু কহিলেন—"এ সব হইতে তোমার কি মনে হইতেছে? তোমার মা'র কোন বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় কি?"

জ্ঞানদা—"হাঁ আমার সেই ভয় হইতেছে"।

রামরতন বাবু—"ও সকল কিছু নহে" বলিয়া অনেকের আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শনের বিষয় গল্প করিলেন। তিনি কহিলেন 'সেইদিনই সকালে তাঁহারা উভয়ে রামরতনবাবুর শ্বাশুড়ীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বাটীতে তাঁহাকে দেখিবার শুনিবার কেহ নাই। তাঁহার শরীর খারাপ—দুই বেলা উপর নীচে করিতে হয়'—সেই বিষয় গুলা রাত্রে একত্রিত হইয়া এই স্বপ্নের উৎপত্তি করিয়াছে!

জ্ঞানদাসুন্দরী এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

(৩)

ইত্যবসরে রামরতন বাবুর নৌকা তাঁহার শ্বশুরালয়ের সম্মুখে আসিয়া পঁহুছিল। তিনি বাটীর দিকে চাহিয়াই চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিলেন "একি আশ্চর্য্য! পশ্চিম ধারটা সব পুড়িয়া গিয়াছে!"

জ্ঞানদাসুন্দরী কহিলেন—"তোমাকে স্বপ্নের বিষয় যাহা বলিয়াছি—তাহা কাহাকেও বলিও না।"

নৌকা হইতে নামিয়া তাঁহারা বাটীর প্রবেশ দ্বারে পৌঁছিলে ভৃত্য পরাণ কহিল,—"দিদি তোমাকে দেখে বড় আহ্লাদ হ'ল! এত শীঘ্র তুমি আস্‌বে তা আমরা ভাবিনি! আমাদের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

জ্ঞানদাসুন্দরী—"না পরাণ কাহারওসঙ্গে দেখা হয় নাই। মা কেমন আছেন?"

পরাণ—"বাড়ীর অবস্থা দেখ্‌ছ—বাড়ীতে কাল আগুন লেগেছিল। সকলেই রক্ষা পেয়েছে! মা ঠাকুরুণ তোমাকে দেখবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন, এই মাত্র ডাক্তার চলে গেল।"

রামরতন বাবু ও জ্ঞানদাসুন্দরী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে পরাণ কহিল—"একটা কথা আছে!"

জ্ঞানদাসুন্দরী—"কি?"

পরাণ—"মা ঠাকরুণের বিশ্বাস তুমি কালরাত্রে এখানে এসেছিলে। আর একটা কথা—বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে; কামিনীদিদি ও শ্যামা তাঁহার ঘর থেকে বেরিয়ে আপন আপন জিনিস সাম্‌লাইতেই ব্যস্ত ছিল। মা ঠাকরুণ একলা ঘরে পড়েছিলেন। তিনি বল্‌ছেন তুমি তাঁকে ধরে অন্য ঘরে লইয়া গিয়াছিলে।"

"আমি এখনই তাঁর কাছে চলিলাম" পরাণ বলিয়া জ্ঞানদাসুন্দরী মাতার নিকট চলিলেন। রামরতন বাবুও তৎপশ্চাৎ চলিলেন।

কন্যাকে দেখিয়া মাতা বলিলেন—"এই যে তুমি! কাল রাত্রে আমাকে এ ঘরে শোয়াইয়া তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আমি কেবল তোমাকে ডাকিয়াছি! কাল রাত্রে তুমিই কি আমার সঙ্গে ছিলে?"

"হাঁ মা আমিই ছিলাম।"

উভয়কে সুখী দেখিয়া রামরতনবাবু সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বাটীর অবস্থা দেখিতে চলিলেন। তিনি দেখিলেন—পশ্চিম ধারটা পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইধারটাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। আরও জানিলেন নীচে গোলাঘরে জনৈক ভৃত্যের অনবধানতায় আগুন লাগিয়া ছিল। সেই আগুন ছড়াইয়া পড়িয়া বাটীর পশ্চিম ধারটাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। পরে সেই ধারটা ভাঙ্গিয়া পড়ায় আগুন আপনিই নিভিয়া যায়।

তিনি আরও জানিলেন—যে যথার্থই কামিনী তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বাতাস করিতেছিল—বাড়ীতে আগুন লাগাতেই ব্যস্তভাবে আপনার দ্রব্যাদি সাম-লাইতে প্রস্থান করিয়াছিল। কিন্তু শ্যামা বা কামিনী ইহারা কেহই তাঁহার স্ত্রীকে সে রাত্রে সে বাটীতে দেখে নাই।

রামরতন বাবু তাঁহার স্ত্রীর স্বপ্নের সহিত ঘটনা মিলাইয়া দেখিলেন সবই

সত্য! তিনি স্বপ্নে ও সত্যে এরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন! তিনি এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। আজ বহুদিন হইল তাঁহারা এ পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত ঘটনা প্রকাশে দোষ নাই দেখিয়া, কেবল প্রকৃত নাম ধাম গোপন রাখিয়া, 'পন্থার' সাহায্যে আমি এঘটনা সাধারণ সমীপে প্রকাশিত করিলাম।

এ গল্প কাল্পনিক নহে—সত্য ঘটনা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গান।

তাল যৎ—রাগিণী সাহানা।

কি সুন্দর মনোহর হরি হে রূপ তোমার।
অরূপ হয়ে হও হে সরূপ, স্বরূপ তোমার বুঝা ভার॥
যে ভাবে তোমার স্বরূপ, শিলা কিংবা দারুময়,
ভক্তি চক্ষে স্থূল পক্ষে সেই সরূপই স্বরূপ তাঁর। ১॥
নরে নারায়ণ যে রূপ, যে ভাবে স্বরূপ সেইরূপ,
জীবন্ত রূপ কল্পনায়, সেই সরূপই স্বরূপ তাঁর। ২॥
যে ভাবে সেই বিশ্বরূপ, দেখাইলেন নারায়ণ,
ব্যষ্টির সমষ্টি রূপ, সেই সরূপই স্বরূপ তাঁর। ৩॥
যেরূপ প্রকটে চিতে, সূক্ষ্মরূপ মায়াময়—
অবিদ্যার অন্ধকার, সেই সরূপই স্বরূপ তাঁর। ৪॥
যেরূপ সেই চিদাকাশে, জ্যোতিঃ সহ পরকাশে,
যে ভাবে রূপ জ্যোতিঃ স্বরূপ সেই সরূপই স্বরূপ তাঁর। ৫॥
এই যে সরূপ তোমার স্বরূপ, সকলই কল্পনানুরূপ,
যতিন্ বলে গেলে নামরূপ, 'আমি' হয় যার কর্ণধার। ৬॥
সেই 'আমি' আত্মাভিমানী, কারণ বিহীন যদি হয়,
'আমির' আমিত্ব গিয়ে, চৈতন্যে হয় একাকার। ৭॥

ভাগ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯। [২য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্, সম্পাদিত।
কলিকাতা, ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পত্রাঙ্ক।
১। স্তোত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ।	শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৪১
২। কর্কটীর প্রশ্ন।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল্,	৪৩
৩। বিচার সাগর।	„ বিজয়কেশব মিত্র, বি-এল্	৫১
৪। দরবারে মহাত্মা গঙ্গাগীর অঘোরী	জনৈক রিন্দ।	৭১
৫। প্রেত কুক্কুর।	শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে	৭৫

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

Printed By U. C. Bose & Co.,
GREAT EDEN PRESS,
6, Bheem Ghose's Lane, Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময় সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৵০ আনা কমিশন পাঠাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করি লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবে না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিক বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষি মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।
প্রকাশক।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর, হেরিং, গারেন্‌সি, কেণ্ট, সি, ভন্, বেনিং হোমে কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাই পুস্তক খানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্প সম্বন্ধ, কার্য্যাবশেষ পুরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিষঘ্নতা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক্ পৃথক্ সময়ানুসা ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রেশন ও এগ্রাভেশন্) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
V. L. M. S. F. T. S.
পোষ্ট মহানাদ, জেলা হুগলি

ষষ্ঠ ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ সাল। | ২য় সংখ্যা।

স্তোত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ।

দশভুজাপঞ্চক।

(১)

"পুরাতনা নঃ প্রপিতামহাঃ সুতাঃ
মহর্ষয়স্তে গিরিরাজ নন্দিনি।
স্বভক্তি পুষ্পাঞ্জলিভিঃ প্রসাদ্য বঃ
সমগ্র দুঃখাৎ প্রশমং হি লেভিরে॥"

মোদের পুরাতন, প্রপিতামহগণ,
মহর্ষি সবে তাঁরা তোমা গিরিনন্দিনি!
তুষিয়া সবে মিলি, ভক্তি অঞ্জলি ঢালি"
লভিলা দুখে ত্রাণ, ভবদুখখণ্ডিনি॥ ১॥

(২)

"বয়ঞ্চ তদ্বংশ ভবাঃ সুতাস্তব
কলি প্রভাবাদপি ভক্তি দুর্ব্বলাঃ।
কথং দয়াং তে ন লভামহেঽধুনা
সমংহি মাতা দয়তে সুতান্ সদা ॥"

আমরা সুত তব সেই সুবংশোদ্ভব,
দুর্ব্বলা ভকতি হের কলির প্রভাবে ;
তোমার দয়া তবে কেন না লভি এবে,
সম হেরিবে সুতে মাতার স্বভাব—এ ॥ ২ ॥

(৩)

"নিপত্য দুর্গে ভব দুঃখসাগরে
স্মরন্তি যে হে ভৃশ দুঃখনাশিনি।
বিনাশ্য তেষা মশিবং শিবং সদা
দদাসি তেভ্যো নতু তচ্চ নঃ কথম্ ॥"

দুখ সাগর জলে, ডুবি, যে হৃদি খু'লে,
কাতরে আহ্বানে তোমা, বিপদনাশিনি !
বিনাশি' তার ধ্রুব অশিব, দাও শুভ,
মোদেরে কেন তবে বাম বিন্ধ্যবাসিনি ? ॥৩॥

(৪)

"প্রগৃহ্য মাতস্তব সিদ্ধিদং পুরঃ
শ্রিয়ঞ্চ সেনান্যমতঃ সরস্বতীম্।
প্রদর্শ্যরূপং তব শক্তিরূপিণি
প্রদেহি শক্তিঞ্চ পুরেব নঃ পুনঃ ॥"

সমুখে গণপতি, ভারতী, সেনাপতি,*
কমলাসহমাতঃ মহাশক্তিরূপিণি !

* সেনাপতি,—কার্ত্তিকেয়।

প্রকাশ রূপ তব, আজি মোদেরে সব
পূর্ব্বশকতি দেহ * হে বিশ্বজননি !

(৫)

"প্রসীদ মাতর্জ্জগদম্বিকে শিবে
সদা শরণ্যোঽসুরসঙ্ঘঘাতিনি।
বিনাশ্য সর্ব্বানসুরান্ সমন্ততঃ
বরাভয়ং নঃ সততং প্রযচ্ছতু ॥"

আশীষহ জননি ত্রিভুবন পালিনি
অসুরঘাতিনি শিবে জগত-শরণ। †
অভয় শুভবর বরষ ‡ সুতোপর
দানব দশদিশে করি' সবে নিধন ॥ ৫ ॥

ইতি দশভুজা স্তোত্রপঞ্চকম্ সমাপ্তম্।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

কর্কটীর প্রশ্ন।

গ্রীকপুরাণে স্ফিঙ্কস্ (Sphinx) নামে এক অদ্ভুত রাক্ষসীর বিবরণ দৃষ্ট হয়। তাহার মূর্ত্তি অতি ভীষণ ছিল। তাহার শির ও বক্ষ স্ত্রীলোকের মত ; দেহ কুকুরের মত ; পুচ্ছ সর্পের মত ; অথচ সে পক্ষীর মত পক্ষযুক্ত এবং সিংহের মত তীক্ষ্ণ-নখ। সে মানুষের স্বরে কথা কহিত। কোন সময়ে এই রাক্ষসী থীবস্ নগরের উপকণ্ঠে বসতি করিয়া প্রজাগণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে যাহাকে পাইত, তাহাকেই এই হেঁয়ালি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত ;—"এমন কি জন্তু আছে যাহা প্রাতে চতুষ্পদ, মধ্যাহ্নে দ্বিপদ এবং অপরাহ্নে ত্রিপদ ?" কেহই এই হেঁয়ালি পূরণ করিতে পারিত না ; আর রাক্ষসী তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া উদরে পূরিত। প্রজারা ভয়াকুল হইয়া দেবতার শরণাপন্ন হইলে, দৈববাণী হইল যে যদি কেহ রাক্ষসীর হেঁয়ালি পূরণ করিতে পারে,

* দেহ,—দাও।
† জগত-শরণ—জগত-শরণা ; কবিতার মিলরক্ষার জন্য স্ত্রীয়াং "আ"কারের উহ্যত্ব।
‡ বরষ—বর্ষণ কর।

তবে তদ্দণ্ডেই রাক্ষসী আত্মহত্যা করিবে। থীবস্ নগরের রাজা এই দৈববাণীর বিষয় অবগত হইয়া ঘোষণা দেন, যে, যে কেহ রাক্ষসীর সমস্যা পূরণ করিবে তাহাকেই তিনি নিজের সিংহাসন ও ভগিনীর যৌবন অর্পণ করিবেন। এই ঘোষণায় প্রলুব্ধ হইয়া অনেক হতভাগ্য, রাক্ষসীর প্রশ্নের উত্তর দানে অগ্রসর হয়; কিন্তু তাহাতে অপারগ হইয়া, বিনিময়ে আপনাদের জীবন বলি দেয়। অবশেষে ঈদিপস্ (Œdepus) নামে এক অজ্ঞাতনামা রাজকুমার রাক্ষসীর হেঁয়ালি পূরণ করিতে সমর্থ হন। "রাক্ষসীর কথিত জন্তু আর কেহ নয়,—মানুষ : মানুষ শৈশবে হামাগুড়ি দিয়া চতুষ্পদের অভিনয় করে; যৌবনে মানুষ দ্বিপদ; কিন্তু বার্দ্ধক্যে তাহাকে আশ্রয়যষ্টি অবলম্বন করিয়া ত্রিপদে ভর করিতে হয়।" ঈদিপস্ এইরূপে রাক্ষসীর সমস্যাপূরণ করিলে সে রোষে ক্ষোভে নিজের মাথা কুটিয়া প্রাণত্যাগ করে। তখন জনপদ ভীতিশূন্য হইলে রাজা ঈদিপস্‌কে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং নিজ ভগিনীকে সম্প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করেন। সংক্ষেপে ইহাই গ্রীকপুরাণোক্ত রাক্ষসী-প্রশ্ন বিবরণ। সে প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া বড় একটী কঠিন কার্য্য নহে। কেন যে ঐ হেঁয়ালি পূরণ করিতে অসমর্থ হইয়া এত গ্রীক নর-নারী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহা ভাল বুঝা যায় না। আমরা দেখি, প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া ঈদিপস্ রাজ্যলাভ করেন, কিন্তু রাক্ষসী তাহার ফলে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়।

আমাদের দেশের অধ্যাত্মগ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠে এইরূপ এক রাক্ষসীর বিবরণ আছে। সেও কিরাত রাজ্যের এক রাজাকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। রাজা তাহার সদুত্তর দিয়াছিলেন। তাহার ফলে কি ঘটিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

আমাদের এ রাক্ষসীর নাম ছিল কর্কটী। আকৃতিতে সে স্ফিঙ্কস্ অপেক্ষাও ভীষণা। তাহার বর্ণ ছিল কজ্জলের ন্যায়, দেহ ছিল শুষ্ক বিন্ধ্যাটবীর ন্যায়। বল ছিল অসামান্য; কোটরগত দুই চক্ষু অগ্নির মত দীপ্তি পাইত। সে যখন সজল-জলদ-রুচি নীলাম্বর পরিধান করিয়া বিচরণ করিত, তখন মনে হইত যেন তিমিরা রজনী মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। তাহার জানুদ্বয় ছিল তমাল তরুর ন্যায় বিশাল; কেশরাশি ছিল অন্ধকারের ন্যায় নিবিড়। নরকঙ্কালমালাই তাহার

কণ্ঠমালা ছিল। ঐ রাক্ষসী যখন হাস্য করিত, তখন বোধ হইত যেন ভস্মজাল নির্গত হইতেছে। যখন সে গর্জ্জন করিত, তখন মনে হইত যেন মেঘমন্দ্র হইতেছে; যখন ভ্রমণ করিত, মনে হইত যেন ভূমিকম্প হইতেছে।

ঐ রাক্ষসী আহারের দুর্ভিক্ষে নিতান্ত পীড়িত হইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে ক্রমশঃ তাহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। প্রায় ৭০০০ বৎসর দীর্ঘ তপস্যার পর ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং বলেন, 'বৎসে! বর গ্রহণ কর।' কর্কটীর তখন তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে; সে ভাবিল আমি নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়া নিরন্তর আত্মসুখে অবস্থান করিতেছি, আমার অন্য বিষয়ে প্রয়োজন কি? পরমার্থ ত্যাগ করিয়া কেন মিথ্যা বিষয়ে লিপ্ত হইব? তাহাতে ব্রহ্মা তাহাকে বলেন, যে তুমি কিছুকাল ভূমণ্ডলে ভোগবৃত্তি চরিতার্থ কর; পরে নির্ব্বাণপদ লাভ করিবে। তুমি ইচ্ছামত সমাধিতে নিমগ্না হইতে পারিবে। কিন্তু যখন প্রবুদ্ধা হইবে তখন রাক্ষসোচিত হিংসা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রাণ ধারণ করিবে।

ব্রহ্মা অন্তর্ধ্যান করিলে কর্কটী আবার ধ্যানমগ্না হইল এবং ছয় মাসের পর সমাধি হইতে প্রবুদ্ধা হইয়া দেহধর্ম্মের বশে ক্ষুধা অনুভব করিতে লাগিল। তখন সে ভাবিল যে আমার জীবনে বা মরণে কোন ইষ্টানিষ্ট নাই। আমি আর শরীর ধারণের জন্য কোন জীব হিংসা করিব না। এই ভাবিয়া সে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তখন পবনদেব তাহাকে উপদেশ দিলেন যে মূঢ় ব্যক্তিকে উদ্ধার করাই মহতের কার্য্য। তুমি জীবকে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করিয়া ভ্রমণ কর। যে মোহান্ধ, সে নিজের বিনাশের জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে; সেই তোমার ভক্ষ্য। তাহাকে ভক্ষণ করিয়া তুমি জীবন ধারণ কর। কর্কটী তখন গাত্রোত্থান করিয়া নিকটবর্ত্তী এক কিরাত নগরে প্রবেশ করিল। রাক্ষসী এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে সেই নগরের সুধীর রাজা ও সুবিজ্ঞ মন্ত্রী তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন রাত্রিকাল, চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার; তথাপি প্রজারঞ্জক রাজা প্রজার হিতার্থ মন্ত্রীর সহিত নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাক্ষসী ভাবিল, যে বিধাতা আহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন।

ইহারাই অদ্য আমার ভোজ্য হইবে। রাক্ষসী আবার ভাবিল কিন্তু ইহারা যদি মোহান্ধ না হইয়া মহামতি হয়, যদি ইহাদের আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তবে ত ইহাদিগকে ভক্ষণ করা সঙ্গত হইবে না। অতএব একবার পরীক্ষা করিয়া লই। এই ভাবিয়া রাক্ষসী বিকট গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে? মন্ত্রী উত্তর করিলেন, ইনি কিরাতদিগের রাজা, আমি ইহার মন্ত্রী। আমরা এই রাত্রিতে তোমার ন্যায় দুষ্টজনের নিগ্রহ করিবার জন্য বাহির হইয়াছি। রাক্ষসী কহিল এই জগতে যত প্রকার গুণ আছে, তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; রাজার সেই জ্ঞান থাকা উচিত। মন্ত্রীরও আত্মজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। যদি তোমরা সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাক, তবেই তোমাদিগের মঙ্গল, নতুবা আমি তোমাদিগকে ভক্ষণ করিব। তবে একটী উপায় আছে। আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যদি তাহার সদুত্তর করিতে পার, তবে তোমাদিগকে নিষ্কৃতি দিব। তখন রাজা প্রশ্ন করিতে বলিলে, রাক্ষসী ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত করিল। এই প্রশ্ন, এবং মন্ত্রী ও রাজা ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, এ উভয়ই অতি উপাদেয়। পরব্রহ্মের এরূপ বিশদ নির্দ্দেশ প্রায় আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। এই প্রশ্নোত্তর আলোচনা করিলে প্রাচীন গ্রীসের বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতের তত্ত্বজ্ঞানে যে কত অন্তর তাহা বুঝা যাইবে।

রাক্ষসী প্রশ্ন করিতে লাগিল—

একস্যানেক সংখ্যস্য কস্যাণোরম্বুধেরিব।
অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষানি লীয়ন্তেবুদ্বুদা ইব॥

'সেই অণু কি পদার্থ, যাহা এক হইয়াও অনেক? সমুদ্রে যেমন অসংখ্য বুদ্বুদ ফুটিয়া ফুটিয়া মিশাইয়া যায়, সেইরূপ কাহাতে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া বিলীন হইতেছে?'

কিমাকাশমনাকাশং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিম্।

'এমন কি পদার্থ আছে যাহা আকাশ অথচ আকাশ নহে; যাহা কিছুই নহে অথচ কিছু বটে?'

গচ্ছন্নগচ্ছতি চ কঃ কোঽতিষ্ঠন্নপি তিষ্ঠতি।
কশ্চেতনোঽপি পাষাণঃ কশ্চিদ্ব্যোম্নি বিচিত্রকৃৎ॥

'কে এমন আছেন, যাঁহার গতি নাই অথচ গতিশীল; স্থিতি নাই অথচ স্থিতিমান্; কে চিৎ হইয়াও জড়; কে চিদাকাশে বিচিত্র নির্ম্মাণ করে?'

অচন্দ্রার্কাগ্নিতারোঽপি কোঽবিনাশ প্রকাশকঃ।
অনেত্র লভ্যাৎ কস্মাৎ চ প্রকাশঃ সম্প্রবর্ত্ততে॥

'কে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, নক্ষত্র না হইয়াও নিত্য দীপ্তিমান; কে ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও জ্ঞানের প্রকাশক?'

কোঽণুস্তমঃ প্রকাশঃ স্যাৎ কোঽণুরস্তি চ নাস্তি চ।
কোঽণুর্দূরেপ্যদূরেচ কোঽণুরেব মহাগিরিঃ॥

'কে অন্ধকার হইয়াও আলোক; সৎ অথচ অসৎ! কে দূরে অথচ নিকটে; অণু হইয়াও মহান্?'

নিমেষ এব কঃ কল্পঃ কঃ কল্পোঽপি নিমিষেকঃ।
কিম্ প্রত্যক্ষমসদ্ রূপং কিং চেতনমচেতনং॥

'কে নিমেষ হইয়াও কল্প এবং কল্প হইয়াও নিমেষ! কোন্ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ; কোন্ চেতন অচেতন?'

কঃ সর্ব্বং ন চ কিঞ্চিচ্চ কোঽহং নাহঞ্চ কিং ভবেৎ।

'কে সকলই অথচ কেহ নয়; কে আমি অথচ আমি নয়?'

কেনাপ্যণুক মাত্রেন পূরিতা শতযোজনী।
কস্যাণোরুদরে সন্তি কিলাবনি ভৃতাং ঘটাঃ॥

'কে অণু হইয়াও শত যোজন ব্যাপী; কোন্ অণুর মধ্যে পর্ব্বত সমূহ অবস্থিত?'

কেনাত্মাচ্ছাদনাশক্তে নাণুনাচ্ছাদিতং জগৎ।
জগল্লয়েন কস্যাণোঃ সম্ভূত মপি জীবতি॥

'কোন্ অণু আপনাকে আচ্ছাদন করিতে পারে না, অথচ জগৎ আচ্ছাদিত করিয়াছে? কোন্ অণু হইতে প্রলয়ে তিরোহিত জগতের আবির্ভাব হয়?'

অজাতাবয়বঃ কোঽণুঃ সহস্রকর লোচনঃ।
অণৌ জগন্তি তিষ্ঠন্তি অস্মিন বীজ ইব দ্রুমঃ॥

'কাহার অবয়ব নাই, অথচ সহস্র কর ও নয়ন বিরাজিত? কাহাতে বীজে বৃক্ষের ন্যায় সমস্ত জগৎ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে?'

আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং কো ভাষয়তি দৃশ্যবৎ।
কটকাদীনি হেম্নেব বিকীর্ণং কেন চ ত্রয়ম্॥

'সুবর্ণ হইতে যেমন কটক কুণ্ডল হার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কাহা হইতে এই দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন প্রতিভাষিত হইয়াছে ?'

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নাদ্ একস্মাদসতঃ সতঃ।
দ্বৈতমপ্য পৃথক্ তস্মাৎ দ্রবতেব মহাম্ভসঃ॥

'সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ যেমন পৃথক নহে, সেইরূপ দেশ কালাদির সম্বন্ধশূন্য কোন অসৎ অথচ সৎ বস্তু হইতে এই দ্বৈত অভিন্ন ?'

ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ জগদ্বৃন্দম্ বৃহদ্ভ্রমঃ।
নিত্যং সমস্য কস্যাস্তি বীজ স্যান্তরিব দ্রুমঃ॥

'কাহার মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান জগৎ-রূপ মহদ্ভ্রম প্রকটিত হইতেছে, বীজে যেরূপ বৃক্ষ প্রকটিত হয় ?'

রাক্ষসী বলিতে লাগিল, 'যদি তোমরা আমার এই সংশয় ছেদন করিতে না পার, তবে তোমরা কিছুকাল মধ্যেই আমার জঠরানলের কাষ্ঠে পরিণত হইবে।'

সেই মহানিশায় মহারাক্ষসীর ঐ মহাপ্রশ্ন শুনিয়া মন্ত্রী প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। *

"হে রাক্ষসি! তোমার কথার ভঙ্গীতে বুঝিলাম, তুমি পরমাত্মার কথাই জিজ্ঞাসা করিলে। মন বুদ্ধির অতীত, বাক্যের অগোচর, চিন্ময় আত্মা আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম। আত্মা-পরমাণুর মধ্যে বীজে বৃক্ষের ন্যায় এই জগৎ কখনও সৎ কখনও অসৎরূপে স্ফূরিত হয়। ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া উহা কিছুই নহে অথচ সর্ব্বাত্মক। চিৎ এক হইয়াও যে অনেক তাহা কেবল প্রতিভাষ মাত্র। আত্মা পরম সূক্ষ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয় না, অথচ কিছুতেই উহার অপলাপ করা যায় না। আত্মা গমন না করিলেও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া গমনশীল মনে হয়। যাহা গম্য তাহা এই আত্মার অন্তরেই অবস্থিত, সুতরাং সে আত্মা আবার কোথায় যাইবে? যখন আত্মাতে চেতনের চেতনত্ব ও

* বঙ্গবাসী প্রকাশিত যোগবাশিষ্ঠের অনুবাদ প্রধানতঃ অনুসৃত হইয়াছে।

জড়ের জড়ত্ব উভয়ই অনুভূত হয়, তখন উহাকে চিৎ ও জড় উভয়ই বলিতে হয়। ঐ আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, হৃদয়-গৃহের দীপ স্বরূপ, সমুদায় বস্তুর সত্তাপ্রদ এবং নিত্যপ্রকাশ। আত্মা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া অন্ধকার ও চিন্ময় বলিয়া আলোক। অতীন্দ্রিয় বলিয়া তিনি দূরে এবং চিদ্রূপ বলিয়া নিকটে রহিয়াছেন। যখন তিনি নিমেষ রূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি নিমেষ এবং যখন কল্পরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি কল্প। দেশ, কাল এবং নিমিত্ত যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি আর অদ্বৈতই বা কি—সমস্তই ভ্রান্তি বিলাস। মনে উদিত হইলে সত্যও অসত্য এবং অসত্যও সত্য হয়। যেরূপ চিৎ ও দেহ পরস্পর অভিন্ন, সেইরূপ আলোক ও অন্ধকার, দূর ও নিকট, ক্ষণ ও কল্প এ সমস্তই অভিন্ন। দৃশ্যজালের ভ্রমজ্ঞান তিরোহিত হইলেই সেই পরম নির্ম্মল বস্তু প্রতিভাত হন। তিনি কারণের কারণ বলিয়া সদ্রূপ এবং দুর্লক্ষ্য বলিয়া অসদ্রূপ। তিনি আত্মারূপে চেতন এবং জগৎ-রূপে অচেতন। পরব্রহ্মে দ্বৈতসৃষ্টির অধ্যাস—অস্তি নাস্তি এই দ্বিভাব। হে রাক্ষসি! এই শান্ত, সর্ব্বময়, অনাদি, অনন্ত, একমেবাদ্বিতীয় পরমাত্মাই আভাসরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রকাশ রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।"

রাক্ষসী বলিল, "মন্ত্রীবর! তোমার বিচিত্র কথা শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। এখন রাজা স্বয়ং অবশিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দান করুন।" তখন রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"যিনি বেদান্তের চরম লক্ষ্য, যাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চির-সমন্বয়, সৃষ্টি যাঁহার চিত্তময়ী লীলা, আমার মনে হয়, তুমি সেই নিত্য ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ করিতেছ। ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ অথচ ভেদ বর্জ্জিত। অহম্-ভাবে তিনি অহম্ এবং ভাববিহীন বলিয়া অহম্ নহেন। তিনি বাস্তব অথচ অবাস্তব বৈচিত্র্যের জনক। তিনি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অণু, অথচ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। ব্রহ্ম দিক্-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং মহাশৈল অপেক্ষাও মহান্, অথচ জীবরূপে কেশাগ্রের শতভাগের একভাগ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। চন্দ্র সূর্য্য সমস্তই জড়, আত্মার সত্তায় সত্তাবান্, আত্মার আলোকে দীপ্তিমান্। তাঁহার স্ফূরণে জগতের সত্তা এবং তাঁহার অস্ফূরণে জগতের অসত্তা। পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরতম বলিয়া তাঁহার সহস্র কর ও লোচন; আর তিনি পরম সূক্ষ্ম বলিয়া নিরবয়ব। বীজে

যেমন বৃক্ষ থাকে, সেইরূপ তাঁহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থিত আছে। তিনিই দ্রষ্টা, তিনিই দৃশ্য, অথচ তিনিই দর্শন। তরঙ্গ যেমন জল হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ কোন কিছুই তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। ফলতঃ, তিনি দ্বৈতও নহেন অদ্বৈতও নহেন, জাতও নহেন অজাতও নহেন, সৎও নহেন অসৎও নহেন, ক্ষুব্ধও নহেন প্রশান্তও নহেন।"

মেঘগর্জ্জন শুনিয়া যেমন ময়ূরীর আনন্দোচ্ছ্বাস হয়, রাজার সদুত্তর শুনিয়া কর্কটীর সেইরূপ আনন্দোদয় হইল। সে রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিল, "আজ আমি বনমধ্যে আপনাদিগকে স্থল-সূর্য্যের ন্যায় পাইয়াছি। প্রদীপ আলোক বিকীরণ করিলে কাহার না অন্ধকার দূর হয়?" পরে রাক্ষসী রাজাকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিল। রাজা তাহার সহিত এই নিয়ম করিলেন, যে যাহারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য বধদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, রাক্ষসী বৎসর বৎসর আসিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া যাইবে। তখন রাক্ষসী রাজার নিকট বিদায় লইয়া অন্তর্হিত হইল।

সংক্ষেপে ইহাই কর্কটীর উপাখ্যান। উপাখ্যানচ্ছলে ঋষি ব্রহ্মবিষয়ক সার সত্যের কেমন সুন্দর অবতারণা করিয়াছেন! ভারতের অধ্যাত্মগ্রন্থসমূহে এরূপ অনেকানেক উপাখ্যান সংগৃহীত আছে; তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবকে সরসভাবে অধ্যাত্ম-জ্ঞান উপদেশ দেওয়া। গ্রীসের স্ফিঙ্কস্ রাক্ষসী ও ভারতের কর্কটী রাক্ষসীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তাহার কারণ এই যে গ্রীক্ ও হিন্দু উভয়েই মূল আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা হইলেও প্রাচীন গ্রীস পার্থিবতার পথে, আর প্রাচীন ভারত আধ্যাত্মিকতার পথে বিচরণ করিয়াছিল। তাহার ফলে গ্রীস্ কতযুগ হইল বিলুপ্ত হইয়াছে—গ্রীসীয় শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা কোন্ অতীত কালে কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু ভারত এখনও সজীব রহিয়াছে। জড়ে ও চেতনে, আত্মায় ও অনাত্মায়, পার্থিবতায় ও আধ্যাত্মিকতায় এতই প্রভেদ!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিচার সাগর।

(১ম সংখ্যা ২৭ পৃষ্ঠার পর হইতে)

সাধন চতুষ্টয় বর্ণন।

বিবেক বৈরাগ্য পুন শম দম ছয়।
মুমুক্ষুত্ব মিলিয়ে সাধন চতুষ্টয়॥ ১২॥

বিবেক, বৈরাগ্য, শমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা ইহারা সাধন চতুষ্টয়॥ ১২॥

বিবেক লক্ষণ ঃ—

অক্ষয় অচল আত্মা, জগপ্রতিকূল।
ইহাই বিবেক, সব সাধনের মূল॥ ১৩॥

'আত্মা অবিনাশী ও অচল (নিষ্ক্রিয়), জগৎ ইহার বিপরীত স্বভাব; এই জ্ঞানের নাম বিবেক। বিবেক সকল সাধনের মূল'॥ ১৩॥

[টীকা ঃ—আত্মা অবিনাশী (নাশ রহিত) ও ক্রিয়া রহিত; জগৎ আত্মা হইতে বিপরীত স্বভাব অর্থাৎ বিনাশী (ক্ষয়শীল) ও ক্রিয়াশীল, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। এই জ্ঞানের নাম বিবেক। এই বিবেকই, বৈরাগ্যাদি অপরাপর সাধনের মূল। সাধকের হৃদয়ে প্রথমে বিবেকের উদ্রেক হয়। বিবেক হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে ষট্‌সম্পত্তি ও ষট্‌সম্পত্তি হইতে মুমুক্ষুতা উত্তরোত্তর উদ্ভূত হয়। এই কারণ বৈরাগ্যাদিকে উত্তর সাধন বলে। বৌদ্ধেরা সাধনপথ স্রোতের সহিত তুলনা করেন। সাধনপথ প্রবেশকে তাঁহারা "সোতাপত্তি" বলেন (The idea is that of entering a stream)।

সাধন পথের প্রথম ক্রম বিবেক। বৌদ্ধেরা ইহাকে "মনোদ্বার ভঞ্জন" (Opening of the doors of the heart) কহেন। বিবেকদ্বারা সদ্-সৎ (Real and unreal) নিত্যানিত্যের (Eternal and transitory) পার্থক্য উপলব্ধি হয়। আত্মা অবিনাশী, ইহার বিনাশ নাই। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন——

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ২-১৭॥

য় এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ২-১৯ ॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২-২০ ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২-২৩ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২-২৪ ॥

'যিনি এই সমস্ত (চরাচর) ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী জানিবে; সেই অব্যয়ের বিনাশ সাধনে কেহই সমর্থ হয় না। এই আত্মাকে যিনি হন্তা বলিয়া জানেন, অথবা এই আত্মা অন্য কর্ত্তৃক হত হয়েন এইরূপ যিনি ভাবেন—তাঁহারা উভয়ে অনভিজ্ঞ; আত্মা কাহাকে হননও করেন না বা কাহারও দ্বারা হতও হয়েন না। আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই; তিনি পরিবর্ত্তনশীল নহেন; তিনি অজ, নিত্য, অক্ষয়, প্রাচীন ও অনাদি; শরীর বিনষ্ট হইলেও, তাঁহার বিনাশ নাই। শস্ত্র এই আত্মাকে বিনাশ করিতে পারে না, জল ইহাকে বিকৃত করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য ও অশোষ্য। ইনি নিত্য সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল ও চিরস্থায়ী।'

জগৎ ক্ষয়ী ও পরিবর্ত্তনশীল। পার্থিব বস্তু, সুখ দুঃখাদি অনিত্য।

বিবেক উদ্ঘাটন করিতে হইলে ক্রমান্বয়ে তিনটি অর্গল বা "বন্ধন" উন্মোচন করা আবশ্যক। মনোদ্বার তিনটী কঠিন অর্গলে আবদ্ধ রহিয়াছে। গুরুদেব হৃদয়মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেছেন না, নিয়ত দ্বারে আঘাত করিতেছেন। অর্গল উন্মোচন কর, "বন্ধন" ছিন্নকর, সেই জ্ঞানশক্তি সমারূঢ় তত্ত্বমালাবিভূষিত জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্তমূর্ত্তি হৃদয় কন্দর আলোকিত করিবেন। অর্গলত্রয় এই—

(১) আমিত্ব বা অহঙ্কার, (২) অবিশ্বাস,—সন্দেহ, (৩) ভ্রমাত্মক সংস্কার।

(১) অনিত্য মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া নিত্য বস্তু উপলব্ধি করিতে হইলে, অসৎরূপ ধূম ভেদ করিয়া সৎরূপ বহ্নি দেখিতে হইলে, আত্মজ্ঞান আবশ্যক। আত্ম-জ্ঞান হইলে এই আমিত্বরূপ "বন্ধন" ছিন্ন হয়। আমিত্ব অর্থে আমিই আমি (I am I—personality); আত্মজ্ঞান অর্থে "সেই আমি" (সোঽহং—I am that) এই জ্ঞান। আত্মজ্ঞান তল্লক্ষ্য। হংস যেরূপ পঙ্কিল সলিলরাশি হইতে নির্ম্মল পয়ঃ পান করে, সাধক সেইরূপ এই আত্মজ্ঞান দ্বারা অনিত্য হইতে নিত্যের উপলব্ধি করেন।

(২) দ্বিতীয় অর্গল—অবিশ্বাস বা সন্দেহ। মনিষীগণের বাক্যে দৃঢ় আস্থা বা বিশ্বাস সাধনপথের একটি প্রধান সম্বল। সন্দেহ-কীট হৃদয়-কোকনদ কাটিয়া ছারখার করিতেছে; সেই ছিন্ন কমলে গুরুদেবের পবিত্র চরণের কিরূপে স্থান হইবে? কীট বিদূরিত করিয়া কমল প্রস্ফুটিত কর, গুরুদেব সেই কমলে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয় পবিত্র করিবেন। পুনর্জ্জন্ম, কর্ম্ম, ঋষি-বাক্য ও কৃপাময় সদ্-গুরুর প্রতি বিশ্বাস দ্বারা এই দ্বিতীয় "বন্ধন" ছিন্ন হয়।

(৩) তৃতীয় অর্গল—ভ্রমাত্মক সংস্কার। বাহ্যিক ক্রিয়া দ্বারা (Rites and ceremonies) অন্তঃকরণ বিমল হয় না। নিত্য পর্ব্বত-পরিমাণ মৃত্তিকা লেপনে বা আকণ্ঠ গঙ্গাস্নানে মনের কালিমা ছুটেনা। সাধক নিজ উদ্যম ও চেষ্টায় চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করেন। কিন্তু পবিত্র হইতে হইলে, সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ ও সদনুশীলন (Cultivation of virtues) আবশ্যক। সদনুশীলনে চিত্তের শুদ্ধি ও প্রসন্নতা ঘটে। ঐ গুলি চিত্তশুদ্ধির আভ্যন্তরীণ উপায়। বাহ্য উপায় দেহ শুদ্ধি। স্নানাদি দ্বারা দেহের শুদ্ধি সম্পাদন ও জঘন্য রোগাদি হইতে শরীর সংরক্ষণ আবশ্যক। দেহ-শুদ্ধির জন্য সত্ত্বগুণপ্রধান পবিত্র আহার শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সত্ত্ব-গুণ-বৃদ্ধি সাধনার সহকার করে। এই নিমিত্ত সাধক সাত্ত্বিক আহার করেন। রজঃ ও তমোগুণপ্রধান বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ। যখন ভগবান স্বয়ং বৈশ্বানর রূপে জীবের দেহ আশ্রয় করিয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করিতেছেন, তখন সেই পবিত্র বহ্নিতে অপবিত্র আহারের আহুতি দেওয়া শ্রেয়ঃ নহে। ভগবান বলিয়াছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং ॥ গীতা; ১৫-১৫ ॥]

বৈরাগ্যলক্ষণ ঃ—

ব্রহ্মলোক আদি ভোগ সকল ত্যজয়ে।
বেদজ্ঞ আচার্য্য তাহা বৈরাগ্য কহয়ে ॥

'ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল ভোগের বাসনা ত্যাগকে বেদজ্ঞ মুনিগণ বৈরাগ্য বলেন।' ১৪ ॥

[টীকা ঃ—সাধনপথের দ্বিতীয় ক্রম বৈরাগ্য। উহাকে বৌদ্ধেরা "পরিকাম্য" বলেন। বিবেক হইতে এই বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়। বিবেকবলে নিত্যানিত্য উপলব্ধি করিয়া সাধক আর অনিত্য বস্তুর মোহিনীমায়ায় আকৃষ্ট হয়েন না। তখন ক্ষয়শীল পার্থিব বস্তুতে তাঁহার বাসনা থাকে না। স্বর্গাদির সুখভোগে, বিভবে, তাঁহার বিতৃষ্ণা বা বিরাগ (attitude of indifference) উপস্থিত হয়। সাধক তখন অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে সকাতরে বলিতে থাকেন—

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভব বাঞ্ছাপিচ মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংসারে জননি জননং যাতু সম বৈ
মৃড়ানী রুদ্রানী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥

'শশিমুখি! আমার মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা নাই, সম্পত্তির কামনা নাই, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা নাই, সুখেচ্ছাও নাই। অতএব জননি! আমি যাচ্ঞা করিতেছি যে "মৃড়ানী, রুদ্রানী, শিব, শিব, ভবানী" এই জপ করিতে করিতে যেন আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।'

এই বিতৃষ্ণা বা বিরাগ ক্ষণিক মাত্র নহে,—শ্মশান-বৈরাগ্যও নহে। যখন সুখের সংসারে শমন আসিয়া প্রিয়কে লইয়া যায়, তখন সুখময় পুরুষের হৃদয়ে হতাশ্বাসের তমসা আসে। তখন সে সংসারে বীতরাগ হয়। সে বিরাগ হতাশ্বাসের ছায়ামাত্র। অধিক কাল থাকে না। সময়ে চলিয়া যায়। প্রকৃত বৈরাগ্য চিরস্থায়ী; উহা বাহ্যিক বস্তু বা ঘটনা সাপেক্ষ নহে। উহা অন্তরের অন্তর হইতে সমুদ্ভূত হয়। সে বৈরাগ্য ঘোর বিতৃষ্ণাও বটে, আবার ঘোর পিপাসাও বটে। সে বিতৃষ্ণা ও পিপাসা জীবাত্মার ত্রিলোকীর সুখ ভোগে ঘোর

বিতৃষ্ণা ও পরমাত্মা-লাভে ঘোর পিপাসা। জ্ঞানই সে পিপাসা মিটাইতে সক্ষম।

বৈরাগ্যবলে সাধক দুইটি বন্ধন মোচন করেন—(১) "কামরাগ" বা বিষয় বাসনা; (২) বিদ্বেষ। বৌদ্ধেরা ইহাকে "পতিঘ" বলেন।

(১) কামরাগ বা বিষয়-ভোগ-বাসনা রূপ বন্ধন ছেদন করিতে হইলে, সাধককে কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে হয়। কর্ম্মই জীবের বন্ধ। বহু জন্মার্জ্জিত সেই কর্ম্ম-বন্ধন গুরুদেব আত্ম-জ্ঞান প্রদানে ছিন্ন করেন। কর্ম্মবন্ধ ছেদনের উপায় নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান। নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে—(ক) কর্ম্মফল ত্যাগ, (খ) কর্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন, ও (গ) ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিতে হয়।

(ক) কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ত্তব্যবোধে নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম কর্ম্মফলত্যাগ বা নিষ্কাম কর্ম্মসাধন। নিষ্কাম কর্ম্মে কেবল কর্ত্তব্যবোধ মাত্র থাকে। নিষ্কাম ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম এক পদার্থ নহে। উভয়ের প্রভেদ আছে। কর্ত্তব্যকর্ম্ম কঠোর; কর্ত্তব্যপালনে হর্ষ, বিষাদ ও সময় সময় অনুতাপ পর্য্যন্ত হয়। কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে ফলাপেক্ষা আছে। নিষ্কাম কর্ম্মে কঠোরতা নাই; উহা ফলাপেক্ষি নহে। কার্য্য সিদ্ধি হইলে হর্ষ নাই, অসিদ্ধি হইলেও বিষাদ নাই। সিদ্ধি অসিদ্ধির কামনা বা অনাকাঙ্ক্ষা নাই। জয় পরাজয়, লাভালাভ, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান। ঔচিত্য (Sense of rightness) প্রেরণায় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হয়। নিষ্কাম কর্ম্মের প্রেরক নাই। প্রেরক নাই বলিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম উদ্দেশ্য বিহীন নহে। উদ্দেশ্য ভিন্ন কর্ম্ম হইতে পারে না।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।"

সকামী ও নিষ্কামী উভয়েই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করে। তবে সকামী ফলাসক্ত, সুতরাং কার্য্য সিদ্ধিতে হৃষ্ট ও অসিদ্ধিতে অবসন্ন হয়। নিষ্কামকর্ম্মী ফলস্পৃহাশূন্য, সুতরাং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তাঁহার তুল্য জ্ঞান।

নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ নহে। কর্ম্মত্যাগ করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না। কর্ম্মফল ত্যাগকেই সুধীগণ কর্ম্ম ত্যাগ বলেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩, ৪ ॥
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ৬, ১ ॥

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ১৮, ২॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভুর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ২, ৪৭॥

'কর্ম্মের অননুষ্ঠানেই পুরুষের নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না, সন্ন্যাস করিলেই সিদ্ধি হয় না। কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী—নিরগ্নি ও অক্রিয় যোগী নহেন। কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শীগণ সন্ন্যাস ও সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন। কর্ম্মে তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। কর্ম্মফলে যেন তোমার প্রবৃত্তি ও অকর্ম্মে যেন তোমার আসক্তি না হয়।'

নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া সাধক বিমল আনন্দ অনুভব করেন। সে আনন্দে স্বার্থের অণুমাত্র যোগ নাই। মাতা শিশুকে স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া যে আনন্দ অনুভব করেন, দাতা দীনহীনের দুঃখ বিমোচন করিয়া যে বিমল আনন্দ অনুভব করেন, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে সেই আনন্দ হয়।

(খ) কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন। আমি করিলাম, আমি দিলাম ইত্যাকার অহংকার ত্যাগ। এই অহংকারে নিষ্ক্রিয় আত্মার কর্ম্মবন্ধন হয় ও কর্ম্মের ফলাফল আত্মাকে ভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩, ২৭॥

'প্রকৃতিজ গুণসমূহ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। অহংকার বিমূঢ় পুরুষ "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করে।' প্রকৃতি কর্ত্রী ও আত্মা দ্রষ্টা এইরূপ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে।

(গ) ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ ও যজ্ঞার্থে (Sacrifice) কর্ম্মানুষ্ঠান। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাষি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৬, ২৭॥

'আহুতি, ভোজন, দান, তপস্যা যাহা কিছু কর, সকলই আমায় অর্পণ করিবে।'

শমাদি ষট্ সম্পত্তি।

শম, দম, শ্রদ্ধা, সমাধান, উপরাম।
ষষ্ঠ তিতিক্ষা ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥ ১৫॥
বিষয়ে নিরুদ্ধ মন কহে মুনি শম।
ইন্দ্রিয় দমন কহে সুধীজন দম॥ ১৬॥
সত্য গুরু বেদ বাক্য, শ্রদ্ধা এ বিশ্বাস।
সমাধান তার নাম বিক্ষেপের নাশ॥ ১৭॥
তেয়াগে সকল কর্ম্ম সহিত সাধন।
বিষয়ে দেখিয়ে বিষ করে পলায়ন॥
নয়নে নেহারি' নারী প্রত্যাহারে কাম।
সদাশয় তার কয় নাম উপরাম॥ ১৮॥
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাপ, শীত, সুপটু সহনে।
তিতিক্ষা তাহারে কহে সুপণ্ডিত জনে॥ ১৯॥
শমাদি সম্পত্তি ছয় একই সাধন।
নহে নব, চতুষ্টয় মানয়ে সুজন॥ ২০॥

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ষট্-সম্পত্তি। ১৬॥

[টীকা ঃ—সম্পত্তি অর্থে প্রাপ্তি। ষট্-প্রাপ্তি ছয়টি হইলেও উহা একই সাধন।]

শম, দম লক্ষণ।

বিষয় হইতে মনের নিরোধকে (প্রত্যাহার) সুধীগণ শম বলেন, ও ইন্দ্রিয় দমনকে দম বলেন॥ ১৭॥

[টীকা ঃ—সাধনপথে প্রবিষ্ট হইলে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। সেই সকল নিয়ম পালন ভিন্ন সাধন পথে অগ্রসর হইবার উপায়ান্তর নাই। প্রথমে চিত্তসংযম ও ইন্দ্রিয়দমন আবশ্যক। ঐ চিত্ত কি ও কিরূপেই উহা সংযত হয়? কেই বা উহাকে সংযত করে?

সাধারণতঃ কেহ যখন অপরের সম্বন্ধে "সে" বলে, তখন সেই "সে" শব্দে তাহার মনকে লক্ষ্য করে? প্রকৃতপক্ষে "সে" এই শব্দ "মন" নহে, পরন্তু মনের অন্তরালে থাকিয়া মনকে যিনি পরিচালনা করিতেছেন "সে" শব্দ

তল্লক্ষ্য। মন বড়ই প্রমাথি, উহাকে সংযত করা বড়ই কঠিন। কোন ব্যক্তিকে যখন আমরা আত্মসংযমী বলি, তখন আমাদের অভিপ্রায় এই যে ঐ ব্যক্তির মন তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে বলবান। সে ব্যক্তি প্রলোভনে পড়িয়া বলিতে পারে "না, আমি লোভে পড়িব না; আমি ইন্দ্রিয়দ্বারা পরিচালিত হইব না।" ঐ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ মনের বশীভূত। মনীষীগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), বুদ্ধিকে সারথী, শরীরকে রথ ও আত্মাকে রথী বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ এই দেহরথকে বিষয়পথে টানিতেছে। যে ব্যক্তি অবিবেকী, যাহার চিত্ত বশে আসে নাই, তাহার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্টাশ্বের ন্যায় যথেচ্ছগামী। যিনি বিবেকী, যাঁর চিত্ত সংযত, তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাম সদশ্বের ন্যায় বশীভূত। তিনি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়পথে যথেচ্ছা দৌড়িতে দেন না। বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া তিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনে সংযত করেন; পরে মনকে বুদ্ধিতে ও বুদ্ধিকে আত্মায় সংযত করেন। ইন্দ্রিয়গণ মনের সহিত স্থির হইলে, বুদ্ধি স্ববিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয়। বুদ্ধি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অবস্থাকেই ভগবান গীতায় "স্থিতধী" বলিয়াছেন।

মন স্থির হইয়া বুদ্ধিতে সংযত হইলে, বুদ্ধি স্থির হয়। স্থির বুদ্ধি, নিষ্কম্প স্বচ্ছ সরোবর বক্ষের ন্যায় নির্ম্মল দর্পণ সম শোভা পায়। সেই স্থির বুদ্ধিরূপ দর্পণে আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। এই ইন্দ্রিয়ধারণ কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে? মন বড়ই চঞ্চল জানিয়া অর্জ্জুন ভগবানকে কহিলেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ গীতা ৬, ৩৪ ॥

'হে কৃষ্ণ! মন অতীব চঞ্চল, প্রমাথি, বলবান ও সুদৃঢ়। সেই মনের নিগ্রহসাধন বায়ুনিগ্রহের ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি।'

ভগবান কহিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬, ৩৫ ॥

'হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহা সুনিশ্চিত; কিন্তু কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা * উহা নিগৃহীত হয়।'

* "অভ্যাস বৈরাগাভ্যাং তন্নিরোধঃ"। পাতঞ্জল যোগসূত্র ১ ১২।

মন নিগ্রহের, চিত্তবৃত্তি নিরোধের অন্য উপায় নাই। কেবল অভ্যাস—সদা অভ্যাস। সকল কার্য্যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা মন স্থির করিতে হইবে। কোন বিষয় চিন্তা করিবার সময় মন নানা দিকে ধাবিত হয়। চিন্তার গতি পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া সেই বিষয়ে সংযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়†। মন স্থির হইলে চিত্তের স্থিরতা হয়। শ্রবণাদি চিত্ত স্থৈর্য্যের সহায়। আত্মা সম্বন্ধে মনীষীগণের বাক্য শ্রবণ, তদ্বিষয় চিন্তন ও ধ্যান ধারণাকে‡ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কহে। নিদিধ্যাসনের চরম অবস্থার নাম সমাধি। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহের নাম দম।]

উপরাম বা উপরতি লক্ষণ।

সাধন সহিত সমস্ত কর্ম্ম বর্জ্জন; বিষয়কে বিষ সম জ্ঞান; রমণী দর্শনে কামবৃত্তির প্রত্যাহার—এই সকল উপরতির লক্ষণ। ১৮ ॥

[টীকা ঃ—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সমূহ বর্জ্জনের নাম উপরতি। উপরতি হইতে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আইসে।]

তিতিক্ষা লক্ষণ।

শীত আতপ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, এই সকল সহন স্বভাবকে জ্ঞানী আচার্য্যগণ তিতিক্ষা কহেন।

[টীকা ঃ—দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা। শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুধা তৃষ্ণা, সুখ দুঃখ, মান অপমান—এই সকল বিরুদ্ধ-স্বভাব পদার্থ প্রসন্ন মনে সহনের নাম তিতিক্ষা। অনিষ্ট করিলে তদ্দণ্ডেই যাহাকে শাস্তি দিতে পারা যায়, তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এই তিতিক্ষার কার্য্য। অপরের আচরণ বা ব্যবহার বিশেষে বিরক্তি, ক্রোধ অথবা জিঘাংসা এই তিতিক্ষাবলে তিরোহিত হয়। সর্ব্ব অবস্থায় সকলের প্রতি স্নেহ দয়া ও ক্ষমা সমভাবে করিতে হইবে। নিজ

† চিত্তনদী কৈবল্য ও সংসাররূপ উভয় দিক বাহিনী। কৈবল্য-মুখে কল্যাণের নিমিত্ত ও সংসার-মুখে পাপের নিমিত্ত প্রবাহিত। বৈরাগ্যবলে সংসার অভিমুখে ধাবিত প্রবাহ রুদ্ধ হয়। অভ্যাসবলে কৈবল্য-প্রবাহ প্রবল হয়। দীর্ঘকাল নিরন্তর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, উপাসনা ও শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে সে অভ্যাস সুদৃঢ় হয়। [পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য ১, ১২, ১৪।]

‡ প্রথম তরঙ্গে ২২, ২৩ দোঁহার টীকা দ্রষ্টব্য।

সংসার-বিপাকে, উপার্জ্জন কষ্টে, রোগে, শোকে, আপদে, বিপদে কিছুতেই সাধনপথ হইতে মন টলিবে না। অবস্থা-বিপর্য্যয় কালে মনে হয়, বুঝি বা গুরু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি। গুরুদেব কৃপাময়, স্বানুচরকে কখন পরিত্যাগ করেন না। অবস্থা-বিপর্য্যয় কর্ম্মরূপ ঋণের পরিশোধ। হৃষ্টচিত্তে সহন করিলে, ধৈর্য্য ও কর্ম্ম-ফল-সহিষ্ণুতা লাভ হয়।]

শ্রদ্ধা ও সমাধান লক্ষণ।

বেদ ও গুরু বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা; মনের বিক্ষেপ নাশের নাম সমাধান। ১৯॥

[টীকা ঃ—বেদ ও গুরু বাক্য সত্য—এই বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। ভব-দুঃখ-ছেদনে ও আত্মজ্ঞানরূপ সার সম্পদ প্রদানে গুরুদেবই সমর্থ—এই বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ।
গুরোর্পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আত্ম বিষয় শ্রবণ; তদনুকূল বিষয়ে মনের তৎপরতা ও একাগ্রতা; তুচ্ছ বোধে বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—এই সকলের নাম সমাধান।]

শমাদি ষট্-সম্পত্তি একই সাধনের অন্তর্গত। বিবেকাদি নয়টি সাধন নহে, পরন্তু সাধন চারিটি মাত্র। ২০॥

[টীকা ঃ--শমাদি ছয়টি পরস্পরের সহকারিত্ব হেতু একই সাধন বলিয়া গণ্য করা যায়।]

মুমুক্ষুত্ব লক্ষণ।

মোক্ষরূপ, ব্রহ্ম-প্রাপ্তি, বন্ধের ছেদন।
কাঙ্ক্ষা তার মুমুক্ষুতা কহে মুনিজন॥ ২১॥

ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ও ভব-বন্ধনের নিবৃত্তির ইচ্ছা মুমুক্ষুতা॥ ২১॥

অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন।

শ্রবণাদি মিলি জ্ঞানসাধন সপ্তম।
'ত্বম্'পদ "তৎ"পদ অর্থ শোধন অষ্টম॥ ২২॥
অন্তরঙ্গ এই আট, যজ্ঞ বহিরঙ্গ।
অন্তরঙ্গ ধরি, ছাড় বহিরঙ্গ সঙ্গ॥ ২৩।

সাধন চতুষ্টয়, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং "তৎ" ও "ত্বম্" পদের অর্থ শোধন—এই আটটি জ্ঞানের সাধন। এই অষ্টসাধনকে অন্তরঙ্গ সাধন কহে; যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন। বহিরঙ্গ ছাড়িয়া অন্তরঙ্গ সাধনের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। ২২, ২৩॥

[টীকা ঃ—বিবেকাদি সাধন চতুষ্টয়, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এবং "তৎ" পদ ও "ত্বম্" পদের অর্থশোধন (সূক্ষ্ম অর্থ পরিভাবন), জ্ঞানের এই অষ্টপ্রকার অন্তরঙ্গ (Immediate) সাধন বলা যায়। চৈতন্য ও জড়, কার্য্যকারণ, অধিষ্ঠান অধ্যস্ত, দ্রষ্টা দৃশ্য, সাক্ষী সাক্ষ্যভাব পরস্পর মিশ্রিত। পয়ঃ-মিশ্রিত সলিল-রাশি হইতে হংস যেরূপ দুগ্ধ পৃথক করে, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত বিবিধ প্রক্রিয়ায় বিচার দ্বারা চৈতন্যযুক্ত জড় হইতে চৈতন্যের পৃথকত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। এই পৃথককরণের নাম শোধন।

যজ্ঞাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকলাপকে বহিরঙ্গ (Remote) সাধন কহে। বহিরঙ্গ হইতে অন্তরঙ্গ সাধন শ্রেষ্ঠ। সকাম পুরুষ যজ্ঞাদির আশ্রয় গ্রহণ করে। সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মাচরণে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। এই হেতু বহিরঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্তরঙ্গ সাধন কথিত হইয়াছে। সাধনার উচ্চস্তরে উঠিলেই সাধক বহিরঙ্গ ত্যাগ করেন। সাধনার নিম্নস্তরে শিক্ষার (Training) নিমিত্তই বহিরঙ্গের অনুষ্ঠান। বিহিত বাহ্যিক ক্রিয়াদ্বারা আলস্যাদি তামসিক বৃত্তিনিচয়ের ক্ষয় সাধিত হয়। রাজসিক বৃত্তিসমূহের যথাবিহিত পরিচালনে কর্ত্তব্যবোধের বিস্তৃতি ঘটে। সাত্ত্বিকবৃত্তির উদ্ভবে স্বার্থপরতার অবসান হয়। বহিরঙ্গসাধনে সদভ্যাস দৃঢ় হয় ও সদ্বৃত্তি সমূহ বলবৎ হয়।

যাহার জ্ঞানে অথবা শ্রবণে প্রত্যক্ষফল হয়, তাহাকে অন্তরঙ্গ সাধন বলে। অন্তরঙ্গ সাধন জ্ঞান লাভের সন্নিকট (Immediate) উপায়। বিবেকাদি সাধন চতুষ্টয়, শ্রবণাদির অনুকূল। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন জ্ঞানের অনুকূল। "তৎ" ও "ত্বম" পদের প্রকৃত সূক্ষ্ম অর্থ না জানিলে অভেদ জ্ঞান হয় না। দূরবর্ত্তী বলিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফল হয় না। সুতরাং বহিরঙ্গ জ্ঞানের প্রত্যক্ষফল সাধন নহে।

শ্রবণাদি জ্ঞানের অনুকূল। শ্রবণাদি হইতে বিবেকাদি ষট্-প্রাপ্তি হয়।

এই হেতু জ্ঞান সম্বন্ধে বিবেকাদি হইতে শ্রবণাদি সন্নিকট বা অন্তরঙ্গ। শ্রবণাদি হইতে বিবেকাদি দূরবর্ত্তী বা বহিরঙ্গ।

দূরবর্ত্তী হইলেও জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদির অনুকূল বিবেকাদি প্রত্যক্ষফল হয়। এই হেতু বিবেকাদিকেও অন্তরঙ্গ সাধন বলা যায়।

বিচার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্য, জ্ঞানের মুখ্য অন্তরঙ্গ সাধন। শ্রবণাদি জ্ঞানের মুখ্যসাধন নহে। কারণ, যুক্তিদ্বারা বেদান্ত

শ্রবণ। বাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে শ্রবণ বলে। অদ্বৈততত্ত্ব বেদান্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য *। সেই তাৎপর্য্য নির্ণায়ক ছয়টী লিঙ্গ১ আছে। সে ছয়টী লিঙ্গ এই :—(ক) উপক্রম২ ও উপসংহারের৩ একরূপতা৪। (খ) অভ্যাস অর্থাৎ অদ্বৈতরূপ অর্থের পুনঃ পুনঃ কথন৫। (গ) অপূর্ব্বতা,—অর্থাৎ প্রমাণান্তর হইতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অজ্ঞাততারূপ অপূর্ব্বতা। (ঘ) ফল,—অদ্বয় ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে সমূল শোকমোহ নিবৃত্তিরূপ ফল। (ঙ) ভেদ জ্ঞানের নিন্দা ও অভেদ জ্ঞানের স্তুতিরূপ অর্থবাদ৬। (চ) কার্য্যকারণের অভেদবোধক ও অদ্বৈতজ্ঞানের অনুকূল দৃষ্টান্তরূপ উপপত্তি৭। অদ্বৈত

* বক্তার ইপ্সিত অর্থকে তাৎপর্য্য কহে। যে অর্থে বক্তার তাৎপর্য্য জ্ঞান হয়, সেই অর্থে শ্রোতার শব্দ জ্ঞান হয়। শব্দবোধ যোগ্যতা সাপেক্ষ। পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে সম্বন্ধকে যোগ্যতা কহে। "বহ্নিদ্বারা সেচন করে" বলিলে বহ্নি ও সেচনে সম্বন্ধ যোগ্যতা হয় না। শ্রোতার শব্দজ্ঞান বক্তার তাৎপর্য্য লক্ষ্য। ভোজন সময়ে "সৈন্ধব আন" বলিলে অশ্ব বিষয়ে বক্তার ইচ্ছারূপ অর্থ সম্ভবেনা; সেইরূপ গমন সময়ে "সৈন্ধব আন" বলিলে লবণের শব্দবোধ হয় না। সুতরাং শব্দ জ্ঞান তাৎপর্য্য জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।

(১) যেরূপ ধূম হইতে বহ্নি জানা যায় বলিয়া ধূমকে বহ্নির লিঙ্গ বলে।

(২) উপক্রম অর্থে প্রকরণ আরম্ভ। (৩) উপসংহার অর্থে প্রকরণ সমাপ্তি।

(৪) যেরূপ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপক্রম বা আরম্ভ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এবং উপসংহার বা সমাপ্তিও ঐ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

(৫) ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে "তত্ত্বমসি" বাক্য নয়বার আছে।

(৬) স্তুতি অথবা নিন্দাবোধক বচনকে অর্থবাদ বলে। উপনিষদসমূহে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধক স্তুতি স্পষ্টতঃ রহিয়াছে।

(৭) কথিত অর্থের অনুকূল যুক্তিকে উপপত্তি কহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সকল পদার্থের ব্রহ্ম হইতে অভেদ ও কার্য্যকারণের অভেদ প্রতিপাদক বহু দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মবিষয়ে এই ষড়লিঙ্গ সম্বলিত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে শ্রবণ বলে। সেই তাৎপর্য্য নিশ্চয়ের সাধন—বেদান্তবাক্যের অভ্যাস। সুতরাং সেই সাধন বা অভ্যাসকেও শ্রবণ বলা যায়।

জীবব্রহ্মের একত্ব সাধক ও ভেদবাধক যুক্তিপরম্পরা দ্বারা "একমেবা দ্বিতীয়ং" ব্রহ্মের চিন্তনকে মনন কহে। জীবব্রহ্মের অভেদ, অনুমান সিদ্ধ।

মনন। সেই অভেদ পরার্থানুমান সাধ্য, স্বতন্ত্র অনুমান সাধ্য নহে।

মহাবাক্য হইতে যে অনুমান, তাহাকে পরার্থানুমান কহে। বেদান্তবাক্য বিনা ব্রহ্মবিষয়ে অন্য প্রমাণের প্রবৃত্তি হয় না। পরার্থানুমান বহুতর আছে। জীবব্রহ্মের অভেদসাধক একটী যুক্তি উদ্ধৃত হইল;—"জীবো ব্রহ্মাভিন্নঃ। চেতনত্বাৎ। যত্র যত্র চেতনত্বং তত্র ব্রহ্মাভেদঃ। যথা ব্রহ্মণি॥" 'চৈতন্য হেতু, জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যথায় যথায় চেতনত্ব আছে, তথায় ব্রহ্ম হইতে অভেদ; যেরূপ ব্রহ্মে।' এস্থলে জীব পক্ষ, ব্রহ্ম হইতে অভেদ সাধ্য; চেতনত্ব হেতু, ব্রহ্ম দৃষ্টান্ত। প্রতিবাদীপক্ষ জীবে চেতনত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু চেতনত্ব হেতু জীবব্রহ্মের অভেদ—ইহাতে ব্যভিচার শঙ্কা করেন। এই শঙ্কা তর্কদ্বারা দূরিত হয়। চেতনত্বহেতু জীবব্রহ্মের অভেদ যদি স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে চৈতন্যের অদ্বিতীয়তা প্রতিপাদক শ্রুতিবিরোধ ঘটে।

জীবব্রহ্মের ভেদবাধক যুক্তি একটী উদ্ধৃত করা গেল :—"ব্যাবহারিক * প্রপঞ্চো মিথ্যা। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাৎ। যত্র যত্র জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং তত্র মিথ্যাত্বং। যথা শুক্তিরজতাদৌ।" এ স্থলে "ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ" পক্ষ, মিথ্যাত্ব সাধ্য; জ্ঞাননিবর্ত্ততা হেতু। "ব্যাবহারিক প্রপঞ্চোমিথ্যা" এইটী প্রতিজ্ঞা বাক্য। জ্ঞান নিবর্ত্ত্যত্বাৎ" এইটী হেতু বাক্য। "যত্র যত্র জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং তত্র মিথ্যাত্বং; যথা শুক্তি রজতাদৌ" এইটী উদাহরণ বাক্য। প্রতিবাদীপক্ষ প্রপঞ্চের জ্ঞান নিবর্ত্ত্যতা মানিয়া মিথ্যাত্বে ব্যভিচার শঙ্কা করেন। যুক্তিদ্বারা এই শঙ্কার নিবৃত্তি হয়। জ্ঞান হইতে সত্যের নিবৃত্তি সম্ভবে না। নিবৃত্তি মানিয়া মিথ্যাত্ব না মানিলে, জ্ঞান হইতে সকল প্রপঞ্চের নিবৃত্তি প্রতিপাদক শ্রুতিস্মৃতির বিরোধ ঘটে। এখন দেখা যাউক নিবৃত্তি হইতে মিথ্যাত্ব কিরূপে আইসে। "তরতি

* প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক। প্রতিভাসকপ্রপঞ্চ পরমার্থতত্ত্ববোধক। তদ্ভিন্ন সকলই ব্যাবহারিক।

শোকমাত্মবিৎ” এই বাক্যে জ্ঞান হইতে শোকের নিবৃত্তি শ্রুত হয়। শোক যদি মিথ্যা না হয়, তবে এই বাক্যের অনুপপত্তি হয়। সুতরাং, জ্ঞান হইতে শোকের নিবৃত্তি অনুপপত্তি হেতু বন্ধমিথ্যাত্বের কল্পনা হয়। জ্ঞান হইতে শোক নিবৃত্তি উপপাদ্য, ও বন্ধমিথ্যাত্ব উপপাদক। মহাবাক্য হইতে জীবব্রহ্মের অভেদ শ্রুত হয়। জীবব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ সম্ভবে না, ঔপাধিক ভেদ সম্ভবে। সুতরাং অনুপপত্তিহেতু ঔপাধিক ভেদের কল্পনা। এস্থলে জীবব্রহ্মের অভেদ উপপাদ্য ও ভেদের ঔপাধিকতা উপপাদক। অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে শুক্তিতে রজত জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। শুক্তিতে ত্রিকালেও রজত নাই। শুক্তিতে রজত মিথ্যা বা কল্পিতমাত্র। মুদ্গর আঘাতে ঘটাদির যেরূপ চূর্ণভাবে নাশ হয়, মিথ্যা বা কল্পিতের সেরূপ নাশ হয় না। পরন্তু জ্ঞান হইলে অজ্ঞানরূপ উপাদান সহিত কল্পিতের নিবৃত্তি হয়।

বিষয়ান্তর হইতে ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত সংলগ্ন করার নাম ধারণা। ধ্যেয়াকারে চিত্তস্থিতির নাম ধ্যান। একতান ধ্যানের নাম নিদিধ্যাসন। ব্যবধান বা প্রত্যবায়রহিত ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে, অনাত্মাকার বৃত্তির স্থিতিকে নিদিধ্যাসন কহে। নিদিধ্যাসনে ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে অনাত্মাকার বৃত্তির সদৃশ প্রবাহ-ভাব হয়। নিদিধ্যাসনের পরিণাম অবস্থার নাম সমাধি। সমাধি অবস্থায় ধ্যেয় বিষয়ের পৃথক ভাব থাকে না। পরন্তু সে অবস্থায় জ্ঞান ধ্যেয়াকারেই ভাসমান হয়। সমাধির নিদিধ্যাসনেই অন্তর্ভাব, পৃথক সাধন নহে।

নিদিধ্যাসন।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে। উহারা বুদ্ধির অসম্ভাবনা বা সংশয়,* ও বিপরীত ভাবনা বা বিপর্য্যয় † রূপ দোষের নাশক। শ্রবণ দ্বারা প্রমাণ বিষয়ে সন্দেহ দূর হয়। মনন দ্বারা প্রমেয় বিষয়ে সন্দেহ

* “এটী শুক্তি কি রজত”, “এটী রজ্জু কি সর্প” এইরূপ অনিশ্চিত জ্ঞানদ্বয়কে সংশয় বলে। সংশয় স্থলে জ্ঞানকালে পদার্থের নিশ্চয়তা হয় না।

† প্রকৃত বস্তুকে অন্যরূপ জানার নাম বিপর্য্যয় বা ভ্রমজ্ঞান। “এটী রজত” “এটী সর্প”—শুক্তি অথবা রজ্জুতে এইরূপ বিপরীত বা ভ্রম জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলে। পরে যথার্থ জ্ঞান হইলে পূর্ব্ব জ্ঞান বাধিত হয়। ভ্রমস্থলে পূর্ব্বজ্ঞান নিশ্চয় হইয়া পরে বাধিত হয়।

দূর হয়। বেদান্ত বাক্য* অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদক অথবা অন্য অর্থের প্রতিপাদক—প্রমাণ বিষয়ে এইরূপ সন্দেহ হইলে তাহা শ্রবণদ্বারা বিদূরিত হয়। জীবব্রহ্মের অভেদ সত্য, না ভেদ সত্য,—প্রমেয় বিষয়ে এইরূপে সন্দেহ হইলে তাহা মনন দ্বারা নিরাকৃত হয়। দেহাদি সত্য ও জীবব্রহ্মের ভেদ সত্য—এইরূপ জ্ঞানকে বিপরীত ভাবনা বা বিপর্য্যয় কহে। এই বিপরীত ভাবনা নিদিধ্যাসন দ্বারা দূরীভূত হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এইরূপে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনার নাশ করে। সংশয় ও বিপর্য্যয়—জ্ঞানের প্রত্যবায়। সেই অন্তরায় নাশ করে বলিয়া শ্রবণাদি জ্ঞানের হেতু, সাক্ষাৎ হেতু নহে।

শ্রোত্রসম্বন্ধী বেদান্ত বাক্য, জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন। ব্রহ্মবোধক বেদান্ত বাক্য দ্বিবিধ ঃ—(১) অবান্তর বাক্য, (২) মহাবাক্য।

(১) অবান্তর বাক্য। পরমাত্মা অথবা জীবের স্বরূপ বোধক বাক্যকে অবান্তর বাক্য বলে। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এইটী অবান্তর বাক্য। অবান্তর বাক্যে শ্রোতার স্ব-স্বরূপ বোধ হয় না। সুতরাং অবান্তর বাক্য হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, পরোক্ষ জ্ঞান হয়। “ব্রহ্ম আছেন” এই জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান কহে।

(২) মহাবাক্য। জীবব্রহ্মের একত্ব বোধক বাক্যকে মহাবাক্য কহে। “তত্ত্বমসি” এইটি মহাবাক্য। এই মহাবাক্যে “ত্বম্” পদ শ্রোতার স্বরূপবোধক। এই বাক্য আচার্য্য-মুখে উচ্চারিত হইয়া শ্রোতার কর্ণে সংযোগ হইবামাত্র “আমি ব্রহ্ম” শ্রোতার এই অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। সুতরাং মহাবাক্য হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, পরোক্ষ জ্ঞান হয় না। শ্রোত্র সম্পর্কে অবান্তর বাক্য পরোক্ষ জ্ঞানের হেতু, ও মহাবাক্য অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু।

অবান্তর বাক্য দ্বিবিধ ঃ—“তৎ”পদার্থ বোধক, ও “ত্বম্” পদার্থ বোধক।

* ন্যায় রত্নাবলী মতে বেদব্যাসের শারীরক মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য, শাঙ্করভাষ্যের টীকা ভামতী, ভামতীর টীকা বেদান্ত-কল্পতরু ও বেদান্ত-কল্পতরুর টীকা বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমল—এই পাঁচখানি বেদান্ত গ্রন্থ। বেদান্তসার মতে বেদের অন্ত এই ব্যুৎপত্তিতে উপনিষৎ, উপনিষদের অর্থবোধক শারীরকসূত্র আদি ও উপনিষদের অর্থ সংগ্রাহক ভগবদ্ গীতা প্রভৃতি বেদান্তশাস্ত্রের অন্তর্গত।

তৎ-পদার্থ বোধক অবান্তর বাক্য প্রত্যক্ষজ্ঞান জননে যোগ্য নহে। কিন্তু "য এষ হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি "ত্বম্"পদার্থ বোধক অবান্তর বাক্যে শ্রোতার স্বরূপ বোধক পদ থাকায়, ঐ বাক্যও মহাবাক্যের ন্যায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান জননে যোগ্য। সুতরাং "ত্বম্" পদার্থ বোধক অবান্তর বাক্য হইতেও অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। কিন্তু এবম্ভূত অপরোক্ষ জ্ঞান ব্রহ্মাভেদ গোচর করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং তাহা পরম পুরুষার্থ সাধক হয় না।

একদেশী* আচার্য্যগণ মতে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-সম্বলিত বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, ও কেবল-বাক্য হইতে পরোক্ষ জ্ঞান হয়। তাঁহাদের মতে কেবল-বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে, শ্রবণাদি ব্যর্থ হইয়া যায়। এই মত সমীচীন নহে, কারণ—

শব্দের স্বভাব এই যে, যে বস্তু ব্যবহিত † হয়, শব্দদ্বারা তাহার পরোক্ষ জ্ঞান হয়। ব্যবহিত বস্তুর কোন প্রকারেই শব্দদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। বাক্যদ্বারা, ব্যবহিত স্বর্গ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের পরোক্ষজ্ঞান হয়। বিষয় অব্যবহিত বা সন্নিহিত হইলে শব্দদ্বারা তাহার অপরোক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞান হয়। যে স্থলে, (শ্রোতার স্বরূপ বোধক পদরহিত) বাক্য সন্নিহিত বস্তুকে অস্তিরূপে বোধন করায়, সে স্থলে অব্যবহিতের পরোক্ষ জ্ঞান হয়। যেমন, "দশমোঽস্তি" (দশম পুরুষ আছে ‡) এই বাক্যে অস্তিরূপে

---

* সিদ্ধান্তের একদেশ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা স্বতন্ত্র অধিক অর্থ নিরূপণ করেন তাঁহাদিগকে একদেশী বলা যায়। যেমন, পঞ্চদশীকার।

† দেশ ও কালগত অন্তরায়কে ব্যবধান কহে। ব্যবধানযুক্ত বস্তুকে ব্যবহিত কহে। যে বস্তু দূরদেশে আছে, তাহা দেশ দ্বারা ব্যবহিত। যে বস্তু অতীত কিম্বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে আছে, তাহা কালদ্বারা ব্যবহিত। দেশ ও কালগত অন্তরায় রহিত বস্তুকে অব্যবহিত কহে।

‡ প্রবাদ এই—দশটি বালক চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত দেশান্তর যাইতেছিল। পথিমধ্যে মরীচিকায় পতিত হয়। পরে উত্তীর্ণ হইয়া একটি বালক অপরগুলিকে গণনা করিয়া ও আপনাকে গণনা না করিয়া বলিতে থাকে, "দশম পুরুষ নাই, তাহাকে দেখিতেছি না।" এই বলিয়া রোদন করিতে থাকে। পশ্চাৎ কোন ব্যক্তি আসিয়া বলে "দশম আছে"। বালক জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়?" সে ব্যক্তি বলিল "দশম তুমি"। তখন দশম পুরুষের সাক্ষাৎ জ্ঞান হইয়া বালক হৃষ্ট হইল।

বোধিত অব্যবহিত দশম, শব্দ দ্বারা তাহার পরোক্ষ জ্ঞান হয়। আর যে স্থলে "ইদমস্তি" (ইহা আছে) এই বাক্যে অব্যবহিত বস্তুকে শব্দ বোধন করায়, সে স্থলে শব্দ দ্বারা অব্যবহিত বস্তুর অপরোক্ষ জ্ঞানই হয়। যেমন "দশমস্ত্বমসি" (দশম তুমি) এইবাক্যে প্রথমপদে যে দশমকে বোধন করা হইল, তাহা শ্রোতার স্বরূপ বোধক "ত্বম্" পদযুক্ত। সুতরাং ঐ বাক্যে শ্রোতার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। কারণ, ঐ বাক্যে বোধিত দশম পুরুষ শ্রোতার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু শ্রোতার স্বরূপ, সুতরাং অতিসন্নিহিত। সেইরূপ সকলের আত্মাভূত, সুতরাং অত্যন্ত অব্যবহিত যে ব্রহ্ম, তাহাকে অবান্তর বাক্য অস্তিরূপে বোধন করায়। সুতরাং অব্যবহিত ব্রহ্মেরও অবান্তর বাক্য দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান হয়। আর "দশমস্ত্বমসি" এই বাক্যের ন্যায়, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য শ্রোতার আত্মরূপ করিয়া ব্রহ্মকে বোধন করায়। সুতরাং মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানই হয়।

কেবল-বাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞানবাদীরা এইরূপ শঙ্কা করেন যে—যে বস্তুর অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, সেই বস্তু বিষয়ে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা হয় না। সুতরাং শ্রবণাদি বিফল হইয়া যায়। এই শঙ্কা সম্ভবে না। কারণ, মন্ত্রীর * নেত্রদ্বারা রাজার অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেও বিপরীত ভাবনা দূর হয় না। মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, পরন্তু যাহার বুদ্ধিতে অসম্ভাবনা অথবা বিপরীত ভাবনা দোষ আছে, তাহার দোষরূপ কলঙ্কযুক্ত জ্ঞান সফল হয় না। দোষের নিবৃত্তির জন্য শ্রবণাদি আবশ্যক। শ্রবণাদি দোষ নিবৃত্তি করে। এই হেতু মহাবাক্য জ্ঞানের সাধন,—শ্রবণাদি নহে। দোষ নাশক বলিয়া শ্রবণাদিকে জ্ঞানের হেতু বলা যায়। শ্রবণাদির হেতু বিবেকাদি। সুতরাং বিবেকাদিকে জ্ঞানের সাধন বলে। বিবেকাদি সাধন চতুষ্টয় সমাযুক্ত যে পুরুষ, সেই অধিকারী।

সম্বন্ধ বর্ণন।
গ্রন্থ হতে প্রতিপাদ্য বিষয়েরে বলে।
প্রাপ্য প্রাপক ভাব অধিকারী ফলে ॥ ২৪ ॥

---

* মূলে ভর্চ্ছু নামক মন্ত্রীর উল্লেখ আছে। ভর্চ্ছু-সম্বাদ পঞ্চম তরঙ্গে সবিস্তার আছে।

গ্রন্থ ও ব্রহ্মের পরস্পর প্রতিপাদক প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ; অধিকারী ও ফল পরস্পর প্রাপক প্রাপ্য সম্বন্ধ। ২৪ ॥

[টীকা :—গ্রন্থ ও বিষয়ের প্রতিপাদক প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ। গ্রন্থ প্রতিপাদক ও বিষয় প্রতিপাদ্য। যে প্রতিপাদন করে তাহাকে প্রতিপাদক ও যাহা প্রতিপাদন যোগ্য তাহাকে প্রতিপাদ্য বলে। ফল ও অধিকারীতে প্রাপ্য প্রাপক সম্বন্ধ। যাহা পাওয়া যায় তাহা প্রাপ্য ও যে প্রাপ্তি করায় সে প্রাপক। অধিকারী ও বিচারের কর্ত্তা কর্ত্তব্য সম্বন্ধ। অধিকারী কর্ত্তা, বিচার কর্ত্তব্য। যে করে সে কর্ত্তা, যাহা করণযোগ্য তাহা কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও গ্রন্থে জন্য জনক সম্বন্ধ। বিচার দ্বারা গ্রন্থ জ্ঞানের জনক বা উৎপাদক, জ্ঞান জন্য। যাহার উৎপত্তি হয় তাহাকে জন্য বলা যায়। এইরূপ অনেক সম্বন্ধ আছে।]

জীবব্রহ্মে নাহি ভেদ, গ্রন্থের বিষয়।
নির্ব্বোধ দেখয়ে ভেদ স্বরূপে উভয় ॥ ২৫ ॥

জীব ব্রহ্মের একতা, বুধজন বেদান্তের বিষয় বলেন। যে জীব ব্রহ্মের ভেদ বলে, সে মন্দমতি অজ্ঞ। ২৫ ॥

[টীকা ;—জীবব্রহ্মের একতা এই গ্রন্থের বিষয়। যাহা প্রতিপাদন করা যায় তাহাকে বিষয় বলে। জীবব্রহ্মের একতা এই গ্রন্থে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সুতরাং জীবব্রহ্মের একতা এই গ্রন্থের বিষয় (Subject)।]

পরম আনন্দ প্রাপ্তি প্রয়োজন মানি।
জগৎ অনর্থ হেতু তার অতি হানি ॥ ২৬ ॥

স্ব-স্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি এবং কারণ অজ্ঞান সহিত জগৎরূপ অনর্থের নাশ প্রয়োজন। ২৬ ॥

[টীকা :—সংসার ও সংসার-কারণ অজ্ঞান, জন্ম-মরণ-রূপী দুঃখের হেতু সুতরাং উহাদিগকে অনর্থ বলে। সেই অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির নাম মোক্ষ। সেই মোক্ষ এই গ্রন্থের পরম প্রয়োজন। জ্ঞান অবান্তর প্রয়োজন। যে বিষয়ে পুরুষের অভিলাষ হয়, তাহাকে পরম প্রয়োজন বলে। উহাকে পুরুষার্থও বলে। দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখের প্রাপ্তি বিষয়ে সকল পুরুষেরই অভিলাষ হয়। তাহাই মোক্ষের স্বরূপ। সুতরাং মোক্ষই পরম প্রয়োজন,—জ্ঞান নহে

জ্ঞান মোক্ষের সাধন, এই কারণ জ্ঞান অবান্তর প্রয়োজন। যে বস্তু দ্বারা পরম প্রয়োজনের প্রাপ্তি হয়, তাহাকে অবান্তর প্রয়োজন বলে।]

শঙ্কা ও সমাধান।

বেদ কহে জীবরূপ আনন্দ অপার।
তার সুখ প্রাপ্তি কথা অতীব অসার ॥ ২৭ ॥
অপ্রাপ্ত যে বস্তু থাকে তার প্রাপ্তি হয়।
নিত্যপ্রাপ্ত সেই বস্তু, তার প্রাপ্তি নয় ॥ ২৮ ॥
লেশমাত্র শঙ্কা আনি, করোনা বিশ্বাস হানি,
গুরুর কৃপায় কত শঙ্কা দূরে যায়।
করের কঙ্কণ যথা হারায়েছে ভ্রম কথা,
প্রাপ্ত প্রাপ্তি জান, যবে জ্ঞানেতে মিলায় ॥ ২৯, ৩০ ॥

বেদ কহে জীবের স্বরূপ পরমানন্দ। সেই জীবের সুখপ্রাপ্তি অসম্ভব বাক্য। অপ্রাপ্ত বস্তুরই প্রাপ্তি সম্ভবে। নিত্য প্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? এইরূপ অণুমাত্র সংশয় আনিয়া বিশ্বাসের হানি করিও না। গুরুকৃপা সেই কুতর্কজাল ছিন্ন করে। যে স্থলে করস্থিত কঙ্কণ হারাইয়া গেছে ভ্রম হয়, সে স্থলে জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত সেই কঙ্কণের প্রাপ্তপ্রাপ্তি জানিবে। ২৭ ॥

[টীকা :—প্রয়োজন বিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে "অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি গ্রন্থের প্রয়োজন।" তাহা সম্ভবে না, এইরূপ শঙ্কা কাহারও হইতে পারে। কারণ সকল বেদেই জীবের পরমানন্দ স্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। যাহা অপ্রাপ্ত, তাহারই প্রাপ্তি সম্ভবে। সদা প্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি সর্ব্বথা অসম্ভব। সুতরাং, সদা পরমানন্দ স্বরূপ যে আত্মা তাহার পরমানন্দ প্রাপ্তি অসম্ভব। এইরূপ সংশয় শুনিয়া গ্রন্থের প্রয়োজন বিষয়ে বিশ্বাস দূর করা শ্রেয়ঃ নহে। পরন্তু, আত্মবিদ্যা উপদেষ্টা গুরুর কৃপায় শঙ্কারূপ কুতর্ক দৃষ্টান্ত দ্বারা বিদূরিত হয়। যেমন, কাহারও কণ্ঠে হার অথবা করে কঙ্কণ রহিয়াছে, অথচ তাহার এইরূপ ভ্রম হইল যে হার বা কঙ্কণ হারাইয়া গিয়াছে। "হার তোমার কণ্ঠেই আছে, কঙ্কণ তোমার করেই আছে" এইরূপ তখন কেহ বলিয়া দিলে তাহার জ্ঞান হয় যে "হার আমার কণ্ঠেই আছে, কঙ্কণ আমার করেই আছে।" তখন সে বলে "আমার হার, বা আমার কঙ্কণ পাই-

লাম।" এই রীতিতে প্রাপ্ত যে হার বা কঙ্কণ, তাহারও প্রাপ্তি বলা যায়। সেইরূপ যদিও আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে এইরূপ ভ্রান্তি হয় "যে আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ নহে, ব্রহ্মই পরমানন্দ স্বরূপ।" "সেই ব্রহ্ম হইতে আমার বিয়োগ হইয়াছে, উপাসনা দ্বারা আমি সেই ব্রহ্মকে পাইব।"—সচরাচর জীবের এই ভ্রান্তি হইতেছে। সুকৃতিবলে ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যমুখে যদি কখন কাহারও বেদান্ত শ্রবণ ঘটে, তখন শ্রুত অর্থের নিশ্চয় করিয়া সে এইরূপ বলে যে "গ্রন্থ ও আচার্য্য কৃপায় আমি পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম।" এইরূপ কথনের অভিপ্রায় এই যে "আত্মা পূর্ব্ব হইতেই পরমানন্দ স্বরূপ ছিল, পরন্তু আমার আত্মা এখন পরমানন্দরূপ হইল।" "আমার আত্মা পরমানন্দরূপ" এই জ্ঞান তার ছিল না, সুতরাং তাহা অপ্রাপ্তের ন্যায় ছিল। আচার্য্যমুখে গ্রন্থ শ্রবণ দ্বারা বুদ্ধিবিষয়ে পরমানন্দের প্রতীতি হয়। সুতরাং ইহাকে পরমানন্দের প্রাপ্তি বলা যায়। এই রীতিতে প্রাপ্তেরও প্রাপ্তি সম্ভব, এবং পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ গ্রন্থেরও প্রয়োজন সম্ভব। যেরূপ প্রাপ্তের প্রাপ্তি গ্রন্থের প্রয়োজন সম্ভব হয়, সেইরূপ নিত্য নিবৃত্তির নিবৃত্তিও প্রয়োজন সম্ভব।

অবিদ্যারূপ কারণ সহিত জগতের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি গ্রন্থের প্রয়োজন যাহা বলা হইয়াছে তাহা সম্ভব নহে, এরূপ শঙ্কা হইতে পারে। কারণ, ধ্বংসের নাম নিবৃত্তি। ধ্বংশ ও নাশ দুইটী এক পর্য্যায় শব্দ। নাশ অভাবরূপ; সুতরাং মোক্ষ বিষয়ে ভাবরূপতা ও অভাবরূপতা দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের প্রতীতি হয়। সুতরাং প্রাপ্তি ও নিবৃত্তি এক বিষয়ে সম্ভাবনা। এই শঙ্কার উত্তর পর দোঁহায় দেওয়া হইয়াছে।]

অধিষ্ঠান জ্ঞান হতে জগতের নাশ।
যেমন রজ্জুর জ্ঞানে সর্পের বিনাশ ॥ ৩১ ॥

জগৎ নিবৃত্তি অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে, যেরূপ সর্পের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান রজ্জু; রজ্জুজ্ঞান অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। ২৮ ॥

[টীকা ঃ—কারণ সহিত জগতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্ম, তাহা হইতে পৃথক নহে; যেরূপ কল্পিত সর্পের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরজ্জুরূপ। ফলতঃ, কল্পিত বস্তুর নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপ হয়, উহা হইতে পৃথক হয় না, ইহাই ভাষ্যকারগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং, জগদ্-বিষয়ে অনর্থের নিবৃত্তি ব্রহ্মরূপ। ব্রহ্ম সকল অনর্থেরই

অধিষ্ঠান; ব্রহ্ম ভাবরূপ। সুতরাং অনর্থের নিবৃত্তি ভাবরূপ হইয়াই গ্রন্থের প্রয়োজন।]

প্রথম তরঙ্গ এই পড়ে যেই জন।
দাদুর কৃপায় মুক্ত হয় সেইক্ষণ ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি এই প্রথম তরঙ্গ পাঠ করে, তৎকালেই গুরুমূর্ত্তি তাহাকে মুক্ত করেন, দাদু দীনদয়াল। ২৯ ॥

ইতি অনুবন্ধ সাধারণ নিরূপণ নামক প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

দরবারে মহাত্মা গঙ্গাগীর অঘোরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ কার্ত্তিকী পূর্ণিমা রজনী, মহাশ্মশানে মহাদরবার উপলক্ষে নানাস্থান ও নানাদেশ হইতে নানা সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ উপস্থিত হইবেন; অহো কি ভাগ্যম্! আজ এই দরবারে গুহ্যাতিগুহ্য আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অমূল্য তত্ত্বকথা শুনিতে পাইয়া আমি কৃতার্থ ও ধন্য হইব, এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া পরম উৎসাহে আমি একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আছি; এমন সময়ে সহসা রাজকুমার একটি সাধুর সহিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমিও তাঁহাদিগের আগমনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলাম।

তাঁহারা উপবেশন করিলে রাজপুত যুবক আমাকে বলিলেন, এই মহাত্মা, কাশীধামের বাবা কিনারামের আখড়া হইতে দরবারে যোগ প্রদান করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে, সেইজন্য আমরা এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছি। এখানে তোমাকে দেখিয়া আমার আনন্দের দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইল, আমি ইঁহার নিকট যা ভিক্ষা পাইব তাহার অংশ তুমিও গ্রহণ করিয়া সুখী হইবে।

এই বলিয়া রাজকুমার নবাগত সাধুকে বিনয় নম্র বচনে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাত্মন্! আপনার নিকট আমার যে ভিক্ষা, তাহা একটি প্রশ্নমাত্র; আপনি সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদানে তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। দেখুন, অঘোরী শব্দ শুনিলেই আমার অন্তরে যেন কেমন একটি ঘৃণার ভাব উদয় হয়; তাহার কারণ কি? আমি স্বয়ং উহার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া আপনাকে এ প্রকার প্রশ্ন করিতেছি। নবাগত সাধু তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, রাজকুমার তাহার একমাত্র কারণ অভিজ্ঞতা। তুমি কতকগুলি আলস্যপরায়ণ, নীচকুলোদ্ভব, স্বেচ্ছাচারী বঞ্চকদিগকে অঘোরী মনে করিয়া তাহাদিগের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া আজ অঘোরী শব্দেও ঘৃণা বোধ করিতেছ, ইহার কারণ অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ প্রকৃত অঘোরী সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নাই।

যাঁহার সমস্ত ঘোর (অন্ধকার, অজ্ঞান) নাশ হইয়াছে, যিনি আত্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই অঘোরী। অঘোরী শব্দ কেবল মাত্র একটি ভাষার শব্দ নহে, ইহা অতীব দুর্ল্লভ পদ জানিবে।

স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের অঘোরী বা অবঘড় একটি নাম বিশেষ। অঘোরী নামে কোন একটী সম্প্রদায় বিশেষ নাই। সকল সম্প্রদায়ের মহাজনদিগকে বুদ্ধেরা অঘোরী বলিয়া থাকেন।

কথিত আছে যে, জগতে নানা জাতি সর্প আছে, তাহাদের যতই আয়ুর্বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহারা ততই ছোট হইতে থাকে; শেষে তাহাদের পালক হয়, তখন তাহারা ধবলাগিরী নামক পর্ব্বতে উড়িয়া যায়, এবং তত্রত্য চন্দন বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া তাহার স্নিগ্ধকর সৌরভে বিভোর হইয়া থাকে। সেইরূপ, সকল সম্প্রদায়েরই মহাত্মাগণ যতই যোগরাজ্যে দীর্ঘায়ু হইতে থাকেন, ততই তাঁহাদের দেহভাব (অজ্ঞান) খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন তাঁহারা দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারেন যে, আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মন, বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার নহি, তখন তাঁহারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ছাড়িয়া ধবলাগিরী পর্ব্বতে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রদেশে, স্নিগ্ধকর সুশীতল ব্রহ্মরূপ চন্দন বৃক্ষে অর্থাৎ আত্মাতে পরিলিপ্ত হইয়া আত্মভোরে (আত্মস্বরূপ) বিভোর হইয়া থাকেন। জ্ঞানীরা তাঁহাদিগকেই অঘোরী বলিয়া থাকেন।

যাঁহার সমস্ত ঘোর ভাঙ্গিয়াছে, তিনিই অঘোরী শব্দের বাচ্য। সমস্ত ঘোর হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তিনিই স্বপদে অর্থাৎ আত্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্রাম করেন মাত্র। বিশ্রাম অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে তিনি তখন আত্মারাম হইয়াছেন।

সাধু আরও কত কি বলিতেন; কিন্তু ইতিমধ্যে মহাশ্মশানে শঙ্খধ্বনি হওয়াতে তিনি নিরস্ত হইলেন এবং আমরা সকলে উঠিয়া দরবারে যাত্রা করিলাম।

আমি দরবারে যাইয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। পরে সেই কার্য্য সমাধা করিয়া আমি শুনিলাম, মহারাজজি (গঙ্গাগীর) বলিতেছেন,—সেই যে এক চিন্মাত্র আছেন তাঁহারই সংকল্পে সমুদায় উদ্ভূত হইয়াছে; তথাপি তিনি কোন প্রকার সংকল্পের বশীভূত নহেন। তাঁহার কোন প্রকার বিকার নাই, তিনি নির্ব্বিকার। তিনি স্বয়ং নিরাশ্রয় হইয়া আশ্রয়-স্বরূপ। তাঁহার মন নাই, সুতরাং তিনি সংকল্প-বিবর্জ্জিত; অথচ এই যে সংকল্প বিকল্প ভাব, ইহা আবার তাঁহারই। এইরূপ সংকল্প বশে তিনিই আবার জীবভাব আশ্রয় করেন; তখন ঐ জীব জ্ঞান-দীপ সহায়ে সম্যক্ আলোক প্রাপ্ত হইলে সংকল্প যোগ ত্যাগ করিয়া থাকেন। সংকল্পের ক্ষয় হইলে, তৈল ক্ষয়ে প্রদীপের ন্যায় এই দেহাদির নির্ব্বাণ দশা উপস্থিত হয়। নিদ্রার অবসানে যেমন স্বপ্ন দর্শন সম্ভব নহে, তদ্রূপ সত্য সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইলে, জীবের আর দেহ দর্শন হয় না। একমাত্র পরম তত্ত্বের ভাবনা করিলেই দেহহীন এবং প্রকৃত শ্রীমান্ ও সুখী হওয়া যায়। আত্মাতে আত্মভাব স্থাপন করিয়া, আমিই নির্ম্মল ও নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ, এই প্রকার দৃঢ় ভাবনার দ্বারা সত্যজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইলে, হৃদয়রূপ গুহার অন্ধকার তিরোহিত হয়। আত্মস্বরূপ বিদিত হইলে তখন এমন কিছুই থাকেনা যাহা অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়; তখন সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি কিছুরই প্রার্থী নহে, যে কিছুই চাহেনা, তাহার আবার প্রাপ্যই বা কি অপ্রাপ্যই বা কি? যাহার কিছুই না থাকিয়া সকলই আছে, তাহার আবার নাই কি? যে সমস্ত হইয়াও কিছুই নহে, এবং কিছু না হইয়াও সমস্ত, তাহাকে আর দেয় অদেয় কি আছে? তখন সে প্রাপ্তাপ্রাপ্তি, তৃপ্তাতৃপ্তি, হর্ষ বিষাদ, সুখ দুঃখ, এ সমস্তেরই অতীত হইয়াছে। তৎকালে সে ব্যক্তি সর্ব্বস্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব

তুমিও সর্ব্বত্যাগ অবলম্বনপূর্ব্বক শান্ত, স্বস্থ ও সৌম্য ভাব গ্রহণ করিয়া সেই ভাবাভাবময় মঙ্গল স্বরূপের আশ্রয় লইয়া সর্ব্বস্বরূপ পরম পদে অধিরূঢ় হও।

প্রথমে মনদ্বারা সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্যাগ কর। আবার সেই মনকেও মনের দ্বারা বশীভূত করিয়া বিস্মরণ হও; তোমার মন আছে বলিয়া তোমার যেন কোনমতে প্রতীতি না থাকে। এইরূপে আত্ম-প্রতীতি হইলে মন আপনা হইতে অদৃশ্য হইবে। আবার এই অহঙ্কারের বিনাশেই বাসনা বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। একে একে এই সমস্ত ক্ষয় বা ধ্বংশ হইলে তখন তোমাতে আর চিত্ত বলিয়া কোন বস্তু থাকিবে না।

এই যে চিত্ত, যাহার বর্ত্তমানে সকল সংসার দৃশ্য পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, এবং যাহাতে সকল রূপের চিত্র প্রতিফলিত হয়, এবং যাহার চিত্ত বলিয়া নাম থাকার জন্য সকলপ্রকার পদার্থের নাম কল্পনা করা হয়; তাহারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে আর কিছুই থাকিবে না। বস্তু, দৃশ্য, নাম ও রূপ, এ সমস্ত একমাত্র কল্পনা হইতে উৎপন্ন। বাস্তবিক এ সকল কিছুই নহে। এরূপ কল্পনারূপ চিত্তকে বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ।

আমি কে, এই বিচার দ্বারা আত্মবোধ হইলে, চিত্ত-ভ্রমকে জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত করিতে পারা যায়। জ্ঞানাগ্নি সহায়ে চিত্ত ভস্মীভূত হইলেই সর্ব্বত্যাগ হয়। সর্ব্বত্যাগই নির্ব্বাণ; এবং সর্ব্বত্যাগই সকল সংবিদের আশ্রয়। সর্ব্বত্যাগ হইলে অবশিষ্ট একমাত্র ব্রহ্মরূপ শান্তি রস থাকে। সেই অমৃতময় রস এক বিন্দু পান করিলে জরা মরণাদি সকল প্রকার ভয় দূর হয়। অতএব সর্ব্বত্যাগই একমাত্র পার প্রাপ্তির অদ্বিতীয় সাধন। অহংভাবই চিত্ত, এই অহংভাব বিকার-যুক্ত চিত্তকে দূর করিতে যত সময় লাগে, নয়ন উন্মীলন করিতেও তত সময় লাগে না। কারণ একমাত্র চিৎই আছেন। যখন এই চিৎ ব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র নাই, তখন অহংভাবের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং অহংভাব মিথ্যা, ইহা কিছুই নহে, ইহার কোন সত্তা নাই। যাহার সত্তা নাই, তাহার আবার কল্পনা কি? এই প্রকারে বস্তুর বৃথা কল্পনা তিরোহিত হইলে জীব ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়।

বলিতে কি, এই জগৎ শূন্য-স্বরূপ,—এই প্রকার অবগত হইলে জীব শিবস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সম্যক্ জ্ঞান বলে বিষও অমৃত ও অসম্যক্ জ্ঞানে অমৃতও বিষ-স্বরূপ হয়।

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি," (কঠ ৪।১১); যে ইহাতে নানাত্ব দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে যায়। অতএব "এতদাত্মা মিদং সর্ব্বং,"—ঐ সমস্ত ব্রহ্মরূপ। "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা," এই যে আত্মা, সেই এই সমস্ত। "ব্রহ্মে বেদং সর্ব্বং,"—এই সমস্ত ব্রহ্মই। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন",—ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানা ভাব নাই।

আত্মা নিত্য মুক্ত, তাঁহার বন্ধন ও মোক্ষ নাই। অতএব তুমি চিৎ-স্বরূপ। এবং ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্তই সেই চিৎস্বরূপ আত্মা। অতএব আমি সর্ব্বাত্মক বাসুদেব অবিনাশী পদার্থ, এইরূপ জ্ঞান প্রয়োজনীয়; ইহা ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। তুমি একমাত্র আত্মা, পরমব্রহ্ম ও সংসারধর্ম্ম বিনির্ম্মুক্ত, ইহা স্থির হইল। এইরূপে তুমি অভয় প্রাপ্ত হইলে ও সংসার দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইলে।

পুত্র! তুমি বর্ণ, জন্ম, আশ্রম, আচার এবং শাস্ত্ররূপ যন্ত্রে যোজিত ছিলে। যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী তাহা ভগ্ন করিয়া নির্গত হয়, সেইরূপ তুমি এক্ষণে জগৎরূপ মহাজাল হইতে বিনির্গত হইলে; এই সমস্ত বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহাই কর। এই বলিয়া মহাত্মা তূষ্ণীম্ভার অবলম্বন করিলে, শাখী-শিরে নানাবিধ বিহঙ্গকুল মধুর কল-নাদে যেন মহাত্মার জয়ধ্বনি করিয়া রজনীর অবসান বার্ত্তা দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া প্রচারিত করিল। দরবারও ভঙ্গ হইল। (ক্রমশঃ)

জনৈক রিন্দ।

প্রেত কুক্কুর।

গত তুরস্ক যুদ্ধের সময় ইউরোপের অন্তর্গত রোমানিয়া প্রদেশের রাজধানী বোকারেস্ত নগরে কোনও উৎকৃষ্ট হোটেলের একটী প্রকোষ্ঠে কর্ণেল ভি বাস করিতেন। বড়দিনের পূর্ব্বদিবস অপরাহ্ণে বিদেশীয় অল্পসংখ্যক বন্ধু মিলিত হইয়া তথায় আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন; তন্মধ্যে নিউ-ইয়র্ক হেরল্ড, লণ্ডন টাইম্‌স্, গোলস্ এবং বারজেভয় জেডিমটি নামক

সংবাদ পত্রের সংবাদদাতাগণ এবং কর্ণেল এল্, একজন কাপ্তেন এবং রেড্‌ক্রস্ সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ সভাপতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলে টেবিলের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলে ভোজনদাত্রী কর্ণেল ভি-পত্নী অতি ব্যস্ততা সহকারে চা বিতরণ করিতেছিলেন।

অত্যন্ত আনন্দিত এবং একভাবাপন্ন হইয়া পরস্পরে কৌতুকপ্রদ গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু নিউইয়র্ক হেরল্ড এবং লণ্ডন টাইম্‌সের সংবাদদাতা ম্যাক্ গেহাম্ এবং লিটন্ সেই সাধারণ আমোদে যোগ দান করিতেছেন না দেখিয়া, সকলের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল।

কর্ণেল ভি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লিটন্, তোমাকে এ সময়ে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

সংবাদদাতা চিন্তা করিতে করিতে উত্তর করিলেন, "না, আমার কিছু হয় নাই; আমি বাটীর বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, এবং তাহারা এক্ষণে কি করিতেছে, জানিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।"

ম্যাক্ গেহাম্ বলিলেন, "প্রকৃত চিন্তা করিতে হইলে একাগ্রমনে কেবল সেই বিষয় ধ্যান করিতে হয়। দেখ, তোমার পরিবারবর্গ এক্ষণে অগ্নি-কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া কখন মদ্যপান করিতেছে, কখন সুদূরবর্ত্তী ভারতবর্ষস্থ বন্ধুবর্গের বিষয় চিন্তা করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ভূতের গল্প করিতেছে।"

কর্ণেল পত্নী বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান যে, ইংলণ্ডবাসী অদ্যাবধিও ভূত বিশ্বাস করেন না?"

লিটন্ উত্তর করিলেন, "হাঁ, তথাকার অধিকাংশ লোক ভূত বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করেন এবং কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছেন।"

কাপ্তেন এল্ অস্থির এবং বিমর্ষ হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র ত্যাগ করিলেন দেখিয়া সকলে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। কাপ্তেন মহোদয় বলিলেন, "তোমরা ভূতের কথা শুনিয়া হাস্য করিতেছ, কিন্তু আমি ভূত বিশ্বাস করি। কয়েক মাস অতীত হইল, আমি স্বচক্ষে একটী ঘটনা অবলোকন করিয়াছি; আমি ইহা কখনও বিস্মৃত হইব না। পূর্ব্বে আমিও তোমা-

দিগের ন্যায় ভূত বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু সেই ঘটনায় আমার পূর্ব্বের বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিলেন।

"ককেসসে যুদ্ধের সময় পার্ব্বতীয়দিগের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়; আমি সেই দলে কার্য্য করিতাম। ইম্পিরিয়াল্ গার্ড নামক সৈন্যদল হইতে নিড্‌উইচেফ্ নামক একজন যুবা কর্ম্মচারী আমাদিগের দলে প্রেরিত হন। তিনি অসামান্য রূপবান এবং হার্‌কিউলিসের ন্যায় বলবান ছিলেন; কিন্তু যদ্যপি তিনি মানব জাতিকে ঘৃণা না করিতেন এবং সন্দিগ্ধ চিত্ত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি সকলের স্নেহাস্পদ হইতে পারিতেন। অসামাজিক এবং উদ্বিগ্ন-স্বভাব প্রযুক্ত ললাটদেশে তারকাকার-শ্বেত-চিহ্ন-শোভিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেরো নামক একটী কুক্কুরকে তিনি প্রাণাপেক্ষা অতিশয় ভালবাসিতেন। কোনও সময়ে ককেসস্ পর্ব্বতের উপরিস্থ আওয়ালবাসীগণ অত্যন্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে; তাহাদিগকে দমন করিবার মানসে আমাদিগের সৈন্যদল প্রেরিত হয়। প্রথমতঃ তাহারা অত্যন্ত বীরত্বের সহিত স্ব স্ব স্থান রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু আমরা সংখ্যায় প্রায় তাহাদিগের দ্বিগুণ থাকায় তাহাদিগকে সহজে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। শত্রুদিগের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের সৈন্যগণ ক্রোধান্ধ হওয়াতে, সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই হত্যা করিতে আরম্ভ করিল; বৃদ্ধ কিম্বা বালক কেহই পরিত্রাণ পায় নাই। নিড্‌উইচেফের কর্ত্তৃত্বাধীনে এক দল সৈন্য ছিল এবং তিনি সকলের অগ্রগামী ছিলেন। ঘটনাক্রমে একটী কুটীরের নিকট তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল; এবং তাঁহার কার্য্যাবলোকন করিয়া আমি বজ্রাহতের ন্যায় হতবুদ্ধি হইলাম। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তাঁহার উজ্জ্বল মুখশ্রী পৈশাচিক আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং উন্মত্তের ন্যায় রক্তবর্ণ তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিঘূর্ণীত হইতেছিল। তিনি স্বহস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া একটী বৃদ্ধকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন। তাঁহার এই বৃথা নিষ্ঠুরতার কার্য্য অবলোকন করিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম, এবং তাঁহাকে নিবারণ করিবার মানসে দ্রুতপদবিক্ষেপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম; কিন্তু তাঁহার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে একটী স্ত্রীলোক হৃদয় বিদারক ক্রন্দন

করিতে করিতে কুটীরের অর্গল মুক্ত করিয়া বৃদ্ধ স্বামীর মৃত দেহের উপর নিপতিতা হইল। ইহা অবলোকন করিয়া নিড্‌উইচেফ্ কম্পান্বিত কলেবরে কয়েকপদ পশ্চাদ্গামী হইলেন। স্ত্রীলোকটীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আমি শোকাবেগ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না। জগদীশ্বর নির্জ্জনে কল্পনা করিয়া সেই অলোকসামান্যা রূপবতী নারীকে সৃজন করিয়াছেন। আহা! সেই মনোমুগ্ধকর মুখখানি মৃত ব্যক্তির ন্যায় মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে! জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় নির্ভীক এবং ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমাদিগের প্রতি নিপতিত হইল। নিড্‌উইচেফ্ তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; এবং অবশেষে সংজ্ঞালাভ করিয়া নিরর্থক হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিবার মানসে সঙ্কেত দ্বারা সৈন্যদল অপসারিত করিলেন। এই ঘটনার পর বহু দিবসাবধি তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। একদিন ঘটনাক্রমে তাঁহার অধীনস্থ একজন সেনার নিকট অবগত হইলাম যে, উক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে সেই যুবতী নিড্‌উইচেফের শিবিরে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে পতিতা হইয়া, ককেসস্‌দেশে চলিত রীত্যনুসারে, তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল; এবং এক্ষণে স্ত্রীরূপে তাঁহার সহিত বাস করিতেছে। বৃদ্ধ স্বামীর হত্যাকালে তাহার সেই ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি আমার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, আমি প্রথমে তাহার কথা বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষরূপ অনুসন্ধান লইয়া অবশেষে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

বিদ্রোহী আওয়ালবাসীগণ অধীনতা স্বীকার করিলে আমাদিগের সেনাপতি উক্ত গ্রামের সন্নিকট একটী পর্ব্বতের পাদদেশে শেমাহা নামক বিস্তৃত রাজপথের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন। আমাদিগকে তথায় বহুদিবস অবস্থান করিতে হইয়াছিল; তৎকালে অন্য কোন কার্য্য না থাকায় আমরা অনায়াসে বন ভোজন, অশ্বারোহণ এবং শিকারে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। এক দিবস অপরাহ্ণে আমি বন্দুক ও কুকুর সমভিব্যাহারে পার্ব্বতীয় দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলাম। আমার শিকার করিবার অভিলাষ ছিল না; কেবল ভ্রমণকালে আলি-

দাগ পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে সূর্য্যাস্ত কালীন স্বভাবের শোভা অবলোকন করিবার মানসে বহির্গত হইয়াছিলাম। মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথের উভয়পার্শ্বে লতাবিজড়িত বহুবিধ বৃক্ষ ফলভরে নত হইয়া শোভা পাইতেছিল। পর্ব্বতের উচ্চদেশ হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত নানা জাতীয় পুষ্প প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়া পর্ব্বতদেহ আচ্ছাদন করতঃ গালিচার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সান্ধ্য সমীরণ পুষ্প গন্ধ আহরণ করিয়া অতি মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছিল। অলিকুল নিবিষ্টচিত্তে সুখে মকরন্দ পান করিতেছিল। বৃক্ষনিচয় জড়বৎ প্রতীয়মান হইতেছিল; যেন প্রকৃতি দেবী ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। মনুষ্যের পদশব্দ কিম্বা কোন প্রকার দূরবর্ত্তী কণ্ঠধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছিল না। এই প্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্যে অভিভূত হইয়া যেন পরিত্যক্ত দ্বীপ মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

পার্ব্বতীয় ঘূর্ণিত অপ্রশস্ত পথাবলম্বনে শিখরাভিমুখে দুই তিন মাইল অগ্রসর হইয়া, স্বর্ণ, হীরক এবং পদ্মরাগ মণি খচিত অলঙ্কারের ন্যায় সূর্য্যরশ্মি বিভাসিত একটী কুঞ্জবনে প্রবেশ করিলাম। তথায় এক উচ্চ বৃক্ষমূলে তৃণ-শয্যায় শায়িত নিড্‌উইচেফকে দর্শন করিলাম; সেই অলোকসামান্যা রূপবতী যুবতীও তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া স্বামীর কেশদাম লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল এবং সেই প্রভুভক্ত কুক্কুরটী তাঁহার পাদদেশে নিদ্রা যাইতেছিল। তাঁহাদিগের আমোদে বিঘ্নোৎপাদন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমশঃ শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম। একটী দুর্ভেদ্য দ্রাক্ষাক্ষেত্র অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ তিন জন সুসজ্জিত ও সশস্ত্র ককেসস্-বাসীকে যাইতে দেখিলাম; তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহারা অধিকৃত আওয়াল হইতে পলায়নপর হইতেছে ইহা অনুমান করিয়া আমি স্বকার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সায়ংকালে প্রাকৃতিক দৃশ্যে বিমোহিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্তি বশতঃ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। শিবির মধ্য দিয়া স্বস্থানে যাইবার সময় সৈন্যগণের কোলাহল এবং দৌড়াদৌড়ি দর্শন করিয়া কোন

নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, এই আশঙ্কা মনে উদিত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষের যাত্রাকালে রক্ষার্থ সজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যগণ এবং তাঁহার সহকারী আমাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিতেছিল; কতকগুলি সৈন্য লণ্ঠন এবং মশাল হস্তে এক সেনানীর তাঁবুর নিকট সমবেত হইয়াছে অবলোকন করিয়া, ঘটনাটি জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে জনতা পাশে গমন পূর্ব্বক দেখিলাম যে, সেটী নিড্‌উইচেফের তাঁবু। আমার বিপদাশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল; আমি যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম।

প্রথমে একখানি লৌহ খাটের উপর শোণিত-বিক্ষরিত মাংসরাশি দৃষ্টিগোচর হইল; ইহাই নিড্‌উইচেফের দেহের অবশেষ। তাঁহার শয্যার নিম্নদেশে রক্তাক্ত কলেবরে বিস্তৃতভাবে শয়ন করিয়া কেরো শোক-নৈরাশ্যপূর্ণ নয়নে সকরুণ দৃষ্টিতে প্রভুর মৃতদেহ পানে চাহিয়া আছে। তৎপরে আমি অবগত হইলাম যে, সূর্য্যাস্তের পর কেরো উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে দ্রুতবেগে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল দেখিয়া সকলের মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। সকলে দেখিতে পাইল যে, তাহার মুখ হইতে শোণিত নিঃসৃত হইতেছে। সেই বুদ্ধিমান কুকুরটী সৈন্যগণের গাত্রবস্ত্র ধারণ করিয়া যেন তাহার অনুসরণ করিবার নিমিত্ত টানিতে লাগিল; তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কয়েকজন সৈন্য তৎসহ পর্ব্বতের উপর প্রেরিত হইয়াছিল। কেরো তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে দৌড়িতে লাগিল, এবং অবশেষে যেস্থলে নিড্‌উইচেফের মাংসরাশি পতিত ছিল, সেইস্থানে সকলে উপস্থিত হইল। মৃতদেহ হইতে কিয়দ্দূরে শোণিতস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে দৃষ্টি করিয়াও প্রথমে কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না; অবশেষে ছিন্ন বস্ত্ররাশি ও কেরোর মুখে শোণিতচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সকলে অনুমান করিল যে, কেরো হত্যাকারীদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। সেই অলোকসামান্যা রূপবতী যুবতী স্বামীহত্যার প্রতিশোধ লইয়া অদৃশ্যা হইয়াছে। পর দিবস উচ্চপদস্থ সেনানীর ন্যায় তাঁহাকে কবরিত করা হইল; এবং ক্রমে ক্রমে সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সকলে বিস্মৃত হইতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিরাজকৃষ্ণ দে।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্, সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পত্রাঙ্ক।
১। প্রার্থনা (স্তোত্র)	শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৮১
২। ভগবদ্‌গীতা।	,, মহেশ চন্দ্র বসু ...	৮৩
৩। দোঁহামৃত-লহরী।	,, গোবিন্‌লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ,	৮৬
৪। বিচার সাগর।	,, বিজয় কেশব মিত্র, বি-এল্, ...	৯০
৫। মঙ্গলা মাতা।	,, স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	১০৩
৬। মহাত্মা তুলসীদাস।	জনৈক রিন্দ	১০৯
৭। স্বপ্নদৃষ্টা (গল্প)।	শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়	১১৫

Printed by Ram Krishna Ghose.
MERCHANT PRESS.
1, Swallow Lane, Calcutta.

সুধা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্-এ,
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ তর্কতীর্থ।

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, নিখিল নাথ রায় বি, এল, কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, রমণী মোহন ঘোষ বি, এল, বেণোয়ারী লাল গোস্বামী. শ্রীশচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মচারিণী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লেখকগণের অমরলেখনী প্রসূত ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জ্যোতিষ, উপ-ন্যাস. গল্প, কবিতা ইত্যাদি বহুবিধ সারগর্ভ সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ সমূহে প্রতিমাসে সুধার কলেবর পরিপূর্ণ থাকে।

সুধার চিত্র সমূহ এবং কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। বিখ্যাত আর্টিষ্ট ইউ, রায় বি, এ মহাশয়ের কৃত হাফটোন চিত্র কুন্তলীনের ছাপা কভারের "সুধা" এক অপূর্ব্ব বস্তু। প্রত্যেক খ্যাতনামা ব্যক্তি দ্বারা ও সংবাদ পত্র সমূহে এক বাক্যে প্রশংসিত সুধার বাহুল্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এরূপ উচ্চশ্রেণীর লেখকগণ দ্বারা পরিচালিত, এরূপ উৎকৃষ্ট চিত্র কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণে পরিশোভিত মাসিক পত্রিকা এত অল্প মূল্যে এ পর্য্যন্ত কি সহরে কি মফঃস্বলে আর নাই—মূল্য অগ্রিম বার্ষিক দুই টাকা মাত্র, ডাক মাশুল নাই। নমুনা চাহিলে সাড়ে চারি আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অর্ডার দিলে কাগজ ভিঃ পিতেও পাঠান হয়। সকলে সত্বর হউন।

সুধা কার্য্যালয়,
মুর্শিদাবাদ।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার,
সুধা-প্রকাশক।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

মুল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর, হেরিং, গারেন্‌সি কেণ্ট, সি, ভন্, বেনিং হোসেন্ কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাই পুস্তক-খানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ, কার্য্যাবশেষ পুরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিঘ্নতা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি। ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক পৃথক সময়ানুসারে ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রেশন ও এগ্রাভেশন্) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
V. L. M. S. F. T. S.
পোষ্ট মহানাদ, জেলা হুগলী।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৬ষ্ঠ ভাগ। আষাঢ়, ১৩০৯ সাল। ৩য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

স্তোত্র।

জীবন নাথ! চির দয়িত হে!
নিদান গতি! চির ঈপ্সিত হে!
কর ত্রাণ হে, প্রাণ হে বিশ্বপতে,
ভব-জটিল-বিষম-মোহ হ'তে!
মূঢ় পতিত অতল জলে, পিতঃ!
ঘোর নরক কূপেতে—ভীম ভীত!
ঘোর আঁধার, আঁধার ভীষণ হে!
ডাকে কাতরে সন্তান, জীবন হে!

দিয়ে করুণালোকছটা দীন হীনে,
বল তারিবে কে আর তুমি বিনে?
চির বাঞ্ছিত! চিন্ময়! পাপ হর!
করি করুণা সন্তানে পাপ হর।
দিব্য আলোকে উজলি, প্রিয়তম!
ঘোর নরক, জীবন রক্ষ মম।
চ্যুত-ব্রহ্ম-শাখী, প্রাণ বল্লভ হে!
তব আশ্রিত এ প্রাণ পল্লব হে!
ভব কাণ্ডারী, সন্তানে পার কর
দিয়ে চরণ তরণী তাপ হর।
পিতঃ! সন্তান পাতক কলুষিত,
করি' পবিত্র নিমিষে দগ্ধ চিত
লহ চরণে স্মরণ মাগে মূঢ়,—
জ্বলে হৃদয়ে তত্ত্ব আলোক গূঢ়!
ভব-ভাবনা-নাশন! তারণ হে!
কর পাপ পথে দাসে বারণ হে!
করুণাময় প্রভু, শেষগতি!
দেহ পদ-পঙ্কজে দাসে মতি।
বিশ্ব পালক অলোক সনাতন,
শান্তি-স্থাপক, ভব-তমো-ঘাতন!
দেব নিত্য নিরাময় বিশ্বগুরু,
মায়ামুগ্ধ এ পাতকী কৃপা কুরু!
স্বামীহে, পতিহে, সখাহে, প্রাণহে!
চির আশ্রিত দশা অবধান হে!
অনন্ত প্রেমসিন্ধু প্রেমময়,
দাও সন্তানে নাথ হে বরাভয়!
তব প্রেমের অনন্ত-সিন্ধু হ'তে
বর্ষ সন্তানে অণুসে প্রাণপতে!

মিশি' অনন্ত তোমারি প্রেমে নাথ,
করি নশ্বর পার্থিব দেহ পাত,
হ'য়ে মুক্ত হে হইতে ভব-ভ্রান্তি
লভি অনন্ত বিমল চিরশান্তি!!!
জীবন নাথ! চির দয়িত হে!
নিদান গতি, চির ঈপ্সিত হে!!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

ভগবদ্‌গীতা।

৫মভাগের ১১শ সংখ্যায় ৪২৬ পৃষ্ঠার পর হইতে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

"তস্মাদসক্তঃসততং কার্য্যংকর্ম্মসমাচর"।

অর্জ্জুন [সন্দিগ্ধমনা] জিজ্ঞাসিলা [পুনঃ,]

যদি, জন-বিনাশন! অভিমত তব,
কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানপথ শ্রেষ্ঠতর বলি,
তবে [হেন হিংসাপর] ঘোর [রণ] কর্ম্মে
নিয়োগ করিছ মোরে কেমনে কেশব? ॥১॥
[কভু প্রশংসিলে জ্ঞানে, কভু কর্ম্মযোগে,
তেঁই মম পক্ষে তব প্রবোধ ভারতী
সন্দেহ জনক বলি প্রতিভাত যেন?]
আপাত ব্যামিশ্র (১) বাক্যে [মন্দমতি আমি,]

(১) "ব্যামিশ্রেন" সন্দেহোৎপাদক। স্বামী।

মোহিছ আমার মতি হেন লয় মনে ;
[দোলায়িত করি জ্ঞান কর্ম্ম অন্তরালে]!
এজন্য নিশ্চয় করি, কহ এক [মোরে
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ এ উভয় মাঝে
শ্রেষ্ঠতর], শ্রেয়ঃপদ (২) যাহাতে লভিব। ॥২॥
[প্রশ্ন শুনি] ভগবান কহিলা [উত্তরে]ঃ—
অনঘ! এ নরলোকে নিষ্ঠা (৩) যে দ্বিবিধ,
স্পষ্টতঃ ইত্যগ্রে (৪) আমি কহিনু [একথা]।
[মোক্ষে তৎপরতা; হেথা "নিষ্ঠা" শব্দে কহি,
দ্বিবিধা একই নিষ্ঠা অধিকারী ভেদে।]
যাঁরা সাঙ্খ্য, (৫) [শুদ্ধচিত্ত, জ্ঞান-ভূমি-রূঢ়,
জ্ঞান পরিপাক জন্য] জ্ঞানযোগাশ্রয়ে
তাঁদের একধা নিষ্ঠা; [অশুদ্ধ অন্তর]
যোগী যাঁরা, [আরোহার্থী জ্ঞানের ভূমিকা,]
কর্ম্মযোগাশ্রয়ে নিষ্ঠা তাঁদের অন্যথা। ॥৩॥
কর্ম্ম অনুষ্ঠানবিনা [নহে সম্ভাবিত
চিত্তের সংশুদ্ধি; চিত্ত অসংশুদ্ধ যদি
প্রকৃত] নৈষ্কর্ম্ম্য (৬) রূপ জ্ঞানযোগ নিষ্ঠা
না লভে পুরুষ; তথা, [জ্ঞান—অনুদয়ে]

(২) "শ্রেয়ঃ"———মোক্ষ। স্বামী।
(৩) "নিষ্ঠা"———স্থিতি, অনুষ্ঠেয় বিষয়ে তৎপরতা। শঙ্কর। মোক্ষ-পরতা। স্বামী!
(৪) "ইত্যগ্রে" ——পুরা,—পূর্ব্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে। শঙ্কর।
পূর্ব্বাধ্যায়ে—স্বামী।
(৫) "সাঙ্খ্য"———আত্মবিষয়বিবেকবিশিষ্ট। শঙ্কর।
(৬) "নৈষ্কর্ম্ম্য" নৈষ্কর্ম্মং—জ্ঞান, স্বামী। সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপার নামক কর্ম্মের উপরতি পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা। রামানুজ। নিষ্কর্ম্মভাব, কর্ম্মশূন্যতা, জ্ঞান যোগাশ্রয়ে অবস্থিতি, নিষ্ক্রিয় আত্ম-স্বরূপে অবস্থান। শঙ্কর।
Freedom from activity—A. Besant. ভাগবত টীকায় স্বামী লিখিয়াছেন, "নির্গতং কর্ম্মত্বং বন্ধহেতুত্বং যেভ্যস্তানি নিষ্কর্ম্মাণি তেষাংভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যম্"॥

কেবল সন্ন্যাসে সিদ্ধি (৭) নহে লব্ধ [কভু]। ॥৪॥
[কর্ম্মের সন্ন্যাস কহি কর্ম্মাসক্তিত্যাগে,
কর্ম্মত্যাগে নহে; কর্ম্মত্যাগ স্বরূপতঃ
জীবের স্বভাব গুণে অশক্য সর্ব্বথা।
কি জ্ঞানী কি জ্ঞানহীন] কেহ কোন কালে
না করিয়া কর্ম্ম [কোন], না পারে তিষ্ঠিতে
ক্ষণেক তরেও [ভবে]; যেহেতু, [সর্ব্বদা]
স্বভাবজ [রাগ দ্বেষ-আদি] গুণবশে
অবশে (৮) যোজিত কর্ম্মে [মানব]সকলে। ॥৫॥
যে জন নিগ্রহি [বাহ্যে] নিজ কর্ম্মেন্দ্রিয়,
অন্তরে [ধ্যানের ছলে) স্মরে ইন্দ্রিয়ার্থে,
মূঢ় সে মানব! তারে মিথ্যাচারী বলে। ॥৬;
কিন্তু যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে মনোবৃত্তিসহ
ঈশ্বর তৎপর করি, (৯) সাধনে তৎপর
কর্ম্মরূপ যোগ, কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের যোগে,
ফলকাম শূন্য; (১০) ধন্য সে জন, অর্জ্জুন
(চিত্ত-শুদ্ধিগুণে তিনি জ্ঞান-ধন-ভাগী।) ॥৭॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশ চন্দ্র বসু।

(৭) "সিদ্ধি" সিদ্ধিং—মোক্ষ; স্বামী। কর্ম্মের সিদ্ধি (অর্থাৎ) আত্ম-নিষ্ঠা; রামানুজ। নৈষ্কর্ম্মলক্ষণা জ্ঞান যোগে নিষ্ঠা; শঙ্কর।
Perfection—A. B.
(৮) "অবশঃ"—অবশ—অস্বতন্ত্রভাবে, (পরাধীন ভাবে)। স্বামী।
Helplessly—A. B.
(৯) স্বামী "নিয়ম্য"—(নিয়মিত করিয়া) এই শব্দের "ঈশ্বর পরাণি কৃত্বা" এইরূপ ব্যাখা করিয়াছেন।
(১০) "ফলকাম-শূন্য"—অসক্তঃ—ফলাভিলাষ-রহিত; স্বামী। ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত; শঙ্কর। Without attachment. A. B.

দোঁহামৃত-লহরী।

৫ম ভাগের ১২শ সংখ্যার ৪৬৪ পৃষ্ঠার পর হইতে—

(১৬০)

তুলসি! সেই চতুরতা রাম চরণ সৌ লীন।
পর মন পর ধন হরণ কো বেশ্যা বড়ী প্রবীণ॥

তুলসি! তাহাই উত্তম চাতুরী যাহাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের চরণে লীন হওয়া যায়; পরের মন পরের ধন হরণ করিতে বারনারী বড়ই চতুরা।

(১৬১)

চতুরাই চূল্হৈ পরৈ জ্ঞানী যমকে যায়।
তুলসী রাম সোঁ প্রেম নহি সোঁ জর মূল নসায়॥

চাতুরী চুল্লীতে পড়ুক এবং জ্ঞানী যমের ফাঁদে পতিত হউক, হে তুলসি! রামচন্দ্রের প্রতি যাহার প্রেম নাই, সেই মূঢ় সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হউক।

(১৬২)

মোর মোর সব কোউ কহতে তু কো কহ নিজ নাম।
কৈ চুপ সাধ হুনি সমুঝি কৈ তুলসী ভজ রাম॥

"আমার" "আমার" সকলেই বলে, হে তুলসি! তুমি কে? তোমার নাম [স্বরূপ] কি? এই তত্ত্ব নীরবে শ্রবণ মননাদি দ্বারা নিরূপণ করিয়া রামচন্দ্রের সাধন ভজন কর।

(১৬৩)

তুলসী অপনে রাম কৌঁ রীঝ ভজো কৈ খীজ।
খেত পরে তেঁ জামি হৈঁ উল্‌টে সীধে বীজ॥

হে তুলসি! প্রীতির সহিতই হউক বা বিরক্তির সহিতই হউক, রামচন্দ্রকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিও; বীজ সোজা উল্টা যে ভাবেই হউক না কেন, ক্ষেত্রে পতিত হইলেই অঙ্কুরিত হয়।

(১৬৪)

সী কহতে সুখ উপজৈ তা কহতে তম নাস।
তুলসী সীতা জো কহত রাম ন ছাড়ত পাস॥

"সী" উচ্চারণ করিলে হৃদয়ে আনন্দ উদয় হয় এবং "তা" উচ্চারণ করিলে হৃদয়ের তমো বিনাশ হয়; হে তুলসি! যে ব্যক্তি "সীতা" নাম জপ করে, রামচন্দ্র কখনও তাহার কাছ ছাড়া হন না।

(১৬৫)

তুলসী অঘ সব দূরি গে রা অক্ষর কেলেতে?
ফির নেরে আবত নহীঁ মা অক্ষর পঢ় দেত॥

হে তুলসি! "রা" এই অক্ষর উচ্চারণ করিলে পাপ সমূহ দূরে পলায়ন করে, এবং "মা"এই অক্ষর উচ্চারণ করিলে আর তাহারা পুনরায় নিকটে আসিতে পারে না।

(১৬৬)

আপ আপনে তেঁ অধিক জিহিঁ প্রিয় সীতা রাম।
তুলসী তাকে পগ তরৈ নেরে তন কৌ চাম॥

আপন আত্মা হইতেও সীতারাম যাঁহার নিকট অধিক প্রিয়, হে তুলসি! আমার দেহের চর্ম্ম তাঁহার চরণ তলে (অর্থাৎ তাঁহার পা মুছিবার পাপোস স্বরূপ)।

(১৬৭)

তুলসী জাপৈ রাম সোঁ নাহিন সহজ সনেহ।
মূঁড় মুঁড়ায়ো বৃথাহী ভাঁড় ভয়ো ত্যজি গেহ॥

হে তুলসি! যাহার হৃদয়ে শ্রীরাম চন্দ্রের প্রতি সহজ প্রীতি নাই, সেই মূঢ় মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভণ্ড সাজিয়া বৃথা গৃহ পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের সঞ্চার না হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা মূর্খ ভণ্ডের কার্য্য।)

(১৬৮)

মূঁড় উপারণ কিন কহ্যো নরাজি রহে প্রিয়লোগ।
ঘর কী সতী কথানকী অরতী নাক নিয়োগ॥

মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রিয়জন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে কে বলিয়াছে? এইরূপ প্রবাদ আছে যে নাথের বিয়োগে সতী গৃহেই পুড়িয়া মরে।

(১৬৯)

যথা লাভ সন্তোষ সুখ রঘুপতি চরণ সনেহ।
তুলসী জো মন হাথ হৈ জস কানন তস গেহ॥

হে তুলসি! যৎকিঞ্চিৎ লাভেই যাঁহার সুখ সন্তোষ, রঘুনাথ রামচন্দ্র চরণে যাঁহার আন্তরিক প্রীতি এবং যাঁহার মন হস্তগত (বশীভূত), তাঁহার পক্ষে কাননও যাদৃশ, গৃহও তাদৃশ; (অর্থাৎ তাঁহার আর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিবার আবশ্যকতা হয় না।)

(১৭০)

প্রীতি রাম পদ নীতি পথ চলৈ রাগ রস জীতি।
তুলসী সগুণ কে মতে যহী ভক্তি কীরীতি॥

শ্রীরামচন্দ্র চরণে প্রীতি, নীতিমার্গ অবলম্বন, এবং কাম ক্রোধাদি চিত্ত-বৃত্তির জয়, হে তুলসি! সাধুদিগের মতে এই গুলিই ভক্তির স্বাভাবিক গুণ।

(১৭১)

তুলসী খোটে দাস কৌ রঘুপতি রাঘত মান।
জৌঁ মূরখ উপরোহিত হিঁ দেত দান জজমান॥

অপরাধী পাতকী ভৃত্য তুলসীরও মান রঘুনাথ রক্ষা করেন; যেমন যজমান মূর্খ পুরোহিতকেও দান দিয়া থাকে।

(১৭২)

কাহূকে ধন ধাম হৈ কাহূকে পরিবার।
তুলসী ঐসে দীনকে সীতারাম অধার॥

কাহারও ধনরত্ন অট্টালিকা আছে, কাহারও বা আত্মীয় পরিজন আছে; তুলসীর ন্যায় দীনহীনের সীতারামই একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন।

(১৭৩)

নহিঁ সেবা নহিঁ বুদ্ধি বল নহিঁ বিদ্যা নহিঁ নাম।
তুলসী পতিত পতঙ্গকী তূপতি রাখৈ রাম॥

হে রামচন্দ্র! আমি তোমার চরণ সেবা কখনও করি নাই; আমার বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, যশ কিছুই নাই, তথাপি তুমি তুলসীর ন্যায়, পতিত পতঙ্গের মান রক্ষা কর (ইহা তোমার পরম করুণা)।

(১৭৪)

এক ভরোসে রাম কৈ কিয়ে পাপ ভর মোট।
জৈসে নারি কুনারি কৌ বড়ী খসম কীওট॥

এক মাত্র রামচন্দ্রের ভরসায় রাশি রাশি পাপ করিয়াছি; যেমন রমণী ভালই হউক বা মন্দই হউক স্বামীর গুণে তাহার সকল দোষ ঢাকিয়া যায়।

(১৭৫)

তুলসী ছল বল ছাঁড়িকৈ করিয়ৈ রাম সনেহ।
অন্তর কহা ভর্ত্তার সোঁ জিন দেখী সব দেহ।

হে তুলসি! ছল বল ছাড়িয়া শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি (সরল) প্রীতি স্থাপন কর; যিনি সমস্ত শরীর দেখিয়াছেন সেই স্বামীর নিকট কি আর গোপন করিবে?

(১৭৬)

সব দেখে পরখে লখে বহুত কহে কা হোয়।
তুলসী সীতারাম বিন আপনৌ নাহীঁ কোয়॥

আমি সকলকে দেখিয়াছি পরীক্ষা করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি, অধিক বলিয়া কি হইবে? হে তুলসি! সীতারাম বিনা জগতে তোমার আপনার বলিতে আর কেহই নাই।

(১৭৭)

হৈ অধীন জাচৈ নহাঁ সীস নায় নাহঁ লেয়।
তুলসী মানী জাচক হিঁ বিন রঘুবর কো দেয়॥

অধীন হইয়া যাচ্ঞা করে না, মস্তক নত করিয়া গ্রহণ করে না, তুলসীর ন্যায় এরূপ অভিমানী যাচককে রঘুবর রামচন্দ্র বিনা আর কে দিবে?

(ক্রমশঃ)।

শ্রীগোপাল লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিচার সাগর।

———):o:(———

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

অনুবন্ধ বিশেষ নিরূপণ।
প্রথম তরঙ্গে অনুবন্ধের বিচার।
দ্বিতীয় তরঙ্গে তার করিব বিস্তার॥ ১॥

প্রথম তরঙ্গে যে অনুবন্ধ বিচার করিয়াছি, দ্বিতীয় তরঙ্গে তাহারই বিস্তার করিব। ১॥

[মোক্ষাভিলাষী পুরুষ কারণ সহিত জগতের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি কামনা করে, ইহা পূর্ব্বতরঙ্গে বলা হইয়াছে। কারণ সহিত জগতের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি পূর্ব্বপক্ষমতে অসম্ভব। ঐ মতে গ্রন্থের অধিকারী, বিষয় ও প্রয়োজন হইতেই পারে না। পূর্ব্বপক্ষ মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।]

(ক) পূর্ব্বপক্ষ মতে অধিকারী খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষ মত।

সমূল জগৎ ধ্বংশ কেবা করে আশ।
বিবেকী চাহয়ে মাত্র ত্রিদুঃখ বিনাশ॥ ২॥

সমূল জগতের ধ্বংশ কেহই অভিলাষ করে না, পরন্তু বিবেকী পুরুষ ত্রিবিধ দুঃখের নাশ কামনা করে।

[টীকাঃ—জগতের মূল অবিদ্যা। সাংখ্য মতে সমূল জগতের নিবৃত্তি কেহ অভিলাষ করে না, পরন্তু বিবেকী পুরুষ ত্রিবিধ দুঃখের নাশ কামনা করে। দুঃখ ত্রিবিধ—(১) অধ্যাত্ম (২) অধিভূত ও (৩) অধিদৈব। রোগ, ক্ষুধাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখের নাম অধ্যাত্ম দুঃখ; ব্যাঘ্র, তস্করাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখের নাম অধিভূত দুঃখ; ও শীত, বাত, আতপ, যক্ষ, রক্ষঃ, প্রেত, গ্রহাদি হইতে সমুৎপন্ন দুঃখের নাম অধিদৈব দুঃখ। বিবেকী পুরুষ

এই সকল দুঃখেরই নাশ বাসনা করে। এই সকল দুঃখ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থের ধ্বংশ বাসনা করে না। সুতরাং অজ্ঞান সহিত সকল জগতের নিবৃত্তি ইচ্ছা সম্ভব হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তবাদীরা বলেন বটে যে—যদিও সকল পুরুষেই দুঃখের নিবৃত্তি ইচ্ছা করে, তথাপি অজ্ঞান সহিত সকল জগতের নিবৃত্তি বিনা দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং অজ্ঞান সহিত জগতের নিবৃত্তি আবশ্যক। এই মতও সম্ভবপর নহে, কারণ আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রয়োগে রোগ জন্য দুঃখের নিবৃত্তি হয়। আহার দ্বারা ক্ষুধাজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয়। এইরূপ উপযুক্ত উপায়ে সর্ব্ব দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং অজ্ঞান সহিত জগতের নিবৃত্তি বিনাও সর্ব্ব দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। এই হেতু দুঃখের নিবৃত্তির জন্য অজ্ঞান সহিত জগতের নিবৃত্তি কামনা সম্ভব হয় না।

[পরমানন্দ প্রাপ্তির কামনাও অসম্ভব; কারণঃ—]

অনুভূত যেই বস্তু তারি ইচ্ছা যায়।
অনুভূত নহে ব্রহ্ম তাঁরে কেবা চায়॥ ৩॥

যে বস্তু অনুভব করা যায়, তাহারই প্রাপ্তি ইচ্ছা হয়। ব্রহ্ম অনুভূত হন না; এই হেতু ব্রহ্ম-প্রাপ্তি কেহ কামনা করে না। ৩॥

[টীকাঃ—জ্ঞাত বস্তুরই প্রাপ্তি ইচ্ছা হয়, অজ্ঞাত বস্তুর প্রাপ্তি ইচ্ছা হয় না। দেশ দেশান্তরে কত অসংখ্য অজ্ঞাত পদার্থ আ'ছে, সেই সকল অজ্ঞাত বস্তুর প্রাপ্তি ইচ্ছা কোন পুরুষেরই হয় না। অধিকারীর ব্রহ্মজ্ঞান নাই। যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনি অধিকারী নহেন, তিনি মুক্ত। মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইচ্ছা সম্ভবে না। সুতরাং বেদান্ত শ্রবণে পূর্ব্ব-অজ্ঞাত ব্রহ্মের প্রাপ্তি ইচ্ছা সম্ভবে না। এই প্রকারে অজ্ঞান সহিত জগতের নিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের ইচ্ছা কাহারও সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং মুমুক্ষু কেহই নাই। সুতরাং বৈরাগ্যাদিরও প্রয়োজন নাই। অন্য প্রকারেও অধিকারীর অভাব প্রতিপন্ন হয়।]

বিষয় সুখেতে আশ, মোক্ষ চাহে কেবা।
পড়ে শুনে গ্রন্থ, হবে অধিকারী যেবা॥৪॥

সকলেই বিষয় সুখ কামনা করে, মোক্ষ পথ কেহই অবলম্বন করে না। সুতরাং গ্রন্থপাঠ বা শ্রবণে অধিকারী কেহই নাই। ৪ ॥

[টীকাঃ—সকলেই বিষয় সুখ কামনা করে। যাহারা বিষয় ভোগ ত্যাগ করিয়া তপস্যাদি আশ্রয় করে, তাহারা পরলোকের দিব্য ভোগ কামনা করিয়া ধৈর্য্যসহকারে নানা ক্লেশ সহন করে। সুতরাং সকলেই ইহলোক অথবা পরলোকের সুখ কামনা করে। সেই বিষয়সুখ মোক্ষে নাই। সুতরাং মোক্ষপথ কেহই অভিলাষ করে না। এইরূপে, মোক্ষের ইচ্ছাই সম্ভবে না। সুতরাং বৈরাগ্য, শমদমাদির প্রয়োজন নাই। সুতরাং সাধন চতুষ্টয়যুক্ত অধিকারীর অভাবে গ্রন্থ আরম্ভ নিস্ফল।]

(খ) পূর্ব্বপক্ষ মতে বিষয় খণ্ডন।

জীব ব্রহ্মে কহে শঠ অভেদ বিষয়।
ব্রহ্মেতে নাহিক কষ্ট, জীব ক্লেশময়।
ব্যাপক সে ব্রহ্ম এক, জীব দেখি নানা।
বিপরীতে নাহি হয় অভেদ ভাবনা ॥৫॥

"জীব ব্রহ্মের একতা" যাহারা গ্রন্থের বিষয় কহে, ইহারা শঠ। ব্রহ্ম ক্লেশ রহিত, ব্যাপক ও এক, জীব ক্লেশের আকর ॥৫॥

[টীকাঃ—পূর্ব্বপক্ষমতে গ্রন্থের বিষয় "জীব ব্রহ্মের একতা" হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ * রহিত, জীবে সর্ব্ব ক্লেশ বর্ত্তমান; ব্রহ্ম ব্যাপক, জীব পরিচ্ছিন্ন; ব্রহ্ম এক, সজাতীয় ভেদ রহিত (কারণ, ব্রহ্মের

* অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশ। এই ক্লেশ পঞ্চকই পুরুষের দুঃখ প্রবর্ত্তক। কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানে এ সকল ক্লেশ হীনবল হয়। পূর্ব্ব তরঙ্গে, কর্ম্মযোগের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই পঞ্চবিধ ক্লেশ, বিপর্য্যয় বা মিথ্যা সংস্কার মাত্র। এই মিথ্যা সংস্কারই জীবের দুঃখ প্রবাহ উদ্বেলিত করে। ক্লেশ পঞ্চকের মধ্যে অবিদ্যা, অস্মিতাদি ক্লেশ চতুষ্টয়ের ক্ষেত্র বা প্রসব ভূমি। অর্থাৎ, অবিদ্যা হইতে উত্তরোত্তর অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ উৎপন্ন হয়। অবিদ্যার আবরণে উহারা কার্য্যোন্মুখ হয়। অবিদ্যার ক্ষয়ে উহাদের ক্ষয় হয়। উহারা কখন

সজাতীয় অপর ব্রহ্ম নাই,) জীব নানা (কারণ, যতগুলি শরীর, ততগুলি জীব)। যদি সকল শরীরে একই জীব হইত, তাহা হইলে এক শরীরের সুখ দুঃখ. সকল শরীরেই অনুভূত হইত।

সুখজ্ঞান ও অনাত্মায় আত্মজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। ক্ষয়শীল জগৎ ও তারকা ভূষিত অন্তরীক্ষে নিত্যজ্ঞান, নশ্বর দেবগণে অমরত্বজ্ঞান প্রভৃতি, অনিত্যে নিত্য জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। সেই রূপ অপবিত্র দেহে পবিত্র জ্ঞান অবিদ্যার কার্য্য। ঐ তন্বঙ্গী, রুচিরমতিভঙ্গী, নবশশাঙ্কলেখার ন্যায় রমণীয়া কামিনী চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া যেন সম্মুখীন হইতেছে। উহার মধুময় অমৃত মাখা কমনীয় অবয়ব, হাবভাব বিলক্ষণ চটুল নয়ন, জীবের হৃদয়ে কতই আশ্বাস জন্মাইতেছে। ঐ কমনীয় দেহ কি পবিত্র? ঐ রূপের ছটায় কি বিবেকীর মন মুগ্ধ করে?

নারীস্তনভর নাভি নিবেশম্
মিথ্যা মায়া মোহাবেশম্ ।
এতন্মাংস রসাদি বিকারম্
মনসি বিচারয় বারম্বারম্ ॥

মাংস রসাদি বিকারে পবিত্রতা কোথায়? সুখের আশায় বিষয় ভোগে রতির পরিণাম তাপকর। বৈষয়িক পদার্থ দুঃখদায়ক। বিষয়ে সুখজ্ঞান অবিদ্যার কার্য্য। সেইরূপ, অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান অবিদ্যার কার্য্য।

(২) আমি কর্ত্তা, আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা ইত্যাকার আমিত্বের নাম অস্মিতা বা অহংকার। এই অস্মিতা হৃদয়ের একটি গ্রন্থি বা বন্ধন, পূর্ব্ব তরঙ্গে বলা হইয়াছে।

(৩) কোন বস্তুতে সুখ অনুভব করিয়া তজ্জাতীয় অন্য বস্তুতে অনুরক্তির নাম রাগ বা অনুরাগ। রাগ সুখের অনুশয়ী। ইহা সুখের অনুকূল—এই জ্ঞান হইতে রাগ জন্মে।

(৪) কোন বিষয়ে দুঃখ অনুভব করিয়া তজ্জাতীয় অপর বিষয়ে বিদ্বেষের নাম দ্বেষ বা ক্রোধ। দ্বেষ দুঃখের অনুশয়ী। ইহা সুখের প্রতিকূল—এই জ্ঞান হইতেই দ্বেষ জন্মে।

(৫) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মরণদুঃখ অনুভব করিয়া জীবের মরণ ত্রাস হয়। এই মরণ ত্রাস হইতে মরণে প্রবল অনিচ্ছা জন্মে। এই মরণে অনিচ্ছা ও

সকলেই বিষয় সুখ কামনা করে, মোক্ষ পথ কেহই অবলম্বন করে না। সুতরাং গ্রন্থপাঠ বা শ্রবণে অধিকারী কেহই নাই। ৪ ॥

[টীকাঃ—সকলেই বিষয় সুখ কামনা করে। যাহারা বিষয় ভোগ ত্যাগ করিয়া তপস্যাদি আশ্রয় করে, তাহারা পরলোকের দিব্য ভোগ কামনা করিয়া ধৈর্য্যসহকারে নানা ক্লেশ সহন করে। সুতরাং সকলেই ইহলোক অথবা পরলোকের সুখ কামনা করে। সেই বিষয়সুখ মোক্ষে নাই। সুতরাং মোক্ষপথ কেহই অভিলাষ করে না। এইরূপে, মোক্ষের ইচ্ছাই সম্ভবে না। সুতরাং বৈরাগ্য, শমদমাদির প্রয়োজন নাই। সুতরাং সাধন চতুষ্টয়যুক্ত অধিকারীর অভাবে গ্রন্থ আরম্ভ নিস্ফল।]

(খ) পূর্ব্বপক্ষ মতে বিষয় খণ্ডন।

জীব ব্রহ্মে কহে শঠ অভেদ বিষয়।
ব্রহ্মেতে নাহিক কষ্ট, জীব ক্লেশময়।
ব্যাপক সে ব্রহ্ম এক, জীব দেখি নানা।
বিপরীতে নাহি হয় অভেদ ভাবনা ॥৫॥

"জীব ব্রহ্মের একতা" যাহারা গ্রন্থের বিষয় কহে, ইহারা শঠ। ব্রহ্ম ক্লেশ রহিত, ব্যাপক ও এক, জীব ক্লেশের আকর ॥৫॥

[টীকাঃ—পূর্ব্বপক্ষমতে গ্রন্থের বিষয় "জীব ব্রহ্মের একতা" হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ * রহিত, জীবে সর্ব্ব ক্লেশ বর্ত্তমান; ব্রহ্ম ব্যাপক, জীব পরিচ্ছিন্ন; ব্রহ্ম এক, সজাতীয় ভেদ রহিত (কারণ, ব্রহ্মের

* অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশ। এই ক্লেশ পঞ্চকই পুরুষের দুঃখ প্রবর্ত্তক। কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানে এ সকল ক্লেশ হীনবল হয়। পূর্ব্ব তরঙ্গে, কর্ম্মযোগের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই পঞ্চবিধ ক্লেশ, বিপর্য্যয় বা মিথ্যা সংস্কার মাত্র। এই মিথ্যা সংস্কারই জীবের দুঃখ প্রবাহ উদ্বেলিত করে। ক্লেশ পঞ্চকের মধ্যে অবিদ্যা, অস্মিতাদি ক্লেশ চতুষ্টয়ের ক্ষেত্র বা প্রসব ভূমি। অর্থাৎ, অবিদ্যা হইতে উত্তরোত্তর অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ উৎপন্ন হয়। অবিদ্যার আবরণে উহারা কার্য্যোন্মুখ হয়। অবিদ্যার ক্ষয়ে উহাদের ক্ষয় হয়। উহারা কখন

সজাতীয় অপর ব্রহ্ম নাই,) জীব নানা (কারণ, যতগুলি শরীর, ততগুলি জীব)। যদি সকল শরীরে একই জীব হইত, তাহা হইলে এক শরীরের সুখ দুঃখ. সকল শরীরেই অনুভূত হইত।

সুখজ্ঞান ও অনাত্মায় আত্মজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। ক্ষয়শীল জগৎ ও তারকা ভূষিত অন্তরীক্ষে নিত্যজ্ঞান, নশ্বর দেবগণে অমরত্বজ্ঞান প্রভৃতি, অনিত্যে নিত্য জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। সেই রূপ অপবিত্র দেহে পবিত্র জ্ঞান অবিদ্যার কার্য্য। ঐ তন্বঙ্গী, রুচিরদ্যুতিভঙ্গী, নবশশাঙ্কলেখার ন্যায় রমণীয়া কামিনী চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া যেন সম্মুখীন হইতেছে। উহার মধুময় অমৃত মাখা কমনীয় অবয়ব, হাবভাব বিলক্ষণ চটুল নয়ন, জীবের হৃদয়ে কতই আশ্বাস জন্মাইতেছে। ঐ কমনীয় দেহ কি পবিত্র? ঐ রূপের ছটায় কি বিবেকীর মন মুগ্ধ করে?

নারীস্তনভর নাভি নিবেশম্
মিথ্যা মায়া মোহাবেশম্ ।
এতন্মাংস রসাদি বিকারম্
মনসি বিচারয় বারম্বারম্ ॥

মাংস রসাদি বিকারে পবিত্রতা কোথায়? সুখের আশায় বিষয় ভোগে রতির পরিণাম তাপকর। বৈষয়িক পদার্থ দুঃখদায়ক। বিষয়ে সুখজ্ঞান অবিদ্যার কার্য্য। সেইরূপ, অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান অবিদ্যার কার্য্য।

(২) আমি কর্ত্তা, আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা ইত্যাকার আমিত্বের নাম অস্মিতা বা অহংকার। এই অস্মিতা হৃদয়ের একটি গ্রন্থি বা বন্ধন, পূর্ব্ব তরঙ্গে বলা হইয়াছে।

(৩) কোন বস্তুতে সুখ অনুভব করিয়া তজ্জাতীয় অন্য বস্তুতে অনুরক্তির নাম রাগ বা অনুরাগ। রাগ সুখের অনুশয়ী। ইহা সুখের অনুকূল—এই জ্ঞান হইতে রাগ জন্মে।

(৪) কোন বিষয়ে দুঃখ অনুভব করিয়া তজ্জাতীয় অপর বিষয়ে বিদ্বেষের নাম দ্বেষ বা ক্রোধ। দ্বেষ দুঃখের অনুশয়ী। ইহা সুখের প্রতিকূল—এই জ্ঞান হইতেই দ্বেষ জন্মে।

(৫) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মরণদুঃখ অনুভব করিয়া জীবের মরণ ত্রাস হয়। এই মরণ ত্রাস হইতে মরণে প্রবল অনিচ্ছা জন্মে। এই মরণে অনিচ্ছা ও

জীবনে অতীব আগ্রহের নাম অভিনিবেশ। বৌদ্ধেরা ইহাকে "তনহা" বলে। পাতঞ্জল যোগসূত্রে সমাধিপাদ দ্রষ্টব্য।

সুখ, দুঃখ ও সাক্ষী সম্বন্ধে বেদান্তবাদীরা কহেন যে "সুখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম; সেই অন্তঃকরণ নানা, সুতরাং একের সুখ দুঃখে সকলের সুখ দুঃখ হয় না। সাক্ষী, সুখ-দুঃখ-শূন্য, সকলক্লেশরহিত ও এক; ব্রহ্মের সহিত সেই সাক্ষীর একতা সম্ভব;—এ কথাও প্রকৃত নহে। কারণ—

কর্ত্তা ভোক্তা হইতে পৃথক সাক্ষী বন্ধ্যা পুত্রের ন্যায় অসঙ্গত। যদি সাক্ষী স্বীকার করা যায়, তবে সে সাক্ষী এক হইতে পারে না; নানা সাক্ষী স্বীকার করিতে হয়। কারণ, বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে অন্তঃকরণ ও সুখ দুঃখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, সাক্ষীর গোচর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের বিষয় নহে। কারণ, ইন্দ্রিয় পঞ্চীকৃত ভূত সমূহকে গোচর করে। ইহাতে প্রভেদ এই যে নেত্রেন্দ্রিয়, রূপবান বস্তুর রূপ * ও রূপের আশ্রয় উভয়কে গোচর করে; যেমন নীলপীতাদি ঘটের রূপ ও সেই রূপের আশ্রয় ঘটকে, চক্ষু গোচর করে। সেই রূপ স্পর্শ † ও স্পর্শের আশ্রয়কে ত্বগিন্দ্রিয় গোচর করে; কিন্তু রসনা, ঘ্রাণ ও শ্রবণ কেবল রস, গন্ধ ও শব্দ মাত্রকে গোচর করে, তত্তদাশ্রয়কে গোচর করে না। সুতরাং রসনা, ঘ্রাণ ও শ্রবণ হইতে অন্তঃকরণের জ্ঞান সম্ভব হয় না। নেত্র ও ত্বগিন্দ্রিয় হইতেও অন্তঃকরণের জ্ঞান সম্ভবে না। কারণ, পঞ্চীকৃত ভূত অথবা পঞ্চীকৃত ভূত সমূহের কার্য্য যাহা রূপবান অথবা স্পর্শবান হয়, তাহাই নেত্র অথবা ত্বকের বিষয় হয়। অন্তঃকরণ অপঞ্চীকৃত ভূত সমূহের কার্য্য, সুতরাং তাহা নেত্র ও ত্বকের বিষয় নহে। এই হেতু, অপঞ্চীকৃত ভূত সমূহের

শক্তিরূপে প্রসুপ্ত (Potent), কখন সূক্ষ্ম (Latent), কখন বিচ্ছিন্ন (অঙ্কুরিত—Sprouting) ও কখন উদার (In full manifestation) ভাবে জীবের চিত্ত ভূমিতে অবস্থান করে, এবং আপন আপন বিষয় পাইয়া প্রবুদ্ধ হয়।

(১) এখন দেখা যাক সেই অবিদ্যা কি? অবিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যার বিপর্য্যয়,—অজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান। অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে

* রূপ শব্দে আকার ও তদ্ব্যাপ্য শ্বেত পীতাদি বর্ণ বুঝিতে হইবে।

† স্পর্শ শব্দে স্পর্শ ও তদ্ব্যাপ্য কঠিন কোমলত্বাদি বুঝিতে হইবে।

কার্য্য যে নেত্রেন্দ্রিয়, তাহা নেত্রের গোচর নহে। বাহ্য বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় হইতেও অন্তর, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে।

অন্তঃকরণ বৃত্তিরও বিষয়, অন্তঃকরণ নহে। কারণ, অন্তঃকরণ বৃত্তির আশ্রয়। সুতরাং অন্তঃকরণ আপন বৃত্তির বিষয় হইতে পারে না। যেমন অগ্নি, দাহের আশ্রয়, দাহের বিষয় নহে; পরন্তু অগ্নি হইতে ভিন্ন কাষ্ঠাদি দাহের বিষয়; সেইরূপ অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন যে বস্তু, তাহাই অন্তর্বৃত্তির বিষয় অন্তঃকরণ নহে।

সেইরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্মও অন্তর্বৃত্তির বিষয় নহে। যদি অন্তঃকরণ অন্তর্বৃত্তির বিষয় হইত, তবে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সুখদুঃখাদিও অন্তর্বৃত্তির বিষয় হইত। সেই অন্তর্বৃত্তি অন্তঃকরণের সম্মুখীন হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, সুখ দুঃখাদিও সেই বৃত্তি[illegible] নহে। নিয়ম এই—বৃত্তির আশ্রয় (ইন্দ্রিয়) হইতে কিঞ্চিৎ দূরস্থ বস্তু, বৃত্তির [illegible] হইয়া থাকে। যে বস্তু সেই আশ্রয়ের অতি নিকট তাহা বৃত্তির বিষয় হয় না। যেমন, নেত্রবৃত্তির আশ্রয় নেত্রের অতি সন্নিকট অঞ্জন, নেত্রবৃত্তির গোচর হয় না। সেইরূপ অন্তর্বৃত্তির আশ্রয় যে অন্তকরণ, তাহার অতি সমীপ যে সুখাদি ধর্ম্ম, তাহা অন্তর্বৃত্তির বিষয় হইতে পারে না। পরন্তু উহারা সাক্ষীর বিষয়।

সেই সাক্ষী যদি এক স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই এক সাক্ষী হইতে প্রতীত অন্তঃকরণবিশেষের সুখ দুঃখ, সকল অন্তঃকরণেই প্রতীত হওয়া উচিত। তাহা হয় না, সুতরাং সাক্ষী নানা হইয়া পড়ে। যদি নানা সাক্ষী স্বীকার কর, তবে কথাই নাই। অন্তঃকরণ সাক্ষীর উপাধি। সাক্ষী বিশেষ হইতে স্বকীয় উপাধির ধর্ম্ম প্রতীত হয়। সুতরাং, এক সাক্ষী হইতে সকলের সুখ দুঃখ প্রতীত হয় না। এই প্রকারে এক ব্রহ্মের সহিত নানা সাক্ষীর একতা সম্ভবেনা।]

(গ) পূর্ব্বপক্ষমতে প্রয়োজন খণ্ডন।

নারে জ্ঞান বন্ধনাশে বিহনে অধ্যাস।
সামগ্রী তাহার নাই, ছাড় জ্ঞান আশ॥৬॥

জ্ঞান হইতে বন্ধনিবৃত্তি, অধ্যাস বিনা সম্ভব হয় না। অধ্যাসের উপাদান নাই, জ্ঞানের আশা ত্যাগ কর।৬॥

[টীকাঃ—অহংকার আদি অনাত্ম বস্তুকে বন্ধ কহে। অধ্যাস-রূপ হইলে সেই বন্ধ জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তি হয়, নচেৎ নিবৃত্তি হয় না। ভ্রান্তিজ্ঞান, ও ভ্রান্তিজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা বস্তু—এতদুভয়কে অধ্যাস কহে। যে বস্তুর জ্ঞান হয়, সেই বস্তুবিষয়ে অধ্যাস ও অজ্ঞানকে বিদূরিত করা জ্ঞানের স্বভাব। যেমন রজ্জু বিষয়ে সর্প অধ্যাস ও রজ্জুর অজ্ঞান রজ্জুজ্ঞান দ্বারা বিদূরিত হয়। যদ্-বিষয়ে যে বস্তু মিথ্যা নহে, পরন্তু সত্য, সে বস্তুর নিবৃত্তি, জ্ঞান দ্বারা হয় না। সেই রূপ অহংকার আদি বন্ধ যদি আত্মাবিষয়ে অধ্যাস বা মিথ্যা হয়, তবেই তাহার নিবৃত্তি জ্ঞানদ্বারা সম্ভব হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মিথ্যা, বন্ধের উপাদান (কারণ সমূহ) আত্মা বিষয়ে সম্ভবে না। বন্ধ প্রতীত হয়, সুতরাং বন্ধ সত্য। জ্ঞানদ্বারা সত্যবন্ধের নিবৃত্তি আশা নিষ্ফল।]

অধ্যাস উপাদান নির্ধার করে

সত্যবস্তু জ্ঞানে হয় যেবা সংস্কার।

ত্রিদোষ অধ্যাসহেতু অজ্ঞান আবার ॥৭॥

সত্য বস্তুর জ্ঞান জন্য সংস্কার, ত্রিবিধ দোষ, ও অজ্ঞান—এই কয়টি অধ্যাসের উপাদান।৭॥

[টীকাঃ—সত্য বস্তুর জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংস্কার, প্রমাতার দোষ, প্রমাণের দোষ ও প্রমেয়ের দোষ এই দোষত্রয়, এবং অধিষ্ঠানের বিশেষরূপের অজ্ঞান—এই কয়েকটি অধ্যাসের সামগ্রী বা উপাদান (Essential elements)। যেমন শুক্তিতে রজত, ও রজ্জুতে সর্প অধ্যাস; যে পুরুষ সত্য রজত বা সর্প দেখে নাই, অর্থাৎ যাহার রজত বা সর্পের জ্ঞান জন্য সংস্কার নাই, তাহার অধ্যাস হয় না। সুতরাং সত্য বস্তুর জ্ঞান জন্য সংস্কার অধ্যাসের একটি হেতু; শুক্তিতে সর্প ও রজ্জুতে রজত অধ্যাস হয় না। সুতরাং প্রমেয় বিষয়ে * সাদৃশ্য দোষ

* প্রমাজ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় কহে। কল্পিত রজত সর্পাদির অধিষ্ঠান—শুক্তি রজ্জু আদি প্রমাজ্ঞানের বিষয়। সুতরাং শুক্তি রজ্জু আদি প্রমেয়। তত্তদ্ বিষয়ে রজত সর্পাদির তুল্যতা বা সাদৃশ্য দোষকে প্রমেয় দোষ কহে; শুক্তি বিষয়ে উজ্জ্বলতা রজতের সাদৃশ্য। রজ্জু বিষয়ে ভূমিস্পৃশিত্ব, দীর্ঘত্ব ও ও ত্রিবলয়কারত্বরূপ সর্পের সাদৃশ্য; নেত্রাদিকে প্রমাণ কহে।

অধ্যাসের অপর একটী হেতু। এইরূপ, প্রমাতা বিষয়ে লোভ ভয়াদি ও নেত্রাদি প্রমাণ বিষয়ে পিত্ত-মলাদি দোষ—অধ্যাসের হেতু। অধ্যাসকালে, শুক্তির "ইদম্" রূপ সামান্য জ্ঞান হয়; "ইহা শুক্তি" এইরূপ বিশেষ জ্ঞান হয় না। যখন অধ্যাস হয় না, তখন "ইহা শুক্তি" এইরূপ বিশেষ জ্ঞান হয়। সুতরাং, অধিষ্ঠানের সামান্যরূপের জ্ঞান ও বিশেষরূপের অজ্ঞান, অধ্যাসের হেতু। এই সকল হেতু বা উপাদান মধ্যে কোন একটির অভাবে অধ্যাস হয় না। যেমন কুম্ভকার, চক্র, দণ্ড ও মৃত্তিকা—ঘটের সামগ্রী বা উপাদান, উহাদের কোন একটির অভাবে ঘট হয় না, অধ্যাস সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত উপাদান কয়েকটিও সেইরূপ।

বন্ধ অধ্যাসে সত্য বস্তুর জ্ঞান জন্য সংস্কারের অভাব।

বন্ধ অধ্যাসে একটিও উপাদান নাই। বন্ধ যদি কভু সত্য হইত, তবে তাহার জ্ঞান জন্য সংস্কার হইতে আত্মা বিষয়ে মিথ্যা বন্ধ প্রতীত হইতে পারিত। সিদ্ধান্ত মতে আত্মা হইতে পৃথক সত্য বস্তু আর কিছুই নাই; সুতরাং সত্য বন্ধের জ্ঞানজন্য সংস্কারের অভাব বলিয়া, আত্মা-বিষয়ে বন্ধের অধ্যাস সম্ভব হয় না।

আর আত্মা ও বন্ধে সাদৃশ্য নাই। পরন্তু, অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিপরীত স্বভাব। আত্মা প্রত্যক্, বন্ধ পরাক্। অন্তরকে প্রত্যক্ কহে ও বাহ্যকে পরাক্ কহে। আত্মা বিষয়ী, বন্ধ বিষয়। যে প্রকাশ করে তাহাকে বিষয়ী কহে, ও যাহা প্রকাশ করে তাহাকে বিষয় বলে। প্রত্যক্ বিষয়ে পরাক্, ও পরাক্ বিষয়ে প্রত্যকের অধ্যাস হয় না। যেমন পুত্রাদি হইতে দেহ প্রত্যক্; দেহ বিষয়ে পুত্রাদি, ও পুত্রাদি বিষয়ে দেহের অধ্যাস হয় না। বিষয়ে বিষয়ী, ও বিষয়ী সম্বন্ধে বিষয়ের অধ্যাস হয় না। যেমন, ঘটাদি বিষয়ে দীপাদি বিষয়ীর, ও দীপাদি বিষয়ী সম্বন্ধে ঘটাদি বিষয়ের অধ্যাস হয় না; সেইরূপ সাদৃশ্য অভাবে প্রত্যক্ বিষয়ী আত্মায়, পরাক্ বিষয় বন্ধের অধ্যাস হয় না। প্রত্যক্ ও পরাক্ বিরোধী; বিষয় ও বিষয়ী বিরোধী—সদৃশ নহে। সুতরাং আত্মা বিষয়ে বন্ধের অধ্যাস সম্ভবে না।

বন্ধ অধ্যাসে প্রমাতাদি দোষের অসিদ্ধি।

সেইরূপ, প্রমাতা ও প্রমাণ দোষেরও অভাব। কারণ, বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে "প্রমাতা আদি সকল প্রপঞ্চ, চৈতন্য বিষয়ে অধ্যস্ত। তাহাই বন্ধ"।

এই প্রকারে প্রমাতা প্রমাণ স্বরূপ বন্ধ অধ্যাস, পূর্ব্ব অসিদ্ধ*। তাহার দোষও অসিদ্ধ। সুতরাং বন্ধের অধ্যাস সম্ভবে না।

অধিষ্ঠানের বিশেষরূপ সম্বন্ধেও অজ্ঞান সম্ভবপর নহে। কারণ, বন্ধের অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম, তিনি স্বয়ং-প্রকাশ ও জ্ঞান-স্বরূপ। সুতরাং, স্বয়ং-প্রকাশ জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মে, সূর্য্য তমসাবৎ, অজ্ঞান সম্ভবেনা। যেরূপ প্রকাশমান সূর্য্য ও তমসার বিরোধ, সেইরূপ চেতন-প্রকাশ ও তমরূপ অজ্ঞানে বিরোধ। অধিষ্ঠানের অজ্ঞান স্বীকার করিলেও, বন্ধ অধ্যাস সম্ভব হয় না। কারণ, অত্যন্ত অজ্ঞাত বিষয়—সেইরূপ অত্যন্ত জ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে অধ্যাস হয় না। পরন্তু বিশেষরূপে অজ্ঞাত ও সামান্যরূপে জ্ঞাত বিষয়েই অধ্যাস হয়। ব্রহ্ম সামান্য বিশেষ ভাব রহিত; তিনি নির্ব্বিশেষ, ইহা সিদ্ধান্ত। সুতরাং, বিশেষ রূপে অজ্ঞাত ও সামান্যরূপে জ্ঞাত ব্রহ্ম হইতে পারে না। অধ্যাস লোভে ব্রহ্ম বিষয়ে সামান্য বিশেষ ভাব স্বীকার করিলে, সিদ্ধান্ত ত্যাগ ঘটে। এই প্রকারে নির্ব্বিশেষ ও প্রকাশরূপ ব্রহ্মে বিশেষরূপ অজ্ঞান ও সামান্যরূপ জ্ঞানের অভাব হেতু, ব্রহ্ম বিষয়ে অধ্যাস সম্ভবেনা। সুতরাং, ব্রহ্ম বিষয়ে অধ্যাস অধ্যস্ত—একথা বলা যাইতে পারে না। পরন্তু বন্ধ সত্য, জ্ঞান দ্বারা সেই সত্য বন্ধের নিবৃত্তি অসম্ভব। সুতরাং, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন সম্ভবে না, ও জ্ঞান হইতে মোক্ষ-প্রতিপাদক সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। পরন্তু,

[কেবল কর্ম্ম হইতে মোক্ষসিদ্ধি—একভবিকবাদ।

কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এই একভবিকবাদ* নিম্নে প্রতিপাদন করা যাইতেছে।]

সত্যবন্ধ নাহি জ্ঞানে নিবৃত্তি সম্ভবে।

নিত্যকর্ম্ম করে সদা মুক্ত যেবা হবে॥৮॥

---

* অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ, ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে ভিন্ন। উহারা চৈতন্য বিষয়ে অধ্যস্ত। অন্তঃকরণ-রূপ প্রমাতা ও ইন্দ্রিয়-রূপ প্রমাণ ঐ স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের অন্তর্গত। সুতরাং প্রমাতা ও প্রমাণও অধ্যস্ত। এই হেতু প্রপঞ্চ অধ্যাস পূর্ব্ব সিদ্ধ নহে, ইহাই উপনিষদ সমুহের সিদ্ধান্ত।

* একভবিক অর্থে এক জন্মে অথবা একই কর্ম্মদ্বারা মোক্ষ সাধন। বাদ অর্থে—কথন।

জ্ঞান দ্বারা সত্য বন্ধের নিবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি মুক্ত হইতে অভিলাষী, সে নিয়ত নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত থাকে॥৮॥

[টীকাঃ—জ্ঞান হইতে সত্য বন্ধের নিবৃত্তি যুক্তি সঙ্গত নহে। সুতরাং যে পুরুষ মুক্ত হইতে চাহে, সে নিরন্তর নিত্য কর্ম্ম করে।

কর্ম্ম দ্বিবিধ;—(ক) বিহিত ও (খ) নিষিদ্ধ। পুরুষের প্রবৃত্তির জন্য যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বেদে বিহিত হইয়াছে, তাহা বিহিত কর্ম্ম। পুরুষের নিবৃত্তির জন্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান বেদে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম। স্বভাব-সিদ্ধ ক্রিয়াকে কর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। কারণ, বেদে যাহা বিহিত বা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই কর্ম্ম। উদাসীন ক্রিয়া † কর্ম্ম নহে। সুতরাং, কর্ম্ম দ্বিবিধ, ত্রিবিধ নহে।

বিহিত কর্ম্ম চতুর্ব্বিধঃ—(১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক, (৩) কাম্য ও (৪) প্রায়শ্চিত্ত। পাপ নাশের নিমিত্ত বিহিত কর্ম্মকে প্রায়শ্চিত্ত কহে। যেমন, প্রমাদ বা বিস্মৃতি বশে দ্রব্যগ্রহণে যতি বা সন্ন্যাসীর যে পাপ, তাহার ক্ষয় বা নাশের নিমিত্ত দ্রব্যত্যাগ ও উপবাস বিধির নাম প্রায়শ্চিত্ত। ফলের নিমিত্ত বিহিত কর্ম্মকে কাম্য কহে। যেমন ব্রতাদি; বৃষ্টিকামীর কারীরীযাগ; স্বর্গকামীর অগ্নিহোত্র সোমযাগাদি। যে কর্ম্ম করিলে পাপ পুণ্য কিছুই হয় না, অথচ না করিলে পাপ হয়, ও সদা যাহার বিধান নাই অথবা যাহার বিধান পক্ষে কালের বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই, কিন্তু যাহা কোন কারণ সাপেক্ষ, তাহাকে নৈমিত্তিক কহে। যেমন, জাতকর্ম্ম, গ্রহণ শ্রাদ্ধাদি; অবস্থাবৃদ্ধ, জাতি শ্রেষ্ঠ, আশ্রমশ্রেষ্ঠ, বিদ্যাশ্রেষ্ঠ, * ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ † পুরুষের আগমনে উত্থান। যাহা না করিলে পাপ হয়, করিলে ফল হয় না ও যাহা সদা বিহিত, তাহাকে নিত্যকর্ম্ম কহে। যথা, স্নান, সন্ধ্যাদি। এই চতুর্ব্বিধ বিহিত কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম লইয়া কর্ম্ম পাঁচ প্রকার।

---

† বেদে যাহার বিধান অথবা নিষেধ নাই। রাগ দ্বেষ রহিত, স্বাভাবিক গমন শৌচাদি ক্রিয়ার নাম উদাসীন ক্রিয়া।

* বিদ্যাশব্দে শাস্ত্র জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

† জ্ঞান শব্দে অপরোক্ষ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। অবস্থাশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে জাতিশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উত্তরোত্তর উত্তম।

মোক্ষাভিলাষী পুরুষ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে না। কারণ, কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে উত্তমলোক প্রাপ্তি হয় ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে নীচলোক প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং, মুমুক্ষু ঐ উভয়বিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সদা নিত্য কর্ম্ম করে ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের নিমিত্ত হইলে তাহাও সম্পাদন করে। কারণ, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়; ও পাপ হইতে নীচযোনি প্রাপ্তি হয়। সুতরাং পাপ নিবারণ করিতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হয়। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের আর কোন ফল নাই। ফল এই মাত্রই যে ঐ দ্বিবিধ কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়, করিলে পাপ হয় না। সুতরাং, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম মুমুক্ষুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রমাদ বশতঃ কদাচিৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া ফেলিলে, দোষক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধি। নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করিলেও, জন্মান্তরের পাপক্ষয় নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয়। প্রায়শ্চিত্ত দ্বিবিধ;—(১) সাধারণ ও (২) অসাধারণ। পাপ বিশেষ ক্ষালনের নিমিত্ত বিহিত প্রায়শ্চিত্তকে অসাধারণ প্রায়শ্চিত্ত কহে। যেমন, উপবাস, গোময় ভক্ষণ, ইত্যাদি। সর্ব্বপাপ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত বিহিত প্রায়শ্চিত্তকে সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত কহে। যেমন গঙ্গাস্নান, ঈশ্বর নামোচ্চারণ, ইত্যাদি। জ্ঞাত পাপ প্রক্ষালনের নিমিত্ত অসাধারণ প্রায়শ্চিত্ত বিধি। জন্মান্তরের অজ্ঞাত পাপক্ষয়ের নিমিত্ত সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত বিধি। অসাধারণ প্রায়শ্চিত্তের, শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানে জ্ঞাত পাপ দূরীভূত হয়। জন্মান্তরের পাপ অজ্ঞাত; সুতরাং, তৎক্ষয়ের নিমিত্ত অসাধারণ প্রায়শ্চিত্তের বিধান বা প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। সুতরাং, ঐ রূপ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত সাধারণ প্রায়শ্চিত্তই বিধেয়।

সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সর্ব্ব পাপ দূরিত হয়। গঙ্গাস্নানাদিকে সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত বলিলেও, উহারা কেবল প্রায়শ্চিত্তই নহে। পরন্তু, কাম্য কর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই বটে। শাস্ত্রে কহে "গঙ্গাস্নানে উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়"। সেইরূপ ঈশ্বর নামোচ্চারণেও দিব্যলোক প্রাপ্তি হয়। সুতরাং, উহারা কাম্যরূপ; এবং পাপনাশক বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত রূপ। যেমন, অশ্বমেধ ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশক ও স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু। সেইরূপ গঙ্গাস্নানাদিও প্রায়শ্চিত্ত রূপ ও দিব্যলোক প্রাপ্তির হেতু। সুতরাং, উহারা মুমুক্ষুর বাঞ্ছিত নহে।

গঙ্গাস্নানাদি সকাম ব্যক্তিদের পাপক্ষালন করিয়া দিব্যলোক প্রাপ্তি করে। কামনাবিহীন ব্যক্তিদের কেবল পাপ নাশ করে। সুতরাং, সকাম অনুষ্ঠানে প্রায়শ্চিত্ত কাম্যরূপ, ও নিষ্কাম অনুষ্ঠানে কেবল প্রায়শ্চিত্ত রূপ। যেমন বেদান্ত মতে একই কর্ম্ম সকামীর সংসার হেতু ও নিষ্কামীর চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক মোক্ষের হেতু; সেইরূপ, একই গঙ্গাস্নান কি ঈশ্বরের নামোচ্চারণ, সকামীর পক্ষে কাম্যরূপ ও প্রায়শ্চিত্ত এবং নিষ্কামীর পক্ষে কেবল প্রায়শ্চিত্ত। সুতরাং, মুমুক্ষুর পক্ষে সাধারণ প্রায়শ্চিত্তই বিধেয়। এই প্রকারে জন্মান্তরের পাপসমূহ জ্ঞান বিনাই ক্ষয়িত হয়।

সেইরূপ জন্মান্তরের কাম্যকর্ম্মও মুমুক্ষু সম্বন্ধে বন্ধ্যাবৎ নিস্ফল। কারণ, সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান স্বর্গাদি ফল হেতু ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান স্বর্গাদি ফল হেতু নহে,—ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। যেরূপ বেদান্তমতে অনুষ্ঠান কালে পুরুষের কামনা কর্ম্মফল হেতু হয়, সেইরূপ একভবিক মতে) কর্ম্ম সিদ্ধির অনন্তরও পুরুষের কামনা ফল হেতু হয়। যে সময় পুরুষ মুমুক্ষু হয়, সে সময় তাহার কামনা দূর হইয়া যায়। সুতরাং, জন্মান্তরের কাম্যকর্ম্মও মুমুক্ষু পক্ষে ফল হেতু নহে। ধনপ্রাপ্তি কামনায় ধনবানের আরাধনা অনন্তর, ধনাকাঙ্ক্ষীর ধনেচ্ছা নিবৃত্তি হইলে যেরূপ ধনপ্রাপ্তি ফল হয় না; সেইরূপ, মুমুক্ষুর কামনা অভাবে জন্মান্তরের কাম্যকর্ম্মও ফল হেতু হয় না। এই প্রকারে কেবল কর্ম্মদ্বারা মোক্ষ হয়।

বর্ত্তমান জন্মে মুমুক্ষু উর্দ্ধ ও অধঃ লোকগামী কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে না। জন্মান্তরের প্রারব্ধ নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম্ম ভোগদ্বারা নাশ হয় * । নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে যে পাপ হয়, ঐ কর্ম্মদ্বয় অনুষ্ঠানে মুমুক্ষুর সে পাপ হয় না। জন্মান্তর সঞ্চিত নিষিদ্ধ কর্ম্ম জনিত পাপ, সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নাশ হয়। জন্মান্তর সঞ্চিত কাম্য কর্ম্ম, মুমুক্ষুর কামনা অভাবে ফলপ্রদ হয় না। সুতরাং মুমুক্ষু, নিত্য নৈমিত্তিক ও সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান

* শতকোটী কল্পেও ভোগ বিনা কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥

করে। বর্ত্তমান জন্মে জ্ঞাত নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে, অসাধারণ প্রায়শ্চিত্ত করে। অথবা, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করে, প্রায়শ্চিত্ত করে না। কারণ মুমুক্ষুর সঞ্চিত নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম্ম নাশ হইয়া যায়। বেদান্ত মতে যে রূপ জ্ঞানবানের সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ হয়; সেইরূপ (একভবিক মতে) নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মপরায়ণ মুমুক্ষুর সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ হয়। অথবা সঞ্চিত কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম মিলিত হইয়া ফলে আর এক জন্ম হয়। সুতরাং, মুমুক্ষুর আর এক জন্ম অধিক হইয়া থাকে। অথবা যোগীর কায়ব্যূহের (শরীর সমূহের) ন্যায় এক কালেই মুমুক্ষু, অনন্ত দেহ সঞ্চিত সুখভোগ করিয়া লয় ‡। অথবা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে যে ক্লেশ হয়, তাহা জন্মান্তরের সঞ্চিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল মাত্র। সুতরাং, জন্মান্তরের সঞ্চিত নিষিদ্ধ কর্ম্মফলে আর জন্ম হয় না। সঞ্চিত কাম্য কেবল এক জন্ম অথবা এককালে অনন্ত শরীর আরম্ভ করে; সুতরাং, মুমুক্ষু, উত্তর জন্মে দুঃখের লেশ মাত্র ভোগ করে না, কেবল সুখই ভোগ করে। কারণ, জন্মান্তর সঞ্চিত বিহিত কর্ম্ম হইতেই শরীর হইয়াছে। ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্লেশ দ্বারা সঞ্চিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল পূর্ব্বজন্মেই ভোগ হইয়া যায়। এই প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত বিনা, কেবল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে মোক্ষ হয়। সুতরাং, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, নিমিত্ত সময় অনুষ্ঠেয়; ও নিত্য কর্ম্ম নিয়ত কর্ত্তব্য। এই মতের নাম একভবিক বাদ।

(ঘ) পূর্ব্বপক্ষ মতে প্রয়োজন খণ্ডন।

সুতরাং, জ্ঞান দ্বারা বন্ধ নিবৃত্তি গ্রন্থের প্রয়োজন নহে। কারণ, যে বস্তু অন্য উপায়ে হয় না, সেই বস্তুর সেই উপায় মুখ্য প্রয়োজন। যেমন, রূপজ্ঞান নেত্র বিনা অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা হয় না। সুতরাং, সেই রূপজ্ঞান নেত্রের প্রয়োজন। বন্ধ নিবৃত্তি গ্রন্থ বিনা কর্ম্ম দ্বারা সাধিত হয়। সুতরাং, বন্ধ নিবৃত্তি গ্রন্থের প্রয়োজন নহে। এই প্রকারে গ্রন্থের অধিকারী, বিষয় ও প্রয়োজন সম্ভবেনা।

---

‡ একভবিক বাদে প্রায়শ্চিত্ত বিধি বড়ই বিষম। কেবল সুখভোগই দেখান হইলে, দুঃখের বোঝা যাইবে কোথায়?

(ঙ) পূর্ব্বপক্ষ মতে সম্বন্ধ খণ্ডন।

অধিকারী আদির অভাবে সম্বন্ধও সম্ভবপর নহে। কারণ, বিষয়ের অভাবে, গ্রন্থ ও বিষয়ে প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবসম্বন্ধ হইতে পারে না। অধিকারী ও ফলের অভাবে, প্রাপ্যপ্রাপকভাবসম্বন্ধ হইতে পারে না। অধিকারীর অভাবে, অধিকারী ও বিকারে কর্ত্তৃকর্ত্তব্যভাবসম্বন্ধ হইতে পারে না। জ্ঞান নিষ্ফল হইলে, গ্রন্থ ও জ্ঞানে, জন্যজনকভাবসম্বন্ধ হইতে পারে না। সফল বস্তুই জন্য হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের জ্ঞান সফল হয় না। জ্ঞানের স্বরূপেরও অভাব। সুতরাং, ঐ জ্ঞান ও গ্রন্থের সম্বন্ধ সম্ভবেনা। কারণ, সিদ্ধান্তমতে জীবব্রহ্মের অভেদনিশ্চয়ের নাম জ্ঞান। সেই অভেদ নিশ্চয় হইতে পারেনা। কারণ, জীবব্রহ্মের অভেদ নাই। একথা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং অভেদনিশ্চয়রূপজ্ঞান সম্ভবেনা। এই প্রকারে অধিকারী আদি অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের অভাবে গ্রন্থ আরম্ভ নিষ্ফল [illegible]

বর্ত্তমান প্রস্তাবে সবিস্তারে পূর্ব্বপক্ষের [illegible]হারে [illegible] করা হইল। আগামী-বারে বিচার সাগর প্রদর্শিত প্রণালী মতে পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্তের স্থাপন করা হইবে।

শ্রীবিজয় কেশব মিত্র।

মঙ্গলা মাতা।

———:)o(:———

নলহাটী হইতে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত যে ক্ষুদ্র রেলওয়ে শাখালাইন বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে লোহাপুর ষ্টেশন নানা কারণে প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, এক সময়ে ইহার চারিদিকে নিবিড় অরণ্য ছিল এবং তান্ত্রিক সাধক ও সন্ন্যাসীগণ গহন কাননাভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া দেব দেবীর পূজা করিতেন। প্রতি অমাবস্যা তিথিতে নরবলি হইত, ইহাও শুনা গিয়াছে। অদূরে "বাড়াই" নামক সুবৃহৎ গ্রামে একসময়ে একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক বহুল

কীর্ত্তিমালার সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও অনেকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। লোহাপুর হইতে আর এক দিকে আনুমানিক সার্দ্ধেক ক্রোশ অগ্রসর হইলে ভদ্রপুর নামক আর একটি বিখ্যাত গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। এই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রামে ইতিহাস প্রখ্যাত মহারাজা নন্দকুমারের জন্ম হইয়াছিল। ভদ্রপুর এক্ষণে "ভাদুই" নামে পরিচিত। ইহা বীরভূম জেলার এবং রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত।

মহারাজা নন্দকুমার রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহাদের বংশগত যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক পুরাকাল হইতে তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইতেন। নন্দকুমার ঘোরতর তান্ত্রিক ছিলেন এবং একজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ জমিদার ও তান্ত্রিক সাধক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজা নন্দকুমার অতীব শুদ্ধাচারী, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, পরোপকারী, ভক্তাধিক [illegible] দীন দুঃখীর প্রতিপালক এবং গো ব্রাহ্মণের রক্ষক বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি এক লক্ষ ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও সাধক বর্গকে একত্র করিয়া একটি [illegible] অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এদেশের অনেকে মহারাজা নন্দকুমারের দেবোপম চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। ইউরোপীয় পুরুষপুঞ্জ কর্ত্তৃক প্রণীত ভারতের ইতিহাসে বিশ্ববিক্রমী বৃটিশবীর কর্ত্তৃক নন্দকুমারের ফাঁসির কথা পাঠ করিয়া, তাঁহার নামে অলীক "কৃত্রিমতা" (জাল–Forgery) অপরাধের অতিরঞ্জিত ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া, অনেক অদূরদর্শী যুবক, মহামতি মহারাজা নন্দকুমারকে "কুলাঙ্গার" চরিত্রের লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। নিতান্ত বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, সম্প্রতি একজন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী পুরুষ তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থ বিশেষে নন্দকুমারের কথা উল্লেখ করিয়া অতি উদ্ধত ভাবে লিখিয়াছেন Nund Coomer was a disgrace to Bengal and a monumental villain, compared with whom Cethegus was a simple citizen and Titus Oates a man of honor. এই অদ্ভুত ইংরাজি টুকুর অনুবাদ করিবার ইচ্ছা নাই; মোটের উপর কথা এই, যে গ্রন্থে গ্রন্থকার মহাশয় এই রূপ অসাধু ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি, কোনও গোপনীয় উদ্দেশ্য সাধনের

জন্য লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ কলিকাতার কোনও ব্যক্তি বিশেষের অনুনয় ও অনুরোধে এবং বিশেষতঃ তাঁহার ইচ্ছা পূরণোদ্দেশে বিরচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ভদ্রপুরে অবস্থান কালে মহারাজা নন্দকুমার একটি মহীয়সী কীর্ত্তি স্থাপন করেন, এই কীর্ত্তি অদ্যাপিও অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি ভদ্রপুরের পার্শ্বে আখানীপুর নামক মহাপ্রাচীন, মহাপ্রসিদ্ধ এবং মহাবিস্তৃত শ্মশাণ ক্ষেত্রে এক সুন্দর ও সুদৃঢ় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে জগন্মাতা জগদম্বা কালীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তন্ত্রপ্রসিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডের উপরে সর্পাসনে ঐ কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, ইহা সূর্য্যকালী নামে প্রসিদ্ধ। এই মন্দির, এই মূর্ত্তি এবং এই প্রাচীন তপস্যার স্থান, দেখিবার উপযুক্ত। প্রায় একশতত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে এক বঙ্গদেশীয়া ব্রহ্মচারিণী এখানে আগমন করিয়া এই মন্দিরে কিছুকালের জন্য অবস্থান করিয়া ছিলেন। মন্দিরস্থিতা কালীমাতার নিত্য পূজা ও "সেবা" হইত, মন্দিরের অন্নে ব্রহ্মচারিণী উদর পরিপূরণ মাত্র আহারে [illegible]কিতেন। এক সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়র্কুলে আদর্শপ্রবাদ আছে, মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতটে ব্রহ্মচারিণী মহোদয়া প্রতিজ্ঞা করেন, "আমি নিত্যই নিজের হাতে অন্ন তুলিয়া মুখে দিই এবং তাহা ভক্ষণ করি। এবারে একদিন আমার মাতা [কালী] আমাকে খাওয়াইয়া না দিলে আমি অন্ন কিম্বা কোনও প্রকারের ভোজ্য দ্রব্য আদৌ স্পর্শ করিব না। উপবাসী থাকিয়া মরিয়া যাইতে হয় তাহা ভাল, তথাপি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। প্রথিত আছে, ছয় দিবস ক্রমাগত নিরম্বু উপবাসের পরে, তিনি দেখিলেন, গঙ্গার তরঙ্গে একখানি পাত্র ভাসিয়া যাইতেছে; ঐ পাত্রে বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্য সুসজ্জিত ছিল। আর একদিন ঐ রূপ দেখিলেন; নবম দিবসে ঐ রূপে পাত্র ভাসিয়া যাইবার সময়ে, জনৈক ব্রাহ্মণ কহিল "মাতঃ! তুমি নয় দিন উপবাসিনী রহিয়াছ, তোমার কণ্ঠে প্রাণবায়ু প্রায় সমাগত হইয়াছে, অতএব এই পাত্রস্থিত সুভোজ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া মুখে দাও"। ব্রহ্মচারিণী তাহা শুনেন নাই; প্রবাদে শুনা যায়, সায়াহ্নে ভদ্রপুরের জগদম্বা স্বয়ং আগমন করিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতটে দর্শন দেন এবং চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্যাদি খাওয়াইয়া অদৃশ্যা হয়েন এখনও অনেক স্থানে এই প্রাচীন প্রবাদ অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মুখে

শুনিতে পাওয়া যায়। মাতা মঙ্গলা ব্রহ্মচারিণীর জাতিভেদ প্রথায় আস্থা ছিল এবং তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনও বিবাহিতা হয়েন নাই; ভদ্রপুরে যে সময় তিনি আগমন করেন তখন তিনি যুবতী এবং অসামান্যা রূপবতী। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল এবং ব্যবহার নির্দ্দোষ ছিল। সংগীত, চিত্র, শিল্প এই তিন বিদ্যায় তিনি পারদর্শিনী ছিলেন; তিনি কাশীধাম হইতে এতদঞ্চলে আগমন করিয়া ছিলেন বোধ হয়। প্রকাণ্ড অজাগর সর্পের চর্ম্ম তাঁহার সঙ্গে থাকিত, ঐ চর্ম্মাসনে তিনি উপবেশন, শয়ন এবং ধ্যান ধারণাদি করিতেন। এতদঞ্চলে বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল, ঐ শিষ্যদিগের বংশধরগণ এখনও জীবিত রহিয়াছে। মাতা মঙ্গলা ব্রহ্মচারিণী তান্ত্রিকা ছিলেন কিন্তু তিনি সকল শ্রেণীর লোককে শিষ্য করিয়া গিয়াছেন। যাহারা পুরুষ পরম্পরায় বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া আসিতেছিল এবং বৈষ্ণব মতেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে মাতাজী বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা করিয়া গিয়াছেন, এই রূপে শাক্তদিগকে শাক্তমন্ত্রে এবং বৈষ্ণবগণকে শিবমন্ত্রে শিষ্যত্ব সোপানে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কোনও সম্প্রদায়কে তিনি তুচ্ছ করিতেন না, সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে দর্শন করিতেন। সকল প্রকার শাস্ত্রেই তাঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিল, সকলকেই তিনি এক ও অভিন্ন দেখিতেন। বৈষ্ণব ও শাক্তকে তিনি এক প্রকার চক্ষে ও একই প্রকার স্নেহে দর্শন করিতেন। লোকে এখনও বলিয়া থাকে, তিনি এখনকার অনেক "সাধু" "সন্ন্যাসীর" ন্যায় গৃহস্থকে ঠকাইয়া, ভয় দেখাইয়া, বিরক্ত করিয়া অথবা তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া কখনও একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই; অযাচিত ভাবে, শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত, গৃহস্থ কিছু দান করিলে তিনি সন্তোষ সহকারে তাহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ইহাও শুনা যায় যে, তিনি টাকা, রৌপ্য বা স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া তাহা কখন জমা করিয়া রাখিতেন না, যাহা কিছু পাইতেন তদ্বারা দীন দুঃখীর অভাব ও কষ্ট মোচন করা তাঁহার নিত্যব্রত ছিল। মহিয়ী মঙ্গলামাতা ব্রহ্মচারিণী হইলেও ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকের স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতা, পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পরিচ্ছদ অতীব পরিষ্কার ও ভদ্রজনোচিত ছিল: পুরুষের সঙ্গে কথোপকথন করিলেও

তিনি পুরুষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন না। তাঁহার অতি নিকট বসিয়া কথোপকথন করা অথবা তাঁহার বস্ত্র, কেশ কিম্বা দেহের কোনও অংশ স্পর্শ করা পুরুষের সাধ্য ছিল না। ভদ্রপুরে মহারাজা নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি দ্বিভূজা ছিল, এই কালীকে লোকে যেমন ভয় ও ভক্তি করিত, মাতা মঙ্গলাকে সকলে তদ্রূপ "দ্বিভূজা মঙ্গলা" বোধে ভয় ও ভক্তি করিয়া চলিত। ব্রহ্মচারিণী কোনও প্রকার নেশার প্রশ্রয় দিতেন না, তিনি যেমন জিতেন্দ্রিয়া তেমনি সুপণ্ডিতা ছিলেন। বালিকাদিগকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, গৃহিণীদিগকে নানাপ্রকার হিতকর বিষয়ের উপদেশ দিতেন। তিনি প্রকৃত তত্ত্বদর্শিনী এবং তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা ছিলেন, তাঁহার হৃদয় উদার ছিল, তিনি যেমন আধ্যাত্মিক সাধিকা তেমনি দীন দুঃখীর প্রতিপালিকা ছিলেন। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল, তিনি সমস্ত জীবন সাধ্বীভাবে যাপন করিয়া গিয়াছেন। অতীব সম্মানিতা, তপস্বিনী, পণ্ডিতা এবং প্রধানা হইয়া ও তিনি সামান্য বেশভূষায় এবং সামান্য আহারে দিনযাপন করিতেন। সকল বিষয়েই তিনি বাঙ্গালীকুলে আদর্শ রমণী ছিলেন। তিনি বলিতেন "নাস্তিক, অবিশ্বাসী, সংশয়চিত্ত অথবা অব্যবস্থিতচিত্ত থাকা অপেক্ষা, একটা ধর্ম্ম বিশেষে আস্থাবান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তির কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই, যাহার "ধর্ম্ম" বলিয়া কোন অভিমত নাই, সে ব্যক্তি নিতান্ত অজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রকার বিশ্বাসের অযোগ্য।" তিনি এ কথাও বলিতেন "একটা কোনও ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস না থাকিলে এবং তৎসঙ্গে একটা ক্রিয়া না থাকিলে, প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হয় না। অবিশ্বাসী ও নাস্তিকের ধর্ম্ম সাধন অসম্ভব। কেবল মুখের কথায় বা পুস্তকের জ্ঞানে ধর্ম্ম সাধনা হয় না; সাধনা করিতে হইলে ক্রিয়ার আবশ্যক।" তাঁহার একদিনের উপদেশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"আমি অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি এবং অনেক সম্প্রদায়ের পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিয়াছি। যেখানে ধর্ম্ম বিশ্বাসের অভাব অথবা ধর্ম্ম বিশেষে অনাস্থা দেখা গিয়াছে সেই খানেই পাপ ও পাষণ্ডতার জীবিত মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছে। চরিত্র ও সৌজন্যতাদি লেখাপড়ার উপর নির্ভর করে না। ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।" তাঁহার অনেক উপদেশ দ্বারা সুস্পষ্ট

প্রতিপন্ন হয় যে, যাহারা বেদ মানে না, বাইবেল মানে না, কোরাণ মানে না, অর্থাৎ কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্মাবতারকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না কিম্বা ধর্ম্মগত সামাজিক নিয়মাদির ও যাহারা অনুবর্ত্তী নহে তাহাদের ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই নষ্ট হইয়া যায়।

উপরি উক্ত উপদেশে অনেক "স্বাধীন চিন্তাশীল" (Free Thinking) বাবু বলিতে পারেন—A national religion is good, but is not a rational religion grander? ইহার উত্তরে আমি বলি, বাবুদের এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। Religion প্রথমে national না হইলে Rational হয় না, ব্যক্তিগত ধর্ম্ম Rational নহে, জাতিগত ধর্ম্মই rational. যাহাকে রাশনাল বলিতেছ, তাহার "ন্যাশনালই" মূল কারণ। Religion টা National হইয়াছে বলিয়াই Grander, ব্যক্তিগত ধর্ম্ম কবে Rational বলিয়া গৃহীত হইয়াছে? Nation যাহাকে Rational করিয়াছে তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণীয়। সুতরাং National Religion ই ধর্ম্ম; Rational Religion শব্দের কোন অর্থ নাই।

মহিমী মাতা মঙ্গলা কখনও কাহাকে "তাবীজ" বা "মাদুলী" দিতেন না। তিনি অলৌকিক ক্রিয়ায় প্রগাঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন কিন্তু কখনও ছলনা দ্বারা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের ভান করিতেন না। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল, শিষ্যদিগেরও অনেক শিষ্য প্রশিষ্য আছে। তাঁহার এক জন শিষ্যের শিষ্য কর্ত্তৃক একজন হিন্দুস্থানী পুরুষ দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। এই হিন্দুস্থানী সংসারত্যাগী উদাসী ছিলেন এবং মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। বাস্তবিকই তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ হইল মুর্শিদাবাদের নিকট বালুচরে গঙ্গা-তটে পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া মহাসমাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। এই অপূর্ব্ব মহাপুরুষ মুর্শিদাবাদ জেলায় "জলেশ্বরবাবা" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বালুচরে গঙ্গাতরঙ্গবক্ষে তিনি বংশনির্ম্মিত এক অত্যুচ্চ আসন প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, তাহা জলের উপর ভাসিত এবং তাহাতে তিনি উপবেশন করিয়া থাকিতেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে জলেশ্বরবাবা বলিয়া ডাকিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাদ্রের প্রবল বর্ষা ও প্রবল বন্যার সময়েও এই আসন স্থানান্তরিত হইত না এবং উপরে আচ্ছাদন না থাকা সত্ত্বেও এই

মহাপুরুষ শীতে, রৌদ্রে, শিশিরে বা বর্ষার প্রবল জলে আসন পরিত্যাগ করেন নাই। এই মহাপুরুষ, মঙ্গলা মাতার শিষ্যের শিষ্য ছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মঙ্গলা মাতা "তান্ত্রিকা" এবং কালীর উপাসিকা ছিলেন। তান্ত্রিক দিগের যে সকল অনাচার বা অযথা আচার আছে, তাহা তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল না। কালীমূর্ত্তিতে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। শুনা গিয়াছে, ব্রহ্মচারিণী অবস্থায় অবস্থান করিবার সময়ে, তাঁহার একজন সহোদর ভদ্রপুরে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "তিন দিবস অতীত হইল আমাদের গর্ভধারিণী জননীর মৃত্যু হইয়াছে। মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আমরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তোমাকে এই সম্বাদ জানাইবার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি।" কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারিণী অতি শীঘ্র দৌড়িয়া গিয়া দ্বিভূজা কালীমাতার মন্দিরের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক মহামাতাকে দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কৈ! আমার মা ত মরেন নাই, আমার মা মন্দিরের মধ্যে জীবিতা রহিয়াছেন।" প্রকৃত সাধক ও সাধিকাদিগের বিশ্বাস, প্রকৃত ভগবৎভক্তি এবং প্রেমানন্দ বাস্তবিকই এইরূপ। তাঁহাদের ভগবানে তন্ময়তা এবং আধ্যাত্মিক মহাভাব, মায়ামুগ্ধ সংসারী মানবের মহা-শিক্ষার উপাদান। তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্র এবং পবিত্র জীবন, এই পাপময় সংসারে মহা আলোক ও আশা স্বরূপ।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মহাত্মা তুলসীদাস।

সম্বৎ ১৬০০ শতাব্দিতে যমুনা কূলবর্ত্তি রাজাপুরগ্রামে মহত্মা তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে তাঁহার অনুপম রূপ লাবণ্যময়ী নবযৌবন সম্পন্না ভার্য্যার প্রতি এরূপ অনুরক্ত ছিলেন যে. তিনি তাঁহাকে প্রাণান্তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না। কদাচ পত্নীকে চক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিলে সেই সামান্য বিচ্ছেদে তাঁহার বিরহ

যন্ত্রণা অতিশয় অসহনীয় হইয়া উঠিত। একদা তাঁহার শশুরালয় হইতে বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার পত্নীকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য শিবিকা সমভিব্যাহারে লোক আগমন করিল। তদুপলক্ষে পিত্রালয়ে যাইবার মানসে তাঁহার পত্নী স্বামী স্বকাসে নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তুলসীদাস তাহাতে কোন মতে সম্মত হইলেন না; ভার্য্যার অদর্শন জনিত বিরহ জ্বালা সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া প্রিয়তমাকে নানাবিধ মিষ্ট বাক্যে প্রবোধিত করিবার চেষ্টা পাইলেন। অবশেষে তাঁহার পত্নী স্বামীর বচনে প্রবোধিত না হইয়া, তুলসীদাসের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পিত্রালয়ে গমন করেন। তুলসীদাস স্বীয় ভার্য্যার ঈদৃশ আচরণে কিছুমাত্র বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ না হইয়া বরঞ্চ তাঁহার প্রিয়তমার অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, পরিশেষে একান্ত ধৈর্য্য-চ্যুত হইয়া অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তিনিও শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় তিন দিবস অতিবাহিত করিয়াও তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোন সুযোগ পাইলেন না। অতঃপর তাঁহার পত্নীর বিচ্ছেদ বিরহে তিনি অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, এমন কি উন্মত্তের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল চতুর্থ দিবসে সহসা তাঁহার পত্নী তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তুলসীদাস তাঁহার প্রাণাধিকা প্রাণ প্রতিমার দর্শন লাভে নিতান্ত উচ্ছাস ভরে তাঁহার হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তিনি তাঁহার বিরহে কতদূর পর্য্যন্ত মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতেছেন, তাহাই জানাইবার জন্য সমুদ্যত হইলেন। কিন্তু তুলসীদাসের বাক্য স্ফুরণের পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নী অতি ধীর গম্ভীর স্বরে স্বীয় স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; হে প্রিয়-দর্শন স্বামিন! যদিও আমি তোমার অনভিপ্রায়ে ও অজ্ঞাতসারে আমার পিত্রালয়ে আসিয়াছি এবং ইহাতে আমার যথেষ্ট অন্যায় ও অপরাধ হইয়াছে সত্য, তথাচ তোমার পক্ষে শিবিকানুসরণ পূর্ব্বক আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এরূপ স্থলে আসা নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম হইয়াছে, ইহা অতিশয় লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। বুঝিলাম তোমার প্রকৃতি ভ্রষ্ট হইয়াছে, তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান কাণ্ড নাই। অধিক আর তোমায় কি বলিব তথাপি যাহা কিছু বলিতেছি তাহা মন নিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

হায়! তুমি যে রূপে আমার এই ক্ষণভঙ্গুর কফপিত্ত সমন্বিত রক্ত, বসা, শিরা ও মাংসাদি নির্ম্মিত ত্রিতাপদূষিত অতি জঘণ্য দেহকে তোমার হৃদয়ের প্রিয়বস্তু জ্ঞান করিয়াছ, তদ্রূপ যদি তোমার চিত্ত শ্রীরামচন্দ্রের পদারবিন্দে আকর্ষিত হইত, যদি তোমার প্রাণ সেই চরণামৃত পানে পিপাসিত হইত, যদি তুমি আমার পরিবর্ত্তে সেই নির্ম্মল নবদূর্ব্বাদল মোহনরূপে তোমার মন, প্রাণ মগ্ন করিয়া সেই সুধাকর নিন্দিত রাজিবলোচনের ভাবে ভোর হইয়া তাঁহাকে একান্ত ভাবে ভাল বাসিতে শিখিতে, তাহা হইলে, হে স্বামীন্! নিশ্চয় জানিও তোমার নিজের কল্যাণের কথা অধিক আর কি বলিব, তুমি নিজে এই জগৎ সংসারের কল্যাণের হেতু হইতে। এবং আমার মনুষ্য জন্ম গ্রহণ সার্থক হইত। তুমি আমার অন্তরের কিরূপ রত্ন, তাহা তোমাকে ব্যক্যদ্বারা আর কি বুঝাইব! তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যে দিন তোমার রাম নামের অমৃত রসে জিহ্বা সিক্ত হইবে, সেই দিন তোমার নিকট হইতে আমার ভালবাসার প্রতিদানের সার্থকতা লাভ করিব, নচেৎ তোমার এই আপাত প্রেমকে আমি প্রেমই জ্ঞান করি না। যে রামের প্রেমে মত্ত নহে; তাহার আবার প্রেম কি? ভাল বাসা কি?

এই রূপে সেই তেজঃময়ী ব্রাহ্মণীর মুখ নির্গত ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করিয়া তুলসীদাসের হৃদয় কন্দরে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি তাঁহার সেই প্রাণপ্রতিমাসম প্রিয়-তমার দিকে আর চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না, তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ মহাশক্তির তেজে তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল, মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার অন্তঃকরণের অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি সেই মূহূর্ত্তেই ঘর সংসার ভুলিয়া গেলেন, যাঁহার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিলেন, সেই প্রণয়নীকেও ভুলিলেন, সংসারের কোন বিষয়ই আর তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিল না, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাক অবলম্বন করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেবারে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে তুলসীদাস বারানসীধামে উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিলেন, এবং প্রতিদিন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্ব হৃদয়ে

ত্রিলোক নাথকে দর্শন করিয়া প্রত্যহ প্রার্থনান্তে বর জাচিজ্ঞা করিতেন, হে শম্ভু, হে ত্রিলোচন, হে অধমতারণ, হে বিশ্বম্ভর আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রসাদে সংসারপারতরণীরূপ রামকাণ্ডারী পদে আমার অচলা ভক্তি হয়। এইরূপে তিনি দিন দিন রাম প্রেমে বিগলিত হইয়া সমস্ত সংসার বিস্মৃত হইয়া ৺কাশীধামেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ভক্তি ও প্রেমের আধিক্যে অবশেষে সহসা অতি আশ্চর্য্যজনক ঘটনাসূত্রে তাঁহার সৌভাগ্য রবি বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিদিন সৌচান্তে তাঁহার কমণ্ডলস্থিত যে জল অবশিষ্ট থাকিত তাহা পথি পার্শস্থ বদরি তরুতলে নিক্ষেপ করিতেন। এইরূপে অভ্যাস বশতঃ প্রতিদিনই ঐ বৃক্ষ তলে জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক গমন করিতেন।

এক দিন তিনি রাম প্রেমে এতদূর বিভোর হইয়া ছিলেন যে, সে দিন সৌচান্তে অবশিষ্ট জল ঐ তরুতলে নিক্ষেপ করিতে বিস্মরণ হইয়া কিয়দ্দূর আগমন করিলে, সহসা ঐ কথা তাঁহার স্মরণ পথে জাগরুক হওয়াতে, তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বদরি তরুমূলে জল নিক্ষেপ করিলেন। এমন সময়ে সহসা বিকট হাস্য করিয়া একটি ধুন্দুকার প্রেতমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখিন হইয়া বলিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, যে হেতু আমরা প্রেত, আমাদিগের বিশুদ্ধ জল পান করিবার অধিকার নাই, তুমি প্রতিদিন তোমার কমণ্ডলস্থিত যে অশুদ্ধ জল এই বৃক্ষতলে নিক্ষেপ করিয়া থাক, তাহাতেই আমার পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। অদ্য অন্য মনস্ক বশতঃ নিয়মিতরূপে জল সেচন করিতে বিস্মরণ হইয়া বহুদূর গমন পূর্ব্বক আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন তুমি আমাকে জল পান করাইলে, তখন এই উপকারের প্রতিদান স্বরূপ আমি তোমার কিছু সেবা করিতে ইচ্ছা করি, অতএব কি করিতে হইবে আমার প্রতি সত্বর আজ্ঞা কর।

সেই নির্জ্জন প্রদেশে ভীষণ প্রেতমূর্ত্তি দর্শনে মহাত্মা তুলসীদাসের অন্তঃকরণ কিছুমাত্র ত্রাসিত বা বিচলিত হইল না। তৎকালে তিনি রামময় সাগরে মগ্ন ছিলেন। প্রেত বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে, প্রেমভরে গদগদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন; প্রেতরাজ! আমি তোমার নিকট আর অন্য কিছুই চাহিনা, একবার আমার শ্রীরামকে দেখিতে চাহি, কি করিলে, কোথায় গেলে, আমার রামের দর্শন পাইব, তুমি তাহাই বলিয়া

দেও। প্রেত বলিল, ব্রাহ্মণ! মানুষ হইয়া এ বাসনা কেন? প্রেতের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মার মস্তকে যেন শত বজ্রাঘাত পতিত হইল, তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিশ্রান্ত জলধারা পতিত হইতে লাগিল। তাঁহার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া প্রেত অতি মধুর ও গম্ভির স্বরে বলিল, ব্রাহ্মণ! তুমি ধন্য! তুমি আর নৈরাশ হইয়া ব্যাকুল হইও না; তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। আমি যে উপায় বলি তুমি সেই মত কর্ম্ম করিতে পারিলে অচিরাৎ তাঁহার দর্শন পাইবে।

তুলসীদাস প্রেতবাক্যে আশ্বাসিত হইয়া অতি ব্যগ্রতা সহকারে বলিয়া উঠিলেন, প্রেতরাজ! তোমার জয় হউক, তোমার মঙ্গল হউক, আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি প্রেতদশা হইতে মুক্তিলাভ কর। এখন যে উপায় অবলম্বন করিলে রাম দর্শন হয়, তুমি আমাকে সত্বর সেই উপদেশ প্রদান কর। তখন প্রেত হাস্য করিয়া অতি বিনয় ও নম্র বচনে বলিল, ঠাকুর! আমি তোমার বরে মুক্ত হইলাম, আর তুমিও তোমার আপন ভক্তি ও প্রেম শক্তি গুণে তোমার বাসনানুরূপ রত্নের দর্শন লাভ করিবে। এই বলিয়া প্রেত পুনরায় বলিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ তুমি যেখানে প্রতিদিন কথা শুনিতে যাইয়া থাক সেই খানে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মনও তোমার ন্যায়, প্রতিদিন কথা শুনিতে আসিয়া থাকেন। তিনি সেস্থলে সকলের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হন; এবং প্রসঙ্গ সমাপ্তি হইলে যখন সকলে তথা হইতে গমন করেন, তখন সর্ব্ব পরিশেষে তিনি গাত্রত্থান পূর্ব্বক সেস্থান হইতে তাঁহার গন্তব্য পথে গমন করিয়া থাকেন। তিনি মনুষ্য নহেন, ছদ্মবেশধারি মনুষ্যরূপী, তোমরা নরলোক, তাই তাঁহাকে চিনিতে পার না কিন্তু আমরা প্রেত কিনা, আমরা অনায়াসে সমস্তই জানিতে পারি; তিনি আর কেহ নহেন, তিনি ত্রেতাযুগের পবন কুমার বীর হনুমান। যেখানে যেখানে তাঁহার প্রভুর গুণকথা কীর্ত্তন হইয়া থাকে, তিনি ছদ্মবেশে সেই সেই স্থানে গমন করিয়া ঐ সকল কথা শ্রবন করেন। অতএব যখন তিনি কথিত স্থান হইতে গমন করিবেন তুমি অতি সন্তর্পণে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ পূর্ব্বক অতি নির্জ্জন স্থানে সমাগত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া দুই হস্ত দ্বারা তাঁহার পদদেশে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া ভূপতিত হইয়া থাকিবে; তিনি তোমাকে বার বার ছাড় ছাড় বলিলে

তুমিও তখন আপন অভিষ্ট দেবতার নাম বার বার উচ্চারণ করিতে করিতে আরও দৃঢ়রূপে তাঁহার চরণদেশ ধারণ করিয়া থাকিবে। দেখিও সাবধান, ভ্রমক্রমে কদাচ তাঁহার পদমূল ত্যাগ করিও না। তিনি তোমার মুখে তাঁহার প্রভুর নাম বার বার শ্রবণ করিলে আর তোমার হস্ত ছাড়াইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। সেই উপযুক্ত সময়ে তাঁহার নিকট তোমার মনোগত অভিপ্রায় জানাইবে; তিনি নিশ্চয় তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বলিয়া প্রেতমূর্ত্তি সে স্থান হইতে অন্তর্ধ্যান হইল।

তুলসীদাস তাঁহার আবাসস্থানে প্রত্যাগত হইলেন, এবং কতক্ষণে রাত্র আগমনে রামায়ণ পাঠ হইবে এই প্রতিক্ষায় সমুৎসক হইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তিনি হর্ষ প্রফুল্ল চিত্তে নিতান্ত উৎসাহিত অন্তঃকরণে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবাদিদেব মহেশ্বরের আরুতি সন্দর্শন করিয়া একবার দিগম্বরের চরণে তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধির বর প্রার্থনা করিলেন। এবং রামায়ণ কথাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তখন আর কেহ উপস্থিত নাই কেবল প্রেত কথিত ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণকে সচ্ছন্দে চিনিতে পারিয়া মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলেন। অনন্তর আর আর লোক সকল সমাগত হইলে রামায়ণ আরম্ভ হইল, পরে নিয়মিত সময়ানুসারে ঐ প্রসঙ্গ সে দিনকার মতন ভঙ্গ হইলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। জনতার বিরাম হইলে, ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে পদসঞ্চালন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তখন তুলসীদাসও অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যখন তুলসীদাস আপন অভিপ্রায় সিদ্ধির মতন নির্জ্জন স্থান পাইলেন, তখন তিনি পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে গমন পূর্ব্বক জয়রাম শ্রীরাম বলিয়া ভূপতিত হইয়া উভয় হস্তে ব্রাহ্মণের পদযুগল বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। সহসা একটি মনুষ্যকে পথপ্রান্তে পতিত ও আশ্রিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ অতি কোমল মধুর ও স্নেহপূর্ণ রবে তুলসীদাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুত্র! তোমার কি চাই? তুলসী বলিলেন হে মহানুভব! আপনার নিকটে আমার

দুইটি প্রার্থনা আছে, আপনি আমাকে অকিঞ্চন বোধে কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার মনোগত বাসনা ব্যক্ত কর, আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিব। যদিও আমি তোমার অন্তরের কথা জানিতেছি, তথাপি তোমার মুখে সেই কথা, আবার শুনিতে ইচ্ছা করি। তখন তুলসীদাস প্রেমে গদগদ হইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, হে তাতঃ আমার প্রথম ভিক্ষা এই যে, আপনি আমারে স্বরূপে দর্শন দিন, এবং দ্বিতীয় বাসনা এই যে আমাকে কমললোচন রাঘবালি শ্রীরামচন্দ্রকে দেখাইয়া আমার উদ্ধার সাধন করুন।

হনুমান তুলসীদাসের এই প্রার্থনায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তুলসীদাসকে সাধু সাধু বলিয়া অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে চিত্রকুট পর্ব্বতে গমন কর; তথায় তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া তিনি নিমিষ মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

ক্রমশঃ—

জনৈক রিন্দ।

স্বপ্নদৃষ্টা।

———:)o(:———

(গল্প)

আজি আমি যে কথা বলিতে যাইতেছি, বোধ হয় অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিবেন না। বাস্তবিক, জগতে এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা বিরল হইলেও কিছুমাত্রও অসম্ভব নহে! কবিবর Shakespeare জীবন্ত ভাষায় কহিয়াছেন, "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy."

আমার এ গল্প পাঠ করিয়া কেহ হয়ত ইহাকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবেন কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু তাঁহারা গভীর গবেষণার সহিত ইহার রহস্য উদ্ঘাটনে অগ্রসর হইবেন! বাস্তবিক স্বপ্নজগতের সহিত বহির্জগতের এরূপ নিকট সম্পর্ক দেখিয়াই আমাদের মনে হয় যে, এই পৃথিবীই আমাদিগের একমাত্র কর্ম্মভূমি নহে, এরূপ কত শত গ্রহ উপগ্রহাদির মধ্যে আমাদিগকে বিশেষ কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে।

(১)

সে বড় বেশীদিনের কথা নয়! বি, এল্ পাশ করিয়া আমি পশ্চিম প্রদেশেই প্র্যাক্‌টিশ করিতাম। আমার বাটী কলিকাতায়। অনেক দিন পরে পূজার ছুটিতে গৃহে ফিরিলাম! বহুদিন পরে আত্মীয় স্বজনের কলোচ্ছাসে আমার সন্তপ্ত বিরহীপ্রাণে একটা নূতন ও মহান সুখ বিকশিত হইয়া উঠিল!

বিজয়ার পরদিন বন্ধুবর গিরীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলাম কতদিন পরে! এখন গিরীন্দ্রের আর সে আকৃতি নাই! সেই সুগোল দীর্ঘ বপু এখন যেন অর্দ্ধেক খানা হইয়া পড়িয়াছে; আমি যাইতেই গিরীন্দ্র কহিল,—"কিহে! এতদিন পরে মনে পড়িল! আচ্ছা Practice পেয়েছ যা হোক—বন্ধু বান্ধবকে কি একেবারেই ভুলে যেতে হয়! একখানা চিঠিও নাই!" আমি আমার দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলাম, আমি কহিলাম "আর ভাই, মক্কেলের গোলামী নিজের উপর এত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যে তোমাদের মতন বন্ধু বান্ধবকেও পত্র দিতে অবসর পাই না।"

গিরীন্দ্র কহিল—"তোমাকে একখানা পত্র দিয়ছিলাম, কিন্তু ঠিকানা ভুল হওয়ায় মহামহিম পোষ্টাফিস সেখানি আমার দ্বারেই ফিরাইয়া দিলেন! চিঠিখানা বড় important ছিল।"

আমি সস্মিত ভাবে কহিলাম—"আমার দুঃর্ভাগ্য—ব্যাপার খানা কি?"

গিরীন্দ্র তাহার স্বভাব কোমল মৃদু হাসি হাসিয়া কহিল—"I have joined the Service of a rosy--rosy girl."

আমি চমকিত ভাবে কহিলাম—এঁ্যা তুমি? তুমি গিরীন? অমন independent spirit, "চিরকুমার সভার" সভ্য তুমি শেষে এমন একটা দাস খতে নাম লেখাইলে!

গিরীন্দ্র গম্ভীরভাবে কহিল,—"আমার বিবাহটা একটা অপূর্ব্ব ধরণের বিবাহ! It is quite a psychological romance. শুনিলে বোধ হয় বিশ্বাস করিবে না!"

আমি কহিলাম "সে কি!"

গিরীন্দ্র—"বল্‌ছি একটু অপেক্ষা কর" বলিয়া আমাকে কয়েকটা চুরুট আনিয়া দিল! কহিল "মাপ কর ভাই। এতক্ষণ চুরুটহীন মুখে বড়ই কষ্ট পাইয়াছ! আমারও অতটা হুঁস ছিল না!" বলা বাহুল্য আমি চুরুটের একটী যম!

গিরীন্দ্র কহিতে লাগিল—"তোমার বোধ হয় মনে পড়ে আমার বিবাহের জন্য ঠাকুরমা শেষ জীবনে কিরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন! বিবাহের বিরুদ্ধে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া বৃদ্ধার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল! হায়! আমি কি হৃদয় হীন! যাঁহার স্নেহে আমার জীবন পরিপুষ্ট, তাঁহার একটা অনুরোধ পালন করিলাম না! বাবা, মা, বিদেশেই কাটাইয়াছেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা, ঠাকুরমাকেই আমি বেশী জানিতাম! হায়! বৃদ্ধার শেষ জীবনের একটা স্নেহের অনুরোধ অযোগ্য অকৃতজ্ঞ আমি পালন করিয়া, তাঁহাকে সুখী করিতে পারিলাম না!

ঠাকুরমার মৃত্যুর পর, সে বৎসর বৈশাখ মাসে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল! একদিন মনটা বড়ই খারাপ ছিল—কিছুতে নিদ্রা হইতেছিল না—গরমও বেশ পড়িয়াছিল! ছাদে যাইয়া কিয়ৎক্ষণ বসিলাম! তখন চাঁদ উঠিয়াছে—সেই চন্দ্রালোকে সুপ্ত নগরী কি এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে! দিবসে নগরে কোলাহলের মত্ত ব্যস্ততায় কে ভাবিয়াছিল যে কয়েক ঘণ্টা পরেই সেই নগর একেবারে এমন শান্ত স্নিগ্ধশ্রী ধারণ করিবে? চেতনহীনা প্রকৃতি নীরবে এসকল প্রত্যক্ষ করিতেছিল! আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল! দূরে একটা পুষ্করণীর কাল জলে তাল গাছের কাল ছায়া পড়িয়াছে সেই ছায়ার মধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে—আমার মনে হইতে লাগিল নীলাম্বরীর ঘোমটা খুলিয়া একটী সুন্দরী বালিকা যেন জগতের দিকে চাহিয়া আছে! তুমি ভয় পাইও না আমি কবিতা লিখিতেছি না সে ক্ষমতাটা থাকিলে রবি ঠাকুরের অন্ন ধ্বংশ করিতাম! আমার মনে যাহা হইতেছিল তাহাই বলিতেছি!

আমাদের বাটীর নিকটেই একটা গানের আখড়া ছিল সেই স্থান হইতে কোমল কণ্ঠে কে গাহিতেছিল—

"দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ ভুলেছি ওকর পরশে,
যা কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ, সুখে আছি, আছি হরষে!"

এই গীতধ্বনিতে আমার প্রাণ যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল! কখন নিদ্রা আসিল জানিনা! ধীরে ধীরে স্বপ্নরাণী আমার নিদ্রাতুর প্রাণে একখানি মনোহর চিত্র আঁকিল!

আমি স্বপ্ন দেখিলাম—যেন কোথায় কোন পল্লীগ্রামে গিয়াছি! একটি শান্ত তটিনী বহিয়া চলিয়াছে! বিস্তৃত জলরাশি অচঞ্চল বক্ষে মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া চাঁদের ছবি বুকে লইয়া হাসিতেছে—পরপারে অস্পষ্ট বৃক্ষছায়া রেখার ন্যায় দেখা যাইতেছে! এ পারে ঘন পল্লব বেষ্টিত চারু কুঞ্জ শ্রেণী; বেশ মনে পড়ে—সেটি পূর্ণিমা রজনী! সেই রজনীতে চাতকের মর্ম্মভেদী রোদন—"ফটি—ঈকজল" মাত্র প্রকৃতির সুখহাস্য বিকশিত বদনে একটু বিষাদের কালিমা আঁকিতেছিল! আমি তন্দ্রালস ভাবে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া! সহসা একটি কোমল কলোচ্ছ্বাসে আমি পশ্চাত ফিরিয়া দেখি একটি বালিকা একটি সুন্দর মার্জ্জার শিশুর পশ্চাতে তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে! বালিকা আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল; পরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিলাম—"তোমার বিড়াল ধরিয়া দিব"? বালিকা কিছু বলিল না—কেবল উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি তুলিয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল! তাহার পর সহসা বালিকার মার্জ্জার আসিয়া, সোহাগভরে বালিকার পদতলে আপন দেহভার লুটাইতে লাগিল। বালিকা তখন তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিতে লাগিল। হঠাৎ কাহার করস্পর্শে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—চাহিয়া দেখি রামলাল আমাকে ডাকিতেছে!"

(২)

গিরীন্দ্র কহিতে লাগিল—"উক্ত ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে বর্দ্ধমানে দিদির কাছে যাই—ভাগিনেয় অরুণের উপনয়ন! বাটিতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেক লোকজন আসিয়াছে! আমার তখন এমন হইয়াছিল যে গোলমাল

আদৌ সহ্য করিতে পারিতাম না! তখন অপরাহ্ণ! দিদিদের নির্জ্জন বাগানের মধ্যে একটা গোলাপ ঝাড়ের কাছে আমি বসিয়া ছিলাম! চারিধারে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে! বাগান খানি বেশ সাজান—মধ্যে মধ্যে লতার ঝাড় অর্থাৎ জায়গাটা তোমার মতন কবির চক্ষে একটি কল্পনার রাজ্য! আমি বসিয়া আছি এমন সময় দেখি আমার ভাগিনেয়ী শোভা ও অপর একটি বালিকা গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ফুল তুলিতেছে! সেই বালিকার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইতে লাগিল ইহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিতেছি না। আমি ভাবিতে লাগিলাম। একি!—বিস্ময়ে আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এ যে আমার স্বপ্নদৃষ্টা সেই বালিকা! স্বপ্নে সেই বালিকাকে যেমন দেখিয়াছিলাম এ বালিকাও অবিকল সেইরূপ! তেমনি সুন্দর টানা চক্ষু—তেমনি গোলাপী রঙ্টুকু তেমনি কুঞ্চিত কেশের রাশি! আমার হৃদয় তখন যে কিরূপ হইল তাহা বলিতে পারি না।

আমি শোভাকে ডাকিলাম। শোভা নিকটে আসিল, সেই বালিকাটিও আসিল! শোভাকে সে বাগান হইতে অন্যত্র পাঠাইয়া, বালিকার পরিচয় লইবার ইচ্ছায় আমি শোভাকে কহিলাম "শোভা আমার জন্য পান আন দেখি!" শোভা ছুটিল। বালিকা তাহার অনুগমন করিতেছিল—আমি কহিলাম—"তুমি থাকনা!" কি জানি, কেন সে আমার কথা শুনিল!

আমি বালিকাকে কহিলাম—"তোমার নাম কি?"

বালিকা কহিল—"শ্রীমতী নীলিমা বালা দেবী"।

আমি— "তুমি শোভার কে হও?"

বালিকা— "সই"!

আমি—"তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

বাগানের পাশেই একখানি বড় বাড়ী দেখা যাইতেছিল—বালিকা তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"ঐটা"

তখন আমি বালিকাকে কহিলাম—"আচ্ছা নীলিমা, আমাকে তুমি কখনও দেখিয়াছ?" নীলিমা কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল!

আমি কোমলস্বরে প্রীতিপূর্ণ বচনে কহিলাম—"বল!"

নীলিমা আমার পানে চাহিল—পরে মুখখানি নত করিল; আমি দেখিলাম তাহার মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছে!

স্বপ্নের প্রসঙ্গ ভাবিয়া আমি কহিলাম—"আমি তোমাকে দেখেছি—নদীর ধারে একটা বাগানে তুমি বিড়াল লইয়া খেলা করিতেছিলে।" নীলিমা আর একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিল! দেখিলাম তাহার অঙ্গে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে! আমি অন্য প্রসঙ্গ তুলিবার অভিপ্রায়ে কহিলাম—"আচ্ছা নীলিমা—তোমার কোন্ ফুল ভাল লাগে—গোলাপ না জুঁই?" নীলিমা আনত বদনে কহিল—"জুঁ-ই!" এমন সময়ে শোভা পান লইয়া আসিল।

পরে দিদির নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম নীলিমা আমাদের প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা! তুমি বোধ হয় শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে বালিকাকে দেখিয়া—Love ই বল আর যা'ই বল—তাহাকে বিবাহ করিতে বড় ইচ্ছা হইল। দিদির কাছে সকল কথা বলিলাম দিদি বলিলেন—"আহা তোর এমন সুমতি হবে! বিনয় বাঁড়ুয্যেত এ সম্বন্ধে স্বর্গ হাতে পাবে! সে ত রাজী হয়ে বসে আছে বল্লেই হয়!"

মাঘ মাসের প্রারম্ভেই নীলিমার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরে নীলিমা আমাকে একদিন কহিল—"দেখ একটা কথা আমি তোমাকে বলব বড় আশ্চর্য্য ঘটনা! তুমি যখন অতুল বাবুদের (আমার ভগ্নীপতি) বাড়ী আইস তার আগে আমি তোমাকে দেখেছিলাম! কিরূপে জান? স্বপ্নে! একদিন—বৈশাখ মাসে—স্বপ্ন দেখি যেন কোথায় নদীর ধারে একটা বাগানে আমি একটা বিড়াল লইয়া খেলা করিতেছি, এমন সময়ে তুমি সেখানে আসিলে! তোমাকে দেখিয়াই আমার লজ্জা হইতে লাগিল আমি পলাইয়া গেলাম! স্বপ্নে তোমাকে ঠিক এই রকম দেখেছি কিছু তফাত নেই!" তুমি হয়ত ভাবিতে পার আমি শুধু একটা নিরর্থক গল্প বলিতেছি কিন্তু তাহা নহে! এখন আমি সম্পূর্ণ Changed man! আর জানইত আমি কি একটা নাস্তিক ছিলাম কিন্তু এই বিবাহটার পর থেকেই আমি পূজা আহ্নিক আরম্ভ করিয়া দিয়াছি! আচ্ছা, ইহা শুনিয়া মনে হয় নাকি যে স্বপ্নটা উড়াইয়া দিবার জিনিস নহে, আর স্বপ্ন জগতের সহিত বহির্জগতের খুব একটা নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে! "There is much philosophy in Dreams."

গিরীন্দ্র স্থির হইল।

সেদিন গিরীন্দ্রের বাটিতে খুব চর্ব্ব চোষ্য উদর দেবের পূজা সমাধান করিলাম। আসিবার সময় অবশ্য শ্রীমতি নীলিমাবালাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে Compliment দিতে ভুলিনাই।

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়।

৬ষ্ঠ ভাগ।] শ্রাবণ, ১৩০৯। [৪র্থ সংখ্যা।

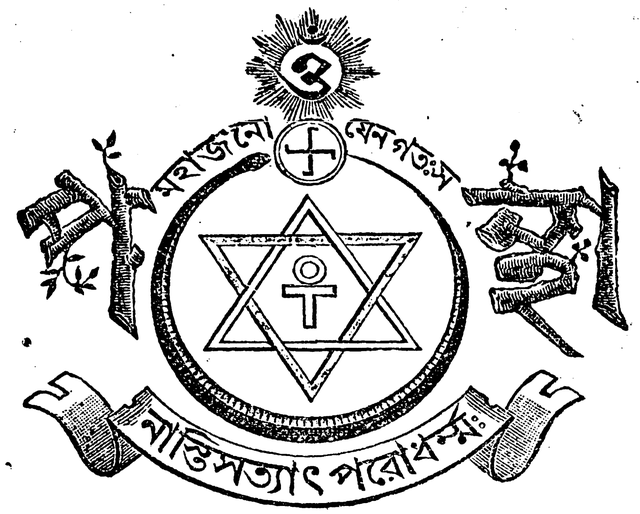

মাসিক পত্র।
শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্, সম্পাদিত।
কলিকাতা, ১২।১২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পত্রাঙ্ক।
১। স্তোত্রপুষ্পাঞ্জলিঃ।	শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ...	১২১
২। ভগবদ্গীতা।	,, মহেশচন্দ্র বসু	১২৪
৩। দুঁহামৃত লহরী।	,, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, ...	১২৭
৪। প্রণব, ছবি ও গান।	,, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১২৯
৫। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিত।	,, পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী ...	১৩২
৬। প্রেত-কুক্কুর।	,, বিরাজমোহন দে ...	১৩৪
৭। পৌরাণিক কথা।	,, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম-এ, বি-এল, ...	১৩৮
৮। বিচার-সাগর।	,, বিজয়কেশব মিত্র, বি-এল, ...	১৪৪
৯। অজগরের প্রশ্ন।	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল, ...	১৫০
১০। মহাত্মা গঙ্গাগীর অঘোরী।	জনৈকরিন্দ ...	১৫৫
১১। প্রশ্ন।	শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	১৬০
১২। গীত।	,, ধনঞ্জয় শর্ম্মা ...	১৬০

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

Printed By U. C. Bose & Co.,
GREAT EDEN PRESS,
6, Bheem Ghose's Lane, Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ⁄০ আনা কমিশন পাঠাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত, প্রকাশক।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

অ মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর, হেরিং, গারেন্‌সি, ক্লেকণ্ট. সি, ভন্, বেনিং হোসেন্ কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাহ পুস্তক-খানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ, কার্য্যাবশেষ পুরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিষয়তা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি। ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক্ পৃথক্ সময়ানুসারে ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রেশন ও এগ্রাভেশন্) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

V. L. M. S. F. T. S.

পোষ্ট মহানাদ, জেলা হুগলি।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

ষষ্ঠ ভাগ। { শ্রাবণ ১৩০৯ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা।

স্তোত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রম্।

(১)

পুলিনবিহারিন্ বল্লবীচিত্তহারিন্

দনুজদলবিদারিন্ পাপিনাং তাপহারিন্।

শমনদমনকারিন্ পীতকৌষেয়ধারিন্

সকলকপুষবারিন্ তে নমো বিশ্বকারিন্॥

গোপীচিত মোহকারী, পুলিনবিহারী হরি,

নাশিছ দানবদল পাপীতাপ হরণে।

শমনদমনকারী, হে পীত কৌষেয় ধারি,

সর্ব্ব পাতকহর, নমি বিশ্বকারণে॥ ১॥

(২)

ত্রিভুবনজনপালিন্ ভূধরাম্মীবিচালিন্
কনককমলমালিন্ শঙ্খচক্রাদিশালিন্।
স্ফুরিতরুচিতমালিন্ গোপিকানৃত্যতালিন্
ভবসুবিষমজালিন্ তে নমঃ কংসদালিন্॥
পাল তুমি ত্রিভুবন, ধরেছিলে গোবর্দ্ধন,
স্বর্ণপদ্ম মালা গলে শঙ্খচক্রধারি হে!
গোপি নৃত্য তালে তালে, তুমি নাচ কুতূহলে;
ভবজাল হ'তে তার, নমি কংসারি হে!। ২॥

(৩)

জলনিধিতলশোয়িন্ সার্ষ্টিসালোক্যদায়িন্
জগতি শুভবিধায়িন্ যাদবেয়গ্রেযায়িন্।
ললিতমধুরগায়িন্ রাধিকাবক্ত্রপায়িন্
নবজলধরকায়িন্ তে নমো ঘোরমায়িন্॥
শয্যাকারণ নীরে, মুক্তি দাও ভক্ত নরে,
যদুপতি জগতের বিধি দাও কুশলে;
গাও মৃদু মধু গান, (কর) রাধাধর সুধাপান;
নবজলধর কায় নমি মায়া কুশলে! ৩॥

(৪)

জঠরজমদদর্শন মাতরং বিশ্বমীশঃ
শমনভবনঘাতম্ পুত্রমানীয়তাতম্।
শতশতযুবতীনামেকা কণ্ঠলগ্নং
প্রণমতি পরমেশং তং রমেশং বিমূঢ়ঃ॥
বিশ্ব জঠরতলে, মাতায় দেখালে ছলে,
যমপুরী হতে পুত্র আনি দিলে জনকে;
বিশ্বরমণীর তুমি, একমাত্র গতিভূমি,
প্রণমে তোমারে নাথ! এই মূঢ় পাতকে॥ ৪॥

(৫)

ললিতমিলিততালং মণ্ডলং নর্ত্তয়ন্তং
সুললিতললনানাং চক্রমধ্যে চরন্তং।
সুমধুরলয়তানং চারুসংগীতমন্তং
স্মরতু মমমনস্তং রাসনিশ্চূম্বিচিত্তম্॥
ললিত সুতালে মিলি রচনা করি মণ্ডলি
বিশ্বনারীব্যূহমাঝে নিত্য যেই বিহারে;
সুমধুর লয়তানে, মত্ত রাগ-চারুগানে,
ও আমার মূঢ়মন! স্মর স্মর তাঁহারে!! ৫॥

(৬)

ভজননিয়মভাজং প্রেমবাপীমরালং
জনমধুমুরকালং কৃষ্ণমাঝৌ করালম্।
অতুলসুকৃতি গোপক্ষেমবল্লী প্রবালং
প্রণমতি সুরপালং নন্দগোপালবালং॥
ভজ নিয়মিত কাল প্রেমনীরে সে মরাল,
স্মর রণে ভীমরূপী মধুমুর-কালকে;
অতুল সুকৃতিময়, গোপ শুভবল্লীচয়,
নমি আমি সুরপাল নন্দগোপ বালকে॥ ৬॥

(৭)

ভবজলধিনাবং কিল্বিষারণ্যদাবং
সুভৃতসুরভিশাবং চারুবংশীবিরাবং।
অবিচলদনুভাবং ব্যক্তনিত্যপ্রভাবং
প্রণমতি পদযাবং ত্বাং রমাবদ্ধভাবং॥
ভবজলে তরণী সে পাপারণ্যে দাবাগ্নি হে!
গোবৎসপালক, তাঁর বাঁশী গাহে মধুরে;
অবিচল সুঅটল, নিত্যভাব সুবিমল,
নমি সেই সুরনাথ হরি রমা বঁধুরে!! ৭॥

(৮)

ভব পদযুগলীনং নোমনো জ্ঞানহীনং
বিতর বিতর দীনং বোধনং মামধীনং।
হর গিরিবরপীনং দুষ্কৃতং মামকীনং
প্রণমতি গুণহীনং মোক্ষদাং ত্বাং প্রবীনম্॥

হরি একি ভাব মনে, চাহেনা লীন ও চরণে?
জ্ঞান হীন, দয়া করি দাও জ্ঞান অধীনে।
কৃপা করি হর মম, পাপরাশি গিরিসম,
নমি আমি মোক্ষদাতা নির্গুণ হে প্রবীণে!! ৮॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণাষ্টকং সমাপ্তং।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

ভগবদ্গীতা।

(৩য় সংখ্যার ৮৫ পৃষ্ঠার পর হইতে)

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

(ক্রমাগত)

অনুতিষ্ঠ কর্ম্ম [তবে] যা কর্ত্তব্য(১১) [তব],
কর্ম্মঅকরণাপেক্ষাকরণ প্রশস্তঃ
যদি হও কর্ম্ম শূন্য, [থাক্ অন্য কথা,]
হইবে দুর্ঘট তব দেহ যাত্রা সিদ্ধি। ॥ ৮ ॥
ঈশ্বর প্রীতির জন্য কৃত কর্ম্ম ভিন্ন (১২)
যাবতীয় কর্ম্ম হয় বন্ধনের হেতু

(১১) "কর্ত্তব্য"—নিয়তং—সন্ধ্যোপাসনাদি; স্বামী। নিত্য, শাস্ত্রোপদিষ্ট, যে যে কর্ম্মে অধিকারপ্রাপ্ত ও যাহাতে ফলশ্রুতি নাই; শঙ্কর।

(১২) "ঈশ্বরাদি ভিন্ন পর্য্যন্ত"—যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোঽন্যত্র—"যজ্ঞোবৈবিষ্ণুঃ" এই শ্রুতিমূলে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর; শঙ্কর। যজ্ঞার্থ, ঈশ্বর প্রীত্যর্থ; স্বামী। যজ্ঞ,—Sacrifice. A. B.

এ নরলোকের; [কেঁই,] আসক্তি(১৩) ত্যজিয়া
কেবল ঈশ্বর-প্রীতি-উদ্দেশে, কৌন্তেয়,
আচর সম্যক্‌রূপে কর্ম্ম [করণীয়]। ॥ ৯ ॥
পুরাকালে যজ্ঞসহ প্রজাকুল সৃজি
প্রজাপতি, [প্রজাকুলে] কহিলা [সম্বোধি],
"এই যজ্ঞ বলে সবে লভহ ক্রমশঃ
অতি বৃদ্ধি, এই যজ্ঞ তোমা সবাপক্ষে
হউক অভীষ্ট [ভোগ দানে] কাম দুঘ! ॥ ১০ ॥
"পুষ্টকর দেবকুলে [হবির্ভাগ দানে]
যজ্ঞ কর্ম্মে, তোমা সবে, সেই দেবকুল
পোষুণ্ [অন্নাদি দানে বর্ষি যথাকালে];
[এ রূপে] পোষণ করি উভয় উভয়ে,
লভিবা [উভয় পক্ষে] কল্যাণ পরম; ॥ ১১ ॥
"দিবেন দেবতাকুল যজ্ঞে পুষ্টি লভি
তোমা সবে মনমত ভোগ্য বস্তু যতঃ"
এ নিমিত্ত সে সমস্ত দেবদত্ত বস্তু
দেবোদ্দেশে না সমর্পি, [নাহি পরিশোধি
দেবঋণ,(১৪) নিজ দেহ-ইন্দ্রিয় তর্পণে]

(১৩) "আসক্তি ত্যজিয়া"—মুক্তসঙ্গঃ—কর্ম্মফলসঙ্গবর্জ্জিত; শঙ্কর। নিষ্কাম; স্বামী।

(১৪) Their physical lives were supported by lower lives, by the earth, by plants; they consumed these, and in thus doing they contracted a debt which they were bound to pay. Living on the sacrificed lives of others, they must sacrifice in turn something which should support other lives; they must nourish even as they were nourished; taking the fruits produced by the activity of the astral entities that guide physical Nature, they must recruit the expended forces by suitable offerings. Hence have arisen all the sacrifices to these forces—as science calls them—to these intelligences guiding physical order, as religions have always taught. As fire quickly disintegrates the dense physical, it quickly restored the etheric particles of the burnt offering to the ethers; thus the astral particles were easily set free to be assimilated by the astral entities concerned with the fertility of the earth and the growth of plants. Thus the wheel of production was kept turning, and man learned that he was constantly incurring debts to Nature which he must as constantly discharge.

(*Ancient Wisdom. A. Besant.*)

যে ভুঞ্জে সে জন [ভবে] তস্কর [নিশ্চিত ;
দেবস্ব হরণ পাপে লিপ্ত সে সতত]।
[বুঝিবা এ স্থলে "যজ্ঞ" শব্দে যাবতীয়
অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, শুধু যাগ নহেঃ
অকাম প্রসঙ্গে তথা কাম্য কর্ম্মস্তুতি
অসঙ্গত বলি যেন না ভাবিহ মনে ;
কেন না অকর্ম্মাপেক্ষা প্রশংসা কর্ম্মেরি
হউক তা কাম্য,—ইহা পূর্ব্বে প্রকাশিনু]॥ ১২ ॥
যজ্ঞশিষ্ট ভোজী সাধু লভেন নিষ্কৃতি
[গৃহস্থের পঞ্চশূনা(১৫) কৃত] সর্ব্বপাপে ;
পাপাচার পরতারা,—পাপ মাত্র ভুঞ্জে,
যারা আপনার তরে প্রস্তুতে আহার।॥ ১৩॥
লভি পরিণতি শুক্র শোণিত আকারে,
ভুক্ত] অন্ন, ভূত দেহ জন্মায় [সংযোগে] ;
পর্জ্জন্য জন্মায় অন্নে ; পর্জ্জন্য ১৬) [আপনি]
জন্ম লভে যজ্ঞ গুণে ; যজ্ঞের উদ্ভব
[যজমান-ঋত্বিকের ক্রিয়ারূপ] কর্ম্মে ;॥ ১৪ ॥
কর্ম্মের উদ্ভব ব্রহ্মে, [বেদে ব্রহ্ম কহি] ;
ব্রহ্ম পুনঃ পর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ;
সর্ব্বগত পরব্রহ্ম তেঁই যজ্ঞে নিত্য
প্রতিষ্ঠিত ["প্রতিষ্ঠিত" এ নিমিত্ত বলি,
সতত, উপায় ভূত যজ্ঞে লভ্য তিনি,
"উত্তমস্থা সদা লক্ষ্মী" লোকে বলে যথা]॥ ১৫ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র বসু।

(১৫) "পঞ্চশূনা"—শূনা, বধস্থান ; পঞ্চশূনা যথা ; কণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভী ও মার্জ্জনী। এই পঞ্চশূনাকৃত পাপ হেতু গৃহস্থের স্বর্গ হয় না। পঞ্চশূনাকৃত পাপ পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা বিনষ্ট হয়। পঞ্চযজ্ঞ যথা :—দেব যজ্ঞ, ব্রহ্ম যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ ও মনুষ্য যজ্ঞ।

(১৬) পর্জ্জন্য—পর্জ্জন্যঃ—বৃষ্টি, শঙ্কর।

দোঁহামৃত লহরী।

(৩য় সংখ্যার ৮৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(১৭৮)

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সাত সমুদ্র ভরপুর।
তুলসী চাতককে মতে বিনা স্বাতি সবধূর॥

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী প্রভৃতি নদীসমূহ ও সাতসমুদ্র বারি পরিপূর্ণ থাকিলেও তুলসী চাতকের মতে স্বাতী নক্ষত্রের জলবিনাসে সমস্তই ধূলিরাশি সদৃশ।

(১৭৯)

এক ভরোসো এক বঙ্গ এক আশ বিশ্বাস।
স্বাত বুঁদ রঘুনাথ হৈ চাতক তুলসীদাস॥

আমার এক মাত্র ভরসা, বল, আশা ও ধ্রুব বিশ্বাস যে রঘুনাথ স্বাতি নক্ষত্রের বারিবিন্দু এবং তুলসীদাস তদভিলাষী চাতক।

(১৮০)

জৌ কালী কে চিত্তমেঁ চড়ী রহত নিত রাম।
ঐ সে হো কব লাগিহৌ তুলসীকে মন রাম॥

যেমন প্রেমিক ব্যক্তির চিত্তে সর্ব্বদাই তাহার নায়িকার রমণীয় চিন্তা জাগ্রত থাকে, কবে তুলসীদাসের মনে রাম চিন্তা ঐরূপ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিবে ?—

(১৮১)

জৌঁ গরীব কি দেহ মেঁ মাঘ পূস কৌ ঘাম।
ঐ সে হো কব লাগিহৌ তুলসীকে মন রাম॥

যেমন দীন দরিদ্রের দেহ পৌষ মাঘ মাসের রৌদ্রের জন্য লালায়িত হয়—তুলসীদাসের মন রামচন্দ্রের জন্য কবে ঐরূপ হইবে ?

(১৮২)

তিন টুক কোপীনকে অরু ভাজী বিন নৌন।
তুলসী রঘুবর উর বসে ইন্দ্র বাপুরৌ কৌন॥

হে তুলসী! যদি দেহাচ্ছাদন জন্য তিন টুকরা কৌপীন এবং উদরপূরণের জন্য অলবণ শাকাদি ভাজী ভিন্ন অন্য কিছু না মিলে আর হৃদয়ে রঘুবর রামচন্দ্র বাস করেন তাহা হইলে ইন্দ্রই বা কোন ছার?

(১৮৩)

গুণ স্বরূপ বল দ্রব্য কৌ প্রীতি করৈ সব কোয়।
তুলসী প্রীতি সরাহিয়ৈ জু ইন তেঁ বাহর হোয়॥

গুণ রূপ বল সম্পদের প্রতি সকলেই প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকে; পরন্তু হে তুলসী! যে প্রীতি এই সকলের অতীত তাদৃশ প্রীতিরই প্রশংসা করিও।

(১৮৪)

মীন কাট জল ধোইয়ে খাএ অধিক পিয়াস।
তুলসী প্রীতি সরাহিয়ৈ মুয়ে মীন কি আস॥

মৎস্যকে কাটিয়া জলে পুনঃ পুনঃ ধুইয়া (রাঁধিয়া) খাইলেও অধিকতর পিপাসা হয় (অর্থাৎ তাহার লবণত্ব ঘুচে না); হে তুলসী! তাদৃশ প্রীতিরই প্রশংসা করিও যাহা মৎস্যের ন্যায় মরিয়াও (সমুদ্রের সহিত) পুনর্মিলনের আশা ছাড়ে না। [মাছ খাইলে যে পিপাসা বৃদ্ধি হয় তাহা তাহার লবণাক্ততার পরিচায়ক এবং তাহাকে কাটিয়া ধুইয়া রাঁধিয়া খাইলেও যে তাহার লবণাক্ততা দূর হয় না তাহা তাহার সমুদ্রের সহিত প্রগাঢ় প্রীতি ও পুনর্মিলনাভিলাষের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।]

(১৮৫)

কহা কহোঁ ছবি আজকী ভলে বনে হৌ নাথ।
তুলসী মস্তক তব নবৈ ধনুষ বান সো হাথ॥

হে নাথ! তোমায় আজিকার সুমধুর মোহন ছবি কিরূপে বর্ণন করিব! তুমি উত্তমই সাজিয়াছ! পরন্তু যখন তুমি হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিবে তখনই তোমার চরণে তুলসীদাস মস্তক নত করিবে। [প্রবাদ আছে তুলসীদাস শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজীউ দর্শনকালে তাঁহার চূড়া বংশীধারীমোহনরূপ লক্ষ করিয়া এই কবিতাটী বলিবামাত্র ভক্তবৎসল ভগবান হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী দোঁহায় তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।]

প্রণব, ছবি ও গান।

(১ম সংখ্যার ৩৪ পৃষ্ঠার পর হইতে)

বাকভাষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভাষার উদ্দেশ্য সমীকরণ, শান্তিস্থাপন, প্রজাসৃষ্টি বিস্তার এবং রক্ষা। আমরা সে কথা চাহিয়াও দেখিনা। ভাষার সৃষ্টি হইলেই সংহারের মাত্রাটা কমিয়া গেল। পূর্ব্বে একটা দেখিলেই আর একটা গপ্ করিয়া খাইত। এখন একটা পাঁঠা খাইতে গেলে দশ খানা পুঁথি দেখাইয়া দশজনে বলে "বাবা, জীবহত্যাটা না বুঝিয়া করিও না"। অলক্ষ্যে মনের গহ্বর দিয়া এই ভাষাগুলা কি প্রকারে অবতীর্ণ হইতেছে তাহা বুঝিবার আবশ্যক নাই তবে ভাষাটার জ্ঞান স্থূলতঃ ভাল। চক্রবর্ত্তী চীনদেশ পর্য্যটনে গিয়াছিলেন ভাষাটা জানেন না। কোন কুসুমোদ্যানে মস্তক মুণ্ডিত, বরাহলাঙ্গুল-বিনিন্দিত বেণী শোভিতা, পট্টবস্ত্রা একটী যুবতী দেখিয়া প্রেমে পরিপ্লুত হন। কিন্তু ভাষাটা না জানায় চক্রবর্ত্তীর বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ স্বরবর্ণের সাহায্যে অ উ আ প্রভৃতি ধ্বনি করিলেন। কোন ফল হইল না। যুবতী স্থিরা, নিশ্চলা। তৎপরে ব্যঞ্জনবর্ণ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। কা, কু, কি, চু, ফিং ফূ। তৎক্ষণাৎ যুবতী আহত সর্পের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। চক্রবর্ত্তী বেগতিক দেখিয়া দৌড়! কথাটা, প্রথমতঃ যুবতী মোটেই স্ত্রীলোক নহেন পুরুষ, দ্বিতীয়তঃ ফিং ফূঃ একটা কুৎসিত গালি অর্থ "শালা"। অজ্ঞান বশতঃ চক্রবর্ত্তী মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। উপায় নাই! যেমন বাহ্য বর্ণ প্রভৃতির লক্ষণ জানা উচিত, ততোধিক ভাষাটাও জানিয়া রাখা ভাল। প্রথম সম্ভাষণেই লোকটাকে জানিতে পারা যাইত। অনেক কথাবার্ত্তার পর একটা লোকের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ অনেক ভাষা একত্র করিয়া, অনেক ভাব সংযোজিত করিয়া, অনেক হাসিয়া, অনেক কাঁদিয়া অন্তরের ভাষাটা আমরা শিখিয়া লই। কবির আধ আধ ভাষ বহির্ভাষার আবরণের মধ্যে একটু আনন্দের হাসি

মাত্র। সাধকের উপাসনা বহির্মন্ত্রের আবরণের মধ্যে দ্বৈতভাবের আনন্দময় বিকাশ মাত্র। আত্মশক্তির বিকাশ এইরূপেই হইয়া থাকে। আবরণটা কিছু না হইলেও তাহার একটা প্রণালী আছে অতএব ভাষাটা জানিয়া রাখা উচিত। মন্ত্র, গান, কাব্য, হাসি, কান্না, নানাবিধ আবরণ, নানাবিধ সঙ্কেত। ওঁকারেও আত্মাহারা না হইতে পার, হুঁ, হ্রীঁ, ক্লীঁ প্রভৃতিতে ভয় না পাইতে পার, কিন্তু প্রাণ দ্বারা সংপুটিত হইলে ইহারাও বর্গীদিগের ন্যায় হাঙ্গামা করিতে পারে। মনোময় কোষে যে মানবশক্তি নিহিত থাকে সেটা বড় সোজা বিষয় নহে। সেটার বলে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়, সেটার বলে গৌরাঙ্গের সেবক ম্যান্‌চেষ্টারের কাপড় ছাড়িয়া কৌপীন পরিধান করে, সেটার বলে প্রকৃতি সশঙ্কিত এবং মনে করিলে সেটা অনায়াসে সৃষ্টিবন্ধ করিতে পারে। সেটাকে থামাইয়া, আশ্বাস দিয়া, প্রবঞ্চনা করিয়া এই প্রকাণ্ড বিশ্বের গোড়ায় কেহ একটা আনন্দময় লীলাক্ষেত্র সংস্থাপন করেন। তুমি আমি সে লীলাক্ষেত্র না দেখিতে পারি, কিন্তু অনেকে দেখে, এবং দেখিয়া বিহ্বল হয়। যে ভাষা দ্বারা মানব, প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহা সঙ্গীন ভাষা। যে ভাষা দ্বারা মানব প্রকৃতিকে ভক্তি বসন বিজড়িত করিয়া হৃদয়ে লয় তাহা রঙ্গীন ভাষা। যে ভাষা দ্বারা মানব প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মার পূজা করে তাহা মন্ত্র। রঙ্গীন ভাষাটাই সাধারণতঃ হৃদয়গ্রাহী। সুর সংযুক্ত হইলে তাহার নাম হয় গান। বর্ণ-সংযুক্ত করিলে তাহা হয় ছবি। সব গুলিই আবরণ। অভ্যন্তরে শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এ শক্তিটা বাহুবল নহে, হৃদয়ের বল। সেই বল হইতেই আনন্দের উৎপত্তি। সেই বল হইতেই আত্মত্যাগ এবং আত্ম-সংবরণ। গানে পুত্র শোক ভুলিয়া যাই আবার দ্যুলোকে দেবতারা গান করিয়া পুত্ররূপী স্নেহকণা মানবগর্ভে বিকীর্ণ করেন। পিতা নাই, মাতা নাই, স্নেহধারা নাই, সকলই গিয়াছে। অমনি আশ্বাস বারি আসিয়া শুষ্কহৃদয় সিক্ত করে। প্রবঞ্চনা হইলেও এটা বেশ। মিথ্যা হইলেও এটা ক্ষণভঙ্গুর জীবনের ত্রিদণ্ডী। দ্বিজ মানব! তুমি ইহাতেই জন্মগ্রহণ কর। শাস্ত্র পশু-জন্মের কথা বলে নাই। মানব জন্মের কথা বলিয়াছিল। বাক্ হইতেই মানবের সৃষ্টি। ওঁকার সেই বাক্। রুদ্রতেজা অন্ধ সুষুপ্ত শক্তিকে মস্তকে

লইয়া আত্ম সংবরণ কর। হৃদয়ে লইয়া বিষ্ণুকে দেখ। মানব তুমি উদ্ভিদ নহ, স্বেদজ নহ, অন্তজ নহ। বাইসম্যান্ এবং পিতামহের অণ্ডের সহিত কেবল তোমার আবরণের সম্বন্ধ। সেই অণ্ডের গুণে দ্বিধা হইয়া তোমার ভেদ জ্ঞান হইতেছে কিন্তু অণ্ডগুলা অবশেষে তুমিই খাইয়া ফেলিবে। যত দিন শেষ না করিয়া ফেল ততদিন ভাষাটা শিক্ষা করা উচিত তাহা হইলে চক্রবর্ত্তীর ন্যায় হ য ব র ল র বিপদে পড়িবে না।

সন্ধ্যাগগন-সমাকীর্ণ উজ্জ্বল-তারকার কিরণে বসিয়া একটা পূরবী গাও, গালাগালি করিও না। অজ্ঞান ঝিল্লী তোমাকে কি শিখাইতেছে? ঘোর তমিস্রা রজনী আসিলে নীরবে তাঁহাকে ডাক, অজ্ঞান জড়প্রকৃতি কি বলিতেছে? প্রভাত-মলয়-কম্পিত যূঁতি কুসুমের পরিমলে বিভোর হইয় একটা ভৈরবী গাও, পরের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিও না, অবোধ বিহঙ্গম কি প্রচার করিতেছে? প্রকৃতি সংহার কখনই করে না, সৃষ্টি করে। তোমারই করুণার চক্ষে তুমি প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রণালীকে সংহাররূপে দেখিতেছ। করুণাটার দিকে অন্তর্দৃষ্টি কর, সংহারের দিকে বহির্দ্দৃষ্টি করিও না। বিজ্ঞান করে করুক। জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানযুক্ত হইলেই জীবতত্ত্বের গোলমালটা মিটিয়া যাইবে। বিজ্ঞানও বিরক্ত হইলে গান করে। পাগল হেল্‌মহোলৎজ জর্ম্মানীর নীরব-প্রদেশে বিজ্ঞানের আবরণে অসাধারণ গান করিতেন। সুহৃদ্বর ত্রিবেদী বিজ্ঞানের আবরণে পিতৃস্নেহবিগলিত অশ্রু "প্রকৃতির" উৎসর্গে মুছিয়া ফেলিয়া-ছেন। বন্ধুবর রায় মহাশয় হাসির ছটায় এই মহা রণক্ষেত্রের শ্মশান দৃশ্য তুলিতে আঁকিতেছেন। যেই যাহা করুক না কেন ভাষাটা জানিয়া রাখা উচিত। বাহ্য আবরণের মধ্যে মানুষটাকে চিনিয়া লও। গোলমাল করিও না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিত।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ।

(৫ম ভাগের ১২শ সংখ্যার ৪৫৩ পৃষ্ঠার পর হইতে)

যেমন একই মণি নীল, পীত, লোহিত বর্ণেদৃষ্ট, তদ্রূপ একই ভগবান্ সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। যেমন মধুচক্র শক্তি, মধুচক্রে ওতপ্রোত ভাবে অভেদ থাকিয়াও, সূর্য্যমণ্ডলরূপে মধুচক্রের বাহিরে সংস্থিত হইয়া যুগলরূপে প্রতিভাসিত হয়, তদ্রূপ যে শক্তি ভগবানে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়াও মণ্ডলরূপে ভগবৎ-বিগ্রহের বাসে উদিত হইয়া যুগলরূপে সংস্থিত, তাহাকেই স্বরূপ শক্তি বলা হয়।

এই স্বরূপ শক্তির তিন বৃত্তি। সন্ধিনী, সম্বিৎ, এবং হ্লাদিনী। যে বৃত্তি দ্বারা ভগবান সৎস্বরূপ হইয়াও সত্তাবিশিষ্ট রূপে প্রতিভাষিত তাহাই সন্ধিনী, যে বৃত্তি দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ ভগবান জ্ঞানবিশিষ্ট রূপে প্রতিভাষিত তাহাই সম্বিৎ, এবং যে বৃত্তি দ্বারা ভগবান আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দবিশিষ্ট ভাবে ভাসমান, তাহাই হ্লাদিনী। এই বিশিষ্টরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ-বিগ্রহ-স্বরূপই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

সন্ধিনীগত শুদ্ধ সত্ত্ব বৃত্তিতে, দীপ হইতে দীপের ন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বিলাস মূর্ত্তি সেই বিলাস মূর্ত্তিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহ বলরাম। ইনিই গোলকে জীবাত্মার পরম পরমাত্মা। ভূলোকে ইনিই শ্রীকৃষ্ণের লীলা সহায়।

ব্রহ্মাণ্ডপারে যে দিব্য স্থান বিরজা, তাহার অন্তর ভাগে মহাবৈকুণ্ঠ। সেই মহাবৈকুণ্ঠের উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণলোক। এই শ্রীকৃষ্ণলোকে এবং বৈকুণ্ঠে তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায় স্বরূপ থাকিয়া, প্রাকৃতিগত সৃষ্টিলীলায় তিনি চারি রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্রতী।

প্রাকৃত জগতে যিনি নারায়ণ রূপী ভগবান মহাবিষ্ণু, তিনি মহাবৈকুণ্ঠগত মহাসঙ্কর্ষণের অংশমাত্র। এবং সেই মহাসঙ্কর্ষণ যাঁহার অংশ তিনিই বলরাম।

প্রতি জীব হৃদয়ে যে অধিযজ্ঞরূপী ভগবান্ বিষ্ণু, তিনিই বিরাট গর্ভোদক-শায়ীর অংশ মাত্র এবং সেই বিরাট যাঁহার অংশ তিনিই মহাবিষ্ণু।

অতএব মহাবিষ্ণু, যে বলদেবের কলার কলা মাত্র—সেই বলদেবে এবং

ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই। কেবল কায় ভেদ মাত্র। নচেৎ স্বরূপ এক। এই এক স্বরূপেই যিনি গোলকে বলদেব, তিনিই নবদ্বীপে প্রভু নিত্যানন্দ।

ভগবানের—শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবন লীলায়—বলদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায় তেমনি ভগবানের—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নবদ্বীপ লীলায়—এই নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় বিগ্রহ। যাঁহার প্রশান্ত হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের নিত্যবিহার ক্ষেত্র, তাঁহার জীবনী যাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে সমর্থ তিনিও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় পাত্র। কারণ এক ভগবানই মূর্ত্তিভেদে চৈতন্য, প্রভু, দাস নিত্যানন্দ। যাহার চৈতন্যে বিশ্বাস কিন্তু নিত্যানন্দে প্রীতি নাই, তিনি অপরাধী অন্ধ। অন্ধ কখন দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারে না। যেমন দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণে ভেদ নাই তদ্রূপ নিত্যানন্দ, অনন্ত, বলরামে ভেদ নাই।

সেই নিত্যানন্দ একরূপে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ভূতভাবন ভগবান মহেশ্বর, আর রূপে নবদ্বীপে অবধূত শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাতা নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ মহিমায় সূর্য্য স্বরূপ সর্ব্বদিক ছাহিয়া কিরণজালে নিত্য উদিত কিন্তু দৃষ্টি অভাবে অন্ধ তাহা দর্শনে বঞ্চিত। সেই হেতু সেই কৃষ্ণশক্তিরূপা ভক্তি ভিক্ষায় আজ আমরা তাঁহার লীলা প্রসঙ্গে ব্রতী হইয়া অগ্রে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি।

লীলা প্রসঙ্গেই আমরা তাঁহার জন্মাদি নানা উল্লেখ করিলেও স্বরূপে তিনি সর্ব্বাতীত বস্তু। যেমন কামলরোগগ্রস্ত জীব শুভ্র, নীল, পীতবর্ণকেও হরিদ্রাবর্ণেই দৃষ্টি করে তদ্রূপ মায়া রোগগ্রস্ত জীব ভগবৎ চিদানন্দ বিগ্রহকেও মায়াগত বিবেচনা করে। যোগমায়া সহায়ে তাঁহার জন্মাদি লীলা মায়ার অনুকরণেই হইয়া থাকে। কারণ তাঁহার বিভুরূপে জীব, তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে পারে না, ভক্তি মাত্রেই ভেদভাবে দূরে অবস্থিতি করে, সে ভক্তি মাত্র তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর সামান্য। যাহা অসামান্য তাহাই প্রেম-ভক্তি। সেই প্রেমভক্তি ভেদভাবে উদয় হয় না। সেজন্য ভগবান নররূপে অভেদ ভাবে নরলোকে উদয় হন। অতএব তাঁহার যে নররূপ সেও চিদানন্দ বিগ্রহ। সে বিগ্রহে দেহ দেহী স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ নাই। অদ্য আমরা সেই নররূপী চিদানন্দবিগ্রহের যে নরলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা এই :—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিত।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ।

(৫ম ভাগের ১২শ সংখ্যার ৪৫৩ পৃষ্ঠার পর হইতে)

যেমন একই মণি নীল, পীত, লোহিত বর্ণেদৃষ্ট, তদ্রূপ একই ভগবান্ সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। যেমন মধুচক্র শক্তি, মধুচক্রে ওতপ্রোত ভাবে অভেদ থাকিয়াও, সূর্য্যমণ্ডলরূপে মধুচক্রের বাহিরে সংস্থিত হইয়া যুগলরূপে প্রতিভাসিত হয়, তদ্রূপ যে শক্তি ভগবানে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়াও মণ্ডলরূপে ভগবৎ-বিগ্রহের রাসে উদিত হইয়া যুগলরূপে সংস্থিত, তাহাকেই স্বরূপ শক্তি বলা হয়।

এই স্বরূপ শক্তির তিন বৃত্তি। সন্ধিনী, সম্বিৎ, এবং হ্লাদিনী। যে বৃত্তি দ্বারা ভগবান সৎস্বরূপ হইয়াও সত্তাবিশিষ্ট রূপে প্রতিভাষিত তাহাই সন্ধিনী, যে বৃত্তি দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ ভগবান জ্ঞানবিশিষ্ট রূপে প্রতিভাষিত তাহাই সম্বিৎ, এবং যে বৃত্তি দ্বারা ভগবান আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দবিশিষ্ট ভাবে ভাসমান, তাহাই হ্লাদিনী। এই বিশিষ্টরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ-বিগ্রহ-স্বরূপই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

সন্ধিনীগত শুদ্ধ সত্ত্ব বৃত্তিতে, দীপ হইতে দীপের ন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বিলাস মূর্ত্তি সেই বিলাস মূর্ত্তিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহ বলরাম। ইনিই গোলকে জীবাত্মার পরম পরমাত্মা। ভূলোকে ইনিই শ্রীকৃষ্ণের লীলা সহায়।

ব্রহ্মাণ্ডপারে যে নিত্য স্থান বিরজা, তাহার অন্তর ভাগে মহাবৈকুণ্ঠ। সেই মহাবৈকুণ্ঠের উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণলোক। এই শ্রীকৃষ্ণলোকে এবং বৈকুণ্ঠে তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায় স্বরূপ থাকিয়া, প্রকৃতিগত সৃষ্টিলীলায় তিনি চারি রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্রতী।

প্রাকৃত জগতে যিনি নারায়ণ রূপী ভগবান মহাবিষ্ণু, তিনি মহাবৈকুণ্ঠগত মহাসঙ্কর্ষণের অংশমাত্র। এবং সেই মহাসঙ্কর্ষণ যাঁহার অংশ তিনিই বলরাম।

প্রতি জীব হৃদয়ে যে অধিযজ্ঞরূপী ভগবান্ বিষ্ণু, তিনিই বিরাট গর্ভোদক-শায়ীর অংশ মাত্র এবং সেই বিরাট যাঁহার অংশ তিনিই মহাবিষ্ণু।

অতএব মহাবিষ্ণু, যে বলদেবের কলার কলা মাত্র—সেই বলদেবে এবং

ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই। কেবল কায় ভেদ মাত্র। নচেৎ স্বরূপ এক। এই এক স্বরূপেই যিনি গোলকে বলদেব, তিনিই নবদ্বীপে প্রভু নিত্যানন্দ।

ভগবানের—শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবন লীলায়—বলদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায় তেমনি ভগবানের—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নবদ্বীপ লীলায়—এই নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় বিগ্রহ। যাঁহার প্রশান্ত হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের নিত্যবিহার ক্ষেত্র, তাঁহার জীবনী যাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে সমর্থ তিনিও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় পাত্র। কারণ এক ভগবানই মূর্ত্তিভেদে চৈতন্য, প্রভু, দাস নিত্যানন্দ। যাহার চৈতন্যে বিশ্বাস কিন্তু নিত্যানন্দে প্রীতি নাই, তিনি অপরাধী অন্ধ। অন্ধ কখন দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারে না। যেমন দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণে ভেদ নাই তদ্রূপ নিত্যানন্দ, অনন্ত, বলরামে ভেদ নাই।

সেই নিত্যানন্দ একরূপে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ভূতভাবন ভগবান মহেশ্বর, আর রূপে নবদ্বীপে অবধূত শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাতা নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ মহিমায় সূর্য্য স্বরূপ সর্ব্বদিক ছাহিয়া কিরণজালে নিত্য উদিত কিন্তু দৃষ্টি অভাবে অন্ধ তাহা দর্শনে বঞ্চিত। সেই হেতু সেই কৃষ্ণশক্তিরূপা ভক্তি ভিক্ষায় আজ আমরা তাঁহার লীলা প্রসঙ্গে ব্রতী হইয়া অগ্রে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি।

লীলা প্রসঙ্গেই আমরা তাঁহার জন্মাদি নানা উল্লেখ করিলেও স্বরূপে তিনি সর্ব্বাতীত বস্তু। যেমন কামলরোগগ্রস্ত জীব শুভ্র, নীল, পীতবর্ণকেও হরিদ্রাবর্ণেই দৃষ্টি করে তদ্রূপ মায়া রোগগ্রস্ত জীব ভগবৎ চিদানন্দ বিগ্রহকেও মায়াগত বিবেচনা করে। যোগমায়া সহায়ে তাঁহার জন্মাদি লীলা মায়ার অনুকরণেই হইয়া থাকে। কারণ তাঁহার বিভুরূপে জীব, তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে পারে না, ভক্তি মাত্রেই ভেদভাবে দূরে অবস্থিতি করে, সে ভক্তি মাত্র তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর সামান্য। যাহা অসামান্য তাহাই প্রেম-ভক্তি। সেই প্রেমভক্তি ভেদভাবে উদয় হয় না। সেজন্য ভগবান নররূপে অভেদ ভাবে নরলোকে উদয় হন। অতএব তাঁহার যে নররূপ সেও চিদানন্দ বিগ্রহ। সে বিগ্রহে দেহ দেহী স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ নাই। অদ্য আমরা সেই নররূপী চিদানন্দবিগ্রহের যে নরলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা এই :—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

প্রেত কুক্কুর।

(২য় সংখ্যার ৮০ পৃষ্ঠার পর হইতে)

অধিকাংশ কর্ম্মচারী কেরোকে লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কাহারও নিকট থাকিল না; যে সমস্ত সৈন্য তাহাকে আদর করিত, সে তাহাদিগের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। কয়েক মাস অতীত হইলে জানিতে পারিলাম যে, প্রভুর হত্যাকালে সে যাহাকে সাঙ্ঘাতিকরূপে দংশন করিয়াছিল, একদিন সেই ককেসস্‌বাসী গুপ্তভাবে তাহাকে বিনাশ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সৈন্যগণ তাহাকেও কবরিত করিল; এবং তাহার মৃত্যুতে কেহই অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিল না। ইহার কয়েক দিবস পরে বিদ্রোহী শেমিল শরণাপন্ন হইলে আমি সৈন্যদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে প্রত্যাগমন করিলাম।

তৎপরে অষ্টাদশ বৎসর অতীত হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধ ঘোষিত হয়; এবং ককেসসের যুদ্ধকালে স্থান নির্ব্বাচন কার্য্যে পারদর্শিতা হেতু আমি আমেরিকা যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হই। আমি তথায় আগষ্ট মাসে উপস্থিত হইয়া আমার পূর্ব্বতন সৈন্যদলে মিলিত হইলাম। তৎকালে তুরস্কবাসী যুদ্ধবিষয়ে অপারদর্শিতা বশতঃ ভীত হইয়া অলসের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আলাজিন পর্ব্বতের শিখর সম্মুখে কিজিলতপ নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক আমরা সেনাবল বর্দ্ধিত করিতে লাগিলাম; এবং শত্রুপক্ষীয়েরা উক্ত শিখরদেশে পরিখা খনন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল। আমাদিগের শিবিরে সুনিয়ম পরিলক্ষিত হইত না। অশ্বারোহী সেনাদলের মুসলমান সেনাগণ চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শান্তিরক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব কার্য্য উপেক্ষা করিয়া নিদ্রায় সময় অতিবাহিত করে, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ ক্রমে ক্রমে ইহা অবগত হইলেন। ১৩ই আগষ্ট আমাদিগের অশুভদিন; কারণ শান্তিরক্ষকগণের অসাবধানতা বশতঃ আমাদিগকে সেই দিবস কিজিলতপে পরাজিত হইতে হয়। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর

এই কঠোর নিয়ম ব্যবস্থিত হইল যে, যে ব্যক্তি শান্তিরক্ষা কার্য্যে সামান্য মাত্র উপেক্ষা করিবে, তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে এক দিন আমি পুরাতন সৈন্যগণের অতি প্রিয় কেরো নামক একটী কুকুরের নিগূঢ় প্রেতাত্মার বিষয় কেহ কেহ গল্প করিতেছে শুনিতে পাইলাম। একদা কর্ণেল মহোদয় নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে বহির্গত হইলে ঠিক সেই সময়ে শুনিলাম যে, একজন কর্ম্মচারী কেরোর নাম উল্লেখ করিতেছে এবং মেজর টি একজন গোলন্দাজকে আহ্বান করতঃ বলিতেছেন, "অবশ্য ইহার মধ্যে সৈন্যগণের কোন প্রকার চাতুরি আছে।"

আমি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বলিতেছেন?" তিনি অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে উত্তর করিলেন, "আপনি কি কেরো নামক একটী কুকুরের সম্বন্ধে রটিত মিথ্যা গল্প অদ্যাবধি শ্রবণ করেন নাই?" এবং আমি বাস্তবিক জানিতাম না শুনিয়া, তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন;———

"কিজিলতপের যুদ্ধে পরাজয়ের পূর্ব্বে সৈন্যগণ যদৃচ্ছাক্রমে স্বাধীনতা উপভোগ করতঃ অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য সকল করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কর্ম্মচারীগণ শান্তিরক্ষার্থ নিয়োজিত প্রহরীগণের কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ করিবার মানসে বহির্গত হইয়া যদিও সর্ব্বদা দূর হইতে তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিতে পাইতেন কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কাহাকে ধৃত করিতে পারেন নাই; তাঁহারা স্ব স্ব পর্য্যাবেক্ষণ কার্য্যে বহির্গত হইলেই, ললাটদেশে তারকাকার-শ্বেত-চিহ্ন-শোভিত একটী ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ কুকুর হঠাৎ গুপ্তভাবে আগমন পূর্ব্বক নিদ্রিত শান্তিরক্ষকগণের পদ ও গাত্রবস্ত্র আকর্ষণ করতঃ তাহাদিগকে জাগরিত করিয়া দেয়, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। এইরূপে সতর্ক হইয়া তাহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক ব্যস্ততা সহকারে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহারা ইহাকে প্রকৃত কুকুর বলিয়া বিশ্বাস করে না; তাহারা বলিয়া থাকে যে, শেমিলের সহিত ককেসসের গুপ্ত যুদ্ধকালে তাহাদিগের একজন কর্ম্মচারী কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক ককেসস্‌বাসী কর্ত্তৃক হত হয়; নিউ-

ফাউণ্ডল্যাণ্ড দেশীয় কেরো নামক তাঁহার একটী কুকুর ছিল; ইহা সেই কেরোর প্রেতাত্মা।”

মেজর মহাশয়ের শেষ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বেরই সেই বিস্মৃত ঘটনাটী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল; এবং তৎকালে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম, বাক্‌শক্তি অন্তর্হিত হইল, আমি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলাম। সেই সময়ে কর্ণেল মহোদয় মেজর সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সেনাপতি মহাশয় প্রথমে যে শান্তিরক্ষককে নিদ্রিত দেখিবেন; অপর সৈনিকদিগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহাকেই গুলি করিবেন বলিয়া যে আদেশ প্রচার করিয়াছেন, বোধ হয় আপনি তাহা শুনিয়াছেন।”

নাস্তিক মেজর সাহেব অত্যন্ত কুপিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “সেটা কুকুরের প্রেতাত্মাই হউক কিম্বা অন্য যাহাই হউক, তাহাকে প্রথমে গুলি করিয়া উক্ত রহস্যটী উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা পাইব বলিয়া আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি।”

সহকারী কর্ম্মচারী মহাশয় বলিলেন, ভাল, তাহা হইলে এই উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; আমি এক্ষণে পর্য্যাবেক্ষণ কার্য্যে বহির্গত হইতেছি। আপনি কি আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা করেন? সম্ভবতঃ ঈদৃশ ঘটনা অন্য ঘটিতে পারে।”

সকলে তাঁহার সহিত গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমিও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। মেজর সাহেব অতি সতর্কতার সহিত তাঁহার পিস্তল সজ্জিত করিয়া বহির্গত হইলেন। অদ্য রাত্রি দিবসের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। চিত্তবিনোদন শুভ্র কিরণমালা বিস্তার করিয়া, চন্দ্রদেব আলাজিন্ পর্ব্বতের গগনভেদী শৃঙ্গ সকল এবং কিজিল্‌তপ্ আলোকিত করিতেছেন। পক্ষীগণ স্ব স্ব কুলায় অবস্থান পূর্ব্বক দিবসের শ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করিতেছে। পবনদেব যেন কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। দূরে ডোলিন্‌কা নামক বীণা যন্ত্রের ক্ষীণ সঙ্গীতধ্বনি একটী সৈনিকের কণ্ঠস্বরে মিশ্রিত হইয়া রাত্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আমরা পার্ব্বতীয় পথের একটী কোণ অতিক্রম করিবা মাত্র, হঠাৎ গীতবাদ্য থামিয়া গেল।

আমরা ধীর পদ বিক্ষেপে ক্রমশঃ শিখর দেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম। তথা হইতে স্পষ্টরূপে একদল শান্তিরক্ষক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদিগের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার মানসে প্রথমে আমরা একটী ঝোপের ছায়ায় দাঁড়াইয়া অবশেষে অদৃশ্যভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর দেখিলাম যে, একজন শান্তিরক্ষক পর্ব্বতশৃঙ্গে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। আমরা নিকটবর্ত্তী হইলে, ললাটদেশে তারকাকার-শ্বেত-চিহ্ন-শোভিত একটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কুকুর হঠাৎ বন মধ্য হইতে দ্রুতবেগে বহির্গত হইয়া তাহাকে জাগরিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার পদ ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক টানিতেছে, অবলোকন করিলাম। সর্ব্বনাশ! ইহা নিড্‌উইচেফের সেই কেরো; আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। আমি কম্পিতান্তঃকরণে গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে পিস্তলের শব্দ শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলাম—মেজর মহোদয় কুকুরটীর প্রতি অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি করিয়াছেন; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সেই দোষী শান্তিরক্ষক ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। আমরা তৎপ্রতি ধাবিত হইলাম; মেজর মহোদয় সর্ব্বাগ্রে ঘোটক হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহার মৃত দেহ উত্তোলন করিবামাত্র হৃদয় বিদারক ক্রন্দন করিতে করিতে হতচেতন হইয়া তাহার উপর নিপতিত হইলেন! তৎক্ষণাৎ সত্য বিষয় প্রকাশিত হইল; পিতা স্বহস্তে নিজ পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র স্বইচ্ছায় সখের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ জন্মদাতা কর্ত্তৃক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। ইহার পর কেরোর প্রেতাত্মা পুনরায় কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।”

শ্রীবিরাজমোহন দে।

পৌরাণিক কথা।

কৌমারলীলা ও তন্ময়তা।

প্রথমে তন্ময়তা, তাহার পর তদ্রূপতা। যে দিন হইতে শ্বেতকেতু "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে কত তপস্বী এই মহাবাক্যের নিত্য উচ্চারণ করিতেছেন। কত মহাত্মা নিত্য বলিতেছেন "অহং ব্রহ্মাস্মি"। "শিবোঽহং" বলিয়া কত মহাপুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দমনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। কে জানে, কত কাল হইতে এই মহাবাক্যের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে! কে জানে, কত আচার্য্য এই সুপ্তপ্রায় ধ্বনি মধ্যে মধ্যে পুনর্জাগরিত করিতেছেন! যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের ভাবগম্ভীর বাক্য বুঝিবার অবকাশ পান না, তাঁহারাও নিশ্চল দাসকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, "সোঽহং আপে আপ্"। আবার আজ আমার প্রিয়বন্ধু বিজয় বাবুকে অনুসরণ করিয়া অনেকে বলিবেন "সোঽহম্—আমাতে তিনি আপনে আপনি।"

অনেক দিনের কথা 'তত্ত্বমসি'। আর্য্যদিগের অতি পুরাতন শিক্ষা 'তত্ত্বমসি'। কিন্তু এই শিক্ষায় কত জন শিক্ষিত হইয়াছেন? কত জন সত্য সত্য বলিতে পারেন "অহং ব্রহ্মাস্মি"; "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানের নিত্য প্রবাহ চাই, এই জ্ঞানে নিত্য-স্থিতি চাই। জ্ঞান হইতে জ্ঞান-নিষ্ঠতার অধিক প্রয়োজন। আচার্য্যেরা বলিলেন, "শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন" দ্বারা জ্ঞান-নিষ্ঠতা হইবে। সত্য, সংসার যদি থাকিয়াও না থাকে, ব্রহ্মে যদি একান্ত আসক্তি জন্মে, তবে মনন এবং নিদিধ্যাসন সম্ভবপর হয়। সংসার ত্যাগ করিলে ত সংসার যায় না। আর যদিও সংসারে বৈরাগ্য হয়, তাহা হইলেও "অস্তি, ভাতি, প্রিয়" বলিয়া ব্রহ্মে তন্ময়তা ত হয় না। ধন্য সেই মহাপুরুষ, যিনি ব্রহ্মবেত্তা ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার। তিনি নিজবলে সংসার জয়ী। কিন্তু আমাদের সে বল নাই। দুর্ব্বলের বল ভগবান্। তাই আমরা ভগবান্‌কে আশ্রয় করি। ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া গোপীগণ বৃন্দাবনে বাস করিয়াছে। তিনি তাহাদের চিত্ত নির্ম্মল করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে

সহজ ভক্তি দিয়াছেন। দেখি, সেই সহজ ভক্তি অবলম্বন করিয়া গোপীগণ তন্ময়তা লাভ করিতে পারে কিনা! দেখি, তাহারা ভক্ত জীবনে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করিতে পারে কিনা!

'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলিয়া গোপ গোপীগণ বৃন্দাবনরূপ আনন্দ-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহাদের বিঘ্ন তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের সুখ দুঃখ তাঁহারা জানেন না। জানেন, তাঁহারা কেবল একমাত্র "শ্রীকৃষ্ণ"। কাহাকেও শিখাইতে হয় না, কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না; 'শ্রীকৃষ্ণ' তাঁহাদের সহজ ভাব। বেদের শাসন, রাজার পালন, দেবতার কৃপা—তাঁহারা কিছুরই অপেক্ষা করেন না। কৃষ্ণই তাঁহাদের বেদ, কৃষ্ণই তাঁহাদের রাজা, কৃষ্ণই তাঁহাদের দেবতা। তাই কৃষ্ণকে তাঁহাদের নিকট সকলই হইতে হইয়াছে। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সকল বিঘ্ন হইতে অতিক্রম করাইয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগের দেবতা হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগের রাজা হইয়াছেন। কেবল কংসের শাসনই বৃন্দাবন হইতে অপসারিত হয় নাই। ত্রৈলোক্যের রাজা ইন্দ্র এবং সপ্তলোক পিতামহ ব্রহ্মাও এই অলৌকিক বৃন্দাবনে আপন আপন অধিকার হইতে স্খলিত হইয়াছিলেন। ভক্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনের সকল ভার বহন করিতে হইয়াছিল।

বৃন্দাবন অপার্থিব, অলৌকিক। বৃন্দাবনের জল, বায়ু, মৃত্তিকা আমাদের জল, বায়ু, মৃত্তিকা নহে। বৃন্দাবনের প্রকৃতি, বৃন্দাবনের অধিদেবতা সকলই ভিন্ন। বৃন্দাবন নিত্য সুখময়। বৃন্দাবনের সকলই আনন্দময়। এ নিত্য বৃন্দাবনের কথা। যেকালে গোলোকবিহারী বৃন্দাবনে বিরাজ করিয়াছিলেন, সেই কালের বৃন্দাবনের কথা। এখনও বৃন্দাবনে সেই ভাব অনেক পরিমাণে আছে। এবং আমাদের মলিনতা যদি সেই ভাবকে আক্রমণ না করে, তাহা হইলে এখনও সেই ভাবের অনেক থাকিবে। বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি গোপীজন-বল্লভকে সার করিয়াছেন, সেই ভক্তের হৃদয়ে বৃন্দাবন নিত্য বিরাজিত।

আমাদের মনোবৃত্তি অত্যন্ত চঞ্চল এবং সর্ব্বদা নানা ভাবাপন্ন। কখন্ কোন্ ভাবে সেই বৃত্তি দূষিত হয়, আমরা জানিতেও পারি না। ব্রজবালকেরা কেহই জানিতে পারিলেন না, অথচ তাঁহাদের বৎসকুলের মধ্যে একটি আসুরিক

বৎস মিলিয়া গেল। যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বৎসাসুরকে নাশ করিলেন, তখন গোপ বালকেরা বিস্মিত হইলেন এবং অসুরকে চিনিতে পারিয়া 'সাধু, সাধু' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন।

কে আছে, যাহার মনের মধ্যে কখনও কখনও অভিমান উদয় হয় না? কে আছে, যাহার কখনও কখনও কোনরূপ ভাণের উদয় হয় না? কাহারও ধর্ম্মভাণ, কাহারও বিদ্যাভাণ,—নানারূপ ভাণ অতি সূক্ষ্মরূপে মনুষ্য-হৃদয় আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণ এই বকাসুরের আক্রমণ হইতে বৃন্দাবন রক্ষা করিলেন।

যাহাদিগকে ব্রজরমণীরা পতিপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তাঁহারা একে একে অপার্থিব হইতে চলিল। যাহাদিগকে লইয়া ব্রজরমণীগণের বিষয় বুদ্ধি, তাঁহারা পার্থিব বিষয় থাকিলেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহচর। প্রায় শ্রীকৃষ্ণের তুল্য হইয়া উঠিলেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ বিষয় হয়, তবে আর ভাবনা কি? যদি পতি, পুত্র, সুহৃৎ, বান্ধব, গো, বৎস সকলই কৃষ্ণময় হয়, তবে আর সাধনের বাকি কি থাকিল? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর গোপীগণ! বুঝিতে পারিবে, তোমাদের তুলনায় স্বয়ং লক্ষ্মীও কেন আপনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ধন্য বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় যত তুমি আলোকিত না হইয়াছিলে, ততোধিক গোপীদের মহিমায় তুমি আলোকিত হইয়াছিলে!

এ জন্মের সংস্কার মার্জ্জিত হইলেই বা কি? কত জন্ম জন্মান্তরের পাপ আমরা সঞ্চিত রূপে পৃষ্ঠে বহন করিতেছি। যেই আমরা এ জন্মে পবিত্র হইবার চেষ্টা করি, যেই আমাদের প্রারব্ধ দেহ পবিত্র হয়, যেই আমাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, অমনি শত জন্মের পাপ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। গৃহদাহ জন্য যদি কোন গৃহে বায়ু লঘুতর হইয়া উদ্গমনশীল হয়, অমনি চারিদিক হইতে ঘন বায়ু আসিয়া সেই গৃহকে আক্রমণ করে। শত জন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্মই আমাদের "অঘ"। এই অঘমর্ষণ বড় সহজ ব্যাপার নহে। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিবে, জন্মের অবধি নাই। কোথায় গিয়া কোন্ জন্মে পাপের অঙ্কুর হইয়াছে, কে বলিতে পারে? চলিয়া যাও, সৃষ্টির প্রাক্কালে। যদি সেখানে পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা দেখিতে পাও।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত
ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ
ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ॥

মহাপ্রলয় সময়ে জগৎ একমাত্র পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল, তৎকালে কেবল রাত্রি অর্থাৎ জগৎ অন্ধকারময় ছিল। পরে সৃষ্টির আরম্ভে অদৃষ্টবলে সৃষ্টির মূল স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হয়। সেই প্রলয় পয়োধি জল হইতে বিশ্ব-প্রকটনকারী বিধাতা জন্মিলেন। তিনি দিবাপ্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী প্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসর কল্পনা করেন। তদবধি দিন, রাত্রি, ঋতু, অয়ন প্রভৃতি এবং স্বর্লোকাদি কল্পিত হইতে লাগিল।

(মন্মথনাথ স্মৃতিরত্নের হিন্দু সৎকর্ম্মমালা।)

ব্রাহ্মণেরা এই অঘমর্ষণ মন্ত্র নিত্য পাঠ করেন। তাঁহারা বিশ্বকে বিলীন করিয়া, আপনাকে বিলীন করিয়া, প্রলয়ের অবস্থা কল্পনা করেন, যদি তাহাতেও প্রবল "অঘের" মর্ষণ হয়। গোপবালকেরাও অঘের মুখে বিলীন হইলেন। অঘাসুর মুখ ব্যাদান করিয়া পড়িয়া আছে।

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো দর্য্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ।
ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাদ্ধজিহ্বঃ পরুষানিলশ্বাস দবেক্ষণোষ্ণঃ॥

ব্রজবালকেরা মনে করিলেন, এ বুঝি বৃন্দাবন লক্ষ্মী। একি সত্বগুণের আভাস কিম্বা আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া আছে? যাহা হউক, এ যদি আমাদিগকে গ্রাস করে, তাহা হইলে বকারি শ্রীকৃষ্ণ বকের ন্যায় ইহাকে নিমিষের মধ্যে নাশ করিবেন। এই বলিয়া ব্রজবালকগণ হাসিতে হাসিতে এবং করতালি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বৎসগ সহিত সেই ভীষণ অজগরের মুখে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ করিবারও সময় পাইলেন না। কিম্বা তাঁহার মায়া, তাঁহার লীলা কে বুঝিতে পারে! শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় অঘাসুর সবৎস শিশুদিগকে একেবারে উদরস্থ করিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বগণদিগকে বাঁচাইবার জন্য এবং খল অসুরকে নাশ করিবার জন্য স্বয়ং সেই সর্পের মুখে প্রবেশ করিলেন। দেবতারা হায় হায় করিয়া উঠিল। কংসাদি অসুরগণ অত্যন্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অসুরের গলদেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অসুরের প্রাণ বিনির্গত হইল। তখন অমৃতবর্ষিণী আত্মদৃষ্টি দ্বারা সবৎস গোপবালকদিগকে

পুনর্জীবিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বহির্নির্গত হইলেন। দেবতারা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে জয় জয় শব্দ হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি দ্বারা পুনর্জ্জীবন। এ অন্য জীবন। যাহার অঘনাশ হইয়াছে, সে আর ত্রৈলোক্যের নহে। সে আর ব্রহ্মাণ্ডের নহে। ব্রহ্মার আর তাহার উপর কি অধিকার! আর কি সে গোপবালক আছে! আর কি সেই গোবৎস আছে। এখন যে তাহারা কৃষ্ণময়। গোপীগণের বিষয় সকল কেবল কৃষ্ণের ছায়ামাত্র। এইবার ইহার চূড়ান্ত পরীক্ষা দেখিতে পাইবে।

অঘাসুর বধে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপাল গোপবালকগণকে হরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

ক্বাপ্যদৃষ্টান্ত বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥

বনের মধ্যে কুত্রাপি বৎস ও বৎসপালদিগকে দেখিতে না পাইয়া, বিশ্ববিৎ শ্রীকৃষ্ণ সহসা জানিলেন, যে এ সকলই বিধিকৃত।

যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পক বপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্ যষ্টি বিষাণ বেণুদল শিগ্‌যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীল গুণাভিধাকৃতি বয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপোবভৌ ॥

যে যে বৎসপাল, যেমন যে বৎসের শরীর, যেমন যাহার হস্ত, পদাদি, যেমন যাহার যষ্টি, বিষাণাদি, যেমন যাহার শীল, গুণ ইত্যাদি,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলই সেইরূপ হইলেন। "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" এই বাক্য তিনি সার্থক করিলেন।

স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতি বার্য্যাত্ম বৎসপৈঃ।
ক্রীড়ন্নাত্ম বিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম্ ॥

তিনি নিজেই গোবৎস! তিনি নিজেই বৎসপালক। তিনি নিজেই সর্ব্বস্বরূপ হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে এবং বিভিন্ন চেষ্টা করিতে করিতে ব্রজ প্রবেশ করিলেন।

ব্রজে আর মায়া থাকিল না। ব্রজে আর বিষয় ভাবনা থাকিল না।

গোপ-গোপীরা পুত্রের উপর স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে স্নেহ যেন আত্মার প্রতি, কৃষ্ণের প্রতি স্নেহ। সে স্নেহ অসীম, অপূর্ব্ব।

একদা বলরাম এই অদ্ভুত স্নেহের বিকাশ দেখিয়া, চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিলেন যে সকলই শ্রীকৃষ্ণ।

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েহপি।
সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং নিগমাৎ কথং বদে ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুনা বলোহবৈৎ ॥

বৃন্দাবনে এই তন্ময়তার অঙ্কুর। বৃন্দাবন এখন পার্থিব নহে, বৃন্দাবন এখন লৌকিক নহে। যে মায়ায় ভুবন মুগ্ধ, বৃন্দাবনে আর সে মায়া নাই। বৃন্দাবনের মায়া ভাগবতী মায়া। বিষয়ের আর বিষয়তা নাই। সকলই আত্মময়। আত্মা অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। সেই আত্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনের সকল বিষয়, সকল পদার্থ শ্রীকৃষ্ণের ছায়া মাত্র। গোপীরা আর কাহার চিন্তা করিবে? গোপীদের হৃদয় এখন কৃষ্ণময়। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ!

মধুময় প্রেমবৃক্ষের এই অঙ্কুর এবং শ্রীকৃষ্ণের কৌমার লীলার এই শেষ। এইবার ভগবানের পৌগণ্ড লীলা আরম্ভ হইবে। এতদিন শ্রীকৃষ্ণ বৎস চারণ করিতেন, এইবার তিনি গোচারণ করিবেন। এতদিন ব্রজে অধিদেবতাগণের অধিকার ছিল, এইবার তিনি নিজে অধিদেবতা হইবেন। এতদিন ব্রজে বাৎসল্য ভাব, এইবার প্রেম। এতদিন গোপীদের স্নেহ, এইবার তাহাদের আত্ম-নিবেদন। এতদিন প্রেমের উঁকি ঝুঁকি, এইবার প্রেমের ঢলাঢলি। ব্রহ্মার অপহরণের পর, গোপীরা শিশু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিল, এবং অপূর্ব্ব আকর্ষণে আর শ্রীকৃষ্ণকে কোল ছাড়া করিতে পারিল না। এইবার শ্যাম রাখি কি কুল রাখি! ব্রহ্মাও দেখিয়া অবাক! বিধির, বিধির বহির্ভূত ব্যাপার। তাঁহার বেদে নাই, তাঁহার সৃষ্টিতে নাই। বিমোহিত হইয়া ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন—

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা
মাত্মাস্যধীশাখিল লোকসাক্ষী।
নারায়ণাঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥

বেদের বিধাতা না জানে,
নইলে বিধি বল্‌বে কেনে
যত অবধি ব্রজবাসীগণে।
তাদের ঘুচে গেছে মনের ধাঁধা
আনন্দ অম্বুজে বাঁধা
লগ্ন যেমন চকোর আর চাঁদা।
তাদের অবিচ্ছেদ নাই নিশি দিশি
প্রতিপদে পূর্ণমণী
সেথা নাই অমাবস্যা
কিরণে প্রকাশ্যা
মুখে মধুর হাস্যা নিশি দিশি।
গোঁসাই হরি কইছে জোরে
সুর রেখে স্বর্ণকারে
নড়াতে চাও সুমেরু ধ'রে।
ও তোর জোরে নড়্‌ছে গিরি
ক্ষুদ্র শ্বাসে জয়িবি হরি
জইতে জইতে মিশাইব
কলানিধি হব
হরির সুধাপানে।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বিচার-সাগর।

(৩য় সংখ্যার ১০৩ পৃষ্ঠার পর হইতে)

বেদান্ত মতে অধিকারী খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষ মতের পর্য্যায়ক্রমে উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষ মতে মোক্ষের ইচ্ছা কাহারো হইতে পারেনা। কারণ, মোক্ষ বিষয়ে দুইটি সংশয় :—(১) কারণসহিত জগতের নিবৃত্তি, ও (২) পরমানন্দ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

মোক্ষের প্রথম অংশ,—কারণ সহিত জগতের নিবৃত্তি ইচ্ছা,—কাহারো হয় না। পরন্তু, ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি ইচ্ছা, সকল পুরুষেরই হইয়া থাকে। সেই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি আপন আপন উপায়ে সাধিত হয়। সুতরাং, সমূল জগতের নিবৃত্তিকামী মুমুক্ষু অধিকারী সম্ভবে না।" ইহার—

সমাধান প্রথমে বলা হইতেছে।

সমূল জগত নাশে ত্রিদুঃখের ধ্বংশ।
তেঁই মোক্ষ চাহে সবে দুঃখনাশ অংশ॥ ৯॥

সমূল জগতের নিবৃত্তি বিনা, ত্রিবিধ দুঃখের ধ্বংশ হয় না। সুতরাং, সকলেই মোক্ষের প্রথম অংশ কামনা করে॥ ৯॥

[টীকা :—জগতের মূল বা কারণ—অজ্ঞান। সমূল জগতের নাশ বিনা অন্য উপায়ে ত্রিবিধ দুঃখের নাশ হয় না। মূল অবিদ্যার নাশে, সকল দুঃখ ও দুঃখের কারণ রোগাদি এবং রোগাদির আশ্রয় দেহাদির নাশ হয়। সুতরাং, ত্রিবিধ দুঃখের নাশ নিমিত্ত, মোক্ষের প্রথম অংশ,—কারণ সহিত জগতের নিবৃত্তি,—সকল পুরুষই কামনা করে। ইহার তাৎপর্য্য এই—যে ব্যক্তি সর্কল ঔষধাদি সংগ্রহ করিতে সক্ষম, তাহারও নিয়মিতরূপে দুঃখ দূর হয় না। কাহারও রোগাদি জন্য দুঃখের, ঔষধাদি উপায়ে উপশম হয়; কাহারও হয় না। সুতরাং, ঔষধাদি উপায়ে রোগাদিজনিত ক্লেশ নিয়মিতরূপে নিবৃত্ত হয় না। ঔষধাদি ব্যবহারে যাহার রোগ উপশমিত হয়, তাহার পুনরায় রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং, ঔষধাদি উপায়ে, দুঃখের অতিনিবৃত্তি হয় না। একবার নিবৃত্তি হইয়া যাহার আর পুনরুৎপত্তি না হয়, তাহাকে অতিনিবৃত্তি কহে। ঔষধাদি উপায়ে দুঃখের অতিনিবৃত্তি নিয়মিতরূপে হয় না। নিবৃত্ত দুঃখের পুনরুৎপত্তি হয়। সুতরাং, ঐ সকল উপায় হইতে অতিনিবৃত্তি সম্ভব নহে। দুঃখের সকল হেতুর নাশ হইলে, অতিনিবৃত্তি হয়। পুনরায় আর দুঃখ হয় না। সুতরাং, দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত, সকারণ দুঃখের নিবৃত্তি ইচ্ছা, সকল পুরুষেরই হয়।

সেই দুঃখের সাধন—অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য প্রপঞ্চ। এ বিষয় ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রসিদ্ধ ভূমা (ব্রহ্ম) বিদ্যা প্রসঙ্গে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সে প্রসঙ্গ এই :—একদা নারদ সনৎকুমার সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন—

"ভগবন্! আত্মজ্ঞানী পুরুষের শোক নাই। আমি শোকযুক্ত, সুতরাং অজ্ঞানী। আমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে আমার অজ্ঞান বিদূরিত হয়।" সনৎকুমার কহিলেন—"নারদ! ভূমা—শোকরহিত, সুখস্বরূপ। ভূমা হইতে ভিন্ন সকলই তুচ্ছ ও দুঃখের সাধন।" ভূমা ব্রহ্মের নাম। এই প্রকারে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যে বস্তু, তাহাকে সকল দুঃখের সাধন কহে। অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, সুতরাং উহারা দুঃখের সাধন। উহাদের নিবৃত্তি হইলে, সকল দুঃখের নিয়মিতরূপে অতিনিবৃত্তি সম্ভব। সুতরাং সকল দুঃখের নিবৃত্তি নিমিত্ত, অজ্ঞান সহিত প্রপঞ্চের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষের প্রথম অংশের কামনা সম্ভবে।]

মোক্ষের দ্বিতীয় অংশ।

পূর্ব্বপক্ষ মতে—"পূর্ব্ব অনুভূত বস্তুরই* প্রাপ্তি ইচ্ছা হইয়া থাকে। ব্রহ্মের অনুভব কেহই করে না। সুতরাং, ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ মোক্ষের দ্বিতীয় অংশ কেহই ইচ্ছা করে না।" ইহার—

সমাধান।

অনুভবে সুখ সবে বাকী কেবা ভাই।
"ব্রহ্ম নিত্য সুখরূপ" শুনয়ে সবাই।
তেঁই ব্রহ্ম প্রাপ্তি চায় বিবেকী যে হয়।
চায় কি না চায় মোক্ষ আর না সংশয়॥ ১০-১॥

* পূর্ব্ব অনুভূত বস্তুরই যে প্রাপ্তি ইচ্ছা হয়, এরূপ নহে। পরন্তু, অনুভূত বস্তুর সজাতীয়ের প্রাপ্তি ইচ্ছা হয়। ভুক্ত ভোজন ইচ্ছা হয় না; পরন্তু, ভুক্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণ, তত্তুল্য অন্য ভোজনের ইচ্ছা হয়। যদি অনুভূত বস্তুরই ইচ্ছা হইত, তবে অনুভূত রোগাদি জন্য দুঃখ ও রোগাদির ইচ্ছা হয় না কেন? অনুভূত সুখ, ও কারণভূত তদনুকূল বস্তুরই ইচ্ছা হয়। এ স্থলেও, অনুভূত সুখ অনুকূল বস্তুর সজাতীয়ের ইচ্ছা হয়। বুদ্ধি বিষয়ে ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব স্বরূপ সুখের অনুভব সকলেই করিয়াছে। ব্রহ্ম সেই সুখের সজাতীয়, বিম্বভূত নিত্যসুখ স্বরূপ; ইহা শাস্ত্রে শ্রুত হওয়া যায়। সুতরাং, ব্রহ্ম প্রাপ্তি ইচ্ছা সম্ভব।

সকলেই সুখের অনুভব করিয়াছে। (শাস্ত্রে) শুনা যায় ব্রহ্ম নিত্যসুখস্বরূপ। এই হেতু বিবেকী-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপ্রাপ্তি কামনা করে॥ ১০॥

[টীকা ঃ—সকল পুরুষই সুখের অনুভব করিয়াছে। সুতরাং, সুখের ইচ্ছা সকলেরই হয়। "ব্রহ্ম নিত্যসুখ স্বরূপ" ইহা শাস্ত্রে শুনা যায়; সুতরাং, বিবেকী-রাজ সুখস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তি কামনা করেন।]

সকল পুরুষই কেবল সুখকামনা করে; বিষয় কেহ চাহে না। সুতরাং, বিবেকী ভিন্ন অধিকারী সম্ভব॥ ১১॥

[টীকা ঃ—পূর্ব্বপক্ষ মতে "সকল পুরুষই, বিষয় জন্য সুখকামনা করে। সেই বিষয় জন্য সুখ তাহারা মোক্ষ বিষয়ে পায় না। পরন্তু, জগতে পাইয়া থাকে। সুতরাং, মোক্ষেচ্ছু অধিকারীর অভাবে গ্রন্থারম্ভ নিষ্ফল।" পূর্ব্বপক্ষকে জিজ্ঞাস্য এই "মুমুক্ষু কি কেহই নাই?" না আছে; কিন্তু গ্রন্থে তাহাদের প্রবৃত্তি নাই? যদি কহ যে "মুমুক্ষু নাই"; তাহা হইতে পারে না। কারণ, সকলেই দুঃখের নাশ ও নিত্যসুখ প্রাপ্তির কামনা করে। সেই সকল-দুঃখনাশ ও নিত্য সুখ প্রাপ্তির নামই মোক্ষ। সুতরাং, সকলেই মুমুক্ষু।]

পূর্ব্বপক্ষ যে কহেন যে "সকলে বিষয় জন্য সুখ চাহে", তাহা নহে। লোকে সুখ মাত্র চায়; সে সুখ বিষয় হইতে হউক, অথবা বিষয় বিনা হউক। কেবল বিষয় জন্য সুখকামী হইলে সুষুপ্তির সুখ কেহ চাহিত না। সুষুপ্তির সুখ বিষয়জনিত নহে। সুতরাং, সুখমাত্র চাহে, কেবল বিষয়জনিত সুখই চাহে না। পরন্তু, বিপরীত; আত্মসুখ কামনা করে, বিষয় জন্য সুখ চাহে না। কারণ, সকল পুরুষই অল্পাধিক বিষয়-সুখ পাইয়াও থাকে; কিন্তু সদা এই ইচ্ছা থাকে যে "আমার এরূপ সুখ হউক, যে তার নাশ কদাচ না হয়।" এ সুখ আত্মস্বরূপ মোক্ষ। সুতরাং, সকল পুরুষই মুমুক্ষু। "কেহ মুমুক্ষু নাই—" একথা সম্ভবে না।

মুমুক্ষুসিদ্ধিদ্বারা গ্রন্থারম্ভ সফলতা।

পূর্ব্বপক্ষ আরও যে বলেন যে "মুমুক্ষু আছে, কিন্তু গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না; সুতরাং, গ্রন্থারম্ভ নিষ্ফল।" এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে "গ্রন্থ মোক্ষসাধন নহে বলিয়া কি গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না?" অথবা, "গ্রন্থ ভিন্ন অপর

কোন সাধন আছে, যাহাতে প্রবৃত্তি হইয়া গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না?" অথবা "যে শমাদি সাধনে গ্রন্থে অধিকার জন্মে বলা হইয়াছে, সেই শমাদি সম্পন্ন জ্ঞানের যোগ্য অধিকারী নাই, যাহাতে গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না?" যিনি এরূপ কহেন যে "গ্রন্থ মোক্ষের সাধন নহে"—একথা সম্ভবপর নহে। কারণ "নিয়মক্রমে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়"—ইহা বেদসিদ্ধান্ত। সেই জ্ঞান শ্রবণ দ্বারা হয়।

শ্রবণ দ্বিবিধ—এক বেদান্তবাক্য ও শ্রোত্রের সংযোগরূপে; অপর, বেদান্ত বাক্যের বিচাররূপে। প্রথমটীই জ্ঞানের হেতু, দ্বিতীয়টী নহে। কারণ, ইন্দ্রিয়-সহিত শব্দের সংযোগই, সর্ব্বত্র শব্দ জন্য জ্ঞানের হেতু। সুতরাং, 'বেদান্তবাক্য ও শ্রোত্রের সংযোগরূপ শ্রবণ, ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু। অবান্তর বাক্য শ্রবণে পরোক্ষ জ্ঞান হয় ও মহাবাক্য শ্রবণে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, একথা পূর্ব্ব তরঙ্গে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। জ্ঞান হইয়াও যে ব্যক্তির অসম্ভাবনা বা বিপরীত ভাবনা হয়, তাহার দ্বিতীয় প্রকার শ্রবণ (অর্থাৎ বেদান্তবাক্য বিচার, মনন ও নিদিধ্যাসন) করা আবশ্যক। বেদান্ত বাক্যের বিচার রূপ শ্রবণে, বেদান্ত বাক্য বিষয়ে অসম্ভাবনা দূরিত হয়। বেদান্ত বাক্য ব্রহ্ম প্রতিপাদক, অথবা অপর অর্থ প্রতিপাদক—এইরূপ সংশয়ের নাম বেদান্ত বাক্যের অসম্ভাবনা। তাহা বিচার দ্বারা দূরিত হয়: মনন দ্বারা প্রমেয়ের অসম্ভাবনা দুরিত হয়। জীবব্রহ্মের একতা বেদান্তের প্রমেয়। সেই একতা সত্য, অথবা জীব-ব্রহ্মের ভেদ সত্য? এইরূপ সংশয়কে প্রমেয়ের সংশয় কহে। তাহা মনন দ্বারা দূরিত হয়। বিপরীত ভাবনা নিদিধ্যাসন দ্বারা বিদূরিত হয়। এই প্রকারে, প্রথম শ্রবণ—তদুৎপন্ন জ্ঞানদ্বারা, এবং বিচাররূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তি দ্বারা, মোক্ষের হেতু।

বেদান্ত, উপনিষদের নাম। উপনিষদ এই গ্রন্থ হইতে ভিন্ন হইলেও, উপনিষদের সমান অর্থ ভাষা-বাক্য এই গ্রন্থে আছে। সেই ভাষাবাক্য শ্রবণেও জ্ঞান হয় ইহা পর তরঙ্গে* প্রতিপাদন করা হইবে। এই প্রকারে, গ্রন্থ জ্ঞানদ্বারা মোক্ষের হেতু; এই গ্রন্থ বিচাররূপ ও মননরূপ, সুতরাং অসম্ভাবনা দোষ নিবৃত্তি দ্বারা, ইহা মোক্ষের হেতু। সুতরাং, "গ্রন্থ হইতে মোক্ষ হয় না" একথা হঠতা মাত্র।

* তৃতীয় তরঙ্গ, ১০ম দোহা।

যিনি এরূপ বলেন যে—"গ্রন্থ হইতে মোক্ষ তো হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য সাধন হইতেও মোক্ষ হয়। সুতরাং, গ্রন্থারম্ভ নিষ্ফল।" তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য এই যে,—"যাহাতে মোক্ষ হয়, এমন অন্য সাধন আর কি আছে?" যিনি বলেন যে—"উপনিষদ *, সূত্র, ভাষ্য প্রভৃতি জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদক বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, যাহা হইতেও জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হয়; এবং সেই সকল গ্রন্থের ভিন্ন অধিকারী নাই। সুতরাং, এই গ্রন্থ নিষ্ফল।" এ কথা সত্য হইলেও, বক্তব্য এই যে ঐ সকল গ্রন্থ বোধায়ত্ত করিতে অসমর্থ যে সকল মুমুক্ষু, এই গ্রন্থে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবে।

যিনি এরূপ বলেন যে—"গ্রন্থ হইতে মোক্ষ হইতে পারে, ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে মন্দবুদ্ধির বোধ হয় না, এবং মুমুক্ষু থাকিলেও গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না।" কারণ, বিবেকবৈরাগ্যশমাদি সম্পন্ন অধিকারী দুর্লভ। সুতরাং, আপন সম্বন্ধে সাধনের অভাব দেখিয়া গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না। এইরূপ বক্তাকে জিজ্ঞাস্য এই যে—"বহু অধিকারী নাই? অথবা আদৌ অধিকারী নাই?" যিনি বলেন "বহু অধিকারী নাই" একথা স্বীকার্য্য। যিনি বলেন "কেহই অধিকারী নাই" তাহা সম্ভবেনা। কারণ, অন্তঃকরণে ত্রিবিধ দোষ আছে—(১) মল, (২) বিক্ষেপ ও (৩) আবরণ। পাপের নাম মল, চঞ্চলতার নাম বিক্ষেপ ও অজ্ঞানের নাম আবরণ। সদনুষ্ঠান দ্বারা মলদোষ, উপাসনা দ্বারা বিক্ষেপদোষ ও জ্ঞান দ্বারা আবরণ দোষ দূরিত হয়। যাহার অন্তঃকরণে মল ও বিক্ষেপ দোষ আছে, সে অধিকারী নহে। কিন্তু, এই জন্ম অথবা জন্মান্তরের সুকৃতি ও উপাসনাবলে যাহার মল ও বিক্ষেপ দোষ দূর হইয়াছে, এরূপ জ্ঞানযোগ্য অধিকারী আছে। তাহাদের গ্রন্থে প্রবৃত্তি সম্ভব।

পামর ও বিষয়ী পুরুষের লক্ষণ।

যিনি এরূপ কহেন যে—"বিষয়সুখে সকলেরই অলংবুদ্ধি। নিত্যসুখ কেহই চাহেনা।" একথা সম্ভবপর নহে। কারণ, পুরুষ চারি প্রকার:—

* বেদের অন্ত ভাগের নাম বেদান্ত। তাহাকে উপনিষদ কহে। সর্ব্ব সমেত ১০৮ খানি উপনিষদ আছে। তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দশ খানি মুখ্য।

(১) পামর, (২) বিষয়ী, (৩) জিজ্ঞাসু ও (৪) মুক্ত। ইহলোকে নিষিদ্ধ ও বিহিত ভোগ বিষয়ে আসক্ত, শাস্ত্র সংস্কার রহিত পুরুষকে পামর কহে। শাস্ত্রবিহিত বিষয় ভোক্তা, ইহলোক অথবা পরলোকের ভোগ নিমিত্ত ক্রিয়াবান্ পুরুষকে বিষয়ী কহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

অজগরের প্রশ্ন।

দ্যূতপণে পরাজিত পঞ্চ পাণ্ডব বনবাস উপলক্ষে এক বৎসর কাল তিব্বতের অন্তর্গত যামুন পর্ব্বতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ সময়ে মৃগয়ারত হইয়া নানাবিধ পক্ষী, বরাহ ও মৃগ সমাকীর্ণ যামুন গিরির অন্তর্গত বিশাখযূপ নামক মহাবনে বিচরণ করিতেন। একদিন মহাবীর ভীম ঐ বনে মৃগের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কতক দূর গমন করিয়া তিনি সেই পর্ব্বতের এক বিশাল কন্দরে অবস্থিত এক অতি ভীষণ মহাকায় সর্প দর্শন করিলেন। তাহার অঙ্গ চিত্র বিচিত্র ও হরিদ্রাবর্ণ, মুখ বিবর গহ্বরের ন্যায় গভীর; দন্ত চতুষ্টয় অতি ভয়ানক, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং আকার কালান্তক যমের ন্যায় ভীতিজনক। সে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া এবং মুহুর্মুহু সৃক্কণী লেহন করিয়া যেন লোকদিগকে তর্জ্জন করিতেছিল।

সেই অজগর ভীমসেনকে দেখিয়াই তাঁহার প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহার বাহুদ্বয় বেষ্টন করিল। ভীম অতিশয় বলবান ছিলেন, তাঁহার দেহে দশ সহস্র হস্তীর সামর্থ্য ছিল। তথাপি তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও অজগরের পাশ বন্ধন মোচন করিতে পারিলেন না। সর্প ক্রমশঃ নিজের কুণ্ডলী দ্বারা ভীমের সমস্ত শরীর বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ক্রমে বিমোহিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন।

এই অজগরের একটু পরিচয় দেওয়া উচিত; কারণ, যে সে সর্পের ভীমকে অভিভূত করা সম্ভব নহে। এই অজগর সামান্য জীব নহে; সে স্বর্গ ভ্রষ্ট, ঋষি-শাপ-গ্রস্ত নহুষ রাজা। চন্দ্রবংশের বিখ্যাত রাজা নহুষ বহু যজ্ঞ তপস্যা ও পুণ্য কর্ম্মের ফলে ত্রৈলোক্যের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে নিজের শিবিকা বহন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সেই উৎকট পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অগস্ত্য তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে তুমি সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া নরক যাতনা ভোগ করিবে। তাহাতেই নহুষের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ, জীবকৃত পাপ পুণ্য ফলোন্মুখ হইতে সময় লাগে। কিন্তু উৎকট হইলে অবিলম্বেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

অত্যুৎকট পুণ্য পাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।

পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাসভাষ্যে উৎকট পাপের আশু ফলভোগের দৃষ্টান্তস্থলে এই নহুষের সর্পযোনি প্রাপ্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।

অগস্ত্য চিত্তজয়ী তত্ত্বদর্শী মহর্ষি। তাঁহার ক্রোধ সম্ভবে না। তাঁহার অভিশাপ ক্রোধের ব্যঞ্জক নহে; উৎকট পাপের যে উৎকট পরিণাম, তাহারই সূচক মাত্র।

পাপপুণ্য যতই উৎকট হউক না কেন, ভোগদ্বারা তাহার ক্ষয় হয়। আধুনিক খৃষ্টানেরা যে পুণ্যের ফলে অনন্ত স্বর্গ ও পাপের ফলে চিরন্তন নরক কল্পনা করেন, সেটা কল্পনা মাত্র। বাস্তবিক, স্বর্গ নরক অন্তহীন হইতে পারে না। নহুষের পাপও যতই গুরুতর হউক, এবং তাহার ভোগ যতই কষ্টকর হউক, এক সময়ে অবশ্যই তাহার অবসান হইবে। সেই জন্য, ঋষি, শাপ দিবার পর নহুষকে কাতর ও অনুতপ্ত দেখিয়া বলিয়া দিলেন যে 'কিছু কাল পরে তোমার শাপ মোচন হইবে। যিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন'। তদবধি নহুষ এই অজগর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিব্বতের এই জনহীন পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া শাপান্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ দৈববশে ভীমকে ফণার মধ্যে পাইয়া ক্ষুধার্ত্ত অজগর তাঁহাকে জঠরানলে আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এদিকে ভীমের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির মহা চিন্তিত হইলেন। এবং আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ভীমের চরণ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বনের সর্ব্বত্র ভীমের মৃগয়ার চিহ্ন বিক্ষিপ্ত ছিল। শত শত হস্তী বরাহ মৃগের মৃতদেহ ও ভগ্নস্কন্ধ বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় তাঁহার গন্তব্য পথ সূচিত করিয়া দিল। ক্রমে যুধিষ্ঠির সেই দুর্গম গিরি গহ্বর মধ্যে সর্পফণা বেষ্টিত নিশ্চেষ্ট ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন।

যুধিষ্ঠির সর্পের পরিচয় পাইয়া বলিলেন—'আপনি আমার মহাবল ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করুন; আমি আপনার ক্ষুধার উপযোগী অন্য আহার প্রদান করিব।'

সর্প বলিল—'আমার এই স্থির নিয়ম যে, যে ব্যক্তি আমার বিবরে আগমন করিবে, আমি তাহাকেই ভক্ষণ করিব। আমি আহারার্থ তোমার ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব কোন মতেই ইহাকে পরিত্যাগ করিব না। তবে যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার, তবে তোমার সহোদরকে পরিত্যাগ করিতে পারি।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'আপনি ইচ্ছামত প্রশ্ন করুন; যদি সাধ্য হয়, আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।'

সর্প প্রশ্ন করিলেন ঃ—

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির!

'হে যুধিষ্ঠির বেদ্য কি? হে রাজন্! ব্রাহ্মণ কে?'

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন ঃ—

বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম নির্দ্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ।

'হে সর্প! সুখ দুঃখের অতীত যিনি পরব্রহ্ম, তিনিই বেদ্য।'

সত্যং দানং ক্ষমা শীলম্ আনৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

'যাঁহাতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অক্রূরতা, তপস্যা ও করুণা দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ।'

সর্প বলিল যে এ সকল গুণ ত শূদ্রেও লক্ষিত হয়; অতএব শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে?

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন,—

ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো নচ ব্রাহ্মণঃ।
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প! তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

'শূদ্রবংশে জন্মিলেই শূদ্র হয় না, আর ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তিতে বৈদিক বৃত্ত লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং যাহাতে লক্ষিত না হয়, সেই শূদ্র।'

যত্রেদানীং মহাসর্প! সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্বং উক্তবান ভুজগোত্তম॥

'হে মহাসর্প! আধুনিক কালে মূলজাতি নির্দ্দেশ করা অতি দুরূহ হইয়াছে। অতএব যাঁহাতে সংস্কৃত বৃত্ত (উৎকৃষ্ট আচার ও উত্তম শীল) লক্ষিত হয়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।'

অজগর যুধিষ্ঠিরের উত্তরে অতিশয় প্রীত হইয়া বলিল যে তুমি আমার প্রশ্নের অতি সদুত্তর দিয়াছ। অতএব তোমার ভ্রাতাকে আর ভক্ষণ করিব না। এই বলিয়া ভীমকে মুক্ত করিয়া দিল।

পরে যুধিষ্ঠির সর্পকে কয়েকটী তত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন করিয়া নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইলেন। তখন নহুষ সর্প দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ করতঃ স্বর্গধামে গমনে উদ্যত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে এই শেষ কথা বলিয়া গেলেন—

সত্যং দমস্তপোদানমহিংসাধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ!

'হে রাজন্! জাতি, কুল, কার্য্যকারক নহে—কিন্তু সত্য, দম, তপঃ, দান, অহিংসা ও ধর্ম্মনিষ্ঠতাই পুরুষার্থ সাধক।'

হিন্দুজাতির এই শোচনীয় অধঃপতনের দিনে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের এই ঘোর বিচারকালে আমাদের যুধিষ্ঠির-অজগর-সংবাদ স্মরণ করা ভাল। এখন জাতি বংশগতই হইয়াছে; যে জাতিতে যে জন্মিয়াছে, সেই জাতির প্রাকৃতিক গুণ তাহাতে আছে কি না,—তাহার প্রতি আমরা এখন আর দৃষ্টি করি না। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগতঃ!

'গুণ ও কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে।'

ব্রাহ্মণবর্ণ সত্ত্বগুণ প্রধান; ব্রাহ্মণের কর্ম্ম,—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সারল্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য। ক্ষত্রিয় প্রকৃতিতে সত্ত্ব ও রজঃ উভয় গুণের সমাবেশ; ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, সাহস, দান ও প্রভুত্ব। বৈশ্যের প্রকৃতি রজঃ প্রধান; তাহার কর্ম্ম—ধনার্জ্জন, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। শূদ্র তমঃ প্রধান; তাহার কর্ম্ম—সেবা। কেহ যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বংশে উৎপন্ন বলিয়া অভিমান করেন, অথচ তাঁহার প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান বা সত্ত্বাবিষ্ট না হয়, তিনি যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হন, তবে কি তাঁহার অভিমান সঙ্গত হইবে? ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করুন, তবেই তিনি ব্রাহ্মণের উচ্চাধিকারের অধিকারী হইবেন। অন্যান্য বর্ণেরা যদি উচ্চতর প্রকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন, তবে তাঁহারাও নামতঃ না হউন, ফলতঃ ব্রাহ্মণ হইবেন।

পুরাণাদির আলোচনা করিলে দেখা হয়, পুরাকালে এরূপ স্থলে নিম্নবর্ণের লোক উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইত।* আবার উচ্চবর্ণের লোক কুক্রিয়া ও কদাচার নিরত হইলে, তাহাকে নিম্নশ্রেণীতে অবনত হইতে হইত। এখন সে দিন কাল গিয়াছে। সমাজ প্রাণহীন প্রতিভূশূন্য। উচ্চ নীচ শ্রেণীতে রহিয়াছে, নীচ উচ্চশ্রেণীতে রহিয়াছে—তাহার সংশোধনের কোন উপায় নাই। তবে শাস্ত্রে দেখা যায়, যে জীব হিতের জন্য জীবন্মুক্ত দেবাপি ও

* এ বিষয়ের কয়েকটী দৃষ্টান্ত বিষ্ণু পুরাণের চতুর্থাংশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'তচ্চ ত্রিতয় মপি পশ্চাৎ বিপ্রতাম্ উপজগাম'—এই তিন জন (ক্ষত্রিয়) পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 'মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ মুদ্গল (ক্ষত্রিয়) হইতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহারা ক্ষত্রিয় বংশ। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন, সর্ব্বজন বিদিত প্রাচীন ভারতের একটী প্রধান ঘটনা। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ হইবার জন্য বহু সময় ও সাধনার অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। যতদূর বুঝা যায়, এরূপ হইবার প্রধান কারণ তাঁহার নিজের প্রকৃতির মলিনতা। তিনি যখন সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি বংশগত ক্ষত্রিয় হইলেও বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন না। নহিলে ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া তিনি নিরীহ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু অপহরণ করিবেন কেন?

মরু কলাপ গ্রামে প্রচ্ছন্নভাবে কালের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মানব দেহ ধারণ করিয়া ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইবেন। আমরা তাঁহাদের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। কারণ এ মৃতকল্প সমাজ শরীরে পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মানবের সাধ্যাতীত।

দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপ গ্রাম সংশ্রয়ৌ॥
কৃতে যুগ ইহাগত্য ক্ষত্রপ্রাবর্ত্তকৌ হি তৌ।
ভবিষ্যতো মনোর্বংশে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৪৫-৬)।

'পুরুবংশীয় রাজা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মরু ইঁহারা দুইজন মহাযোগ বলে কলাপগ্রামে অবস্থান করিতেছেন। যখন সত্যযুগের প্রবর্ত্তনা হইবে, তখন তাঁহারা এখানে (ভারতবর্ষে) আসিয়া ক্ষত্রিয়বংশের প্রবর্ত্তক হইবেন। এই দুইজন রাজা ভাবী মনুবংশের বীজস্বরূপ রহিয়াছেন।'

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মহাত্মা গঙ্গাগীর অঘোরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দরবারে মহাত্মা গঙ্গাগীর অঘোরী।

যুগল মিলন।

আজ মাঘী পূর্ণিমা। গাজীপুরের মহাশ্মশানে—যাহাকে থাকীকে মঠিয়া* বলে—এবার সেইখানে দরবার হইবে। এই দরবারে আমাকে পুনঃ সেবা ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, মহারাজজী (গঙ্গাগীর) গত দরবারে আমাকে তাহার আভাস দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমরা মাসাবধি এই

* যে সাধুরা গায়ে ছাই মাখেন, তাঁহাদিগকে থাকী বলে; মঠিয়া মঠ। এই গায়ে ছাই মাখা সম্প্রদায়ের কোনও সাধু মঠ স্থাপন করাতে এই স্থানের নাম থাকীকে মঠিয়া হইয়াছে। এইখানে যে শ্মশানটী তাহাও এই নামেই প্রসিদ্ধ।

গাজীপুরে আছি। আজ পাহাড়ী বাবাকে দেখিতে যাইয়া সন্ধ্যা সেইখানে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন খাকীকে মঠিয়া আসিয়া কেবল দরবারের কথাই ভাবিতেছি। পর সেবা ব্রত, ইহা গ্রহণ করিলে মহারাজজী চরণারবিন্দে আর থাকিতে দিবেন না; তাহা হইলে আর কি করিব? কোথায় যাইব? কিছু ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পর সেবায় মন হর্ষিত ও সৎসঙ্গ ত্যাগে বিষাদিত; এই হর্ষ বিষাদের জোয়ার ভাঁটায় চিত্ত দোলায়মান হইয়া রহিয়াছে; আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছি; ইতি মধ্যে শ্মশানে এই নিস্তব্ধ রজনীতে ভীষণ রবে শঙ্খধ্বনি হইল। আমি শ্মশানের দিকে ছুটিলাম, তথায় উপস্থিত হইয়া একাদশ রুদ্রবৎ এগারটি দিগম্বরমূর্ত্তি পরমহংস চিতা ভস্ম পাতিয়া উপবেশন করিয়াছেন, মাঝখানে কাঠের ধূনি জলিতেছে, দেখিলাম; আমি যাইয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলাম এবং গলবস্ত্র হইয়া, করজোড়ে কাতরস্বরে বলিলাম নাথ! আর্ত্ত বলিয়া যখন একবার পদারবিন্দে আশ্রয় দিয়াছেন, তখন আর নির্দ্দয় হইয়া বিনা অপরাধে দাসকে ত্যাগ করিবেন না। আমার আর কিছুরই আবশ্যক নাই। আমি এই দেব-দুর্লভ সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া স্বর্গেও যাইতে চাহি না। গুরো! সেবকের দোহাই, অভাজনকে ত্যাগ করিবেন না। দেখিলাম, আমার কাতর উক্তি শুনিয়া সেই এগারটী শিব সদৃশ মূর্ত্তিগুলি পরস্পর চাওয়াচাহি করিলেন কিন্তু কেহ কিছু বলিলেন না। তখন শুনিলাম, মহারাজজী বলিতেছেন;—পুত্র! ধৈর্য্য অবলম্বন কর; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি প্রকৃতিস্থ হও। দেখ! এই ত্রিতাপ-দুষিত নিখিল সংসারে একমাত্র একটী বস্তু আছে, সে ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহার নাম বা রূপ নাই, অথচ সেই বস্তু আর আর সকলই অবস্তু। তাহার (সেই বস্তুর) আবরণ মোচন করিলে অর্থাৎ তাহাকে সংশোধন করিতে যাইলে তাহাতে দুইটী পৃথক অস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মনে কর একটী ছোলা আছে, তাহার আবরণ মোচন করিলে দুইটী দালের পৃথক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্রূপ সেই একটী বস্তুতে দুইটী জিনিষ আছে। কিন্তু সে উভয় বিপক্ষ ভাবাপন্ন। তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার নামরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহা না করিলে তাহাদিগকে বুঝান যায় না এবং এরূপ উপায় অবলম্বন করাতে কোন দোষ নাই। যেমন নির্ম্মলী, জলের ময়লা-নষ্ট করিয়া শেষে নিজেও নষ্ট হইয়া যায়; তদ্রূপ এই মিথ্যা নামরূপ

কল্পিত উপায় দ্বারা শিষ্যের ভ্রম নষ্ট হইলে শেষে ইহাকেও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। সেই যে একটী মাত্র বস্তু বা সত্তা—তাহার ভিতরে দুইটী স্বতন্ত্র অস্তি আছে। সেই দুইটী অস্তি বা বস্তুর অনেকে অনেক প্রকার নামকরণ করিয়া থাকেন।

কেহ বলেন—একটী বস্তু অপরটী অবস্তু।
„ একটী ব্রহ্ম অপরটী মায়া।
„ একটী শিব অপরটী শক্তি।
„ একটী পুরুষ অপরটী প্রকৃতি।
„ One soul, another mind.
„ One self, another ego.
„ একটী রূহ অপরটী নফ্স।
„ একটী আত্মা অপরটী মন।
ইত্যাদি।

আরও অনেক প্রকার নাম রূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

প্রথমটী—সত্য দ্বিতীয়টী মিথ্যা।
„ এক দ্বিতীয়টী অনেক।
„ নিত্য দ্বিতীয়টী অনিত্য।
„ অসীম দ্বিতীয়টী সসীম।
„ স্থির দ্বিতীয়টী চঞ্চল।
„ নিরাকার দ্বিতীয়টী সাকার।
„ নির্গুণ দ্বিতীয়টী সগুণ।
„ শরীর দ্বিতীয়টী ছায়া।

এই দ্বিতীয়টীকে লইয়াই যাহা কিছু যোগ, যুক্তি, উপায়, অবলম্বন, সাধন, ভজন, উপাসনা, পুরুষার্থ ও পরিশ্রম। ইহার স্বভাব বহির্মুখ; ইহা অন্তরমুখ হইতে সহজে চাহে না। কারণ অন্তর্মুখ হইলে ইহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তখন ছায়া দেহেতে মিশিয়া যায়, যেমন বাতাসা জলে ফেলিলে তাহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। অনেকে ইহার আর একটী নাম জ্ঞাননাশা রাখিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞান উদয় হইলে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। যেমন সূর্য্য উদয় হইলে

অন্ধকার থাকে না; তদ্রূপ জ্ঞানের উদয়ে অন্তর্মুখ হইলে মন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সে আপনার মরণ আপনি চাহে না, সেই কারণে অন্তর্মুখ হইতে তাহার যত আপত্তি। অথচ এই মনকে মারাই (Annihilation of mind) তপস্যা বা পুরুষার্থ। এখন ইহাকে মারিবার উপায় কি? ইহার ধ্বংস কি উপায়ে সাধিত হয়, তাহা বলিতেছি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। যাহারা সর্প ধরিয়া বেড়ায়, তাহাদের নিকট একটী জিনিষ থাকে; তাহাকে জহর মাহারা বলে। তাহার এমন গুণ যে তাহার গন্ধ সর্পের নাকের ভিতর যাইলেই তাহার বিষ নষ্ট হইয়া যায়। সর্প সেই জহর মাহারার ঘ্রাণ কোন মতে লইতে চাহেনা, কিন্তু সাপুড়েও ছাড়ে না; সর্প যেদিকে মুখ ফিরায় সাপুড়ে সেই দিকেই জহর মাহারা ধরে। সর্প যখন চারিদিক হইতে জহর মাহারার গন্ধ পায় তখন তাহার বিষ নষ্ট হইয়া যায়। তখন সে আর বিষাক্ত সর্প থাকে না পোকার ন্যায় হইয়া যায়; এবং সাপুড়ে তাহাকে লইয়া নানা রঙ্গ ভঙ্গী করে। তাহাকে গলদেশে ও সর্ব্বাঙ্গে স্থাপন করে, শেষে সেই সর্প তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হয়। পুত্র! সেই প্রকারে মনকেও বশ করিতে হয়। যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র ব্রহ্ম দর্শনঃ। 'যেখানে যেখানে মন ধাবিত হইবে সেখানে সেখানে ব্রহ্ম দর্শন করিবে।' যে দিকে মন রূপী সর্প ছুটিতে চাহিবে সেই দিকে ব্রহ্মরূপী জহর মাহারা ধারণ করিয়া রাখিবে। কিন্তু সেই ব্রহ্মরূপী জহরমাহারা মনরূপী সর্পের মুখের কাছে ধরিবার উপায় কি? তাহা কি প্রণালী ও পদ্ধতি দ্বারা সাধিত হয়? সেই অকথ্য কথন (অর্থাৎ Secret Doctrine or Divine mystery) গুরু লক্ষিত সাধারণের নিকট প্রকাশের বিষয় নহে; অতএব এখানে ঠারে ঠুরে বুঝিতে হইবে। এইরূপে মন-রূপী সর্পের যখন দ্বৈতরূপী বিষ নষ্ট হইয়া যায়, তখন সে মন আর মন থাকে না। ইহাকেই মনের বিনাশ বলে, নচেৎ মনের অস্তিত্ব যায় না। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মন বস্তুর ছায়া মাত্র। বস্তু থাকিতে ছায়া কদাচ নষ্ট হয় না; সুতরাং মনের নাশ বস্তু থাকিতে সম্ভব নহে। যেমন জহর মাহারার গুণে সর্প মরে না, কেবল তাহার বিষ নষ্ট হয় মাত্র, মনের পক্ষেও তদ্রূপ জানিবে। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম তিরোহিত হইলে রজ্জু রজ্জুই থাকে। মনের দ্বৈতভাব রূপী বিষ নষ্ট হইলে ইহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; ইহাকেই মহাত্মারা

ব্রহ্ম মায়া, পুরুষ প্রকৃতি, শিব-শক্তি, মন আত্মা, সীতারাম, হরগৌরী, রাধা-কৃষ্ণ, ভক্ত ভগবান, Soul and mind, Self and ego, রূহ ও নফ্স, জড় ও চৈতন্য—উভয়ের সম্মিলনকে যুগল-মিলন বা যোগ বলেন। এই মনোযোগের নামই যোগ, অভ্যাসের নাম সাধন; মনোযোগ অভ্যাসের নামই যোগসাধন। যিনি মনোযোগী তিনিই প্রকৃত যোগী। এই ইন্দ্রিয়াতীত যোগভূমি আরোহণ করিলে যোগীরা বলেন "তোমাতে আমি, আমাতে তুমি।" কখন বা "তুমিই আমি, আমিই তুমি।" যে এই যুগলমিলন দেখিয়াছে বা যোগী হইয়াছে সে ধন্য; তাহার আর আবা গমন (জন্ম-মরণ) সম্ভব নহে। যাহার 'সোঽহং' জ্ঞান হইয়াছে তাহার বেঁচে থাকা বা মরিয়া যাওয়া দুই সমান। প্রকৃত জ্ঞান হওয়ার পরও যে মহাত্মারা শরীরধারণ করিয়া থাকেন, তাহা কিসের নিমিত্ত? তাহা পরোপকারের জন্য। প্রকৃত জ্ঞান উদয়ের পর নিষ্কাম কর্ম্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে। জ্ঞানি ব্যক্তিগণ—যাঁহারা যুগলমিলন দেখিয়াছেন—তাঁহারাই নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী। পরসেবাই নিষ্কাম ধর্ম্ম। মূঢ়—যে স্বার্থের দাস—সে নিষ্কাম ধর্ম্ম কাহাকে বলে, কিরূপে জানিবে? যে যুগলমিলন দেখিয়াছে তাহার সমস্ত কামনা নষ্ট হইয়াছে। তাহাকেই পরসেবার উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া প্রথমে ছোট এবং সহজ পরোপকারের ভার দেওয়া যায়। তাহা সে সুচারুরূপে সমাধা করিতে পারিলে শেষে বড় বড় দায়িত্ব আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। "সহর সিমাবে কোতওয়ালী"। সেই মহৎ কার্য্য হেতুরহিত সমাধা করিলে মহাত্মা পদে বাচ্য হওয়া যায়। এক এক জন মহাত্মাকে এক একটী পৃথিবীর ধ্রুব তারা সদৃশ জানিবে। অতএব পুত্র! যাও; জীবের হিত সাধন কর। তোমায় দেহ ও মন উভয়ের চিকিৎসা শিখাইয়াছি, পীড়িত জনের সেবা করিয়া দেহধারণ সার্থক কর। বৎস! লোকসমাজে ফিরিয়া যাও; জীবের সেবাই তপস্যা। জঙ্গলে ত বনচর অনেক আছে তাহারা কি যোগী না তপস্বী?

এই বলিয়া মহারাজজী ক্ষান্ত হইলেন। আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদরজঃ লইয়া বিদায় হইলাম। সে আজ ১৫ বৎসরের কথা।

জনৈক রিন্দ।

প্রশ্ন।

জীবন কলিটি যবে উঠিল ফুটিয়া—
কি পিপাসা সে দিবস হ'তে জাগে মনে ;
কে মিটাবে সেই তৃষ্ণা ? মহাসত্য কবে
উঠিবে জাগিয়া, কোন্ বেশে ? কোন্ গানে ?
এই ত জীবন হেথা—যুগে যুগে কবি
দিয়াছ উপমা এ যে পদ্মপত্র বারি !
সুবিশাল কর্ম্মক্লান্ত মহান ধরণী
কোথা চলিয়াছে তবে কোন্ লক্ষ্য ধরি ?
মায়ার স্বপন সব ? হায়, কে বুঝাবে
স্বপন কি জাগরণ, জীবনের দিন ?
শুধু কি আপন মনে গভীর নীরবে
আসে যায় সব হেথা উদ্দেশ্য বিহীন ?
প্রণোদিত কি উদ্দেশ্য সাধনের তরে
ভাসিছে জীবনতরী, কে বলিবে মোরে ?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গীত।

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি।

(মন) এ আপণে হারা'ল আপন।

(তোমার) স্বরূপ আপন, কেনরে মন, হারাইলে অকারণ ॥
যাদের দেখি, সদা সুখী, সখাসখী পরিজন,
যে ধনেরে ধরিবারে ধাবিত হও অনুক্ষণ,
অশন, বসন, ভূষণ—ব্যসন, গ্রহণ কর বলে আপন,
জীবন যখন যাবে তখন, কত আপন পাবে মন ॥
পর ভাবি পুনঃ প্রাণে পাও পীড়া প্রতিক্ষণ,
অপর সে পরে রে মন, পার কি ভাবিতে আপন ?
সকলেই যে সে আপন, সকলই তব আপন,
মিছার পর আর মিছার আপন, ভুলে যাওনা রে এখন ॥

শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা।

৬ষ্ঠ ভাগ।] ভাদ্র, ১৩০৯। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

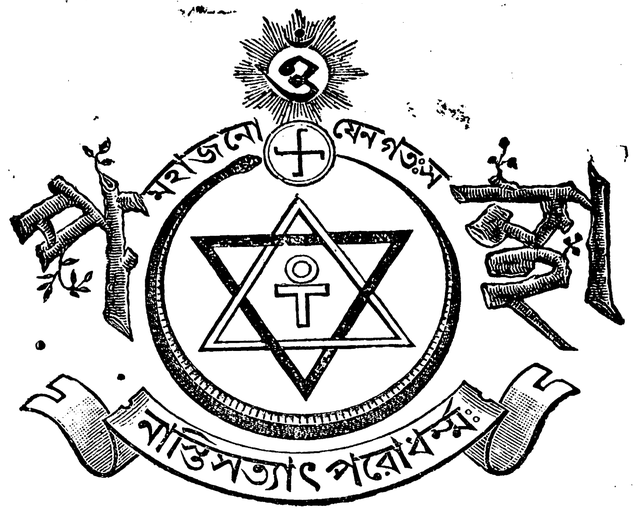

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম্-এ, বি, এল্, সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পত্রাঙ্ক।
১। স্তোত্রপুষ্পাঞ্জলিঃ।	শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১৬১
২। ভগবদ্গীতা।	„ মহেশচন্দ্র বসু	১৬৫
৩। পৌরাণিক কথা।	„ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম্-এ, বি-এল্	১৬৮
৪। বিচার সাগর।	„ বিজয়কেশব মিত্র, বি-এল্, ...	১৭৭
৫। মহাত্মা তুলসীদাস।	„ জনৈকরিন্দ	১৯৬

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

Printed by Ram Krishna Ghose.
MERCHANT PRESS.
1 Swallow Lane. Calcutta,

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ এক টকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৴০আনা কমিশন পাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডরের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত,
প্রকাশক।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর, হেরিং, গারেন্‌সি কেণ্ট, সি, ভন্‌, বেনিং হোসেন্‌ কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্‌" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাই পুস্তকখানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ, কার্য্যাবশেষ পূরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিঘ্নতা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি। ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক পৃথক সময়ানুসারে ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রেশন ও এগ্রাভেশন্‌) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
V. L. M. S. F. T.
পোষ্ট মহানাদ, জেলা হুগলি।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৬ষ্ঠ ভাগ। ভাদ্র, ১৩০৯ সাল। ৫ম সংখ্যা।

স্তোত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ।

দ্বাদশাক্ষর স্তোত্রম্‌।

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"

(ভাবানুবাদ)

(১)

ওমিতি জ্ঞান মাত্রেণ রাগাজীর্ণেনজীর্য্যতঃ।
কালনিদ্রাং প্রপোন্নহস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

ও—হে ভগবান করুণানিধান,
অতি অবসন্ন জীর্ণ মন প্রাণ,
বিষয়ানুরাগে অজীর্ণের পাপে,—
কাল নিদ্রা হ'তে তার ভগবান॥১॥

(২)

ন-গতিবিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং প্রভো।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥
ন—বগ্রহ মাঝে এ বিশ্ব ভুবনে
নাহি গতি নাথ! কি হবে দুর্দ্দিনে!
ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন পাতকী
তার তার, নাথ! তার মূঢ় দীনে ॥২॥

(৩)

মো-হিত মোহজালেন পুত্রদারাধনাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥
মো—হিত হয়েছি ঘোর মোহকালে,
ধনপুত্রদারা দারুণ করালে;
বিষয় তৃষ্ণায় পীড়িত পরাণ,
হে মধুসূদন! রক্ষ, এ জঞ্জালে ॥৩॥

(৪)

ভ-ক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥
ভ—ক্তিহীন দীন অতি শোকাকুল,
চরমদুঃখী সে মরম ব্যাকুল;
আশ্রয় বিহীন, অনাথ ভুবনে,
কৃপা কর, নাথ! তুমি বিশ্বমূল! ॥৪॥

(৫)

গ-তাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ সংসার বর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥
গ—তাগতে লক্ষ জন্ম ধরি'ভবে
বিষম শ্রান্ত হয়েছি গো এবে,
আর যেন নাথ! জন্ম নাহি হয়,
কর কর দয়া এ সুমূঢ় শবে ॥৫॥

(৬)

ব-হুযোহি ময় দৃষ্টা যোনি দ্বারঃ পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহিমাং মধুসূদন।
ব—হু বহু যোনি করেছি ভ্রমণ,
গর্ভবাসকষ্ট হায় কি ভীষণ!
এবে মূঢ়ে নাথ! কর গো উদ্ধার
তুমি মূলাধার, হে মধুসূদন ॥৬॥

(৭)

তে-ন দেব প্রপন্নোঽস্মি সংসার স্থিতিকারক।
দেহি সংসারমোক্ষত্বং ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥
তে—য়াগিয়া লক্ষ, লক্ষ কায়া ধরি,
কতবার জন্মি কত বার মরি!
এ সংসার মাঝে এ চির বসতি
ঘুচাও আমার, রক্ষ রক্ষ হরি! ॥৭॥

(৮)

বা-চা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণানকৃতং ময়া।
সোঽহং কর্ম্ম দুরাচারস্ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥
বা—র বার প্রতিজ্ঞায় বাঁধি মন,
পুনঃ পুনঃ তাহা হই বিস্মরণ!
ভীম দুরাচার হয়েছি হে নাথ!
তুমি না রাখিলে কে করে রক্ষণ! ॥৮॥

(৯)

সু-কৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্দুস্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
ঘোর সংসার মগ্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥
সু—কৃতি নাহিক বিন্দু অনুমেয়,
দুষ্কৃতির রাশি আছে সমুদয়!
সংসারের জালে বদ্ধ সুবিষম,
তার তার মোরে, তার দয়াময়! ॥৯॥

(১০)

দে-হান্তর সহস্রেষু অন্যোঽন্যং ভ্রমিতং ময়া।
তির্য্যগ্‌যোনি মনুষ্যেষু ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

দে— হান্তর লক্ষ, লভেছি লভেছি,
সংসারেতে শুধু ঘোরা মিছামিছি,
আর ত দেখিনা গতি ত্রিভুবনে,
তোমারি চরণে আশ্রয় লয়েছি !!১০॥

(১১)

বা-চয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রণমামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণ ভীতোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

বা—ক্য রাশি মম উন্মত্তের প্রায়.
জরামরণের সুভীষণ দায়,
কি বলিতে তোমা কি যে গো বলেছি,
হে মধুসূদন ! রক্ষহ আমায় !!১১॥

(১২)

য-ত্র যত্র চ যাস্যামি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু চ।
তত্রতত্রাচলা ভক্তি স্ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

য—খনি যে দেহ পাই গো না পাই,
স্ত্রী পুরুষ আদি যে যোনিতে যাই,
তব শ্রীচরণে হে মধুসূসন !
রহে যেন মম ভকতি সদাই !
কাতর পরাণে এই ভিক্ষা চাই !!১২॥

ইতি দ্বাদশাক্ষর স্তোত্রম্ সমাপ্তম্।

শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার।

ভগবদ্ গীতা।

(৪র্থ সংখ্যার ৮৫ পৃষ্ঠার পর হইতে)

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

(ক্রমাগত)

এরূপে প্রবর্ত্তমান জগচ্চক্র (১৭) যেবা
নাহি অনুবর্ত্তে, পার্থ; পাপায়ুঃ [মানব]
ইন্দ্রিয়সেবনে রত, [সতত বিরত
ঈশ্বরসেবন জন্য কর্ম্মের সেবনে];
বৃথা সে জীবন ধরে [এ ধরণীতলে]। ॥১৬॥
কিন্তু [যে মানব সাঙ্খ্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ,]
আত্মাতেই যাঁর রতি, [অরতি বিষয়ে,]
আত্মাতেই তৃপ্তি, [নহে অন্ন আদিরসে,]
আত্মাতেই তুষ্টি, [তুষ্টি নহে বাহ্যলাভে,]
তাঁর পক্ষে নাহি কোন কর্ম্ম করণীয় ॥১৭॥
[অহংভাবশূন্য বলি, শাস্ত্র-উক্তবিধি
শাস্ত্র-উক্ত প্রতিষেধ, তাঁর পক্ষে নহে ;
এজন্য] পাতকপূণ্য কর্ম্ম-অকরণে
কর্ম্মের করণে তথা, নাহি স্পর্শে তাঁরে,
কোন অর্থে শরণার্থী নন তিনি [কভু]
কোন ভূতে [,—ব্রহ্মা আদি স্থাবর পর্য্যন্ত] ॥১৮॥
[যাবৎ না জ্ঞাননিষ্ঠা উপজে পুরুষে,
তাবৎ তাহার পক্ষে কর্ম্ম করণীয় ;]
একারণে ফল সঙ্গ পরিহার করি

---

(১৭) "জগচ্চক্রং"—পরমেশ্বর বাক্যভূত বেদাখ্যব্রহ্ম হইতে পুরুষগণের কর্ম্মে প্রবৃত্তি, তদনন্তর কর্ম্মনিষ্পত্তি, তদ্বারা পর্জ্জন্যের উৎপত্তি, তাহা হইতে অন্ন, তাহা হইতে ভূত সৃষ্টি, এবং ভূতগণের পুনর্ব্বার এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি, এইরূপ কর্ম্মচক্র ; স্বামী।

সতত আচরকর্ম্ম, যা কর্ত্তব্য তব,
যথারূপে; ফল সঙ্গ পরিহরি যেবা
কর্ম্মাচরে, পরপদ (১৮) লভে সে পুরুষ ;
[চিত্তশুদ্ধি বলে নিজ, অসংশয় ইথে] ॥১৯॥
কর্ম্মেই সংসিদ্ধি (১৯) প্রাপ্ত [, পূর্ব্ব ইতিহাসে,]
জনক রাজর্ষি আদি [সত্ত্ব শুদ্ধি বলে]
যদি বল আমি জ্ঞানী, জ্ঞানী জন পক্ষে
নহে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তবু] ভাবি মনে—
কর্ম্মী দেখি আমা লোকে হবে প্রবর্ত্তিত
স্বধর্ম্মে, আচর কর্ম্ম [লোক রক্ষা হেতু]; ॥২০॥
যে কর্ম্ম আচরে শ্রেষ্ঠ, ইতর মানবে
করে তাই ; শ্রেষ্ঠ লোকে যা প্রামাণ্য বলি
করে মান্য, [অন্য] জনে তাই অনুবর্ত্তে ॥২১]
নাহি মম, পার্থ, কোন কর্ম্ম করণীয়,
লভণীয় অলব্ধ বা, এ তিন ভুবনে,
নাহি মম ; তবু আমি কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ॥২২॥
আর যদি কভু আমি অনলসভাবে
নাহি থাকি, পৃথাত্মজ, কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত,
সর্ব্বথা মানবে [তবে] অনুবর্ত্তনিবে
বর্ত্ম্ম মম [কর্ম্মত্যাগী হইবে সকলে] ॥২৩॥
[কর্ম্মই জগতীতলে লোকস্থিতি হেতু]
কর্ম্ম পরিহরে যদি, এ মানব কুল
হইবে নির্ম্মূল [সত্ত্ব কর্ম্মের বিলোপে] ;
জন্মিবে সঙ্করবর্ণ [কর্ম্ম লোপ ফলে],
তার মূল হব আমি ; এ প্রজানিবহ
হবে মম দোষ বশে পাপ মলীমস (২০) ॥২৪॥

(১৮) "পরপদ"—পরং-মোক্ষ-স্বামী ও শঙ্কর। Supreme, A. B.
(১৯) "সংসিদ্ধি"—সংসিদ্ধিং-মোক্ষ ; শঙ্কর। সম্যক্ জ্ঞান, স্বামী।
(২০) পাপমলীমস—উপহন্যাং, মলিন করিব ; স্বামী। উপহত করিব, শঙ্কর।

অবিদ্বান্ জন যথা ফল লক্ষ করি,
কর্ম্মে রত ; কর্ম্মে রত হইবা তেমতি
বিদ্বান্, এ লোক রক্ষা মাত্র লক্ষ্য করি ;
কিন্তু, ভরতর্ষ, ত্যজি ফলের লালসা। ॥২৫॥
কর্ম্মে সমাসক্তচিত্ত অজ্ঞ যে মানব,
তার [কর্ম্ম মগ্ন] বুদ্ধি [তত্ত্ব উপদেশি]
না করিবা বিচলিত বিদ্বান পুরুষ ;
[করিলে ঘটিবে মাত্র তার কর্ম্ম প্রতি
শ্রদ্ধালোপ, শ্রদ্ধালোপে জ্ঞানে জন্মে বাধা,
শ্রদ্ধাজ্ঞান উভভ্রষ্ট হবে সে মানব]
বরঞ্চ বিদ্বান্ নিজে অবহিত ভাবে
সম্যক আচরি কর্ম্ম, রাখিবা সেজনে
কর্ম্মতন্ত্রে নিয়োজিত [আপন দৃষ্টান্তে] ॥২৬॥
[ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি নামিকা]
প্রকৃতির গুণত্রয়ে—ইন্দ্রিয় নিকরে
করে কর্ম্ম; সে কর্ম্মের কর্ত্তা আমি বলি
ভাবে মনে যার চিত্ত অহংকার বশে
বিমূঢ় [; ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার অধ্যাসে
অহংকার শব্দে কহি ; অহঙ্কার বশে
কর্ত্তৃত্বাভিমান জন্মে মানব অন্তরে] ॥২৭॥
[নহি আমি ইন্দ্রিয়, নহেত কর্ম্ম মম,
এমতি বিচারে] কর্ম্ম ইন্দ্রিয় সকাশে
আত্মার প্রভেদ তত্ত্ব যিনি অবগত,
না করেন, মহাবাহো, কর্ত্তৃত্ব নিবেশ
কর্ম্মে, তিনি, মনে জানি, ইন্দ্রিয় সংহতি,
[নহে আত্মা, যা] প্রবর্ত্তে [আপন] বিষয়ে। ॥২৮॥
প্রকৃতির গুণবশে সংমূঢ় মানবে,
ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক কর্ম্ম আপনে আরোপে ;

অবহুজ্ঞ মন্দমতি সে মানব কুলে
[তত্ত্ব উপদেশি কর্ম্মে] বিচলিত করা
বহুজ্ঞ পুরুষ পক্ষে নহে যুক্ত [কভু] ॥২৯॥

শ্রীমহেশ চন্দ্র বসু।

পৌরাণিক কথা।

———):o:(———

পৌগণ্ডলীলা ও বনরমণ।

পৌগণ্ড লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ বিকাশ। কিশোর কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। এই দুই লীলার বৃন্দাবন যথার্থ বৃন্দাবন। এই দুই লীলার শ্রীকৃষ্ণ নিত্য গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। যেমন নারায়ণ-রূপী শ্রীকৃষ্ণ,—বিশ্বাত্মা, বিশ্বভাবন, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ—কুরুক্ষেত্রে আপনার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ গোলোকবিহারি শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ড লীলায় ও কিশোর লীলায় স্বয়ং ভগবত্তার পূর্ণ মধুরিমার, পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছিলেন।

এইবার আমরা তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব।

যিনি বিশ্বের কর্ত্তা, হর্ত্তা ও পালক, যাঁহা হইতে বিশ্ব এবং বিশ্ব যাঁহাতে, যিনি বিশ্বময় অথচ বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র, যিনি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়, তিনিই মূল নারায়ণ।

আর যিনি ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া, আপনার বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব ভুলিয়া সমান ভাবে ভক্তের সহিত বিহার করেন, যিনি ভক্তকে সখা বলিয়া সম্বোধন করেন, ও ভক্ত যাঁহাকে "সুমিষ্ট ফল খাও, হে কৃষ্ণ, আমরা খেয়েছি", এই বলিয়া উচ্ছিষ্ট ফল অকুণ্ঠিত চিত্তে অর্পণ করে, যাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যাঁহাকে পতিভাবে আলিঙ্গন করে এবং যিনি সেই সকল ভক্তকে পত্নীভাবে স্বীকার করেন, যিনি ভক্তদের সর্ব্বস্ব ও ভক্তগণ যাঁহার সর্ব্বস্ব, সেই মধুর,—সুমধুর, একান্ত ও অত্যন্ত মধুর—ভগবান্ গোলোকবিহারী—শ্রীকৃষ্ণ।

বিশ্বের ভগবান্ নারায়ণ-রূপী শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তের ভগবান্ গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ।

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেমন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইহোঁত দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাথ।
ইহোঁ বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

নারায়ণ চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রাদি তাঁহার হাতে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ এবং বেণু তাঁহার হাতে। শঙ্খচক্রাদি দ্বারা নারায়ণ-রূপী শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এবং বেণুদ্বারা গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের তরুলতা মৃত্তিকায় সত্ত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বেণুদ্বারা তিনি বৃন্দাবনের মলিনতা নষ্ট করিয়াছিলেন, বেণুদ্বারা তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় বৃন্দাবনে জীবের সহিত এক মধুর আকর্ষণময় সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে কেবল মনুষ্যরূপী জীব নহে, সে কেবল গোপ গোপী নহে, জীব মাত্রই বেণুরবে শোধিত, মার্জ্জিত ও আকৃষ্ট হইত। পশু, পক্ষী, তরু, লতা, ও মৃত্তিকা সকলেরই মধ্যে জীবশক্তি আছে। সেই জীবশক্তি ঐশ্বরিক শক্তি। ঐ শক্তি আছে বলিয়াই, জীব জীবকে আকর্ষণ করিতে পারে, জীব জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু জীবের উপাধি পরিচ্ছিন্ন। অন্তে

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। বৃন্দাবন তাঁহার আত্মস্থল, তাঁহার ভগবত্ত্ব-বিকাশের স্থল। সুতরাং, তিনি বেণুরূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া উত্তম হইতে অধম জীব পর্য্যন্ত স্থাবর, অস্থাবর সকল প্রাণীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সকল প্রাণীরই প্রাণে প্রাণে মধুরিমা সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে তরু, লতা, মৃগ, পক্ষী সকলেই স্তব্ধ। বৃন্দাবনের সে মৃগ, পক্ষী ত আর নাই, সে তরু লতাও নাই। কিন্তু সেই মৃত্তিকা আছে, সেই গোবর্দ্ধন আছে! সেই মৃত্তিকার সম্বন্ধে, সেই গোবর্দ্ধন গিরির উপরে এখনও যে তরুলতা উদ্ভূত হয়, তাহার এক মধুর ভাব।

যেমন নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়" অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই কালে গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ জগতে মধুর ভক্তি অর্পণ করিবার জন্য এবং নিজ জনের মধুর নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাধুদের পরিত্রাণ ইত্যাদির জন্য ত অংশ অবতার অবতীর্ণ হইলেই পারিতেন, স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবার কি প্রয়োজন? "অংশ কলাঃ পুংসঃ" যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন, সাধুদের পরিত্রাণ করিতে পারিতেন, অসাধুর নাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবান ভিন্ন অন্য কেহ মধুর প্রেম ভক্তি প্রচার করিতে পারিতেন না। পতি বলিয়া যাঁহাকে সম্বোধন করিব, যিনি জগতের নাগর, যাঁহার প্রেমে জগৎ মজিবে, তিনি স্বয়ং ভগবান ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না। কেবল বৃন্দাবন লীলা করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ! ব্রহ্মার প্রতিদিনে, প্রতি কল্পে, গোলোকবিহারি ভগবান একবার মাত্র প্রকট হন। অষ্টাবিংশতি দ্বাপরের শেষে তাঁহার এইরূপ প্রকট হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়া যুগাবতারের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হয়ে করেন প্রকট বিহার॥

* * *

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

* * *
* * *

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতি কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার কাল।
ভার হরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।

তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥
বৈকুণ্ঠাথে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবে চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।

নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে ॥
তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই অন্তরঙ্গ প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য বৃন্দাবন লীলা। কৌমার লীলা আয়োজন মাত্র। পৌগণ্ড ও কিশোর লীলায় মুখ্য প্রয়োজন সাধন। কৌমার লীলায় তন্ময়তার অঙ্কুর। পৌগণ্ড লীলায় কৃষ্ণ-তন্ময় ভাব বিকাশ। এবং কিশোর লীলায় তাহার পর্য্যবসান। পৌগণ্ড লীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং বৃন্দাবন তাঁহার গোলোকধাম। পৌগণ্ড লীলায় বেণুরবে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে নদী ভাসাইয়া দিলেন, এবং সেই নদীতে ভাসমান হইয়া সকলে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইল। তুমি আমি এক। তত্ত্বমসি। সখা সখা গলাগলি। তত্ত্বমসি। রসের উল্লাসে আপনা ভুলিয়া গোপীগণ কৃষ্ণময়। তত্ত্বমসি। যেখানে কৃষ্ণ নাই, তাহার দাহ, তাহার নাশ। এই জন্য পুনঃ পুনঃ বৃন্দাবনে দাবদাহ। যাহা নিত্য কৃষ্ণ প্রাপ্তির বিরোধী, তাহার দমন বা বধ। এই জন্য কালিয় দমন, ধেনুক, প্রলম্বাদির নাশ। শেষে কিশোর লীলায় শেষ মিলন। কৈশোরে কৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি।

বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার।
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতার।

এবার শ্রীকৃষ্ণ আর বৎসচারণ করেন না। এবার বেণু হস্তে তিনি গোচারণ করেন। গোপবৃদ্ধগণ দেবতা। দেবতারা আমাদের ইন্দ্রিয় প্রকাশক। তাঁহারা আমাদের করণ বৃত্তির প্রচালক। আর ব্রজে অধিদেবতার প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোচালক।

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃ শ্রিতৌ ব্রজে
বভূবতু স্তে পশুপাল সম্মতৌ।

গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈ
র্বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ॥

পৌগণ্ডবয়স আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ বলরাম ব্রজে গোচারণ করিতে লাগিলেন। এবং গোচারণ করিতে করিতে তাঁহারা বৃন্দাবন অত্যন্ত পবিত্র করিয়াছিলেন।

তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতোঃ
গোপৈ র্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশৎ
বিহর্ত্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাদন করিতে করিতে বলরাম এবং যশোগানকারী গোপবৃন্দ সমভিব্যাহারে বিহারের জন্য কুসুমাকর বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পশুগণ তাঁহার সম্মুখভাগে চলিতে লাগিল।

তন্মঞ্জু ঘোষালি মৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃ প্রখ্যপয়ঃ সরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্র গন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে॥

সেই বনে ভ্রমর, মৃগ, পক্ষী সকলেই মধুর রব করিতেছিল। এবং সাধুদিগের মন তুল্য নির্ম্মল জল সম্বন্ধে শীত, কমলপরিমলসুগন্ধী, মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল। অমনি শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এ রমণ গোপীদিগের সহিত নহে; গোপ সখাদিগের সহিত। এই রমণে সখাগণ চরিতার্থ হইয়াছিল এবং বনভূমি তরু, লতা, মৃগ, পক্ষী সহ অত্যন্ত পবিত্র হইয়াছিল।

বলরামকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন

অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃ ফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন
স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্॥

হে ভগবন্,! এই তরু সকল শিখা দ্বারা আপনার পাদাম্বুজে নমস্কার করিতেছে এবং প্রার্থনা করিতেছে যে যে তমোগুণের প্রবলতা জন্য তাহাদের তরু জন্ম হইয়াছে, সেই তমোগুণের যেন নাশ হয়। বলরাম এ কথা শুনিলেন কি না তাহা জানি না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনস্থ তরুগণকে নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত করিলেন।

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে।
প্রায়োঅমী মুনিগণাভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্॥

এই অলি সকল আপনার ভজনা করিতেছে। ইহারা প্রায় মুনিগণ। আপনি প্রচ্ছন্নভাবে মনুষ্যবেশে এই বন মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, মুনিরাও তাই অলিবেশে আপনাদিগকে গুপ্ত রাখিয়া আপনার উপাসনা করিতেছে। ধন্য মুনিগণ! যদি মনুষ্য হইয়া বৃন্দাবনে থাকিতে, তাহা হইলে অতি গুহ্য, অতি অলৌকিক নিকুঞ্জ বন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত লীলা কেমন করিয়া দেখিতে?

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন দৈত্য মুদা হরিণ্য
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
স্তৈক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান হি সতাংনিসর্গঃ॥
ধন্যেয়মদ্যধরণী তৃণ বীরুধস্ত্বৎ
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহাশ্রীঃ॥

সত্য সত্যই এবার বৃন্দাবনে সকলই ধন্য হইল।

এই বৃন্দাবনে গোপবালকদিগের রমণে বৃন্দাবন আরও ধন্য হইল।

গোপজাতি প্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণঃ।
ঈড়িরে কৃষ্ণ রামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ॥

বাল্য লীলায় বাৎসল্য, পৌগণ্ডে সখ্য এবং কিশোরে শৃঙ্গার। বৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌগণ্ড লীলা দেখাইয়াছিলেন এবং অতি গোপনে তিনি কিশোর বেশে আবির্ভূত হইতেন। কেবল গোপীদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্যই তিনি কিশোর হইতেন। গোলোকে তিনি সর্ব্বদা কিশোর। কিন্তু মর্ত্ত্য বৃন্দাবনে,—যাহাকে অপার্থিব, অলৌকিক করিতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রয়াস করিয়াছিলেন—এই বৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণ আপন কিশোর ভাব কেবল মাত্র স্বজন গোপীদের নিকট গোপনে প্রকাশ করিতেন। বৃন্দাবনে গোপেরাও জানিত তিনি বালক। অথচ প্রচ্ছন্নভাবে গোপীদের নিকট তিনি কিশোর। আজ ভাগবতাদি পুরাণে লিখিত আছে বলিয়া আমরা তাঁহার শৃঙ্গার লীলার বিষয় অবগত আছি। নতুবা বৃন্দাবনে থাকিয়া গোপেরা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না। স্বজনের সহিত একান্ত মিলন, অত্যন্ত সুমধুর মিলন, কেবল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্তের জন্য। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এই মিলন অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন, অত্যন্ত গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের তরুলতাদিই কেবল এই লীলা জানিত। ঋষিগণ অলি হইয়াই কেবল এই লীলা জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু গোপীগণ যাহাদের পত্নী, যাহাদের কন্যা, তাহারা এ লীলা জানিত না। শ্রীকৃষ্ণ আপন অবতারে কোনরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয় হইতে দেন নাই। লোক সংগ্রহের চেষ্টা তাঁহার সর্ব্বদাই ছিল। যে যে ধর্ম্মের অধিকারী, তিনি তাহাকে সেই ধর্ম্ম দিয়াছিলেন। গোপীদের ধর্ম্ম যাহার জন্য নহে, তাহার সে ধর্ম্ম জানিবারও প্রয়োজন নাই। এবং সে ধর্ম্মের প্রচারও অত্যন্ত সাবধানে হইতেছে। তবে যাঁহার অন্য লীলা বুঝিয়া ভগবান্ বলিতে যাঁহাকে কুণ্ঠিত নও, যাঁহার গীতা শুনিয়া তুমি ও জগৎ মুগ্ধ, তাঁহার বৃন্দাবন লীলা না বুঝিতে পারিলেও তুমি তাঁহার কুৎসা করিও না। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌগণ্ড ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বদাই কিশোর।

বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার।
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতার॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

এইজন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বালক কৃষ্ণকে নন্দ রাধিকার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। এইজন্য জয়দেব কবি লিখিলেন—

মেঘৈ র্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামা স্তমাল দ্রুমৈ
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধেগৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দ নিদেশতঃ প্রচলিত প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োঃ জয়ন্তি যমুনাকূলেরহঃ কেলয়ঃ।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বিচার সাগর।

(৪র্থ সংখ্যার ১৫০ পৃষ্ঠার পর হইতে)।

জিজ্ঞাসু ও মুক্ত পুরুষের লক্ষণ।

উত্তম সংস্কারবলে সৎশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যাহার এইরূপ বিবেক হইয়াছে যে, বিষয় সুখ অনিত্য। যতকাল বিষয়সুখ ভোগকরা যায়, ততকাল অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বিষয় সুখ পরিণাম বিনাশী, দুঃখের হেতু। বর্ত্তমানেও নাশভয়ে বিষয়সুখ তাপহেতু। এই প্রকারে বিষয়সুখ দুঃখগ্রস্ত, সুতরাং দুঃখরূপী। লৌকিক উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। যে উপায় করুক না কেন, ফলে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। নিবৃত্ত হইলেও, দুঃখ পুনরায় হয়। যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভবে না। কারণ পাপ পুণ্য হইতে দেহের উৎপত্তি। মনুষ্যদেহ, মিশ্রিত কর্ম্মের ফল, ইহা প্রসিদ্ধ। দেবশরীরও মিশ্রিত কর্ম্মের ফল। যদি দেবশরীর কেবল পুণ্যের ফল হইত, তবে অন্য দেবতার বিভূতি দেখিয়া কোন দেবতার সন্তাপ জন্মিত না। দেবেন্দ্র ইন্দ্রেরও দৈত্যদানব হইতে ভয়জনিত দুঃখ শাস্ত্রে কথিত হয়। দেবশরীর কেবল পুণ্যের ফল হইলে, দেবতাগণের দুঃখ সঞ্জাত হইত না। সুতরাং দেবশরীর পুণ্যপাপ উভয়েরই ফল। "দেবতা পাপ রহিত" এই শ্রুতি-

বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—মনুষ্য শরীরেই কেবল কর্ম্মের অধিকার *; অন্য শরীরে নহে। সুতরাং দেবশরীরে কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল দেবতাদিগের হয় না। পূর্ব্ব শরীরে কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল দেবশরীরে হয়। এই প্রকারে দেবশরীর মিশ্রিত কর্ম্মের ফল।

তির্য্যক পশুপক্ষীর শরীরও মিশ্রিত কর্ম্মের ফল। তাহাদের প্রসিদ্ধ দুঃখ সমূহ পাপের ফল, ও মৈথুনাদি সুখ পুণ্যের ফল। (যাহারা উদর দ্বারা বক্রভাবে গমন করে, তাহাদিগকে তির্য্যক কহে। যাহারা পক্ষ দ্বারা গমন করে, তাহাদিগকে পক্ষী কহে, ও যাহারা পদ চতুষ্টয়ে গমন করে, তাহাদিগকে পশু কহে। কোন কোন স্থলে পশুপক্ষীকেও তির্য্যক কহে।) এই প্রকারে শরীর মাত্রেই পাপ ও পুণ্যে রচিত। তবে, কোন শরীরে পাপভাগ কম ও পুণ্যভাগ অধিক, যেমন, দেবশরীর; পাপ অল্প ও পুণ্য অধিক বলিয়া, শাস্ত্রে দেবশরীর কেবল পুণ্যের ফল কহে। সুতরাং, বিরোধ নাই। যেমন, ব্রাহ্মণবহুল গ্রামকে ব্রাহ্মণগ্রাম বলা যায়, সেইরূপ পুণ্যাধিক্যের ফল বলিয়া দেবশরীরকে কেবল পুণ্যের ফল কহে। পরন্তু, কেবল পুণ্যের ফল নহে।

তির্য্যক পশুপক্ষীর শরীর কম পুণ্য ও অধিক পাপে রচিত। যে মনুষ্য উত্তম, তাহার রীতি দেবতার ন্যায়। নীচ পুরুষের রীতি সর্পাদির ন্যায়। এইরূপে সর্ব্ব শরীর পুণ্যপাপে রচিত। পাপের ফল দুঃখ; সুতরাং যতদিন শরীর থাকে, ততদিন দুঃখ থাকে। সেই শরীর, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল। ধর্ম্মাধর্ম্মের নিবৃত্তি বিনা, শরীরের নিবৃত্তি হয় না। কারণ, বর্ত্তমান শরীর যাইলেও, পাপপুণ্য হইতে আবার শরীর হইবে। সুতরাং পাপপুণ্যের নিবৃত্তি বিনা, শরীরের নিবৃত্তি হয় না। রাগ দ্বেষের নাশ বিনা, পুণ্যপাপের নাশ হয় না। কারণ, ভোগ দ্বারা বর্ত্তমান পাপপুণ্যের নিবৃত্তি হইলেও, রাগদ্বেষ হইতে আবার পুণ্যপাপ সঞ্চয় হইবে। সেই রাগদ্বেষ অনুকূল ও প্রতিকূল

* মনুষ্য মাত্রেই ভক্তি, দয়া, সত্য, জ্ঞানাদি শুভগুণে অধিকারী। তবে ক্রমোন্নতি (Evolution) ভেদে যথাযোগ্য অধিকার। সর্ব্বজ্ঞতা ও অজ্ঞতা হেতু, জ্ঞানী ও বালকের ন্যায় দেব ও তির্য্যক পশুপক্ষীর পর্য্যায়ক্রমে বর্ত্তমান শরীরে কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অন্য জন্মে হয় না—ইহা শাস্ত্র মর্য্যাদা

জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হয়। যে বিষয়ে অনুকূল জ্ঞান হয়, সে বিষয়ে রাগ বা অনুরাগ জন্মে। যে বিষয়ে প্রতিকূল জ্ঞান হয়, সে বিষয়ে দ্বেষ বা ক্রোধ জন্মে। সুতরাং, অনুকূল জ্ঞান ও প্রতিকূল জ্ঞানের নিবৃত্তি বিনা রাগদ্বেষের নিবৃত্তি হয় না। সেই অনুকূল জ্ঞান ও প্রতিকূল জ্ঞান ভেদজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হয়। কারণ যে বস্তু আপন স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানা যায় সেই বস্তু বিষয়ে অনুকূল অথবা প্রতিকূল জ্ঞান হয়। (সুখের সাধনের নাম অনুকূল ও দুঃখের সাধনের নাম প্রতিকূল।) আপন স্বরূপ সুখ অথবা দুঃখের সাধন নহে; সুখরূপ হইলেও, সুখের সাধন নহে। সুতরাং স্বস্বরূপ হইতে ভিন্ন বস্তু বিষয়ে অনুকূল ও প্রতিকূল জ্ঞান জন্মে। এই প্রকারে, পদার্থ বিষয়ে আপন হইতে ভেদজ্ঞানই অনুকূল ও প্রতিকূল জ্ঞানের হেতু। সেই ভেদজ্ঞানের* নিবৃত্তি বিনা অনুকূল ও প্রতিকূল জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না।

সেই ভেদজ্ঞান অবিদ্যাজাত। কারণ, "স্বরূপের অজ্ঞান কালেই সকল প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান ভাসমান হয়," ইহাই সর্ব্ববেদ ও শাস্ত্রসম্মত বচন। এই প্রকারে স্বরূপের অজ্ঞান সকল দুঃখের হেতু। স্বরূপের জ্ঞান বিনা, সেই স্বরূপের অজ্ঞান দূরিত হয় না। কারণ, কোন বস্তুর জ্ঞান হইতে সেই বস্তুর অজ্ঞান দূরিত হয়; যেমন, রজ্জুজ্ঞান হইতে রজ্জুর অজ্ঞান দূরিত হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। সুতরাং, স্বরূপের জ্ঞানই, অজ্ঞান নিবৃত্তি দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তির হেতু। স্বরূপের জ্ঞান হইতেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। সেই ব্রহ্ম নিত্য ও আনন্দ-স্বরূপ, দুঃখ-সম্বন্ধ-শূন্য। সুতরাং, স্বরূপ জ্ঞান হইতে নিত্য ও দুঃখ-সম্বন্ধ-রহিত ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ প্রাপ্তি হয়। এই প্রকারে স্বরূপ জ্ঞান দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির হেতু। সুতরাং, স্বরূপ জানিবার যোগ্য।" এইরূপ বিবেক যাহার হয়, তাহাকে জিজ্ঞাসু কহে। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর হইতে ভিন্ন যে আপন স্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম, এই অপরোক্ষ জ্ঞান যাঁহার হয়, তাঁহাকে মুক্ত কহে।

* জীব ঈশ্বরের ভেদ ও তদন্তর্গত জীব জীবের ভেদ, জীব জড়ের ভেদ, জড় জড়ের ভেদ ও জড় ঈশ্বরের ভেদ।

গ্রন্থে জিজ্ঞাসুর প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

এই প্রকারে চারি প্রকার পুরুষ মধ্যে পামর ও বিষয়ী বিষয়সুখেই বুদ্ধি বৃথা পরিচালিত করে। কোন কোন বিষয়ীর পরম সুখেচ্ছাও হয়। তখন তাহার উপায় না থাকিলেও, বুদ্ধিবলে উপায় করিয়া দেয়। সৎশাস্ত্র শ্রবণ ও সৎসঙ্গ হইতে উপায় জ্ঞান আইসে। তাহা তাহাদের ঘটেনা। সুতরাং সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত পামর ও বিষয়ী পুরুষের গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না। দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত তাহারা অন্য উপায়ে প্রবৃত্ত হয়। দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্তও, তাহাদের গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং, পামর ও বিষয়ী পুরুষের গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না। মুক্ত পুরুষেরও গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, জ্ঞানবানকে মুক্ত কহে। সেই জ্ঞানী কৃতকৃত্য, তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই। একথা পরে* প্রতিপাদন করা হইবে। যদি লীলাপূর্ব্বক মুক্তপুরুষ গ্রন্থে প্রবৃত্ত হন, তবে সে প্রবৃত্তি হইতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। সুতরাং, মুক্তের নিমিত্তও গ্রন্থের প্রয়োজন নাই। জিজ্ঞাসু জন বিষয়সুখে বুদ্ধি বৃথা পরিচালিত করে না। পরন্তু, তাহার পরম সুখের ইচ্ছা হয়; ও দুঃখের অতি নিবৃত্তির ইচ্ছা হয়। "সেই পরম সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখের অতি নিবৃত্তি জ্ঞানবিনা হয় না" এইরূপ বিবেক যাহার হয়, তাহারই গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয়। এই প্রকারে মোক্ষেচ্ছু অধিকারী সম্ভবে।

বিষয় না চায় কেহ, সুখ মাত্র তার।
তেঁই বিবেকীর হয় গ্রন্থে অধিকার ॥ ১১।

জীবব্রহ্মের একতা সম্ভব।

ব্রহ্মরূপ সাক্ষী এক নাহি ভেদ গন্ধ।
বুদ্ধি ধর্ম্ম রাগ দ্বেষ, তাঁহে মানে অন্ধ ॥ ১২।

সাক্ষী ব্রহ্মস্বরূপ এক, তাহাতে ভেদের গন্ধ মাত্র নাই। রাগ দ্বেষ মতির ধর্ম্ম, তাহা অন্ধেও স্বীকার করে। ১২ ॥

[টীকা ঃ—পূর্ব্বপক্ষ কহেন যে—"জীব রাগ দ্বেষাদি ক্লেশযুক্ত, ব্রহ্ম ক্লেশ-রহিত। সুতরাং, জীবব্রহ্মের একতা গ্রন্থের বিষয় হইতে পারে না।" একথা

* পঞ্চম তরঙ্গে।

সত্য স্বীকার করিলেও, রাগ দ্বেষ বিহীন সাক্ষীর সহিত ব্রহ্মের একতা সম্ভবে। পূর্ব্বপক্ষ যাহা বলেন যে "কর্ত্তাভোক্তা ভিন্ন সাক্ষী বন্ধ্যাপুত্র সমান অলীক" তাহা প্রকৃত নহে। কারণ, কর্ত্তাভোক্তা যে সংসারী, তাহার বিশেষ ভাগের নাম সাক্ষী। সাক্ষী স্বীকার না করিলে, সংসারীর বিশেষ ভাগ স্বীকার করা হয় না। সুতরাং, প্রকারান্তরে কর্ত্তাভোক্তা সংসারীর লোপ করা হয়। একই চৈতন্য বিষয়ে অন্তঃকরণ সাক্ষী ভাবের উপাধি ও স্বয়ং কর্ত্তাভোক্তার বিশেষণ। (বিশেষণ যুক্তকে বিশিষ্ট কহে. ও উপাধিযুক্তকে উপহিত কহে।) যে বস্তু যে যে দেশে আছে, সেই বস্তু সেই সেই দেশস্থিত পদার্থকে জ্ঞাপন করে ও স্বয়ং পৃথক থাকে। সেই বস্তুকে উপাধি কহে। যেমন, কর্ণ গোলক। নৈয়ায়িক মতে কর্ণ গোলক বৃত্তিকে আকাশ শ্রোত্র কহে। সেই কর্ণ গোলক শ্রোত্রের উপাধি। কারণ, কর্ণ গোলক যত দেশে আছে, উহা সেই সেই দেশস্থ আকাশকে শ্রোত্ররূপে জ্ঞাপন করে, ও স্বয়ং পৃথক থাকে। সুতরাং কর্ণ গোলক শ্রোত্রের উপাধি। সেইরূপ অন্তঃকরণও যত দেশে স্বয়ং আছে, সেই সেই দেশস্থিত চৈতন্যকে সাক্ষী সংজ্ঞারূপে জ্ঞাপন করে ও স্বয়ং পৃথক থাকে। সুতরাং, অন্তঃকরণ সাক্ষীর উপাধি। সুতরাং, ইহা সিদ্ধ হইল যে অন্তঃকরণ আশ্রিত বৃত্তি যে চৈতন্য মাত্র, তাহাকেই সাক্ষী কহে।

আপন সহিত বস্তুকে যাহা জ্ঞাপন করে, তাহাকে বিশেষণ কহে। "যেমন, কুণ্ডলধারী পুরুষ আসিয়াছে" এ স্থলে কুণ্ডল পুরুষের বিশেষণ। কারণ, আপন সহিত পুরুষের আগমন কুণ্ডল জ্ঞাপন করিতেছে, সুতরাং বিশেষণ। "নীল বর্ণ ঘট আমি দেখিয়াছি" এস্থলে "নীল বর্ণ" ঘটের বিশেষণ। সেইরূপ অন্তঃকরণও কর্ত্তাভোক্তার জীব চৈতন্যের বিশেষণ। কারণ, অন্তঃকরণ সহিত চৈতন্যকে কর্ত্তাভোক্তা সংজ্ঞা রূপে অন্তঃকরণ জ্ঞাপন করে। সুতরাং, অন্তঃকরণ সংসারীর বিশেষণ। সুতরাং, ইহা সিদ্ধ হইল যে অন্তঃকরণ আশ্রিত বৃত্তি চৈতন্য ও অন্তঃকরণ উভয়কে সংসারী কহে। ইহার সবিস্তার প্রসঙ্গ পরে * করা যাইবে।

রাগ দ্বেষদি ক্লেশ পঞ্চক সংসারী বিষয়ে বর্ত্তমান, সাক্ষী বিষয়ে নহে। সেই ক্লেশ, সংসারীর বিশেষণ যে অন্তঃকরণ, তাহাতে আছে, বিশেষ্য যে চৈতন্য

* চতুর্থ তরঙ্গে।—

তাহাতে নাই। কারণ, সংসারী বিষয়ে যে চৈতন্য ভাগ, তাহা সাক্ষী হইতে পৃথক নহে। কারণ, একই চৈতন্যকে অন্তঃকরণযোগে সংসারী, ও অন্তঃকরণ ত্যাগে সাক্ষী কহে। সুতরাং সাক্ষী ও সংসারীর বিশেষ্য ভাগের পার্থক্য বা ভেদ নাই। যদি বিশেষ্য ভাগে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তবে সাক্ষীতেও স্বীকার করিতে হয়। "সাক্ষী সর্ব্বক্লেশ রহিত" ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। সুতরাং সংসারীর বিশেষ্য ভাগে ক্লেশ নাই, কিন্তু বিশেষণ মাত্র অন্তঃকরণে আছে। এই অভিপ্রায়ে রাগ দ্বেষকে বুদ্ধির ধর্ম্ম বলা হইয়াছে; জীবের বলা হয় নাই। এইরূপে অন্তঃকরণ বিশিষ্টের ব্রহ্ম সহিত একতা না হইলেও, অন্তঃকরণ উপহিত সাক্ষীর ব্রহ্ম সহিত একতা সম্ভবে।

ব্রহ্ম সহিত সাক্ষীর একতা সম্ভব।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে "সাক্ষী নানা, ব্রহ্ম এক। সুতরাং, এক ব্রহ্ম সহিত নানা সাক্ষীর একতা সম্ভবে না। যদি ব্যাপক এক ব্রহ্ম সহিত সাক্ষীর অভেদ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাক্ষীও সর্ব্বশরীর ব্যাপক এক হইয়া যায়। সুতরাং, সকল শরীরের সুখ দুঃখ এক শরীরে প্রতীত হওয়া উচিত।" এই শঙ্কার কারণ নাই। যেহেতু, ঈশ্বর সাক্ষী এক এবং জীব সাক্ষী নানা ও পরিচ্ছিন্ন হইলেও, ব্যাপক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যেমন ঘটাকাশ নানা ও পরিচ্ছিন্ন হইলেও মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু মহাকাশ রূপই ঘটাকাশ বটে; সেইরূপ, নানা ও পরিচ্ছিন্ন সাক্ষীও ব্রহ্মরূপই বটে।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে "সুখ দুঃখ অন্তঃকরণ বৃত্তির বিষয় নহে," তাহা অসঙ্গত। কারণ, যদিও সুখ দুঃখ প্রকাশক সাক্ষী অনেক, তথাপি যে সময় অন্তঃকরণের পরিণাম সুখ অথবা দুঃখ রূপ হয়, সেই সময় অন্তঃকরণের জ্ঞান-রূপ বৃত্তি সুখ দুঃখ গোচর করণক্ষম হয়। সেই বৃত্তি আরূঢ় সাক্ষী সেই সুখ দুঃখ প্রকাশ করে। এই প্রকারে গ্রন্থকারগণ সুখ দুঃখকে সাক্ষীর বিষয় কহে। সুখ দুঃখ বৃত্তি বিনা কেবল সাক্ষীর বিষয় নহে। রহস্য এই যে—আকাশে ঘটাকাশ ও জল আনয়ন কার্য্য ঘটরূপ উপাধি দৃষ্টে প্রতীত হয়। ঐ উপাধি দৃষ্টি না করিলে, হয় না। পরন্তু আকাশ মাত্রই প্রতীত হয়। সুতরাং ঘটাকাশ মহাকাশ রূপই। সেইরূপ, চৈতন্য বিষয়ে সাক্ষী ও ধর্ম্মশক্তি অন্তঃ-

করণের প্রকাশরূপ কার্য্য, অন্তঃকরণরূপ উপাধি দৃষ্টে প্রতীত হয়। অন্তঃকরণ রূপ উপাধি দৃষ্টি না করিলে, উহারা প্রতীত হয় না। পরন্তু চৈতন্য মাত্র ব্রহ্মই প্রতীত হয়*। সুতরাং, সাক্ষী ব্রহ্ম রূপ। এই তাৎপর্য্যে সাক্ষী এক বলা হইয়াছে। কারণ, উপাধি দৃষ্টি বিনা, সাক্ষীতে বহুত্ব ও পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রতীত হয় না। সেই সাক্ষী জীব-পদ-লক্ষ্য। ইহা পরে † কথিত হইবে। এই প্রকারে জীব ব্রহ্মের একতা গ্রন্থের বিষয় সম্ভবে।

প্রয়োজন খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষ মত খণ্ডন ও কার্য্য অধ্যাসে নিরূপণ।

স্বজাতীর জ্ঞান হতে যেবা সংস্কার।
তাহাই অধ্যাস হেতু নাহি কোন আর॥

সত্য বস্তু জ্ঞান নহে, হেতু বস্তু জ্ঞান।
সত্য মিথ্যা হোক সেবা জানহ সন্ধান॥

নহেত সাদৃশ্য দোশ অধ্যাসের রীতি।
বিনা সে সাদৃশ্য আত্মা দ্বিজাতি প্রতীতি॥

শ্বেত শঙ্খ পীত ভাসে কটু যে মধুর।
উভয়ে সাদৃশ্য কোথা কহে সুচতুর॥

অধ্যাস বিষয়ে দোষ না হয় কারণ।
তুরী তন্তু বেম হেতু পটের যেমন॥

---

* যেমন Stencil printing (কাল ground এর উপর সাদা অক্ষর) স্থলে, শ্বেত অক্ষর ও তৎস্থানস্থিত কাগজের অভেদ, সেইরূপ সাক্ষী ও শুদ্ধ-চৈতন্যে অভেদ। কালীরূপ উপাধি দৃষ্টি বিনা অক্ষর নাম প্রতীত হয় না, পরন্তু, ঐ অক্ষর কাগজ হইতে ভিন্ন নহে। সেইরূপ অন্তঃকরণ রূপ উপাধি দৃষ্টি বিনা সাক্ষী নাম প্রতীত হয় না, পরন্তু উহা শুদ্ধ চৈতন্য হইতে অভিন্ন।

আত্মার মিথ্যাবন্ধের উপাধি বা কারণ নাই। সুতরাং বন্ধ সত্য, জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় না"—একথা প্রকৃত নহে; কারণ, বন্ধ মিথ্যা, জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি সম্ভব। † চতুর্থ তরঙ্গে।

লোভ আদি দোষ শূন্য বিরাগী যে জন।
শুক্তিতে রজত রূপ তার লয় মন॥
সুনীল গগন দেখে কটাহ আকার।
বাত পিত্ত দোষ আদি না আছে যাহার ॥১৪॥

স্বজাতীর জ্ঞান জনিত সংস্কার হইতে অধ্যাস জন্মে। সত্য জ্ঞান জন্য সংস্কার হইতে অধ্যাস উৎপত্তির নিয়ম নহে। অধ্যাস বিষয়ে দোষ হেতু নহে, যেরূপ পট বিষয়ে তুরী, § তন্তু ও বেম ¶ হেতু। আত্মা দ্বিজাতী ** শঙ্খ পীত, মধুর কটু বলিয়া প্রতীত হয়। লোভ বর্জ্জিত বিরাগী পুরুষেরও শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়। পিত্তাদি দোষ রহিত পুরুষও নভোমণ্ডল নীলবর্ণ, এবং শিবিরও কটাহাকার, দেখে †† ।১৬॥

[টীকা—পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"বন্ধ সত্য, জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় না। মিথ্যা বস্তুর নিবৃত্তি জ্ঞান হইতে হয়।

আর পূর্ব্বপক্ষ যাহা বলেন যে—"সংস্কার দ্বারা সত্যবস্তুর জ্ঞান অধ্যাসের হেতু। যেরূপ সত্য সর্পের জ্ঞান সংস্কার দ্বারা সত্য অধ্যাসের হেতু; সেইরূপ, যদি সত্যবন্ধ হয়, তবে সত্যবন্ধের জ্ঞান হয়। সিদ্ধান্ত মতে অনাত্ম বস্তু কিছুই সত্য নহে। সুতরাং, সংস্কার দ্বারা অধ্যাসের সামগ্রী বা উপাদান যে সত্যজ্ঞান, তাহার অভাবে বন্ধ অধ্যাস নহে, পরন্তু সত্য। এরূপ শঙ্কাও সম্ভবেনা। কারণ, সংস্কারদ্বারা সত্য বস্তুর জ্ঞান অধ্যাসের হেতু নহে। পরন্তু, বস্তুজ্ঞান অধ্যাসের হেতু। সেই বস্তু সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক। যদি সত্য বস্তুর জ্ঞান অধ্যাসের হেতু হইত, যে পুরুষ প্রকৃত ছোহারা বৃক্ষ দেখে নাই, কেবল ঐন্দ্রজালিক কৃত ছোহারা বৃক্ষ দেখিয়াছে ও ঐন্দ্রজালিক মুখে শুনিয়াছে "ইহা ছোহারা বৃক্ষ" এবং খর্জ্জুর বৃক্ষও কভু দেখে নাই, তবে খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখিয়া সে পুরুষের কখনও ছোহারা ভ্রম বা অজ্ঞান হইত না। কারণ, সত্য ছোহারার জ্ঞান তার নাই। বাজীকর প্রদর্শিত মিথ্যা ছোহারার জ্ঞান তার আছে। সুতরাং, অধ্যাস সম্ভবে।

§ মাকু। ¶ বেম বা বেমন, বয়ন যন্ত্র বিশেষ।
** অর্থাৎ ত্রিবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। †† সুতরাং প্রমাণ দোষ অধ্যাসের হেতু নহে।

সুতরাং, স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞান জন্য সংস্কারই অধ্যাসের হেতু। সেই সংস্কারের জনক—জ্ঞান। সেই সংস্কারের বিষয় মিথ্যাই হউক অথবা সত্যই হউক সংস্কার দ্বারা জ্ঞান হেতু। "জ্ঞান জন্য সংস্কার হেতু" বলিলেও অর্থ ভেদ হয় না। অর্থ একই। কারণ, "সংস্কার দ্বারা জ্ঞান হেতু" ইহার অর্থ এই যে—"জ্ঞান সংস্কারের হেতু"। ও সংস্কার অধ্যাসের হেতু। সুতরাং সংস্কার দ্বারা জ্ঞানের হেতুত্ব কথনেও অধ্যাস বিষয়ে জ্ঞান জন্য সংস্কারেরই হেতুত্ব সিদ্ধ হয়।

অধ্যাস বিষয়ে কেবল বস্তু জ্ঞানই হেতু বলা ঠিক নহে। কারণ, নিয়ম এই যে যাহা হেতু তাহা কার্য্য হইতে অব্যবহিত পূর্ব্বকালে থাকে"। যেমন ঘটের হেতুদণ্ড,ঘট হইতে অব্যবহিত পূর্ব্বকালে আছে; সেইরূপ, অধ্যাসের হেতু জ্ঞান অস্বীকার করিলে, সেই জ্ঞান অধ্যাসের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে থাকা উচিত। তাহা থাকেনা। কারণ, যে পুরুষের সর্প জ্ঞান হয়, সেই সর্প জ্ঞানের আসত্যয়েও তাহার রজ্জু বিষয়ে সর্প অধ্যাস হয়। তাহা হওয়া উচিত নহে। কারণ, রজ্জুতে সর্প অধ্যাসের হেতু যে সর্পজ্ঞান, তাহার তো নাশ হইয়াছে; সুতরাং অব্যবহিত পূর্ব্বকালে থাকে না। (অন্তরায় রহিতের নাম অব্যবহিত, ও অন্তরায় সহিতের নাম ব্যবহিত)। যিনি এইরূপ বলেন যে—"কার্য্য হইতে পূর্ব্বকালে হেতু থাকিলেই হইল, ব্যবহিত পূর্ব্বকালেই হউক অথবা অব্যবহিত পূর্ব্বকালেই হউক। যদি অব্যবহিত পূর্ব্বকালে হেতু থাকা নিয়ম স্বীকার করা যায়, তবে "বিহিত কর্ম্ম স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম নরক প্রাপ্তির হেতু"—এই শাস্ত্র বচন অপ্রমাণ হইয়া যায়। কারণ, কায়িক বাচিক ও মানস ক্রিয়ার নাম কর্ম্ম। সে ক্রিয়া অনুষ্ঠান মাত্রই নাশ হইয়া যায়, ও স্বর্গ নরক কালান্তরে প্রাপ্তি হয়। সুতরাং, স্বর্গ নরক প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বকালে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম হয় না। যেরূপ ব্যবহিত পূর্ব্বকালে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তির হেতু, সেইরূপ, ব্যবহিত পূর্ব্বকালে সর্প জ্ঞানও রজ্জুতে সর্প অধ্যাসের হেতু"—এ কথা সম্ভবপর নহে। কারণ, যেরূপ নষ্টজ্ঞান হইতে অধ্যাস ও নষ্টকর্ম্ম হইতে স্বর্গ নরক প্রাপ্তি স্বীকার কর, সেইরূপ মৃত কুম্ভকার ও নষ্টদণ্ড হইতেও ঘট হওয়া উচিত। কারণ, রজ্জুতে সর্প অধ্যাসের ব্যবহিত পূর্ব্বকালে যেরূপ সর্পজ্ঞান, এবং স্বর্গ নরক প্রাপ্তির

ব্যবহিত পূর্ব্বকালে যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম, ঘটেরও ব্যবহিত পূর্ব্বকালে সেইরূপ নষ্টদণ্ড ও মৃত কুলাল। ইহাদের দ্বারা ঘট হওয়া উচিত। তা হয় কি? সুতরাং, ব্যবহিত পূর্ব্বকালে যে বস্তু তাহা হেতু নহে, অব্যবহিত পূর্ব্বকালে যে বস্তু তাহাই হেতু। শুভাশুভ কর্ম্মও কালান্তর ভাবি স্বর্গ নরক প্রাপ্তির হেতু নহে। পরন্তু, শুভ কর্ম্ম আপন অব্যবহিত উত্তরকালে ধর্ম্মের উৎপত্তি করে, অশুভ কর্ম্ম অধর্ম্মের উৎপত্তি করে। সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম অন্তঃকরণ বিষয়ে থাকে।

সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে কালান্তরে স্বর্গ নরক প্রাপ্তি হয়। তদনন্তর ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশ হয়। এই অভিপ্রায়েই শাস্ত্রে শুভাশুভ কর্ম্ম অপূর্ব্ব দ্বারা ফল হেতু বলা হইয়াছে। শুভাশুভ কর্ম্ম সাক্ষাৎ ফল হেতু নহে। (ধর্ম্ম অধর্ম্মের নাম অপূর্ব্ব। উহাদের অদৃষ্টও কহে, পুণ্য পাপও কহে। কোন কোন স্থলে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম উৎপাদক শুভাশুভ কর্ম্মকেও ধর্ম্ম অধর্ম্ম কহে। যেরূপ, কেহ কোন শুভ কর্ম্ম করিলে, লোকে বলে "এ ব্যক্তি ধর্ম্ম করিতেছে" ও অশুভকারী সম্বন্ধে কহে—"এ ব্যক্তি অধর্ম্ম করিতেছে।" শুভাশুভ ক্রিয়ার নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে, পরন্তু শুভাশুভ ক্রিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপাদক। সুতরাং ক্রিয়াকে ধর্ম্মাধর্ম্ম কহে। যেরূপ, আয়ুবর্দ্ধক ঘৃতকে শাস্ত্রে আয়ু কহে।) এই প্রকারে অব্যবহিত পূর্ব্বকালে হেতু বর্ত্তমান থাকে।

রজ্জুতে সর্প অধ্যাসের ব্যবহিত পূর্ব্বকালে সর্প জ্ঞান থাকে না। সুতরাং সর্পজ্ঞান রজ্জুতে সর্প অধ্যাসের হেতু নহে। পরন্তু, সর্পজ্ঞান জন্য সংস্কারই সর্প অধ্যাসের হেতু। সেইরূপ, রজতজ্ঞান জন্য সংস্কার শুক্তিতে রজত অধ্যাসের হেতু। ফলে, এই প্রকারেই সংস্কার অধ্যাসের হেতু। বস্তুজ্ঞান সংস্কারের হেতু। যেরূপ, শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম অন্তঃকরণে থাকে, সেইরূপ বস্তুজ্ঞানজন্য সংস্কারও অন্তঃকরণে থাকে। পূর্ব্বে যাহার সর্পজ্ঞান হয় নাই, সে পুরুষের অন্যবস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কার থাকিলেও রজ্জুতে সর্প অধ্যাস হয় না। যে বস্তুর অধ্যাস হয় তাহার স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কার অধ্যাসের হেতু। বিজাতীয় বস্তুর জ্ঞান জন্য সংস্কার অধ্যাসের হেতু নহে। পূর্ব্বে যাহার সর্পজ্ঞান হয় নাই, কিন্তু অন্যবস্তুর জ্ঞান হইয়াছে, সে পুরুষের স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কার হয় নাই। সুতরাং তাহার রজ্জুতে সর্প অধ্যাস হয় না। (সূক্ষ্ম অবস্থার নাম সংস্কার।) এই প্রকারে, অধ্যাসের পূর্ব্ব

স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কারই অধ্যাসের হেতু। "সত্যবস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কার অধ্যাসের হেতু, মিথ্যা বস্তুর নহে" এরূপ নিয়ম নহে। তাহা ছোহারা বৃক্ষের দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং মিথ্যা বস্তুর জ্ঞান জন্য সংস্কারও অধ্যাসের হেতু!

বন্ধের অধ্যাসও সম্ভব। কারণ অহংকারাদি অন্যান্য বস্তু ও তত্তদ্ জ্ঞানকে বন্ধ কহে। "সেই অনাত্ম বস্তু রজ্জু সর্পের ন্যায় যখনই প্রতীত হয়, তখনই বর্ত্তমান থাকে, এবং যখন প্রতীত হয় না, তখন থাকে না।" ইহা বেদান্ত সম্মত সিদ্ধান্ত। এই কারণে, সুষুপ্তি কালে সর্ব্ব প্রপঞ্চের অভাব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুষুপ্তি কালে কোন পদার্থই প্রতীত হয় না। সুতরাং, সে সময় সর্ব্ব প্রপঞ্চেরই লয় হয়। শাস্ত্রে ইহাকে দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ* কহে। ইহার অর্থ পশ্চাৎ প্রতিপাদন করা যাইবে†। এই প্রকারে অনন্ত অহংকারাদি ও তত্তদ্ জ্ঞানের উৎপত্তি ও লয় হয়। উহাদের সহিতই উৎপত্তি লয় হয়। অর্থাৎ, যখনই অহংকারাদির প্রতীতি জন্মে, তখনই অহংকারাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, ও সেই প্রতীতির নাশে অহংকারাদির নাশ হইয়া যায়। অহংকারাদি ও তত্তদ্ জ্ঞানের নাম অধ্যাস। একথা অনির্ব্বচনীয় খ্যাতির প্রতিপাদন কালে বলা যাইবে§। অহংকার সাক্ষীভাস্য ইহা বিষয় প্রতিপাদন কালে বলা হইয়াছে। যদিও অহংকারের প্রতীতি সাক্ষী-রূপ বলিয়া তাহার উৎপত্তি ও লয় সম্ভবেনা, তথাপি অহংকার ও সাক্ষী; সাক্ষাৎ প্রকাশ না করিয়া, বৃত্তি দ্বারা প্রকাশ করে বলিয়া, তাহার উৎপত্তি ও লয় সম্ভব। সুতরাং, অহংকার প্রতীতির উৎপত্তি ও লয় কহা যায়। সুতরাং উত্তরোত্তর অহংকারাদি ও তত্তদ্ জ্ঞানের উৎপত্তি হেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিথ্যা অহংকারাদির জ্ঞান জন্য সংস্কার সম্ভব।

যিনি এরূপ কহেন যে—"উত্তরোত্তর অহংকারাদির অধ্যাস বিষয়ে যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার হেতু সম্ভব হয়, তথাপি প্রথম উৎপন্ন অহংকার ও তাহার জ্ঞানের সংস্কার সম্ভবে না। কারণ, যদি তার পূর্ব্বে অন্য অহংকার হইয়া থাকে, তাহার জ্ঞান জন্য সংস্কারও হইয়া থাকিবে। সেই প্রথম অহংকারের

* অবিদ্যার বৃত্তিরূপ জ্ঞানের সমসময় দৃষ্টি ও বিষয় উৎপত্তি বাদ।
† ষষ্ঠ তরঙ্গে। § চতুর্থ তরঙ্গে।

পূর্ব্বে যেমন আর অহংকার হইতে পারে না, সেইরূপ সকল বস্তুর প্রথম অধ্যাসের হেতু সংস্কার হইতে পারে না।" এই শঙ্কাও বেদান্ত সিদ্ধান্তের অজ্ঞতা জাত। কারণ বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে—"অদ্বয় ব্রহ্ম, ¶ ঈশ্বর, জীব, অবিদ্যা,** চৈতন্য সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ, ও আদি বস্তুর ভেদ—এই ষট্ পদার্থ স্বরূপতঃ অনাদি।"

যে বস্তুর উৎপত্তি নাই, তাহাকে স্বরূপতঃ অনাদি কহে। পূর্ব্বোক্ত ছয় বস্তুর উৎপত্তি নাই সুতরাং, তাহারা স্বরূপতঃ অনাদি। শ্রুতিতে অহংকারাদির উৎপত্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং অহঙ্কারাদি স্বরূপতঃ অনাদি না হইলেও, প্রবাহরূপ সর্ব্ব বস্তু অনাদি। সকল বস্তুর প্রবাহের অন্ত নাই। অনাদি কালে এমন সময় নাই যে সময় কোন ঘট হয় নাই। সুতরাং, ঘটের প্রবাহ অনাদি। এইরূপ সকল বস্তুরই প্রবাহ অনাদি। সুষুপ্তির ন্যায় প্রলয় কালেও সকল বস্তু সংস্কাররূপে থাকে। সুতরাং, প্রপঞ্চ প্রবাহ অনাদি বলিয়া, প্রপঞ্চ অনাদি বলা যায়। যাহার এ জ্ঞান নাই, তাহারই এরূপ সন্দেহ হয় যে "প্রথম অধ্যাসের হেতু সংস্কার সম্ভবেনা।" সিদ্ধান্ত মতে অহংকারাদি কোন বস্তুর অধ্যাস সর্ব্ব প্রথম হয় না। পরন্তু, আপন আপন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাসের উত্তরই হইয়া থাকে। সুতরাং, শঙ্কা সম্ভবেনা। এই প্রকারে স্বজাতীয় বস্তুর পূর্ব্বজ্ঞানজন্য সংস্কার হইতে অহংকারাদি বন্ধের অধ্যাস সম্ভবে। ইহাই দোঁহার প্রথম চরণের অর্থ।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"দোষত্রয় অধ্যাসের হেতু, এবং বন্ধ অধ্যাসে উপাদান কোন দোষই নাই। সুতরাং, বন্ধ সত্য।" এ শঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, যদি দোষ বিনা অধ্যাস না হয়, তবে দোষ অধ্যাসের হেতু বলিতে হইবে। যেমন তুরী, তন্তু, বেম—পট বা বস্ত্রের হেতু। তুরী তন্তু বেম ভিন্ন বস্ত্র হইতে পারে না। অধ্যাসের সেরূপ হেতু দোষ নহে। কারণ, সাদৃশ্য দোষ বিনা আত্মার জাতির অধ্যাস হয়। ব্রাহ্মণ আদি যে জাতি আছে, তাহা স্থূল শরীরের ধর্ম্ম, আত্মা বা সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম নহে। কারণ দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে, আত্মা ও সূক্ষ্ম শরীর পূর্ব্বেরই থাকে, জাতি ভিন্ন হয়।

¶ ব্রহ্ম অবিদ্যার অধিষ্ঠান, সুতরাং অবিদ্যা হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি সম্ভবেনা। ** ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অবিদ্যার উৎপত্তি সম্ভবেনা।

"পূর্ব্ব শরীরে যে জাতি ছিল, উত্তর শরীরে যে সেই জাতিই হইবে" এরূপ নিয়ম নহে। জাতি, আত্মা ও সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম হইলে, উত্তর শরীর বিষয়ে অন্য জাতিত্ব হইত না। সুতরাং, আত্মা ও সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম জাতি নহে, স্থূল শরীরের ধর্ম্ম। "আমি দ্বিজাতি" এই বাক্যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব আত্মার ভাণ হয়। সুতরাং, আত্মায় জাতির অধ্যাস হয়। যেরূপ রজ্জুতে সর্প প্রকৃত পক্ষে নাই, কিন্তু মিথ্যা প্রতীত হয়, সুতরাং সর্পের অধ্যাস হয়, সেইরূপ আত্মার বাস্তবিক জাতি নাই, কিন্তু জাতির ভাণ হয়, সুতরাং আত্মায় জাতির অধ্যাস হয়। আত্মার সহিত জাতির সাদৃশ্য নাই। কারণ, আত্মা ব্যাপক, জাতি পরিচ্ছিন্ন; আত্মা প্রত্যক্, জাতি পরাক্; আত্মা বিষয়ী, জাতি বিষয়। এই প্রকারে আত্মার বিরোধী জাতিরও অধ্যাস হয়। (দ্বিজাতি ত্রিবর্ণের নাম।) যেরূপ সাদৃশ্য বিনা আত্মাবিষয়ে জাতির অধ্যাস হয়, সেই রূপ সাদৃশ্য বিনা আত্মায় অহংকারাদি বন্ধের অধ্যাস সম্ভবে। সাদৃশ্য দোষ অধ্যাসের হেতু নহে। যদি হইত, তবে আত্মার জাতির অধ্যাস হইত না; শঙ্খে পীতত্ব ও মধুরে কটুত্ব অধ্যাস হইত না। কারণ, শ্বেত ও পীত বিরোধী, মধুর ও কটু বিরোধী, সদৃশ নহে। সুতরাং, মিথ্যাবস্তুর সাদৃশ্য দোষ অধিষ্ঠানে অধ্যাসের হেতু নহে।

সেইরূপ প্রমাতার লোভ ভয়াদি দোষও অধ্যাসের হেতু নহে। কারণ, লোভ বর্জ্জিত বিরাগী পুরুষেরও শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়। তাহা হওয়া উচিত নহে। সুতরাং, প্রমাতার দোষও অধ্যাসের হেতু নহে। প্রমাণের * দোষও অধ্যাসের হেতু নহে। কারণ, রূপ রহিত আকাশ সকলেরই নিকট নীলবর্ণ, এবং কটাহও শিবিরাকার প্রতীয়মান হয়। সুতরাং, আকাশে সকলেরই নীলরূপ, কটাহ ও শিবিরের অধ্যাস হয়। সকলেরই নেত্ররূপ প্রমাণে দোষ আছে একথা বলা চলে না। সুতরাং প্রমাণের দোষও অধ্যাসের হেতু নহে। আকাশে নীলাদি অধ্যাস বিষয়ে কেবল এক প্রমাণ দোষেরই অভাব নহে, সকল দোষেরই অভাব। সাদৃশ্যও নাই, প্রমাতার দোষও নাই। যেমন সকল দোষের অভাব সত্বেও আকাশে নীলাদি অধ্যাস হয়, সেইরূপ আত্মা বিষয়ে বন্ধের অধ্যাস দোষ বিনাও সম্ভবে। সুতরাং, "দোষের অভাব হেতু

* জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ কহে।

বন্ধ অধ্যাস হইতে পারে না” এরূপ শঙ্কা সম্ভবে না। কারণ, সর্ব্ব দোষের অভাব সত্ত্বেও আকাশে নীলাদি অধ্যাস সকল পুরুষেরই হয়। সুতরাং, দোষ অধ্যাসের হেতু নহে। সুতরাং বন্ধ অধ্যাসে দোষের অপেক্ষা থাকে না।

কারণ অধ্যাস নিরূপণ।

সামান্য প্রকাশে চিৎ অজ্ঞান না নাশে।
চৈতন্য সুষুপ্তি কালে অজ্ঞান প্রকাশে॥

সামান্য (ব্যাপক) চৈতন্য প্রকাশ স্বরূপ ; অজ্ঞান নাশক নহে (অর্থাৎ অজ্ঞানের বিরোধী নহে)। সুষুপ্তি বা ঘোর নিদ্রা কালে চৈতন্য হইতে অজ্ঞান প্রকাশ পায় (অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে প্রকাশ রূপ আত্মা বিষয়ে অজ্ঞান প্রতীত হয়।) ১৪॥

[টীকায় পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—“বিশেষরূপে অজ্ঞাত বস্তুতে অধ্যাস হইয়া থাকে। আত্মা স্বয়ং প্রকাশ, আত্মা বিষয়ে অজ্ঞান সম্ভবে না। কারণ, তমঃ ও প্রকাশের পরস্পর বিরোধ। সুতরাং, যেরূপ অত্যন্ত আলোকস্থিত রজ্জুতে সর্প অধ্যাস হইতে পারে না, সেইরূপ স্বয়ং প্রকাশ আত্মার বন্ধ অধ্যাস সম্ভবে না”; এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, আত্মা প্রকাশরূপ হইলেও আত্মার স্বরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের বিরোধী নহে। যদি বিরোধী হইত, তবে সুষুপ্তিকালে আত্মা বিষয়ে অজ্ঞান প্রতীত হইত না। ঘোর নিদ্রা হইতে জাগ্রত পুরুষের এরূপ জ্ঞান হয় যে—“আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই।” ইহা জ্ঞানের সুখ ও অজ্ঞানের বিষয়। সেই সুখ ও নিদ্রা ভঙ্গে অজ্ঞানের জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ নহে। কারণ, জ্ঞানের বিষয় সম্মুখে থাকিলে জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ হয় নিদ্রাভঙ্গে সুখ ও অজ্ঞান থাকে না। সুতরাং, জাগ্রতে সুখ ও অজ্ঞানের জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ নহে, পরন্তু স্মৃতিরূপ। অজ্ঞাত বস্তুর সেই স্মৃতি হইতে পারে না, পরন্তু জ্ঞাত বস্তুরই হয়। সুতরাং, সুষুপ্তিকালে সুখ ও অজ্ঞানের জ্ঞান হয়। সেই সুষুপ্তির জ্ঞান অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়জন্য নহে। কারণ, সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের অভাব। সুতরাং সুষুপ্তিতে আত্মস্বরূপই জ্ঞান; (জ্ঞান ও প্রকাশের একই অর্থ।) এই প্রকারে সুষুপ্তিতে আত্মা প্রকাশরূপ, ও সেই প্রকাশরূপ আত্মা হইতে স্বরূপ সুখ ও অজ্ঞানের প্রতীতি হয়। যদি আত্মস্বরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের বিরোধী

হইত, তবে সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের প্রতীতি হইত না। সুতরাং, আত্মা প্রকাশরূপ বটে, কিন্তু আত্মার স্বরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের বিরোধী নহে। পরন্তু বিপরীত; আত্মার স্বরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের সাধক। এই অর্থেই বেদান্তশাস্ত্রে কহে যে “সামান্য চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে”। কিন্তু বিশেষ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী। (ব্যাপক চৈতন্যকে সামান্য চৈতন্য কহে, ও বৃত্তি-আশ্রিত বা স্থিত চৈতন্যকে বিশেষ চৈতন্য কহে)। যেরূপ কাষ্ঠস্থিত সামান্য অগ্নি অন্ধকারের বিরোধী নহে, কিন্তু ঘর্ষণোৎপন্ন বর্ত্তিকাস্থিত অগ্নি বিরোধী, সেইরূপ ব্যাপক চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে পরন্তু, বেদান্ত বিচার মতে, অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকার বৃত্তি বিষয়ে স্থিতচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী। এই প্রকারে কেবল চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে, পরন্তু বৃত্তি সহিত চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী। অথবা চৈতন্য সহিত বৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী।

একপক্ষে চৈতন্য অজ্ঞান নাশের হেতু, বৃত্তি সহায়ক। অপরপক্ষে, বৃত্তি অজ্ঞান নাশের হেতু, চৈতন্য সহায়ক। ইহা অবচ্ছেদবাদের মত। আভাসবাদ মতে সামান্যচৈতন্যের ন্যায় বিশেষচৈতন্যও অজ্ঞানের বিরোধী নহে। কিন্তু বৃত্তিসহিত আভাস অথবা আভাস সহিত বৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী। এই প্রকারে প্রকাশরূপ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে। সুতরাং, অজ্ঞান চৈতন্য আশ্রিত, ও অজ্ঞানাবৃত আত্মা বিষয়ে বন্ধ অধ্যাস সম্ভব।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—“সামান্যরূপে জ্ঞাত ও বিশেষরূপে অজ্ঞাত বস্তুতেই অধ্যাস হইয়া থাকে। আত্মার সামান্য বিশেষ ভাব নাই। সুতরাং নির্ব্বিশেষ আত্মা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সম্ভবে না”। এ শঙ্কারও অবকাশ নাই। কারণ, “আত্মা আছে” ইহা সকলেরই প্রতীতি হয়। (আপন স্বরূপের নাম আত্মা।) “আমি নাই” আপন বিষয়ে এরূপ কাহারও প্রতীতি হয় না। পরন্তু “আমি আছি” ইহা সকলেরই প্রতীতি হয়। সুতরাং আত্মাকে সকলেই সৎরূপ পরিভাবনা করে। “আত্মা, চৈতন্য, আনন্দ, ব্যাপক, নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্তরূপ” ইহা সকলের প্রতীতি হয় না। সুতরাং, আত্মা, চৈতন্য, আনন্দ, ব্যাপক, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্তরূপে অজ্ঞাত ও সৎরূপে জ্ঞাত; ইহা অনুভব সিদ্ধ। সেই অনুভবসিদ্ধ মত যুক্তি দ্বারা দূরিত হয় না। সকলের প্রতীত আত্মার যে সৎরূপ, তাহা সামান্যরূপ। কেবল জ্ঞানীর প্রতীত চৈতন্য

আনন্দাদি, আত্মার বিশেষ রূপ। (যাহা অধিক কাল ও অধিক দেশগত তাহাকে সামান্যরূপ কহে, যাহা অল্পকাল ও অল্প দেশগত তাহাকে বিশেষরূপ কহে।) যদি আত্মার স্বরূপই চৈতন্য আনন্দাদি হয় তবে সৎরূপের ন্যায় এ সকল রূপও সর্ব্বব্যাপক। সুতরাং, সতের ন্যায় চৈতন্য সর্ব্বব্যাপক। সৎ অপেক্ষা চৈতন্য আনন্দাদি ন্যূনদেশে, ও চৈতন্য আনন্দাদি অপেক্ষা সৎরূপ অধিক দেশে কখন সম্ভবে না। সুতরাং-সৎরূপ আত্মার সামান্য অংশ, ও চৈতন্য আনন্দাদি বিশেষ অংশ, এরূপ কখনও সম্ভবে না। তথাপি সতের প্রতীতি সকলের অবিদ্যাকালেই হইয়া থাকে। "আত্মা চৈতন্য আনন্দরূপ" এইরূপ প্রতীতি সকলের অবিদ্যাকালে হয় না। কেবল জ্ঞানীরই ঐরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। অবিদ্যাকালে চৈতন্য, আনন্দ, শুদ্ধত্ব, মুক্তত্ব ও বর্ত্তমান থাকে, পরন্তু প্রতীত হয় না। সুতরাং, নাই বলিয়া বোধ হয়। এই অর্থে চৈতন্য আনন্দ আদিকে ন্যূনকাল বৃত্তি, এবং সৎরূপকে অধিক কাল বৃত্তি কহে। এই প্রকারে, সৎ ও চৈতন্য আনন্দাদির সামান্য বিশেষ ভাব না থাকিলেও, অল্প ও অধিক কালে প্রতীতি হয় বলিয়া সামান্য বিশেষ ভাবের ন্যায় দেখায়। এই কারণে আত্মার সৎরূপকে সামান্য অংশ কহে, ও চৈতন্য আনন্দ আদিকে বিশেষ অংশ কহে।

"আত্মা নির্ব্বিশেষ" এ সিদ্ধান্তেরও বিপর্য্যয় ঘটে না। আত্মার সামান্য বিশেষ ভাব স্বীকার করিলে, এ সিদ্ধান্তের বিপর্য্যয় ঘটে। সামান্য বিশেষ ভাব স্বীকার করা হয় নাই, পরন্তু অবিদ্যা হইতে সামান্য বিশেষের ন্যায় প্রতীতি হয় বলিয়া—সামান্য বিশেষ ভাব কথিত হয়। এইরূপে, সত্যরূপে জ্ঞাত ও চৈতন্য আনন্দাদি ব্রহ্মরূপে অজ্ঞাত আত্মাবিষয়ে বন্ধ অধ্যাস সম্ভবে। অধ্যাসরূপ বন্ধের নিবৃত্তিও জ্ঞান দ্বারা সম্ভবে। সুতরাং, গ্রন্থের প্রয়োজন সম্ভবপর।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"নিষিদ্ধ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম করে। সুতরাং, নিষিদ্ধ কর্ম্মের অভাবে অধমলোক প্রাপ্তি হয় না, ও কাম্যকর্ম্মের অভাবে উত্তমলোক প্রাপ্তি হয় না। এবং নিত্যনৈমিত্তিক না করিলে যে পাপ হয়, ঐ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে সে পাপ হয় না। এই জন্ম অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ, সাধারণ ও অসাধারণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দূরিত

হয়। পূর্ব্বকৃত কাম্যকর্ম্মের ফলেচ্ছা অভাবে তাহার ফল মুমুক্ষু পক্ষে হয় না।' সুতরাং, মুমুক্ষু, জ্ঞান বিনা জন্মের অভাবরূপ মোক্ষ লাভ করে;" ইহা সম্ভবে না। কারণ,—

নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরও স্বর্গরূপ ফল হয়, ইহা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ভাষ্যকার * প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা উত্তমলোক প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু জন্মের অভাব সম্ভবে না। যদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল স্বীকার না করা যায়, তবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মবোধক বেদ নিষ্ফল হইয়া যায়। কারণ, যদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়, তবে সেই পাপের অনুৎপত্তিই সেই কর্ম্মের ফল। সেই নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে পাপ হয় না। কারণ, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান অভাবরূপ, ও পাপ ভাবরূপ। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি সম্ভবে না। সুতরাং "নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়" এরূপ সম্ভবে না। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানে পাপের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান যাহা বলিয়াছেন যে "অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না" † তাহার বিরোধ হয়। সুতরাং, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অভাব হইতে ভাবরূপ পাপের উৎপত্তি সম্ভবে না। পরন্তু, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম বিনাও পাপের অনুৎপত্তি সিদ্ধ। সুতরাং, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের স্বর্গরূপ ফল স্বীকার না করিলে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে তাহার বোধক বেদও নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম হইতে স্বর্গফল হয়।

"ইচ্ছার অভাবে জন্মান্তরের কাম্যকর্ম্মের ফল হয় না", এ কথা সম্ভবে না। কারণ, কর্ম্মরূপী বীজ হইতে দুইটী অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। একটী বাসনা ও অপরটী অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম্মের নাম অদৃষ্ট)। শুভকার্য্য হইতে শুভবাসনা ও ধর্ম্মরূপ অঙ্কুর, এবং অশুভকর্ম্ম হইতে অশুভবাসনা ও অধর্ম্মরূপ অঙ্কুর সমুৎপন্ন হয়। শুভ বাসনা হইতে (পশ্চাৎ) শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, ও ধর্ম্ম হইতে

* শঙ্করাচার্য্য।

† নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপিদৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
[গীতা]

সুখ ভোগ হয়। এইরূপে, অশুভ বাসনা হইতে অশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে দুঃখ ভোগ হয়। "উপায় দ্বারা বাসনা অঙ্কুরের নাশ হয়। কিন্তু ফলোৎপত্তি বিনা অদৃষ্ট অঙ্কুরের নাশ হয় না"। ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। অশুভ কর্ম্মোৎপন্ন অশুভ-বাসনা-অঙ্কুর সৎসঙ্গাদি উপায়ে বিনষ্ট হয়; এবং শুভ কর্ম্মোৎপন্ন শুভবাসনা-অঙ্কুর কুসংসর্গে বিনষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যে পুরুষার্থ কথিত হইয়াছে, সেই পুরুষার্থ হইতে প্রবৃত্তির হেতু বাসনারই নাশ হয়। সুতরাং, পুরুষার্থও সফল। ভোগের হেতু যে অদৃষ্ট, তাহার নাশ হয় না। সুতরাং, "ফল না দিয়া (বা বিনা ফলে) কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না"—এই শাস্ত্র বচনেরও বিরোধ হয় না। এই প্রকারে ফলভোগ বিনা অজ্ঞানীর কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না। জ্ঞানীর কর্ম্ম নিবৃত্তি ভোগ বিনাও সম্ভবে; কারণ কর্ম্ম, কর্ত্তা, ফল প্রকৃত পক্ষে নাই, কেবল অবিদ্যা কল্পিত মাত্র। জ্ঞান সেই অবিদ্যা বিরোধী; সুতরাং, অবিদ্যা কল্পিত কর্ম্মাদির নাশ জ্ঞান হইতে সম্ভব। যেরূপ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ নিদ্রাভঙ্গে (জাগ্রত অবস্থায়) থাকেনা, সেইরূপ অবিদ্যা-নিদ্রায় প্রতীত কর্ম্ম, কর্ত্তা, ফল জ্ঞানদশারূপ জাগ্রত অবস্থায় থাকে না। জ্ঞান বিনা তাহাদের অভাব হয় না। ইচ্ছার অভাবে কর্ম্মফল ভোগ না হইলে, ঈশ্বর সঙ্কল্প মিথ্যা হইয়া যায়। কারণ, ঈশ্বর সঙ্কল্প এই যে—"ফলভোগ বিনা অজ্ঞানীর কর্ম্মনিবৃত্তি হইবে না"। ঈশ্বর "সত্য সঙ্কল্প", ইহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। সুতরাং, ইচ্ছার অভাবে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ হয় না" বলা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যদি ইচ্ছার অভাবেই কাম্য কর্ম্মফল ভোগ না হইত, তবে অশুভ কর্ম্মফল ভোগও কাহারও হইত না। কারণ, অশুভ কর্ম্মের ফল দুঃখ। সেই দুঃখ ভোগ করিতে কেহই ইচ্ছা করে না। সুতরাং, জ্ঞানবিনা কর্ম্মফলের অভাব হয় না।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"যেরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান কালে নিষ্কাম পুরুষের কর্ম্মফল বেদান্ত মতে স্বীকার করা হয় না; সেইরূপ, কর্ম্ম অনুষ্ঠান অনন্তরও যে পুরুষের ইচ্ছা দূরীভূত হয়, সেই পুরুষের কর্ম্মফল হয় না"। এ কথাও বেদান্তমতের অজ্ঞতাবশতঃ বলা হয়। সকামী ও নিষ্কামী উভয়েরই কর্ম্মফল ভোগ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, পরন্তু, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয়। সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয় না, কেবল ফলভোগ হইয়া থাকে। নিষ্কাম

কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক শ্রবণ দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং, কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে হয় না।"জ্ঞান বলে কর্ম্মানুষ্ঠানে ফলেচ্ছা ত্যাগ হয়। কিন্তু শ্রবণ অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে জ্ঞান না হইলে, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল-ভোগ দূরিত হয় না"। ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। সুতরাং, জ্ঞান বিনা কর্ম্মের ফলভোগ দূরিত হয় না।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অশুভ কর্ম্মের সম্পূর্ণ নাশ হয়"—একথা সম্ভবে না। কারণ, অনন্ত কল্পের অশুভ কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত এক জন্মে সম্ভবে না। গঙ্গাস্নান ও ঈশ্বরের নামোচ্চারণ আদি কথিত সর্ব্বপাপ-নাশক সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানেরই সাধন। সুতরাং, সর্ব্বপাপ নাশক কহে। সুতরাং, জ্ঞান হইতেই সর্ব্বপাপ নাশ হয়।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্লেশ, পূর্ব্ব সঞ্চিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল; সুতরাং, সঞ্চিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের আর অন্য ফল হয় না"। এ কথাও সম্ভবপর নহে। কারণ, অনন্ত প্রকারের সঞ্চিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফলও অনন্ত প্রকারের দুঃখ। কেবল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্লেশ মাত্র, অনন্ত অশুভ কর্ম্মের ফল সম্ভবে না।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"সম্পূর্ণ সঞ্চিত কাম্যকর্ম্ম হইতে একই শরীর হইয়া থাকে"। এ কথাও প্রকৃত নহে। কারণ, সঞ্চিত কাম্যকর্ম্ম অনন্ত। সেই অনন্ত কর্ম্মের ভোগ এক জন্মে সম্ভবে না। এক পুরুষের এক কালে নানা শরীরের ভোগ যে বলা হয়, তাহাও সিদ্ধ যোগীপুরুষ বিনা অন্য কাহারও সম্ভবে না। "সিদ্ধ যোগী পুরুষেরও অন্য সম্পূর্ণ সামর্থ্য হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞান বিনা মোক্ষ হয় না"—ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। এই প্রকারে, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অজ্ঞানী যে কেবল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করে, তাহা নিত্যনৈমিত্তিকের ফলভোগের জন্য মাত্র। পূর্ব্বকৃত শুভ অশুভ কর্ম্মের ফল ভোগের নিমিত্ত, অনন্ত শরীর হইবে। মোক্ষ হইবে না। সুতরাং, জ্ঞান দ্বারা বন্ধ নিবৃত্তি গ্রন্থের প্রয়োজন সম্ভবে। যেরূপ, স্বপ্নে প্রতীত মিথ্যা পদার্থ, জাগরণ বিনা নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ মিথ্যা বন্ধও জ্ঞান রূপ জাগরণ বিনা নিবৃত্ত হয় না।]

সম্বন্ধ খণ্ডন।

গ্রন্থ আরম্ভ সম্ভবে।

[এই প্রকারে, গ্রন্থের অধিকারী, বিষয় ও প্রয়োজন সম্ভবে। অধিকারী প্রভৃতি সম্ভব হইলে, সম্বন্ধও সম্ভবে। সুতরাং, গ্রন্থ আরম্ভ সম্ভবে।]

দীন দয়াল দাদু সুখ পরকাশ।
মতি গতি হীন তাঁহে নিশ্চল দাস॥

দাদু, যিনি দীন দয়াল, সৎ, আনন্দ, পরম প্রকাশ, বুদ্ধির অতীত, তিনিই নিশ্চল দাস। ১৫॥

অনুবন্ধ-বিশেষ-নিরূপণ নামক দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্রীবিজয় কেশব মিত্র।

মহাত্মা তুলসী দাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বীর হনুমান গোস্বামী তুলসীদাসকে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভের আশা প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলে গোস্বামীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন-লালসা-রূপী-সুধা-পানে তাঁহার মন উল্লাসে এমন উন্মত্ত হইল যে তিনি আশ্রমের পথ হারাইয়া ফেলিলেন। চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া কতই কি ভাবিতে ভাবিতে এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিলেন। কোথায় যে যাইতেছেন তাহার কিছু স্থিরতা নাই। কেবল তিনি মনে মনে এই ভাবিতেছেন অহো! আমি কি ভাগ্যবান! আমার জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির উদয় হইয়াছে; আমি শ্রীরামচন্দ্রের দেবদুর্ল্লভ দর্শন পাইব। ইহা দেবতার কথা; ("বৃথা ন হোহিঁ দেব ঋষি বাণী") দেব বাক্য ও ঋষি বাক্য কদাচ বিফল হয় না। ভক্ত চূড়ামণি শ্রীহনুমান জী বলিয়াছেন

ভক্তের কথা ভক্তের সর্ব্বস্বধন ভগবান কদাচ লঙ্ঘন করেন না; অতএব আমি শ্রীরামচন্দ্রের পদারবিন্দ এই চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইব। তাহা হইলে আমার জন্ম সফল হইবে, আমি ধন্য হইব। দেখা হইলে হৃদয়নাথকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। এই দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের অত্যাচারের কথা সর্ব্বাগ্রেই বলিব। এই বলিয়া (ভজন) গাহিতে লাগিলেন।

মম ভবন হরি তোরা।
তাহাঁ বসে আই রাহু চোরা॥১।
অতি কঠিন করহিঁ বর জোরা।
মানহিঁ নহিঁ বিনয় নিহোরা॥২॥
অতি করহি উপদ্রব নাথ।
মর্দহি মোহি জানি অনাথা॥৩।
ভাগে হঁ নহি নাথ উবারা।
রঘু নায়ক করহু সম্ভারা॥৪।
কহ তুলসী দাস সুনু রামা।
লুটাহিঁ তস্কর তব ধামা॥৫।
চিন্তা এই মোহিঁ অপারা।
অপযশ নহি হোই তুমহারা॥৬।

বঙ্গানুবাদঃ—

হে হরি! আমার হৃদয় খানি তোমারই ভবন; তাহা এখন চোর ইন্দ্রিয়-দিগের বাসস্থান হইয়াছে। (১)

ইহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর! নির্দ্দয় হইয়া বল প্রয়োগ করিয়া থাকে, কাকুতি মিনতি কিছুই শুনে না। (২)

হে নাথ! ইহারা অতিশয় উপদ্রব করিয়া থাকে আমায় অনাথ মনে করিয়া সর্ব্বদা আমার বিনাশের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে। (৩)

পলায়ন করিলে ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই, অতএব হে রঘুনাথ! তুমিই রক্ষা কর। (৪)

তুলসী বলে, হে রাম! আমার হৃদয়-কুটীর, যাহা তোমারই ধাম বিশেষ,

তাহা এই ইন্দ্রিয়--তস্করগণ বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিতেছে; ইহাতে আমার মনে এই চিন্তার উদয় হয়, যেন কোন মতে তোমার অপযশ না হয়। (৫, ৬)

আবার ভাবিলেন, এই দুরাচার ইন্দ্রিয়দিগের রাজা মন। দেখা হইলে অনাথহিতকে ইহার অন্যায় ও অত্যাচারের কথা বলিব। ইহা স্থির করিয়া গাইতে লাগিলেন

রাগ বিলাবল। (ভজন)

সুনহু রাম রঘুবীর গুসাঁই, মন অনেতি রতি মেরো।
চরণ সরোজ বিসারি তিহারো, নিশি দিন ফিরত অনেরো ॥১।
মানত নাহিঁ নিগম অনুশাসন, ত্রাস ন কাহু কেরো।
পরগুণ সুনত দাহ, পর দুষণ সুনত হর্ষ বহুতেরো ॥২।
এক হোঁ দীন মলিন হীন মতি, বিপত জাল অতি ঘেরো।
তাপর সহিঁ ন যাই করুণানিধি, মনকো দুসহ দরেরো ॥৩।
হারি পরেক্র করি যতন বহুত বিধি, তাতে কহত সবেরো।
তুলসী দাস এহ ত্রাস মিটে জব, হৃদয়ে করহু তুম ভেরো ॥৪।

বঙ্গানুবাদঃ——

হে রাম! আমার মন সর্ব্বদা অন্যায় অত্যাচারে রত রহিয়াছে; তোমার চরণারবিন্দ ভুলিয়া বৃথা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। (১)

ইহা বেদাদির বিধি নিষেধ মানে না, বা কাহাকেও ভয় করে না; কাহারও সুযশ শুনিলে ইহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু কাহারও দোষ জানিতে পারিলে ইহার আনন্দের আর সীমা থাকে না। (২)

একেত আমি দুঃখী, মলিনতায় জড়িত, লঘুচেতা ও বিপদগ্রস্ত; তার পর হে করুণনিধান! মনের উৎপীড়ন আর সহ্য হয় না। (৩)

হার মানিলাম; কিছুতে কিছু হইল না বলিয়া তোমাকে অবিলম্বে বলিতেছি যে তুমি তুলসীর হৃদয়ে আপনার রাজ্য স্থাপন কর, যাহাতে মনের ভয় তিরোহিত হয়। (৪)

এই পদটী শেষ করিয়া তাঁহার মনে উদয় হইল যে হৃদয়নাথকে বিস্তর অভাব জানাইয়া বিরক্ত করা হইবে না। হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করা ভাল নহে; তবে একটী মাত্র প্রার্থনা, যাহা না করিলে নয়, তাহাই করিতে হইবে। কেবল মাত্র এই চাহিব

দোঁহা।

চাহোঁন সুগতি, সুমতি, কচ্ছু, রিদ্ধি, সিদ্ধি অরু বিপুল বড়াই।
হেতু-রহিত অনুরাগ নাথ পদ, দিন দিন বঢ়ো অধিকাই ॥

"আমি সুগতি, সুমতি, মান্য মর্য্যাদা ও অনিমাদি অষ্ট মহা সিদ্ধি কিছুই চাহি না; হে নাথ! তোমার চরণারবিন্দে আমার যেন নিষ্কামভাবে অচল ভক্তি দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে থাকে"।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাহ্যজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া বিদেহের ন্যায় ভাবে বিভোর হইয়া ক্রমাগত চলিতেছেন। কিন্তু বৈষ্ণবী মায়া প্রভাবে যে তিনি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছেন তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে সন্নিধানে ঘোর কোলাহল শুনিতে পাইয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে অনতিদূরে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তথায় উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে তিনি চিত্রকূটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সে দিবস তথায় সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে নানা দেশ দেশান্তর হইতে বহুল সম্প্রদায়ের সাধু মহাজনেরা ও জন সাধারণ একত্রিত হইয়াছেন। গোস্বামী তুলসীদাস সেই শুভদিনে সেই শুভস্থানে সেই সুযোগে তাঁহার হৃদয়ের বাঞ্ছিত ধনকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া অতুল আনন্দে বিভোর হইয়া স্নানান্তে চন্দন ঘষিতেছেন, এমন সময়ে একটী অপরূপ রূপ, দেব-দুর্ল্লভ, নয়ন-প্রীতিকর নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম-কলেবর-বিমল-কান্তি, নীলোৎপল-লাঞ্ছিত লোচন, মস্তকে অপূর্ব্ব জটা শোভিত একটী সন্ন্যাসী বালক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নয়নানন্দদায়ক, জগ-মন-মোহন সন্ন্যাসী বালক তুলসীদাসের সমীপস্থ হইয়া সুধানিন্দিত অমর-বাঞ্ছিত বিমল পূর্ণচন্দ্রাননে হাসিয়া হাসিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, তুলসি! আমায় চন্দন পরাইয়া দিতে পার? মহাত্মা তুলসীদাস সেই সন্ন্যাসী বালকের অলৌকিক রূপলাবণ্যের বৈলক্ষণ্যে বুঝিতে পারিলেন, যে এই যোগীজন-চিত্ত হারিণী মূর্ত্তি কদাচ মর্ত্ত্য লোকের হইতে পারে না। ইহা যেন স্বয়ং গোলোকবিহারী ভগবান বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি। ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তবৎসল উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার জানিতে আর বাকি রহিল না। তথাপি তিনি বলিলেন—

চৌপই

বালক সুনহু বিনয় মম এহু।
তুম শ্রীরামচন্দ্র, কি কেহু ।

হে বালক, তোমায় বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি শ্রীরামচন্দ্র না অন্য কেহ ?

হঁাস বোলা সুনি সন্ত কুমারা।
সাধু সকল শ্রীরাম অবতারা।

বালক আবার বিশ্ববিমোহন হাসি হাসিয়া বলিলেন, প্রত্যেক সাধুই শ্রীরামের অবতার।

এই মধুরবাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র মহাগুণ তুলসীদাসের সমাধি হইল। তখন কে কাহাকে চন্দন পরায়, আর কেই বা পরে! কারণ, তখন অন্তরের দেবতা অন্তঃকরণের মধ্যে লীন হইয়া বাহ্য দর্শন-ইন্দ্রিয় হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

অবশেষে সমাধি ভঙ্গ হইলে গোস্বামী দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার প্রস্তুত করা চন্দন এবং সেই সন্ন্যাসী বালক, আর তথায় নাই। তখন মহাত্মা বলিলেন—

চিত্রকুট কি ঘাট পর ভই সন্তন কি ভিড়।
তুলসীদাস তাঁহা চন্দন রগরত, তিলক দেত রঘুবীর।

জনৈক রিন্দ।

৬ষ্ঠ ভাগ।] আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৯। [৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

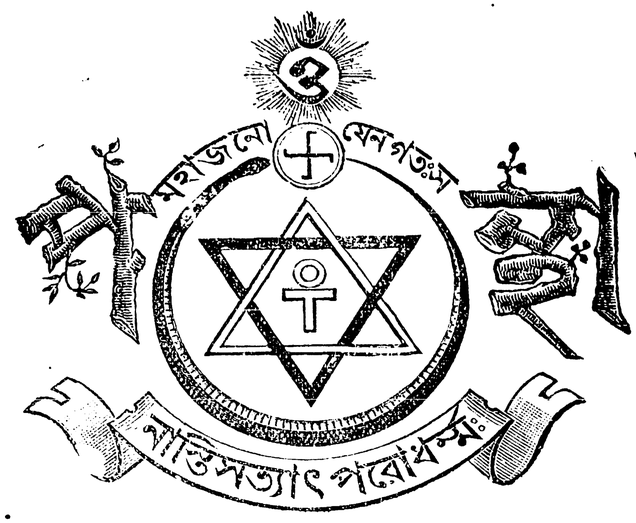

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্, সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।		পত্রাঙ্ক।
১। ভগবদ্গীতা	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বসু	...	২০১
২। "সাত" সংখ্যার রহস্য	„ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্,	...	২০৬
৩। শ্রীরামচন্দ্র		...	২০৯
৪। অণু ও মহান	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্,	...	২৩৪
৫। পৌরাণিক কথা	„ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্,	...	২৩৮
৬। সাংখ্যযোগ	„ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্,	...	২৪৪
৭। সাধন প্রণালী	„ জনৈক রিন্দ	...	২৫০
৮। বিচার সাগর	„ বিজয়কেশব মিত্র বি, এল্,	...	২৫৪
৯। অদ্ভুত প্রতিশোধ	„ বিরাজমোহন দে	...	২৬৪
১০। সাধনা	„ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ,	...	২৭৭
১১। উত্তর	„ অনাদিপ্রসাদ দাস	...	২৮০

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

Printed By U. C. Bose & Co.,
GREAT EDEN PRESS,
6, Bheem Ghose's Lane, Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে "পন্থা" পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ⁄০ আনা কমিশন পাঠাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি "পন্থার" বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত, প্রকাশক।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য ১৲ এক টাকা, বিলাতী বাঁধান ১॥০ দেড় টাকা।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর, হেরিং, গারেন্‌সি, কেণ্ট, সি, ভন্‌, বেনিং হোসেন্‌ কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্‌" প্রভৃতি নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাই পুস্তকখানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ, কার্য্যাবশেষ পুরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিষঘ্নতা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি। ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সময়ানুসারে ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রেশন ও এগ্রাভেশন্‌) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকে আর্টপেপারে অতি উৎকৃষ্ট জর্ম্মান ফটো হইতে উদ্ধৃত মহাত্মা ৺সামুয়েল হানিমানের ১ খানি করিয়া প্রকৃতি ও গ্রন্থকারের ফটো ও নামের মোহরাঙ্কিত আছে। ঐ হানিমানে ফটো বড় সাইজ মূল্য—।⁄০ পাঁচ আনা। সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। মূল্য—১৲ টাকা।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
V. L. M. S. F. T. S.
পোষ্ট মহানাদ, জেলা হুগলি।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

ষষ্ঠ ভাগ। { আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৯ সাল। } ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা।

ভগবদ্গীতা।

(৫ম সংখ্যার ১৬৮ পৃষ্ঠার পর হইতে)

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ (ক্রমাগত)।

[প্রভুর নিমিত্ত যথা ভৃত্য অনুগত,
নিঃস্বার্থে নির্ব্বাহে কর্ম্ম, তুমিও তেমতি
অখিলপতির তরে তাঁর ভৃত্য ভাবে
করিছ কর্ত্তব্য নিজ, হেন ভাবি মনে,
সংক্ষেপে,] অধ্যাত্ম-বুদ্ধিযুক্ত(১) চিত্তে তুমি

(১) অধ্যাত্মবুদ্ধি অধ্যাত্মচেতসা, বিবেক বুদ্ধ্যা কর্ম্মেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা। শঙ্কর।

আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পি [আপন,]
ত্যজিয়া ফলের তৃষ্ণা, ত্যজিয়া [সর্ব্বথা—
মম প্রয়োজনে কর্ম্ম, মম ফলভোগ,—
অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মে এমতি] মমতা,
উৎসাহে আহব ব্রতে হও ব্রতী [এবে] ॥ ৩০ ॥
না করি অসূয়া দৃষ্টি যে সব মানবে
এ মোর [প্রামাণ্য] মত শ্রদ্ধাপূত মনে
অনুবর্ত্তে অহর্নিশ, তারাও [ক্রমশঃ]
কর্ম্ম বন্ধে লভে মুক্তি, [জ্ঞানযুক্ত যথা] ॥ ৩১ ॥
অসূয়া বশতঃ পুনঃ [শ্রদ্ধা পরিহরি]
আমার এ মত যারা নাহি অনুবর্ত্তে,
সর্ব্ববিধ জ্ঞানে মূঢ় অবিবেকী তারা ;
জানিবা যে তা সবার উদ্ধার সুদূর ॥ ৩২ ॥
[নিগ্রহি ইন্দ্রিয় তবে নিষ্কাম মানব
কি হেতু প্রবৃত্ত নহে স্বধর্ম্মে, তা বলি।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্য সংস্কার বশগ
স্বভাব, প্রকৃতি বলি উক্ত হয় কভু ;
প্রকৃতি এ ভূত সর্গে বলবতী অতি]
জ্ঞানীরাও নিজ নিজ প্রকৃতি সদৃশ
চেষ্টাশীল, [থাক্ দূরে অজ্ঞানীর কথা ;
যখন] সকল ভূতে প্রকৃতি বশগ,
কি ফল [তখন শুধু ইন্দ্রিয়] নিগ্রহে ! (২২) ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয় বিষয় বৃন্দে বর্ত্তমান [সদা]
রাগ দ্বেষ [রাগ ইষ্টে, দ্বেষ ইষ্টেতরে] ;
ত্যজিবা এ উভয়ের বশ্যতা [অবশ্য],

(২২) ৩য় ৩ শ্লোক দেখ।

প্রকাশি পুরুষকার] শ্রেয়োর্থী পুরুষ ;
[তস্কর যেমতি বাধে পথিকের পথ]
শ্রেয়ঃ পথে বিঘ্নকারী এ উভে [তেমতি] (২৩)।
[বুঝিবা সরস মম ;—পশ্বাদি সদৃশী
স্বাভাবিকী যে প্রবৃত্তি, ত্যজি তা পৌরুষে
স্বধর্ম্মে হউক রত মানব সকলে।] ॥ ৩৪ ॥
স্বধর্ম্ম বিগুণ যদি, তাও শ্রেয়স্কর
সর্ব্ব-অঙ্গে সুসম্পন্ন পরধর্ম্মাপেক্ষা ;
স্বধর্ম্মে নিধন যদি ঘটে, তাও শ্রেয়ঃ
[পরধর্ম্মাচারে প্রাণধারণ অপেক্ষা ;
পরধর্ম্মাচার [পরলোকে] ভয়াবহ !
নিষিদ্ধ, নরকপ্রদ, তেঁই ভয়াবহ ;
স্বধর্ম্ম সমর তব ভিক্ষাটন নহে।] ॥ ৩৫ ॥
কহিলা কিরীটী,—বৃষ্ণি কুলের ঊদ্বহ !
কহ, কি কারণ বশে অবশে মানুষ
হয় পাপ কর্ম্মে রত ইচ্ছা অসত্ত্বেও,
যেন [কোন অলক্ষিত] বলের নিয়োগে ? ॥ ৩৬ ॥
উত্তরিলা ভগবান্ ;—[সর্ব্বাশুভ হেতু]
এই কাম, এই ক্রোধ ; [উভয়ে একই ;
কামই ক্রোধের রূপে লভে পরিণতি ;]
জন্মে কাম রজঃ নাম গুণে, মহাভোজী,
অতি উগ্ররূপী [, বশ্য নহে দানে সামে] ;
জানিহ ইহারে ইহ [শ্রেয়ো মার্গে] বৈরী ॥ ৩৭ ॥
[সহজন্মা] ধূম যথা আবরে অনলে
[বিলোপি প্রকাশ ভাব], আবরে যেমতি
আদর্শে [আগন্তু] মল [লোপিনির্ম্মলতা],

(২৩) ২য়—৩১ শ্লোক দেখ।

[স্থূলতর] উল্ব যথা [সর্ব্বতঃ] আবরে
গর্ভগ অর্ভকে, [করি হস্ত পদে বদ্ধ
অঙ্গসঞ্চালনাক্ষম], আবরে তেমতি
জ্ঞান রত্নে এ [সপত্ন ক্রমে তিনরূপে ;—
প্রথমে প্রকাশ নাশে, পরে শুদ্ধি লোপে,
তৎপরে প্রসর রোধে স্থূল ভাব(২৪) ধরি] ॥ ৩৮ ॥
[এমতি] আবরে জ্ঞানে এই কামরূপী
জ্ঞানীর সুচির শত্রু, দুষ্পূর, অনল, [—
পর্য্যাপ্তি যাহার নাহি কিছুতে] কৌন্তেয় ! ॥ ৩৯ ॥
মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়ে কাম স্থান কহি ;
তাসবার যোগে কাম অশেষে দেহীরে
করে মুগ্ধ, রুদ্ধ করি জ্ঞানের প্রসর ॥ ৪০ ॥
এজন্য, ইন্দ্রিয়গ্রামে [মনোবুদ্ধিসহ]
সর্ব্ব অগ্রে তুমি [নিজ] শাসনে সংস্থাপি,
নাশহ [তৎপরে] জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক (২৫)

---

(২৪) মধুসূদন লিখিয়াছেনঃ— "শরীর সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্তঃকরণ অলব্ধবৃত্তি থাকে, ... কাম সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া পরে শরীরারম্ভক কর্ম্মদ্বারা স্থূল শরীরাবচ্ছিন্ন লব্ধবৃত্তিক অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত হইয়া স্থূল হয়। সেই কাম বিষয়ের চিন্ত্যমাণাবস্থায় পুনঃ পুনঃ উদ্রিক্ত হইয়া স্থূলতর হয়। এবং বিষয়ের ভুজ্যমান অবস্থায় অত্যন্ত উদ্রেক পাইয়া স্থূলতম ... এ স্থলে প্রথমাবস্থার দৃষ্টান্ত যথা অপ্রকাশাত্মক সহজ ধূমের দ্বারা প্রকাশাত্মক বহ্নি আবৃত ... দ্বিতীয়াবস্থার দৃষ্টান্ত যথা আদর্শ অসহজ অর্থাৎ আদর্শোৎপত্তির পর আগন্তুক মলের দ্বারা ... হয়। তৃতীয়াবস্থার দৃষ্টান্ত যথা অতি স্থূল গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম অর্থাৎ জরায়ু বা উল্বদ্বারা গর্ভ ... নিরুদ্ধ হইয়া আবৃত হয়।

(২৫) জ্ঞানবিজ্ঞান নাশক—জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনং, জ্ঞান-শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশলব্ধ ; বিজ্ঞান—তাহার বিশেষে অনুভব। শঙ্কর।

জ্ঞান—আত্মবিষয়ক ; বিজ্ঞান—শাস্ত্রীয় অথবা নিদিধ্যাসনজ ; স্বামী।

জ্ঞান—শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজ, পরোক্ষ ; বিজ্ঞান—অপরোক্ষ, মধুসূদন

এ পাপিষ্ঠ কাম পরে ; শূর শ্রেষ্ঠ তুমি,
বরিষ্ঠ ভরত কুলে, [পৌরুষ এ তব]। ॥ ৪১ ॥
[দেহের গ্রাহক বলি (২৬)] ইন্দ্রিয় নিবহ
[গ্রাহ্য দেহাপেক্ষা] পর ; [ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি
সঙ্কল্প পূর্ব্বক বলি] মনের পরত্ব
ইন্দ্রিয় অপেক্ষা ; [—মনঃ সঙ্কল্প রূপক,
সঙ্কল্প নিশ্চয় পূর্ব্ব, তেঁই] বুদ্ধি পরা
মনের অপেক্ষা ; [বুদ্ধি নিশ্চয় রূপিকা
অন্তঃকরণের বৃত্তি ; [বুদ্ধির অপেক্ষা
যিনি পরতর, [কিম্বা এ সবা হইতে
পরতম] তিনি দেহী বুদ্ধি গতিদর্শী
তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা কহেন এমতি— ॥ ৪২ ॥
এমতি বিচারে [—যথা, কাম ক্রোধ আদি
বুদ্ধির বিক্রিয়া মাত্র, জন্ম তা সবার
ইন্দ্রিয় আদির যোগে বিষয়ের সহ,
কিন্তু আত্মবুদ্ধি সাক্ষী সদা অবিক্রিয়—]
বুদ্ধির সকাশে আত্মা পরতর বলি
[নিশ্চিত] বুঝিয়া মনে, [সে নিশ্চয় রূপা]
বুদ্ধিবৃত্তি যোগে স্তম্ভি মনোবৃত্তি [তব]
নাশহ [পৌরুষে] অরি কাম নাম ধেয়
দুরাসদ, মহাবাহো [, মহা পরাক্রমে] ॥ ৪৩ ॥
স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তি মিতা বুধাঃ।
তংকৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ ॥

শ্রীমহেশচন্দ্র বসু।

---

(২৬) জ্ঞাতা।

"সাত" সংখ্যার রহস্য।

হৃৎপদ্মে দিয়ে পা
ধীরে বল্লেন উমা মা
সাতের তত্ত্ব বুঝ্‌লি কি ?
যা বলিল ব্লাভাট্‌স্কী।
এ সাতের তত্ত্ব যে বুঝেছে
সব দুঃখ তার ঘুচে গেছে।
শাস্ত্রে খুঁজে পাচ্চ না ?
গোড়ার শাস্ত্র যে দেখ্‌চ না।
ওটা বেদের গোড়ার কথা,
বেদান্তে খুঁজে পাবে কোথা ;
গোড়ায় ছেড়ে আগায় জল
কেমনে তাতে পাবি ফল।
বেদের গোড়া ব্যাকরণ,
সাতের তত্ত্ব নিরূপণ,
তার গোড়াতেই আছে করা,
তুই চারি দিক খুঁজে সারা।
শব্দ হল বেদের ভিত্তি
সাত হল তার বিভক্তি
সম্বন্ধে ষষ্ঠী, আর ছয় কারকে ছয়,
শব্দের উত্তর এই বিভক্তি যোগ হয়।
বেদের মর্ম্ম বুঝ্‌বে যদি ভাব কিবা কর্ম্ম
ক্রিয়ার আশ্রয়ত্ব ষট্‌কারকের ধর্ম্ম।
বেদান্ত বুঝ্‌বে যদি ষষ্ঠী খুঁজে লহ,
স্বামী ভাবে যুক্ত তুমি কারক তুমি নহ।
সৃষ্টিরূপ ক্রিয়ার কারক হল ছয়।
পুরুষ হয়েন সাক্ষীমাত্র, কারক কভু নয়।

এই ছয় আর একে সাত হয় বটে,
এই সাত খুঁজে লহ দেহ রূপ ঘটে।
দেহের মাঝে ছটা চক্রে ছয় অধীশ্বর,
ব্লাভাট্‌স্কী ইহাদের বলেন ক্রিয়েটর।
ছয় জনে মিলে করেন সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সত্য সত্য বলিলাম না কোরো সংশয়।
আধারেতে বীজরূপে জগৎ বিদ্যমান
সৃষ্টি আর কিছু নয় বীজের প্রসারণ !
ক্রিয়া হল প্রসারণ
করণ হল শক্তি,
এই শক্তি তত্ত্ব বুঝে লও
পাবে তুমি মুক্তি।
জীবন-স্বরূপা শক্তি, রূপে তেজোময়
উদ্ভব লিঙ্গ হতে, কর্ত্তার ইচ্ছায় ;
প্রবেশিয়া গর্ভে, ডিম্বে করয়ে চেতন
বীজ এবে ফল রূপে পরিণত হন।
কর্ত্তা যাঁতে ইচ্ছা শক্তি, লিঙ্গ অপাদান
ক্রিয়াফল লয়ে কর্ত্তা জীবে করে দান।
জীব যিনি ফলভোগী সম্প্রদান ইনি।
কারকের ভেদ ছয় লও মনে গণি।
জীব তুমি ফল ভোগী, শিব হতে চাও,
কারক অতীত তুমি, মনে বুঝে লও।
কৃতান্ত দর্শন সাংখ্য, তার গূঢ় কথা,
যে বুঝেছে সে বুঝেছে ঘুচে গেছে ব্যথা।
দুঃখ দূর হলে জীব পুরুষত্ব পায়।
সাধক সে জন, যেই পুরুষত্ব চায়।
দুঃখ হল তিন রূপ, দৈব ও ভৌতিক
স্বভাব সংযোগ জন্য আর আধ্যাত্মিক।

দুঃখ দূর জন্য চেষ্টা পুরুষ লক্ষণ,
চেষ্টা শূন্য জীব ধরে বৃথায় জীবন।
যে বিদ্যা লভিলে সব দুঃখ দূর হয়
সাংখ্য শাস্ত্রে পাইবে তার পরিচয়।
প্রকৃতি পুরুষ ভেদ, সাংখ্য উপদেশ
গুরু বাক্য ধরে হৃদে, বুঝহ বিশেষ।
এই ভেদ তত্ত্ব বুঝে পুরুষত্ব পাবে।
তবে দুঃখ ঘুচে গিয়া আনন্দে ভাসিবে।
এই আনন্দে তত্ত্ব বেদান্ততে লেখা,
যমরাজ বলেছেন, নাচিকেতের শেখা।
সদানন্দ, চিদানন্দ, ব্রহ্ম প্রেমানন্দ
এ ভাব ধরিলে সব হেরিবে নিস্পন্দ;
সব একাকার হবে সব একাকার
আত্মসত্তা ভিন্ন কোথা কিছু নাহি আর।
অদ্বৈত এ ভাব তুমি বুঝিতে যদি চাও।
দ্বৈত ভাবে পুরুষত্ব সাধন করে যাও।
আনন্দকে প্রথমেই ধরতে গেলে পরে,
কুবুদ্ধি ফেলবে তোমায় বিষম মায়ার ঘোরে;
অনিত্য বিষয় সুখে আনন্দ দেখিবে
কাচ পেয়ে হীরক লাভে চেষ্টাশূন্য হবে।
কায় মন বাক্য বুদ্ধি ধরতে নাহি পারে
ব্রহ্মানন্দ ভাব তুমি বুঝবে কেমন করে
পুরুষত্বের ভিতরে ব্রহ্মানন্দ ভাব
আগে পুরুষত্ব সাধ, হবে ব্রহ্ম লাভ।

মধুর একটি "ওঁ" শব্দ হৃদয়েতে হল
পদ্মের উপর পা খানি কোথায় মিলিয়ে গেল।
কারকের তত্ত্ব সবে বুঝহ বিশেষ
আঁকা বাঁকা ছন্দে আমার পন্থ হল শেষ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরামচন্দ্র।*

(আদর্শ নরপতি)

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রম।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা, জগতের অন্যতম সুবৃহৎ গ্রন্থ মহাভারতের আলোচনা করিয়াছিলাম। আজি আমরা ভারতের দ্বিতীয় মহাকাব্য রামায়ণের আলোচনা করিব। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে এই দুইখানি গ্রন্থ বিশিষ্ট ভাবাপন্ন। বেদ ও মনুসংহিতা পণ্ডিতের আদরের বস্তু, সাধারণ লোকে তাঁহাদের মুখেই ঐ সমুদায়ের মহত্ত্ব অবগত হইয়া থাকে; কিন্তু, রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের নর নারী ও শিশুগণের পর্য্যন্ত অস্থিমজ্জার সহিত সুগ্রথিত। মাতা ইহা গল্পচ্ছলে নিজ শিশুকে শিখাইয়া থাকেন, শিক্ষকগণ ইহা স্ব স্ব ছাত্রদিগকে অভ্যাস করাইয়া থাকেন, বৃদ্ধগণ ইহা শিশুদিগকে শুনাইয়া থাকেন। প্রত্যেক শিশু, এই গ্রন্থদ্বয়ের নায়কগণকে আপনাদিগের আত্মীয়বৎ মানিয়া, তাঁহাদের কথা শুনিয়া, কখনও কাঁদিয়া কখনও হাসিয়া স্বীয় স্বীয় হৃদয় গঠিত করিয়া থাকে।

কিন্তু, এক সময়ে, এই গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্যে এ দেশে যেরূপ চরিত্র গঠিত হইত, এখন আর সেইরূপ হয় না। আবার যদি আমরা সেই উপায়ে ভারতীয়-গণের চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের পুনরায় উন্নতি হইবে। এই গ্রন্থদ্বয়ের, স্বভাব চরিত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আদর্শ সমূহ, শিশু ও বৃদ্ধ, স্বামী ও স্ত্রী, পিতামাতা ও পুত্রকন্যা, ভ্রাতা ও ভগিনী, মিত্র ও শত্রু সকল পক্ষেই সমান উপযোগী। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের উপদেশ উজ্জ্বলতর। কারণ, মহাভারতের চিত্রে আমরা যে সময়ের চিত্র পাই, তখন মানব জীবন জটিলতর ও তাহাদের স্বভাব, ধর্ম্ম প্রকৃতিও জটিলতর হইয়াছিল।

* অ্যানি বেসাণ্ট প্রণীত "Ramchandra—the Ideal king" গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিত্র। ইহার সর্ব্বত্র সদসতে মিশ্রিত। কেবল এক মাত্র ভীষ্মচরিত্রই ইহার মধ্যে আদর্শ চরিত্র। পূর্ণাবতার চরিত্র অবশ্য অমানুষ চরিত্র। এই মহাভারত গ্রন্থ, যাঁহাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তি পরিপক্ক হইয়াছে, যাঁহারা পাপ ও শোকের সূত্রানুসরণে সুপটু হইয়াছেন, তাঁহাদেরই উপযোগী সন্দেহ নাই।

রামায়ণের আদর্শ স্বতন্ত্ররূপ। ইহার মধ্যে বীরধর্ম্মের অমলতা দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের চরিত্রগুলি সুচিত্রিত। কোনটি আদর্শরূপে গ্রহণ যোগ্য, কোনটি বা একেবারে পরিত্যাগ যোগ্য; যাহা উত্তম তাহা উত্তমরূপেই চিত্রিত, যাহা মন্দ তাহা মন্দেরই চূড়ান্ত। কাল কালই আছে, সাদা সাদাই আছে; দুয়ের মিশ্রণে কোথাও ধূসরবর্ণ দৃষ্ট হয় না। সৎ বা অসতের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তই নয়ন সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে; অল্পবয়স্কগণও তাহাদের হৃদয়োত্তেজক সৌন্দর্য্য, কিম্বা, ঘৃণাকর বিরূপতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। হিন্দু পত্নীর পক্ষে সতী সীতার অপেক্ষা কি সুন্দর ও মধুর আদর্শচিত্র সম্ভবে? কোনও হিন্দুরাজা কি রামচন্দ্রের অপেক্ষা রাজগুণ-ভূষিত হইতে পারেন? কোনও হিন্দু ভ্রাতা কি লক্ষ্মণের অপেক্ষা সৌভ্রাত্রের সুন্দর আদর্শ দেখিতে পাইবেন? এই সকল নামেই হিন্দুহৃদয়ের তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হয়। নামের উচ্চারণ মাত্রেই তাঁহাদের জীবনের সুসঙ্গীত হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

এই দুই গ্রন্থ হইতেই আমরা প্রাচীন ভারতের অবস্থাদির বিষয় জানিতে পারিয়াছি, একথাও বিস্মৃত হইবার নহে। ইহা হইতেই আমরা জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। তৎকালে সাধারণ লোকের অবস্থা ও তাহাদের মনের ভাব, শিক্ষাপ্রণালী, সুখ দুঃখ প্রভৃতি কিরূপ ছিল তাহা জানিতে পারিয়াছি। এই পুস্তকদ্বয় হইতে আমরা ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছি তাহা বাদ দিলে, প্রাচীন ভারতের চিত্রপটে সজীব চিত্রের পরিবর্ত্তে শূন্য দৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

রামায়ণই আমাদের অদ্যকার আলোচ্যবিষয়। এই আলোচনায় আমরা বিশেষরূপে লাভবান হইব সন্দেহ নাই। প্রতি চরিত্র আলোচনা সময়ে আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিব, যে তাহাতে কি শিক্ষা লাভ করা যায় এবং সেই শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে ভারতের পক্ষে কিরূপ উপযোগী।

দেখা যাউক, রামায়ণ কি সূত্রে রচিত হইয়াছিল। আমরা গ্রন্থারম্ভে দেখিতে পাই, যে মহর্ষি বাল্মিকী দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোন্ ব্যক্তি এবে এই ধরণীমণ্ডলে
গুণবান বীর্য্যবান্ জিনিয়া সকলে?
ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রত,
কোন্ ব্যক্তি সুচরিত সর্ব্বহিতে রত?
কোন্ ব্যক্তি শক্তিযুত প্রিয়-দরশন,
আত্মবান্ ক্রোধশূন্য দ্যুতি সুশোভন?"

তাঁহার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া নারদ বলিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাম নামে একজন রাজা আছেন; তিনিই ঐ সমুদায় গুণের আকর। তিনি সহিষ্ণু, সংযমী ও বিদ্বান। তাঁহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য অতুল। তিনি যুদ্ধে বীর ও শান্তিকালে ধীর; তাঁহাকে সকলেই ভালবাসে। তৎপরে নারদ তাঁহার জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন এবং তিনি তৎকালে কিরূপ ন্যায়পরতা ও দয়ার সহিত পুত্রবৎ প্রজাপালনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতেছেন তাহাও বিবৃত করিলেন। তৎপরে বলিলেন—

"হৃষ্ট পুষ্ট হবে লোকে রাজত্বে তাঁহার
আনন্দিত সুধার্ম্মিক চিত্ত সবাকার।
নীরোগ হইবে, সবে দুর্ভিক্ষ বর্জ্জিত
দেখিবে না পিতা পুত্রমরণ কদাচিত।
রামরাজ্যে নারীগণ বিধবা না হবে
রামরাজ্যে নারীগণ পতিব্রতা রবে।
* * *
ক্ষুধায় কাতর নাহি হবে কোনজন
ধনধান্যে পরিপূর্ণ হবে এ ভুবন।" (বালকাণ্ড ১ম অঃ)

যে রাজ্যে রাজা ও প্রজা মিলিতভাবে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পরস্পরের সুখান্বেষণে নিযুক্ত থাকেন সে রাজ্যের সুখময় চিত্র এইরূপ। আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব উন্নতি আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। যে জাতি ধর্ম্ম-

পরায়ণ, জগদীশ্বর সে জাতিকে পার্থিব উন্নতিতেও উন্নত করিয়া থাকেন। যে জাতির অধঃপতন হয়, সে তাহার নিজ দোষেই অধঃপতিত হয় জানিবে। যদি সে জাতি পুনরায় অভ্যুদয় লাভ করিতে সমর্থ হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহার মূলে ধর্ম্মজীবন মূলভিত্তি জানিবে। ঐ ভিত্তি ব্যতীত অন্য কোনও ভিত্তির উপর জাতীয় অভ্যুদয় সুগঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব বৎসগণ, যদি তোমরা সাধুভাবে বর্দ্ধিত হইতে চেষ্টা কর, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দেশেরও উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

এই আদর্শ নরপতির চিত্রে অন্তর-পট অঙ্কিত করিয়া, বাল্মিকী আরণ্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে নয়নরঞ্জন দৃশ্যনিচয় দর্শন করিতে লাগিলেন, পশু পক্ষীগণের আনন্দ কলরবে তাঁহার শ্রবণ বিবর পূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, এক স্থানে ক্রৌঞ্চমিথুন ক্রীড়া করিতেছে এমন সময়ে একজন নিষাদ শরসংযোগে নিরপরাধ ক্রৌঞ্চের প্রাণবিনাশ করিল; ক্রৌঞ্চবধূ মৃত পতির চারিপাশে চীৎকার করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সদয়-হৃদয় বাল্মিকী দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

"রে নিষাদ! বিনাশিলি ক্রৌঞ্চে মোহবশে,
না পাবি সম্পদ কভু মজি পাপরসে।"

তাঁহার বাক্য শ্লোকাকারে সুস্বর গীতরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মা, মুনিবরের সমক্ষে উপনীত হইয়া তাঁহাকে তদ্রূপ শ্লোকে রামচরিত বর্ণনা করিতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে যতদিন সমুদ্র ও পর্ব্বত বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এই কাব্য পৃথিবীতলে প্রচারিত থাকিবে। এইরূপে, হৃদয়ের ভালবাসা ও করুণা হইতে রামায়ণের জন্ম। এই গ্রন্থ যে স্থানে কীর্ত্তিত হয়, সেই স্থানেই প্রেম ও করুণা বিরাজিত হয়। (দ্বিতীয় অধ্যায়)

কিন্তু, কেবল ছন্দঃ হইলেই হইবে না—বিষয় চাই। সেই জন্য মহর্ষি ধ্যানে বসিলেন। তাঁহার অন্তর্চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি রাম লক্ষ্মণ সীতা এবং সস্ত্রীক স্বরাজ্য দশরথকে হাস্য, আলাপ ও বিবিধ কার্য্য ব্যাপৃত হইয়া সজীবাবস্থার সমুদায় কার্য্য করিতে দেখিলেন।" (তৃতীয় অধ্যায়) তাঁহাদের জীবনের ইতিবৃত্ত-পট তাঁহার জ্ঞান-নেত্র সম্মুখে উন্মুক্ত হইল, তিনি সেই সমুদায়ের

আনুপূর্ব্বিক জীবন্তচিত্র দেখিতে লাগিলেন; কারণ এ বিশ্বে এমন কোনও ঘটনা ঘটিতে পারে না, যাহার অক্ষয় চিত্র সর্ব্বগত আকাশপটে অঙ্কিত থাকেনা।

জ্ঞান লাভের উপায় দ্বিবিধ। প্রথম অধ্যয়ন; এই উপায় দ্বারা, যাহা পূর্ব্বগত মহাজনগণ অপরের শিক্ষার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনা দ্বারা জ্ঞান লব্ধ হয়। দ্বিতীয় উপায়, আমাদের অন্তরস্থ জ্ঞানের বিকাশ; ইহা নিজ প্রকৃতিবশে যে বিষয়ের জন্য যত্ন করে তাহা স্বতঃই প্রতিফলিত হয়, যেমন চক্ষু কোন দিকে ফিরাইলেই সম্মুখস্থ পদার্থ নিচয় প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় উপায়ই শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু ইহা কঠিনতরও বটে। প্রথমপথ অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বিতীয় উপায়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অধ্যয়নপূর্ব্বক আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত করা উচিত। এইরূপেই আমরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় উপায়ের অধিকারী হইতে সমর্থ হইব। তখন আর আমাদের পুস্তকের প্রয়োজন থাকিবে না। আমাদের অন্তর্প্রকৃতি উন্নত হইয়া সকল তত্ত্ব দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইবে।

সেইরূপেই বাল্মিকী রামায়ণের আখ্যায়িকা অন্তর্চক্ষে দর্শন করিয়া ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়াছিলেন। ইহা চব্বিশ হাজার শ্লোকে, পাঁচশত সর্গে ও সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত।

কিন্তু তখনও গ্রন্থের প্রচার প্রয়োজন। কারণ, সে সময় মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায় গ্রন্থ প্রচার বহু শ্রম সাধ্য ছিল। কাব্য প্রায়শঃই গীত হইয়া প্রচারিত হইত। বাল্মিকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কে এই গ্রন্থ প্রচার করিবে? এমন সময়ে মুনিবেশধারী লব ও কুশ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিল। লব ও কুশ রামচন্দ্রের পুত্র; কিন্তু তাহারা সে কথা জানিত না। কিরূপে এই ঘটনা ঘটিল তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব।

এই বালকদুটিকে সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ দর্শনে মুনিবর পুলকিত চিত্তে এই পবিত্র বিস্ময়কর গ্রন্থ শিক্ষা করাইলেন। তাহারা যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়া তাপস ব্রাহ্মণ ও সাধুমণ্ডলীতে গান করিতে লাগিল। এইরূপে গান করিতে করিতে তাহারা রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যায় আগমন করিল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে রাজপথে দর্শন করিয়া সভায় আনয়ন করাইলেন। তাহারা

রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ গান আরম্ভ করিল। তাহাদের সুমধুর উচ্চস্বরে সকলের প্রাণ মোহিত হইল। সকলেই রাজচিহ্নযুক্ত তাপসবেশধারী বালক যুগলের মূর্ত্তিদর্শনে বিস্মিত হইল।

আমরা সবিস্তারে সেই গান শুনিবার অগ্রে, যে সময়ে এই গ্রন্থের নায়ক ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ত্রেতাযুগের শেষ সময়ে রামচন্দ্র ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগতের ইতিহাস—প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই—চারিযুগে বিভক্ত; সেই চারিযুগ যথাক্রমে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগের অন্ত্যপাদে রাজত্ব করিয়া দ্বাপরের প্রারম্ভেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। দ্বাপরযুগের শেষে আবার শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া কলিপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করেন।

এই শ্রীরামচন্দ্র কে? তিনি কি একজন মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট মাত্র? না, তিনি একজন অবতার? যদিও সকল মনুষ্যই সেই পরমপুরুষের অংশে উৎপন্ন বটে, যদিও সকলের অন্তরে পরমাত্মা অবস্থিত বটে, যদিও মানবের আত্মাই তাহাকে ক্রমোন্নতি পথে পরিচালিত করে এবং সেই পরিচালনে পরিচালিত হইলেই তাহারা সুখী হইতে পারে, কিন্তু অবতারে ও মানুষে অনেক প্রভেদ। অবতারে পরমপুরুষের মহিমা প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। অস্মদাদির মধ্যে যে সমস্ত দৈবীবিকাশের অঙ্কুরমাত্র আছে, সেই সমুদায় অবতারে পূর্ণরূপে স্ফূরিত হয়। ঈশ্বর মানুষরূপে মানুষের সাক্ষাতে প্রকটিত হইয়া থাকেন।

এই সমুদায় অবতারের বিশেষ প্রয়োজন ও কারণ আছে। ধর্ম্মের সংস্থাপন ও পাপের নাশ তাহার একটী। এই বিষয়ে ভগবানের উক্তি এইরূপ—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় চ সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

"যখন ধর্ম্মের হ্রাস ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ হয়, হে ভারত! সেই সময়েই আমি অবতীর্ণ হই; সাধুগণের পরিত্রাণ ও পাপীগণের বিনাশপূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে সম্ভব হই।" (গীতা ৪ অঃ ৭।৮ শ্লোক)

অবতার তত্ত্ব বিষয়ে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। বিশ্বকাণ্ডে বিবিধ বিরোধী বলের সমাবেশ আছে। ঈশ্বর এই বিশ্বের অন্তর্জীবনে যে সমুদায় শক্তি নিহিত করিয়াছেন, তাহা ইহা নিরন্তর প্রকাশ করিতেছে। একটী বীজ ভূমিতে বপন করিলে উহা হইতে উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইয়া পুষ্পাদি প্রসব করে; পুষ্প মধ্যে ফল জন্মে। এই বিশ্ব সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। এই বিশ্বপদার্থে ঐশ্বরিক জীবনী-বীজ রোপিত হইয়া এই বিশ্ব জন্মিয়াছে, তাহাতে মানবসমূহ পুষ্পরূপে প্রকাশিত হইতেছে, ঐ পুষ্পেই ঈশিত্বফল উৎপন্ন হয়। আমরাও ঈশ্বর, কিন্তু এখনও মুকুলাবস্থা।

যাহাতে এই ক্রমবিকাশ যথাযথরূপে সাধিত হইতে পারে সেজন্য দুইটী বিষয় প্রয়োজন; সেই দুইটী—পরস্পর বিরোধী শক্তি বলিয়া অনুভূত হয়। একটী ক্রমবিকাশের সহায়তা করিয়া থাকে, অপরটী বাধা প্রদান করিতেছে বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ঐ উভয়শক্তিই ক্রমবিকাশের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়। একখানি চক্রের বিষয় চিন্তা কর। মনে কর, একখানি দ্বিচক্র যানের চক্র, শূন্যে রাখিয়া ঘুরাণ যাইতেছে; উহা সহজে ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে যানের গতি হইতেছে না। কিন্তু ঐ চক্র ভূমিতে লগ্ন করিলে ভূমি হইতে বাধা পাইয়া তবে ঐ চক্রের আবর্ত্তন দ্বারা যানের গতির উৎপত্তি হইবে। তুমি স্থির ভূমির উপর না দাঁড়াইলে লম্ফ দিতে সমর্থ হইবে না। লম্ফন কার্য্যেও ভূমির বাধা প্রয়োজন। যে বাধা দ্বারা আমাদের ক্রমোন্নতির বেগ বর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম "অমঙ্গল।" কিন্তু তোমার বোঝা উচিত যে ইহার প্রতিঘাতেই তুমি অগ্রগামী হইতেছ। যদি তুমি ভূমিতে পদাঘাত না করিয়া স্থির ভাবে থাক, তাহা হইলে কি তোমার উল্লম্ফন কার্য্য সিদ্ধ হয়? তেমনি অমঙ্গলের সহিত যুদ্ধ না করিলে তোমার বল বর্দ্ধিত হইবে না। মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই সেই করুণাময়ের করুণা-প্রসূত, তাঁহারই ভৃত্য; উভয়ের সেবার প্রকার স্বতন্ত্র, এই মাত্র প্রভেদ।

ব্যায়ামকার্য্যের দ্বারা বল বর্দ্ধিত হয়। যখন তোমরা ডম্বেল বা মুদ্গর লইয়া ব্যায়াম কর, তখন ঐ সকল ব্যায়াম যন্ত্রের ভার তোমাদের পেশীসমূহের প্রতিকূলে কার্য্য করে বলিয়াই পেশী সমূহ সুপুষ্ট হয়। দৌড়াইলে বা ক্রিকেট ও ফুটবল খেলিলেও ঐরূপ কারণেই বলের বৃদ্ধি ঘটে। যদি তুমি

অলসভাবে থাক, তবে কখনই তোমার বল বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না। এইরূপেই অসৎ বা অমঙ্গলের প্রতিঘাতে আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে এবং অবশেষে ঐ অমঙ্গলের নাশ সাধিত হয়। যদি অমঙ্গলের আয়ত্বাধীন হও, তাহা হইলে তোমার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার বিরুদ্ধাচরণ কর, উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

যখন পাপের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া লোকে ক্রমে যুদ্ধ করিতে ভুলিয়া যায়, যখন ক্রমবিকাশের অসম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তখনই অবতারের প্রয়োজন হয়; তখনই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় সাধন করেন। ঐ সময়ে প্রায়শঃই এক বা অধিক লোক, পাপের পূর্ণ প্রতিমারূপে বিশ্বে বিরাজিত থাকে, ভগবান অবতার হইয়া তাহাদের নাশ সাধনপূর্ব্বক পুনরায় ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া থাকেন। রামায়ণে রাবণ এই পাপাবতার। রামচন্দ্র মঙ্গলময়; রাবণ অমঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি। উভয়ের সংঘর্ষে শেষে রামচন্দ্রই বিজয়ী হইয়াছিলেন। মঙ্গলের জয় হইলে, অমঙ্গলও যে ঈশ্বর প্রসূত তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের যুদ্ধে নিহত হইয়া রাবণ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত অবতারের আরও প্রয়োজন আছে। কখনও তিনি শিক্ষা-দাতা। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার গীতা—জগতের মহা রত্ন। কখনও বা তিনি আদর্শ—মুনি, ঋষি বা সন্ন্যাসীদিগের জন্য নহে; কিন্তু পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা, রাজা, যোদ্ধা প্রভৃতি সাধারণ লোকের—আদর্শ স্থানীয় হইয়া তিনি পৃথিবীতে বিচরণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র এই সমুদায় বিষয়েই আদর্শরূপে বিরাজিত ছিলেন। আদর্শ-নরপতি—আদর্শ-বীর—তাঁহার চরিত সংসারী জনসাধারণেরও আদর্শ-রূপে বিরাজিত। ভারত সাহিত্যে শ্রীরামচন্দ্রের মত সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শ চরিত্র সুদুর্লভ। তিনি, মানুষ কিরূপ হইতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্য এবং স্বর্গীয় আলোক দ্বারা মানব সম্বন্ধ প্রদীপ্ত করিবার জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আদর্শ ক্ষত্রিয় চরিত্র প্রদর্শনই শ্রীরামচন্দ্র অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ সময়ে ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের শাসনক্ষমতা ও সামর্থ্যের অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং বলবান্ মনুষ্যগণ যেরূপ প্রায়শঃই অত্যাচারী হয় তাহারা সেইরূপই হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা লোক পালনের জন্য; কিন্তু তাহারা

সেই ক্ষমতা লোকপীড়নের জন্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বলবানের কর্ত্তব্য দুর্ব্বলের রক্ষা, তাহাদিগের পীড়ন করা সর্ব্বতোভাবেই অকর্ত্তব্য। অতএব সকল সবল বালকেরই ছোট বালকদিগকে পরের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে বালক নিজের অপেক্ষা দুর্ব্বল বালককে প্রহার করিতে পারে, সে কাপুরুষ। সাহসী সৎবালকগণের চক্ষে সে নিতান্ত হেয়।

ক্ষত্রিয়গণ ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে পরশুরাম তাহাদের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যাহারা দুর্ব্বলের পীড়নে ব্যাপৃত, তাহারা যে প্রবলতর ব্যক্তির করে উচ্ছিন্ন হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য তিনি তাহাদিগকে সদলে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরশুরাম প্রদত্ত কঠোর শিক্ষার পর শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ ক্ষত্রিয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আমরা এই আদর্শচরিত সবিস্তারে আলোচনা করিব। এইরূপ আদর্শ চরিত্র, বর্ত্তমান সময়ে ভারতের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এই আদর্শ চরিত্রে মনুষ্যোচিত সমস্ত গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঐ সমস্ত গুণের বলেই জাতীয় মহত্ব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সাহস, শক্তি, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, আত্ম-মর্য্যাদা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন প্রভৃতি এই সমুদায় গুণের মধ্যে প্রধান। প্রাচীনকালে ভারতীয় বীরবৃন্দের মধ্যে এই সমুদায় গুণের আধিক্য লক্ষিত হইত। এক্ষণে ভারতে এ সমুদায় গুণের একান্ত অভাব হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যে জাতির এই সমুদায় গুণের অভাব আছে, তাহাদের উন্নত হইবার আশা অতি অল্প। বর্ত্তমান সময়ের ভারত-সন্তানগণের অন্তরে এই সমুদায় গুণের বিকাশ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

এই সমুদায় গুণের সঙ্গে যাহাতে বালকগণের অন্তরে রূঢ়তাদি দোষ সঞ্চিত না হয়, তৎপক্ষেও বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কারণ তাহারা স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদাকে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও গুরু-লঘু-জ্ঞানাভাবে পর্য্যবসিত করে; পাশব বলকেই শক্তি ও সাহস মনে করে। রামচন্দ্রের চরিত্রে সে সমুদায়ের কিছুই লক্ষিত হইবে না। তাঁহার প্রকৃতি সর্ব্ব বিষয়েই আদর্শস্থল ছিল।

তিনি অত্যন্ত ধীর ও দয়ালু ছিলেন; অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও সৎস্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন। পিতা মাতার প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভক্তি ছিল। তিনি

বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধগণের যথোচিত সম্মান করিতেন। তোমরা স্ব স্ব চরিত্র, সৎসাহস ও আত্মমর্য্যাদার সহিত, মধুর বচন ও সভ্যতা মিশাইয়া গঠিত কর, তাহা হইলে তোমরা ক্রমে ধীর ও বীর হইয়া মনুষ্যত্বের আদর্শ হইতে পারিবে।

যাঁহারা বয়সে বা সামাজিক সম্পর্কে তোমাদিগের অপেক্ষা বড়, তাঁহাদিগকে দেখিয়া অযথা ভয় করিবার কোনও হেতু নাই। কোন বালকেরই পিতা বা শিক্ষককে অযথা ভয় করা উচিত নহে; কিন্তু তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত প্রীতি, ভক্তি ও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। সত্যবাদী, সৎসাহসী, সৎস্বভাব ও ধীর হও, তাহা হইলে তোমরা গুরুজনের ভালবাসা ও বিশ্বাসের পাত্র হইবে সন্দেহ নাই। সৎসাহসীব্যক্তি মাত্রেই সৎসাহসের আদর করিয়া থাকেন।

এই বার আখ্যায়িকা আরম্ভ করা যাউক। শ্রীরামচন্দ্র যেখানে জন্মিয়াছিলেন, সেই স্থানের বিষয় অগ্রে আলোচনা করা যাউক। কোশলরাজ্যে অযোধ্যা নামে এক নগরী আছে। তথায় ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথ নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। রামায়ণে ঐ পুরীর এইরূপ বর্ণনা আছে—

"নানাবিধ রাজপথ চৌদিকে শোভিত।
নিয়ত সলিল সিক্ত, কুসুম বিস্তৃত।
অযোধ্যার চারিদিকে কপাট, তোরণ;
স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ বিবিধ আপণ।
কোন খানে যন্ত্র আর অস্ত্র খরতর;
কোন খানে শিল্পীগণ বসে নিরন্তর।
কোন খানে দূত আর মাগধের বাস,
অযোধ্যায় চারিদিকে শোভার বিকাশ।
উচ্চ অট্টালিকা'পরে উড়িছে নিশান;
চৌদিকে প্রাচীর শোভে দেখিতে মহান।
শতঘ্নী নামেতে অস্ত্র প্রাচীর উপরে
শোভিতেছে শত শত;—শত্রু ভয়ে মরে।
সুদুর্গম জলদুর্গ চৌদিকে বেষ্টিত,
শত্রু দূরে থাক, মিত্র পশিতে শঙ্কিত।

স্থানে স্থানে আম্রবন ফুল উপবন।
কোন খানে বৎসসহ ফিরে গাভীগণ।
হাতী ঘোড়া উট গাধা ভ্রমে কোন খানে;
সামন্তরাজা কর দেন কোন খানে।
নানা দেশ হতে আসি বণিক নিচয়
বাণিজ্যের তরে কোথা লয়েছে আশ্রয়।
কোথাও প্রাসাদ চয় পর্ব্বত প্রমাণ
রতনে নির্ম্মিত হয়ে আছে শোভমান।
অযোধ্যায় সমভূমে শোভে গৃহ চয়
গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি দূরবর্ত্তী নয়।
দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা, পণব নিচয়
অযোধ্যায় মাঝে সদা নিশদিত হয়।
দেবলোকে সিদ্ধজন বিমান সমান
সাধুলোকে পরিপূর্ণ অযোধ্যার স্থান।
পিতা পুত্রহীন যারা, যারা অসহায়;
যাহারা প্রাণের ভয়ে অলক্ষ্যে লুকায়
যাহারা প্রথমে করি বিরোধ ঘটন,
অবশেষে প্রাণভয়ে করে পলায়ন;
এহেন দুর্ভাগাগণে যে সকল বীর
(লঘু-হস্ত, বিশারদ) নাহি মারে তীর;
যাহারা শার্দ্দূল সিংহ বরাহ নিকরে
মল্লযুদ্ধে কিম্বা খর অস্ত্রে বধ করে,
সেইরূপ মহারথ হাজার হাজার
অযোধ্যায় অবিরত করয়ে বিহার।
দানশীল সত্যরত মহর্ষি সমান
সাগ্নিক বেদাঙ্গ বেদবিজ্ঞ গুণবান্,
দ্বিজোত্তম, সুমহাত্মা ঋষির মণ্ডল
অযোধ্যায় অবস্থান করেন কেবল।" (৫ম সর্গ)

এই অধিবাসীগণ স্বভাবতঃই উন্নত ও সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। কথিত আছে—

"সেই চারু অযোধ্যায়,
সতত হর্ষিত কায়
নরগণ করিত নিবাস।
সত্যবাদী বহুশ্রুত,
আছিল সে লোক যত,
নিজধনে তুষ্ট বার মাস॥
ছিল না তাদের লোভ,
মনেতে না হ'তো ক্ষোভ,
সকলেরি ছিল বহু ধন।
সুন্দর অযোধ্যাপুরে
সকলের ঘরে ঘরে
ছিল বহু ধান্যাদি গোধন॥
দেখিতে পেত না কেহ,
অযোধ্যায় কোন গেহ—
কলঙ্কিত মূর্খ বা নাস্তিকে।
যে দিকে দেখিত যেই,
দেখিতে পাইত সেই—
ধর্ম্মশীল নর বা নারীকে॥"

হায়! আজি যদি আমরা ভারত সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারিতাম তবে কি সুখের হইত! কিন্তু আজকাল অতি অল্পলোকেই যথার্থ শিক্ষিত হইয়া থাকে! অধিকাংশ লোকই জ্ঞানহীন হইয়া জীবন যাপন করিতেছে। সন্তোষ যে সর্ব্বসুখের মূল, তাহা আর এখনকার লোকে জানে না। সন্তোষ পদে বা ধনে হয় না, কেবল মনেই সন্তোষ জন্মিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অনেক দরিদ্র মুষ্টিমেয় অন্নের অর্দ্ধাংশ অতিথিকে দান করিয়া অপরার্দ্ধে কথঞ্চিৎ জীবনধারণ পূর্ব্বক সন্তোষের বলে সুখী হয়, আবার এমন অনেক লক্ষপতি

আছেন, যাঁহারা ধনরত্নে ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও আশার শেষ দেখিতে না পাইয়া অসন্তুষ্টচিত্তে কষ্টে কালযাপন করিয়া থাকেন। তাই একজন কবি বলিয়াছেন—

"সঞ্চয়ে যাহার আশ,
তার কষ্ট বার মাস,
পেলে ধন আশা তার হয় না পূরণ
দশমুদ্রা পেলে পরে,
শত মুদ্রা আশা ক'রে,
পেলে শত, ব্যস্ত হয় হাজার কারণ॥
হাজার পাইলে পরে,
লক্ষ পেতে আশা করে,
লক্ষপতি কোটীপতি হইবারে চায়।
কোটীপতি রাজ্য চায়,
রাজা ইন্দ্র পদ চায়,
আশার অবধি কেবা পেয়েছে কোথায়?"

অযোধ্যায় প্রজাগণ সতত সন্তুষ্টচিত্ত ছিল বলিয়া তাহাদের সুখের অভাব ছিল না। তাহারা সকলেই নির্ম্মল ও পবিত্রান্তর ছিল বলিয়া অযোধ্যায় "কোন নারী কোন নর, নাহি ছিল অসুন্দর।" কারণ অন্তর পবিত্র থাকিলেই তাহার সৌন্দর্য্যের স্বতঃ বিকাশ হইয়া থাকে। (ষষ্ঠ সর্গ)

সকলের সুখের আরও এক কারণ ছিল। রাজা দশরথ নিজে শান্ত, দান্ত ও মহদন্তঃকরণ ছিলেন এবং উপযুক্ত মন্ত্রীগণের সঙ্গে পরামর্শ পূর্ব্বক উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়া প্রজাপালন করিতেন। মন্ত্রীগণও সর্ব্বদা রাজার ও প্রজার হিতচিকীর্ষু ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্, শান্ত, ন্যায়পরায়ণ, কার্য্যকুশল, সদ্বক্তা ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন—ক্রোধে, মন্দ অভিপ্রায়ে, অর্থ-লালসায় কখনও তাঁহারা মিথ্যা বলিতেন না। যে রাজার এরূপ মন্ত্রী, তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণের সুখের সম্ভাবনা কি?

কিন্তু আলোকে ছায়া আছে, কুসুমে কীট আছে; এ সুখময় রাজত্বেও একটু অসুখের কারণ ছিল। রাজা অপুত্রক ছিলেন। ক্রমে জীবনের বার্দ্ধক্য সীমায় উপনীত হইয়াও তিনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন।

রাজার অসুখে প্রজারাও অসুখী ছিলেন, রাজার অবর্ত্তমানে কে তাহাদিগকে পালন করিবে এই ভাবনায় তাহারা অস্থির হইত। রাজা পুত্রার্থে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, বিখ্যাত ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে বরণ পূর্ব্বক সপত্নীক অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। (১৩ অঃ)

সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ, নিত্যনিয়মস্থ ও সদ্বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ যজ্ঞ কার্য্য করিবার উপযুক্ত নহেন; যজ্ঞের সাহায্য কার্য্যেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকুমার প্রয়োজন। পূর্ব্বকালে মূর্খ জ্ঞানহীন দ্বিজকে অব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করা হইত না। মনুসংহিতায় লিখিত আছে "কাষ্ঠ নির্ম্মিত কুঞ্জর ও চর্ম্ম নির্ম্মিত কৃষ্ণসার যেরূপ, বিদ্যাহীন বিপ্রও তদ্রূপ জানিবে; এই তিনের, নাম ব্যতীত পদার্থতা নাই।" (মনু ২য় ১৫৭) পুরোহিত অজ্ঞ হইলে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান, পবিত্রতা ও সত্যপরায়ণতা না থাকিলে, পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র দেবগণ সমীপে উপনীত হয় না। যেখানে যজ্ঞাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হয়, দেবগণ সেইস্থানে আগমন করিয়া থাকেন।

এই মহাসমারোহ যজ্ঞ ব্যাপারে অসংখ্য ব্রাহ্মণ, রাজা, সভাসদ্ ও বীরেন্দ্রগণের সম্মুখে রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠাপত্নী কৌশল্যা যজ্ঞে অভিষিক্তা হইয়াছিলেন। ভারতের নষ্টরত্ন নিচয়ের মধ্যে নারীমর্য্যাদারূপ মহারত্ন একটি। প্রাচীন ভারতে যেরূপ নারীমর্য্যাদা রক্ষিত হইত, যতদিন ভারতে আবার সেইরূপ না হয়, ততদিন ভারতের পুনরভ্যুদয়ের আশা অতি অল্প। কারণ, মাতৃদুষ্টান্তেই শিশু সন্তান সুশিক্ষিত হয়। (১৪ অঃ)

অশ্বমেধ যজ্ঞের পর, পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞও সুসম্পাদিত হইল। এদিকে দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার বরদর্পিত রাবণের বিনাশোপায় নির্দ্ধারণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাবণ এমনিই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যে—

"কভু নাহি তাপ দেন তাহারে তপন,
ভয়ে পাশে বায়ু নাহি করে সঞ্চরণ,
চঞ্চল তরঙ্গশালী আপনি সাগর
তাহারে দেখিলে ভয়ে স্তব্ধ কলেবর।"

ব্রহ্মা বলিলেন, মানবের হস্তেই রাবণের মৃত্যু হইবে। কারণ, রাবণ বর

প্রার্থনা সময়ে, মনুষ্যের হস্তে কোনও ভয়ের আশঙ্কা না করিয়া, "দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষদের হস্তে তাহার মৃত্যু হইবেক না"—এইরূপ বর লইয়াছিল।

"হেনকালে পীতাম্বর ত্রিজগতপতি,
শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণি মহাদ্যুতি
তপ্ত কাঞ্চনের চারু কেয়ূর শোভিত
মেঘে সূর্য্যসম বৈনতেয় আরোহিত,
দেবতাগণের স্তবে আইলা সেখানে
বসিলা একান্ত মনে বিরিঞ্চির সনে।"

বিষ্ণু—শঙ্খ চক্রগদাপদ্মধারী—

"যে অনাহত শব্দ-তরঙ্গ বলে পঞ্চতন্মাত্র হইতে চরাচর সৃজিত হইয়াছে, শঙ্খ সেই শব্দের দ্যোতক। যে ঘূর্ণ্যমান প্রকম্পিত শক্তিবলে বিশ্ব নষ্ট হইবে, সেই ঘূর্ণ্যমান সংহারশক্তির দ্যোতক চক্র। যে শক্তির বলে জগত শাসিত, রক্ষিত ও পালিত হইতেছে, তাহার দ্যোতক গদা। আর পদ্ম শান্তির দ্যোতক। তোমরা বিষ্ণু মন্দিরে বিষ্ণুর এই সমুদায় প্রহরণ দেখিতে পাইবে; সুতরাং ইহার অর্থ তোমাদের জানা উচিত।

বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া, রাবণবধার্থ মানুষ দেহ ধারণ করিবেন বলিয়া দেবগণকে আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন যে তিনি রাজা দশরথের চারি পুত্র হইবেন। (১৫ অঃ)

ব্রহ্মলোক হইতে বিষ্ণুর অন্তর্ধ্যানের পরক্ষণেই যজ্ঞানল হইতে এক তেজোময় পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে সুবর্ণপাত্রে দিব্যপায়স। তিনি রাজাকে প্রজাপতি দত্ত সেই পায়স প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পত্নীত্রয়কে প্রদান করিতে বলিলেন। (১৬ অঃ)

কিন্তু দশরথের পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে, যে প্রয়োজনে অবতার, সেই প্রয়োজন সিদ্ধির আয়োজন হইতে লাগিল। দেবগণ জগতে অসংখ্য প্রাণীর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই সমুদায় জীব পশুদেহ, কিন্তু দেব বলে বলী। অপার্থিব শক্তিবিশিষ্ট ভল্লুক ও বানরসমূহ, যাঁহারা ইচ্ছায় দেহের পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম, এইরূপ অদ্ভুত জ্যোতিরাজ্যের জীব সমূহ উৎপন্ন হইতে লাগিল। ইন্দ্র হইতে বালী, আদিত্য হইতে সুগ্রীব বানররাজ রূপে উৎপন্ন হইলেন। দেবশিল্পী

বিশ্বকর্ম্মা হইতে নলের জন্ম হইল, যিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন। পবন হইতে পবনাঙ্গজ হনুমান উৎপন্ন হইলেন; যাঁহার মাহাত্ম্যের বলে আজি ভারতে দিগ্‌দিগন্তে বানরকুল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে।

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের আয়োজন হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজা দশরথ পুত্র প্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া অনেক দান ধ্যান করিতে লাগিলেন। সমস্ত বিশ্ব [illegible] দেবদিগের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিল। সেই সনাতন সর্ব্বগত, সর্ব্বেশ্বর, এই সমুদয় শিশুগণের অন্তরে পূর্ণ রহিলেন, যেন ইহারা তাঁহার বলে বলীয়ান হইয়া জগতের হিতে রত থাকিতে পারে।

ক্রমে দিনের পর দিন অতীত হইয়া চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী তিথি হইল। সূর্য্য মেষে, বৃহস্পতি কর্কটরাশিতে, মঙ্গল মকরে, শনি তুলায় এবং শুক্র মীনে উদিত হইলে, চন্দ্র কর্কটে প্রবেশপূর্ব্বক পুষ্যাকে আশ্রয় করিলেন; এমন সময়ে কৌশল্যাদেবী সর্ব্বসুলক্ষণ পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ শিশু সুন্দর ও কান্তিসম্পন্ন এবং বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ সম্ভূত। তাঁহার জন্মের পর কৈকেয়ী এক পুত্র ও সুমিত্রা যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। চারি অংশে একের উৎপত্তি হইল। রূপ, গুণ, সত্য, বিক্রম ও পরাক্রম মূর্ত্তিমান হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ যথাবিধানে তাঁহাদের নামকরণ করিলেন। কৌশল্যানন্দনের নাম রাম, কৈকেয়ীকুমারের নাম ভরত এবং সুমিত্রানন্দনদ্বয়ের লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নাম অর্পিত হইলেন।

"অযোধ্যা [illegible]
আনন্দের মূর্ত্তি যেন অবতীর্ণ ভূতল
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পূর্ণ হ'লো রাজপথ বাজনার রোলে,
নরনারীগণ ভাসে আনন্দ উথলে।
অসংখ্য গোধন আর অসংখ্য রতন
ব্রাহ্মণগণেরে রাজা করে বিতরণ।
আনন্দে গাহিল গীত গন্ধর্ব্ব নিচয়,
নাচিল অপ্সরাগণ পুলক হৃদয়।
দেব দুন্দুভির নাদ হ'লো ঘন ঘন,
আকাশ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ।

রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের জন্মে দেবতা ও মনুষ্য সকলেই আনন্দিত। উহাদের অবতারগণের জন্মসময়ে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষবাসীগণ এইরূপ আনন্দ করিয়া থাকেন, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। সকল জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থেই ইহা বর্ণিত আছে। যখন মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, সেই সময়ে দেবগণ স্তুতি গান করিয়াছিলেন ও যখন মেরী গর্ভে যিশু জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেবদূতগণ তাঁহার স্তুতি গান করিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণিত আছে। বাল্মীকি ভিন্ন ভিন্ন লোক বাহুল্যে নহে। ফলে বাহুর সহিত যত লোকের অবস্থিত; আবরণ ভিন্ন হইলেই ঐ সমুদয়ের অধিবাসীগণ পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে।

রাজপুত্রগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাঁহারা জগতের উপকার সাধনে সক্ষম হইতে পারেন, এইরূপ শিক্ষায় সমাক্ শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার বিবরণ পাঠ করিলে, প্রাচীন ভারতে সকল শ্রেণী লোকের বিদ্যাশিক্ষা-প্রণালী কি ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ অবগত হইতে পারা যায়। রাজকুমারগণ ভগবদ্ভক্ত অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন বলিয়া শিক্ষিত হন নাই; কিন্তু রাজার সন্তান, সাংসারিক মানবগণের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিতে পারিবেন বলিয়াই যথাযথ শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহাদের শিক্ষাবিবরণে, তৎকালিক লোকে সন্তানকে সংসারে উপযুক্তভাবে বিচরণ করিবার জন্য যে সকল বিষয় উপদেশ বিবেচনা করিতেন, তাহাই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ধর্ম্ম ও নীতিই তৎকালের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। তাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সদাচারে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিবিধ শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় এবং অশ্ব, গজ ও রথাদি চালনায় সুদক্ষ হইয়াছিলেন। সুতরাং

দেখা যাইতেছে যে তৎকালে, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও শারীরিক এই চতুর্ব্বিধ শিক্ষাই যথাবিধি প্রদত্ত হইত। এইরূপে, রাজপুত্রগণ সুশিক্ষিত হইয়া, সকলের প্রিয় ও পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধক হইয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রন্থ নিচয়ে শারীরিক উন্নতি সাধক শিক্ষা, প্রয়োজনীয় বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা, ভারতবর্ষে দেহের উন্নতি যেমন উপেক্ষিত হয়, প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। সকলেরই দেহ মধ্যে মন আছে। দেহ দুর্ব্বল হইলে মন কখনও সুস্থ থাকিতে পারে না। দেহ যদি সুস্থ, সবল ও সুপুষ্ট হয়, তবেই সে দেহযন্ত্র সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যের উপযোগী হইতে পারে। দেহ দুর্ব্বল হইলে, মানসিক ক্ষমতাও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সত্য বটে, দেহ তোমার অধীন ভৃত্যভাবে কার্য্যকারী থাকিবে, কিন্তু যেমন অশ্ব ক্রয় করিবার সময়ে কেহ দুর্ব্বল ক্ষীণ অশ্ব মনোনীত করে না, প্রত্যুত, সবল তেজস্বী অশ্বই মনোনীত করিয়া থাকে, এবং তেজস্বী হইলেও সেই অশ্ব তাহার আয়ত্তাধীন থাকিবে এরূপ যত্ন করে; সেইরূপ তোমার দেহ সমুদায় সবল, সুস্থ, তেজঃসম্পন্ন ও ক্ষমতাযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে তোমার উচ্চতর প্রকৃতির আয়ত্তীভূত কর; এবং এরূপে শিক্ষিত কর, যেন ইচ্ছাশক্তির নির্দ্দেশে সমুদায় সৎ ও মহৎ কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া জগদীশ্বরের অভিপ্রেত ও মানবগণের প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারে।

আমাদের এই বিদ্যামন্দিরের শিক্ষা-প্রণালী সেই প্রাচীন রীতিতে আধ্যাত্মিক প্রভৃতি চতুঃশাখায় বিভক্ত। হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষাকেই এই শিক্ষাগারের মুখ্য শিক্ষারূপে কল্পিত করা হইয়াছে। কারণ, ধর্ম্মজ্ঞানহীন শিক্ষা, জাতীয় অধঃপতনের মূল, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মজ্ঞানহীন শিক্ষা দ্বারা ভারতীয়গণ কখনই পুনরভ্যুদিত হইতে পারিবে না। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির উপযোগী শিক্ষাও যথোচিতরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত বালকগণের শারীরিক উন্নতি বিধান কল্পে বিশেষ যত্ন করা হইতেছে। এক্ষণে জগদীশ্বর করুন, যেন এইরূপ শিক্ষা দ্বারা প্রাচীন ভারতের উপযুক্ত অধিবাসীবর্গে ভারত আবার পূর্ণ হয়।

"চারি রাজ পুত্র মাঝে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম,
রাজবংশ কেতু সম সর্ব্বগুণধাম।

সর্ব্বাপেক্ষা জনকের অতি প্রীতিকর,
স্বয়ম্ভুর মত তিনি হৈলা যশস্কর।
সকলেই জ্ঞানবান, কিন্তু মাঝে তার
সকলের চেয়ে রাম ইষ্ট সবাকার।
সর্ব্বপ্রিয়কর কার্য্য যথা প্রয়োজন
করিতেন শ্রীরামের সকলি লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের ছিলা তিনি বহিঃ প্রাণ সম,
নিদ্রা না যেতেন রামে ছাড়িয়া লক্ষ্মণ।
সুখাদ্য পাইলে পরে রামে নাহি দিয়া
নাহি খাইতেন কভু লোভেতে পড়িয়া।
যখন যেতেন রাম মৃগয়া কারণে
পশ্চাতে লক্ষ্মণ যেত ধনুক ধারণে।
শ্রীরামের প্রিয় হৈলা লক্ষ্মণ যেমন
ভরতের প্রিয় হৈলা শত্রুঘ্ন তেমন।

রামচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে একটী বিষয় আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই না। যখন তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছিল, যখন রাজ্যসুখ, যৌবনের উপযোগী সমুদায় রাজভোগ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ছিল, সেই সময়ে সহসা তাঁহার মনে অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল; জীবন তাঁহার দুঃখময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি সমস্ত আনন্দজনক ব্যাপারে স্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ বৃথাই তাঁহাকে আনন্দিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বৈরাগ্যবশতঃ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত চিন্তায় চিন্তাকুল হইয়া নিতান্ত বিমনা হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি কিরূপে মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক জ্ঞানপথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহা অনন্ত জ্ঞানের খনি যোগবাশিষ্ঠে তোমরা ভবিষ্যতে পাঠ করিতে পারিবে। এ স্থলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে তিনি মুক্তাত্মা ও বিজ্ঞান-দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া পুনরায় স্বকর্ত্তব্য সাধনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কারণ শান্তিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইলে মানব এই জগতকে ভঙ্গুর জানিয়া, ইহার সাহায্যেই ক্রমোন্নতি পথে দ্রুততর ধাবিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন

তিনি সংসারী লোকের অপেক্ষা প্রভূত দৃঢ়তার সহিত এই কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিয়া আত্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

যখন তিনি এইরূপে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে জগতের কার্য্যে তাঁহাকে প্রয়োজন হইল।

একদা রাজা দশরথ অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক রামচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন. এমন সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, সভাদ্বারে উপনীত হইয়া প্রতিহারীকে রাজসমীপে সম্বাদ দিতে আদেশ করিলেন।

রাজা দশরথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিয়া, যথাবিধি পাদ্যার্ঘ দানপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিলেন। তৎপরে, তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহর্ষে, কি অভিলাষ করিয়া অদ্য এ দীনের ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন? আপনি আমার পরমদেবতা; অনুমতি করুন, এই দণ্ডে আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব।'

বিশ্বামিত্র বলিলেন "নরনাথ। আপনার বাক্যে আমি পরম প্রীত হইয়াছি এক্ষণে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আমায় আনন্দিত করুন।" এই বলিয়া মহর্ষি বলিলেন যে তিনি একটী পুণ্যকর যাগ আরম্ভ করিয়াছেন, সেই যজ্ঞে মারীচ ও সুবাহু নামক দুইজন রাক্ষস অত্যন্ত উপদ্রব করিয়াছে এবং যজ্ঞ বেদীতে রক্ত মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য নিক্ষেপপূর্ব্বক যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে। মহর্ষি আরও বলিলেন, এই ক্ষণে সেই যজ্ঞ রক্ষার্থ আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে আমার করে অর্পণ করুন। রামচন্দ্র একাকীই সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেবল দশ রাত্রির জন্য আমার সঙ্গে সেই স্থানে গিয়া থাকিলে আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে; অতএব রামচন্দ্রকে অর্পণ করুন।"

মহর্ষির এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব প্রার্থনা-বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক্ হইলেন। রামচন্দ্রকে—তাঁহার প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্র কিশোর রামচন্দ্রকে—দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস সমরে প্রেরণ করা অসম্ভব; তিনি কি করিয়া কোন্ প্রাণে সেই কার্য্য করিবেন? ধীরে, কাতরভাবে এই কথা তিনি মহর্ষিকে বলিলেন—তিনি নিজে সসৈন্যে যজ্ঞ রক্ষার্থ গমন করিবেন কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, সকল পুত্রগণের মধ্যে যা

আদরের ধন; রামকে জীবন থাকিতে তিনি তাঁহার চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিবেন না। রামচন্দ্র তাঁহার বৃদ্ধকালের সন্তান; তাঁহাকে রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করা একান্ত অসম্ভব। সেই রাক্ষসেরা কে, কে তাহাদের সহায়, কাহার বলে বলীয়ান হইয়া তাহারা এইরূপ উপদ্রব করিয়া থাকে?

এই বার শ্রীরামচন্দ্রের কর্ণে তাঁহার প্রধান শত্রুর নাম ধ্বনিত হইল। মহর্ষি বলিলেন, বিশ্রবানন্দন রাবণ, অতি দুর্দ্দান্ত রাক্ষস; সে ত্রিভুবন জয় করিয়া নিতান্ত বলদর্পিত হইয়াছে। সে আমার এই সামান্য যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে, নিজে আগমন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া মারীচ ও সুবাহুনামক দুইজন রাক্ষসকে নিযুক্ত করিয়াছে।

তচ্ছ্রবণে রাজা দশরথ বলিলেন, রাবণের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না। এ ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই, যে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। কেহই তাহার সম্মুখীন হইয়া জীবিত থাকিতে পারে না। আমার রাম যদিও অমরের ন্যায় সুন্দর ও বলশালী, তথাপি বালক; আমি তাহাকে সেই যুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারিব না।

তচ্ছ্রবণে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"আগেতে প্রতিজ্ঞা করি, ভঙ্গ কর পুন
রঘুবংশদের ইহা কভু নহে গুণ।
এই দোষে, রাজা, তব কুল হবে ক্ষয়,
বাস্তবিক বলিতেছি, মিথ্যা কথা নয়।
এই যদি ইচ্ছা হয় তোমার রাজন
যথা হতে এনু তথা করিব গমন।
অলীকপ্রতিজ্ঞা রাজা, বঞ্চনা করিয়া
সুখে থাক বন্ধুগণে আবৃত হইয়া।"

বিশ্বামিত্রের এই ক্রোধ দর্শনে, নিখিল ভুবন কম্পিত হইয়া উঠিল! কারণ, মহাত্মাগণকে বিমুখ করিলে মহা অপরাধ হয়। মহাত্মাগণ যাহা করেন তাহা নিজের জন্য নয়, কেবল জগতের উপকার জন্য। তাঁহারা যাহা করেন, সকলি উত্তম। বিশ্বামিত্রের ক্রোধ দর্শনে বশিষ্ঠদেব, রাজা দশরথকে তাঁহার পূর্ব্ব

প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা না করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অতএব বিশ্বামিত্রের হস্তে রামচন্দ্রকে অর্পণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিশ্বামিত্র নিজেই যজ্ঞ রক্ষা করিতে সমর্থ, কেবল রামচন্দ্রের কোনও শুভসাধন উদ্দেশেই রামচন্দ্রকে লইতে আসিয়াছেন।

তখন দশরথ রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রের আজ্ঞাবহ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। নিত্য সন্ধ্যা বন্দনার সময় ব্যতীত সমস্ত ক্ষণ মহর্ষির মুখে বিবিধ উপাখ্যান শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন।

গমন পথে শ্রীরামচন্দ্র মারীচের জননী তাড়কা রাক্ষসীকে নিধন করিলেন এবং বিশ্বামিত্রের নিকট বিবিধ দৈব অস্ত্র লাভ করিলেন। শেষে মহর্ষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মুখে বামনদেবের আশ্রমের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলেন। অনন্তর যজ্ঞ আরব্ধ হইলে রাক্ষসগণ উপদ্রব করিবার জন্য আগমন করিল। রামচন্দ্র শরাঘাতে মারীচকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু ও অন্যান্য রাক্ষসগণ যুদ্ধে নিহত হইল। যজ্ঞও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল।

পরদিন প্রভাতে আশ্রমস্থ মুনিগণ, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের গৃহস্থিত আজগব ধনুর বিষয় কথোপকথন করিয়া মিথিলায় যজ্ঞ দর্শনে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাম-লক্ষ্মণও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমন করিলেন। পথে নানা স্থান দর্শন ও তত্তৎস্থানের বিবরণ শ্রবণে তাঁহাদের বিশেষ আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। দেশ ভ্রমণে মনে স্বভাবতঃই অত্যন্ত আনন্দের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাঁহারা গঙ্গার উৎপত্তি, সগর সন্তানগণের বিবরণ, সমুদ্র মন্থন, মহাদেবের বিষপান প্রভৃতি শ্রবণপূর্ব্বক বিশেষ পুলকিত হইলেন। মিথিলার সন্নিহিত প্রদেশে তাঁহারা একটী শূন্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন; ঐ আশ্রম মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে গৌতমপত্নী অহল্যা পূর্ব্বকৃত পাপের প্রতিকার স্বরূপ অদৃশ্যভাবে রামচন্দ্রের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের আগমনে তিনি আবার মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বামীর সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা মুনিগণের সহিত মিথিলায় উপস্থিত হইলে রাজর্ষি জনক তাঁহাদিগকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিলেন। জনক, বিশ্বামিত্রের নিকট

রামচন্দ্রের অলৌকিক বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রামচন্দ্র হরধনু দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

গৌতমের পুত্র শতানন্দ, জনকজননীর পুনর্ম্মিলন সম্বাদ শ্রবণে সবিশেষ পুলকিত হইলেন, এবং রামচন্দ্রের নিকট বিশ্বামিত্রের জীবনচরিত বর্ণনা করিলেন। মনুষ্য স্বীয় চেষ্টায় কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়া অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়, তাহা বিশ্বামিত্র চরিতে সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। বিশ্বামিত্র রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় পিতা গাধির পর সিংহাসন লাভ করেন। কিছুদিন তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। একদা তিনি সসৈন্যে মৃগয়া ব্যপদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর মহর্ষি তাঁহাকে সসৈন্যে আতিথ্যগ্রহণে অনুরোধ করিলেন এবং স্বীয় হোমধেনু শবলার বলে তাঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত বিবিধ আহার্য্যাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। শবলার ক্ষমতা দর্শনে রাজা, মহর্ষির নিকট ধেনুটী প্রার্থনা করিলেন এবং ধেনুর পরিবর্ত্তে উপযুক্ত উপায়ন দানে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ কিছুতেই ধেনু প্রদানে স্বীকৃত হইলেন না। তখন রাজা লোভবশে রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া বলপূর্ব্বক মহর্ষির ধেনু অপহরণে উদ্যত হইলেন। তখন শবলা কাতরা হইয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে হাম্বারব করিতে লাগিল। তাহার সেই রবে পহ্লব প্রভৃতি নানা জাতীয় সৈন্য উৎপন্ন হইয়া কৌশিকের সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিল! সসৈন্যে পরাস্ত হইয়া কৌশিকের মনে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি স্বীয় পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মতেজে অনায়াসে পার্থিব অভিলষিত সমূহ লব্ধ হইতে পারে দেখিয়া তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভে অভিলাষী হইলেন।

এই স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবেক না যে ইচ্ছাশক্তির বলে অনায়াসে ভৌতিক পদার্থনিচয় সৃষ্ট হইতে পারে। প্রজ্ঞা পরিচালিত ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি ক্ষমতা আছে। সাধারণ বিষয়েও চিন্তা দ্বারা আকার লব্ধ হয়। প্রত্যেক মনুষ্যই কোনও কিছু নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে তাহার আকৃতি অন্তরে চিত্রিত করে। সূত্রধার টেবিল প্রস্তুত করিবার অগ্রে মানসে তাহাকে গঠিত করে;

সূত্রধারের কাষ্ঠ হইতে টেবিল প্রস্তুত করা আর ইচ্ছা শক্তিতে শক্তিশালী ব্যক্তির ভৌতিক পদার্থ প্রস্তুতে অবশ্য কিছু বিশেষ আছে। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে শেষোক্ত ব্যক্তি বিনা উপাদানে দ্রব্য প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। প্রকৃতি যাহা ধীরে সম্পন্ন করেন, তিনি তাহা দ্রুততর সম্পন্ন করেন—এই মাত্র বিশেষ। বৃক্ষ পত্র, বায়ু হইতে বাষ্পগণের আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার কঠিনাংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পরিত্যাগ করে। ঐ কঠিনাংশ দ্বারা কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাশক্তিবলে, বায়ু হইতে সেই প্রাকৃতিক উপাদান সংগ্রহপূর্ব্বক একত্রিত করিতে পারেন, তিনিই অনায়াসে অভীষ্ট স্থূল, সূক্ষ্ম বিবিধ পদার্থ প্রস্তুত করিতে সমর্থ। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এই ক্ষমতা প্রাচীনকালে অনেক লোকের ছিল এবং এখনও যে নাই তাহা নহে।

যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই প্রাচীন গ্রন্থের এই সকল বিবরণ মিথ্যা বোধে উপেক্ষা করে। তোমরা, লোকের উপহাসে ভয় করিয়া, যথার্থ তত্ত্বকে মিথ্যা বোধ করিও না। মূঢ়ের উপহাস উপেক্ষা করিবার শক্তি লাভ করিতে সচেষ্ট হও।

বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভে অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক তপস্যারম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় তুষ্টি হইয়া তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তাহাতে তুষ্টি হইল না। তিনি পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন তপস্যার পর অপ্সরা মেনকার কুহকে মোহিত হইয়া তিনি তাঁহার তপো ত্যাগ করিলেন। কিন্তু মেনকা বহুদিন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। তিনি পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে ব্রহ্মার বরে মহর্ষি পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তিনি পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এইবার ইন্দ্র, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ মানসে রম্ভা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন। রম্ভা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে, তথায় বসন্তের আবির্ভাব হইল। মহর্ষি রম্ভার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন; পুনরায় তাঁহার তপোনাশ হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তাঁহার তপঃ সিদ্ধ হইল। তাঁহার বহুদিনের অভীষ্ট পূর্ণ হইল। ব্রহ্মা তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষিপদ প্রদান করিলেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন।

জন্ম সময়ে সকলেই শূদ্র। সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি চেষ্টা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনিই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। যাঁহার রিপুনিচয় উদ্দামভাবে কার্য্য করে, যিনি ক্রোধন-স্বভাব, যিনি অপবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন, যাঁহার প্রজ্ঞার স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তিনি শতবার ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন নাই জানিবে; কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ না করিয়াও চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণ ও শক্তিলাভে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। যতদিন বর্ণোচিত শক্তি ও গুণ সমূহ লব্ধ না হয়, ততদিন, মহাত্মাগণ কাহাকেও বর্ণাশ্রমী বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ, যথার্থ বর্ণ ভৌতিক দেহের নহে, কিন্তু, অন্তর্দেহের; যদি দুই এক হয়, তবেই অত্যন্ত সুখের এবং সেই ব্যক্তি ধন্য এবং তাঁহারই কর্ম্মও ধন্য হইয়া থাকে। কিন্তু যদি দুই এক না হয়, তবে ভৌতিক দেহ নীচকুলোৎপন্ন হইয়া অন্তর্দেহ উচ্চতম বর্ণোচিত গুণগ্রামে ভূষিত হওয়াই শ্রেয়ঃ; কিন্তু উচ্চবর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়া হীনবর্ণোচিত গুণগ্রামযুক্ত হওয়া শ্রেয়ঃ নহে।

এইবার, রামচন্দ্র জীবনের একটী সুখময় অবস্থায় উপনীত। তাঁহার ছাত্র-জীবন শেষ হইয়াছে; রাক্ষস বিজয়পূর্ব্বক তাঁহার বীরত্বও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার মানব কর্ত্তব্য—স্বামীর কর্ত্তব্য—গৃহস্থের কর্ত্তব্য—পালনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে এইরূপ বিধি ছিল। আজকাল যেমন ছাত্রজীবন শেষ হইতে না হইতেই পুত্রকে বিবাহিত করিয়া পিতা নিশ্চিন্ত হন, সেকালে সে নিয়ম ছিল না। ছাত্রগণ, সেকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক কাল যাপন করিতেন। এই বিধি অত্যুচ্চ বিজ্ঞান সম্মত। কিশোরবয়স্ক ছাত্রগণ শাস্ত্র চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্যসাধনে কখনই সমর্থ হইতে পারে না। ইহারই ফলে আজ ভারতবাসীগণ দিন দিন হীনবীর্য্য ও অল্পায়ু হইতেছেন। প্রাচীন বিধি উপেক্ষার ইহাই কুফল।

মিথিলায় আগমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র, বিশ্বামিত্রের অদ্ভুত জীবনচরিত শ্রবণ করিলেন। তৎপরদিন, রাজর্ষি জনক তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে মহাধনুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং রামচন্দ্র সেই ধনু প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন।

অণু ও মহান্।

উপনিষদে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে তিনি "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্"—তিনি অণু অপেক্ষাও অণু, মহতের অপেক্ষাও মহান্। পরমাত্মা অমূর্ত্ত, নিরাকার বস্তু; তাঁহার পরিমাণ সম্ভবে না। তিনি বস্তুতঃ অণুও হইতে পারেন না, মহান্‌ও হইতে পারেন না; তবে যে শ্রুতি তাঁহাকে অণুর অপেক্ষাও অণু ও মহানের অপেক্ষাও মহান্ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া। জগদীশ্বরের উপাধি জগৎ; এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

তিনি অব্যক্তভাবে সমস্ত জগতে অনুস্যূত রহিয়াছেন।

ময়াততম্ ইদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। [গীতা।

"আমি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি।"

অতএব, ভগবানের উপাধি এই জগতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে অণুর অপেক্ষাও অণু ও মহানের অপেক্ষাও মহান্ বলা হয়। কারণ, জগৎ একদিকে যেমন পরম-মহান্ অন্য দিকে তেমনি অত্যন্ত-অণু।

জগতের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন অবস্থা আছে। বিজ্ঞান স্থূল-জগতের সীমা ছাড়াইতে অক্ষম; সেইজন্য সূক্ষ্ম-জগৎ ও কারণ-জগৎ যে কত বৃহৎ এবং কত ক্ষুদ্র, বিজ্ঞান তাহার সংবাদ লইতে পারে না। সে প্রসঙ্গ প্রজ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব না; তবে বৈজ্ঞানিকের চক্ষে জগৎ কত মহান্ এবং কত অণু তাহারই অনুসন্ধান করিব।

আমাদের পৃথিবী সৃষ্টিসাগরের একটী শিশির কণামাত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে ইহারই পরিধি ২৪৮৫৬ মাইল। জগতে এরূপ কত কোটী কোটী পৃথিবী রহিয়াছে। তাহাদের সমষ্টি পরিমাণের কে ইয়ত্তা করিবে? পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি কয়েকটী গ্রহ, সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বিবর্ত্তিত হইতেছে। সূর্য্য সমেত ইহাদিগকে লইয়া একটী সৌরমণ্ডল কহে। সৃষ্টিতে এরূপ কত সৌরমণ্ডল রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলেন, এক একটী তারা, এক একটী সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র। এখন পর্য্যন্ত দুই কোটী তারা বিজ্ঞানের পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

সেই সেই তারা-সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া কত গ্রহ উপগ্রহ আবর্ত্তন করিতেছে। এইরূপ একটী সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে "সিরিয়াস্" তারা বিরাজমান। আমাদের সূর্য্যই একটী অতি বিশাল পদার্থ। ইহার পরিমাণ পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ; সিরিয়াসের পরিমাণ আমাদের সূর্য্যের অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। অতএব সিরিয়াস্ কি প্রকাণ্ড বস্তু! এইরূপ কত সিরিয়াস আকাশে দোদুল্যমান রহিয়াছে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা অনুমান করিয়াছেন যে "ওরায়ন্" তারা সমষ্টির অন্তর্গত নীহারিকা স্তূপের পরিমাণ, আমাদের সূর্য্যসমেত সৌরমণ্ডলের বহুকোটী গুণ অধিক। এইরূপ কত নীহারিকা স্তূপ আকাশে প্রসৃত রহিয়াছে। আবার কয়েকটী সৌরমণ্ডল একটী বৃহত্তর সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া আকাশমার্গে আবর্ত্তিত হইতেছে। এইরূপ কয়েকটী বৃহত্তর সূর্য্য অন্য এক বৃহত্তম সূর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এই বৃহত্তম সূর্য্য কত বিরাট বিশাল! ইহার পরিমাণ কি মহানের মহান্ নহে?

আবার কতটা দেশ জুড়িয়া সৃষ্টি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? সূর্য্য হইতে আমাদের পৃথিবীর ব্যবধান ৯৫,০০০,০০০ মাইল; নেপচুন গ্রহের ব্যবধান ২৭,৬০০,০০০,০০০ মাইল। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ "সেণ্টরি" তারাই পৃথিবী হইতে ২৪,৭৫০,০০০,০০০,০০০ মাইল দূরে। অন্যান্য তারার দূরতার তুলনায় ঐ তারা আমাদের যেন অতি সন্নিকটে। অনেক তারা আছে, যেখান হইতে পৃথিবীতে আলোক পঁহুছিতে ১৮,০০০ বৎসর লাগে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৫,০০০ মাইল। যে তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক পঁহুছিতে ১৮,০০০ বৎসর লাগে, সে তারায় ও পৃথিবীতে কত ব্যবধান! তাই বলিতেছিলাম, যে কতটা স্থান ব্যাপিয়া সৃষ্টি-যবনিকা প্রসৃত রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ করা মানুষের সাধ্য নহে। মনুষ্য সংখ্যার শেষ সীমা পরার্দ্ধকে পরার্দ্ধ দিয়া গুণন করিলেও সে পরিমাণ লাভ করা যায় না। এই অপরিমেয় দেশ, শূন্যতার আশ্রয় নহে। ইহার সর্ব্বত্র আকাশ (বিজ্ঞান যাহাকে Ether বলে) পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব, জগৎ বাস্তবিকই মহানের মহান্, পরম মহান্। আর সেই জগৎ উপাধিতে উপহিত পরমাত্মা সত্য সত্যই 'মহতো মহীয়ান্।'

জগৎ একভাবে যেমন বৃহৎ, অন্যভাবে তেমনি ক্ষুদ্র। এক বিন্দু জলকে

যদি পুনঃ পুনঃ ভাগ করিয়া করিয়া ক্ষুদ্র করা যায় তবে তাহা ১,০০০,০০০ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারিবে। এইরূপ এক এক ভাগকে বিজ্ঞান অণু (molecule) নামে অভিহিত করেন। জলের একটী অণুকে যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লিষ্ট করা যায় তবে তিনটী পরমাণু পাওয়া যায়। সে পরমাণু গুলি জল নহে। দুইটী হাইড্রোজেন ও একটী অক্‌সিজেন পরমাণু। বিজ্ঞান ইহা-দিগের নাম দিয়াছেন এটম (atom)। এইরূপ জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমস্তকে বিভাগ ও বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ পরমাণুতে (atom) উপনীত হওয়া যায়। বিজ্ঞানের মতে জগতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭০ জাতীয় পরমাণু আছে ; স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, গন্ধক, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি। ইহাদিগকে মূল ভূত (elements) বলে। বিজ্ঞান বলেন, এই ৭০ জাতীয় মূল ভূতের পরমাণুসমূহ পরস্পর সংহত ও সংযুক্ত হইয়া এই বিশাল বিচিত্র জগতের রচনা করিয়াছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক অনুমান করিয়াছেন যে পরিদৃশ্যমান জগতে এইরূপ ৬এর পৃষ্ঠে ৯১টা শূন্য দিলে যত সংখ্যা হয়, তত সংখ্যক পরমাণু রহিয়াছে *।

এই পরমাণুর পরিমাণ কি? বিজ্ঞান বলেন যে উৎকৃষ্টতম দূরবীক্ষণের সাহায্যে নভোমণ্ডলে যতসংখ্যক নক্ষত্র পরিদৃষ্ট হয়, সেই সংখ্যাকে ১০ লক্ষ বার ১০ লক্ষ দিয়া গুণন করিলে যত সংখ্যায় উপনীত হওয়া যায়, এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে তাহার অধিক পরমাণু রহিয়াছে। সে সংখ্যা অঙ্কশাস্ত্রের ভাষায় লিখিতে গেলে এইরূপ লিখিতে হয়—১২৫এর পৃষ্ঠে একুশটা শূন্য †। অতএব, এক একটী পরমাণুর পরিমাণ কতই ক্ষুদ্র! বিজ্ঞান অনুমান করেন যে এলবুমেন (albumen)এর একটী অণুর পরিমাণ $\frac{১}{৫,০০০,০০০}$ ইঞ্চ। এক সহস্র পরমাণু মিলিয়া এইরূপ একটী অণুর সৃষ্টি হয়। অতএব ঐ পরমাণুর পরিমাণ এক ইঞ্চের ৫,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ। একটী এলাম (alum) অণুর পরিমাণ $\frac{১}{১০,৭৭৬,০০০}$ ইঞ্চ। এক শত পরমাণু মিলিয়া এইরূপ একটী

* The maximum number of atoms in our visible universe is stated to be represented by the figure 6 followed by 91 ciphers.

[Dolbear—Matter, Ether & motion—page 20]

† A cubic inch would contain the number represented by 125 followed by 21 ciphers [Dolbear—page 19]

অণুর সৃষ্টি হয়। অতএব, ঐ পরমাণুর পরিমাণ এক ইঞ্চের ১,০৭৭,৬০০,০০০ ভাগের একভাগ। বিজ্ঞান আরও বলেন যে একটী জলের অণুর পরিমাণ এক ইঞ্চের ৫ কোটী ভাগের এক ভাগ। তিনটী পরমাণু মিলিয়া এইরূপ একটী অণুর সৃষ্টি হয় ; অতএব ঐ পরমাণুর পরিমাণ হইতেছে $\frac{১}{১৫০,০০০,০০০}$ ইঞ্চ। হাইড্রোজেন বাষ্পের অণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও ক্ষুদ্র ; অতএব তাহার পরিমাণ ইহার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। বৈজ্ঞানিকেরা এখন স্বীকার করেন যে তাড়িত বিজ্ঞানে যাহাকে (cathode) কেথোড রশ্মি বলে, তাহা অতি সূক্ষ্ম জড়কণার মালা ভিন্ন আর কিছু নহে। এইরূপ এক একটী কণার পরিমাণ, হাইড্রোজেন পরমাণুর সহস্রাংশের একাংশ অপেক্ষা অধিক নহে *।

অল্পদিন পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা ছিল যে পরমাণু নিত্য। অর্থাৎ যেমন অণুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া পরমাণুতে উপনীত হওয়া যায়, পরমাণুকে সেইরূপে কোন মতে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। সেইজন্য তাঁহারা পরমাণুকে (atom) এটম্ (অর্থাৎ অবিভাজ্য বস্তু) আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে এটম্ নামটী সার্থক নহে। কারণ, যেমন অণু ভাঙ্গিয়া পরমাণু হয়, সেইরূপ পরমাণুকেও পরম-পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট করা যায়। একটী হাইড্রোজেন পরমাণু এইরূপ এক সহস্র পরম-পরমাণুর সম্মীলনে গঠিত। আবার একটী পারদ পরমাণুর গঠন জন্য দুই লক্ষ পরম-পরমাণুর সংযোজন আবশ্যক*। এই পরম-পরমাণু যে কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কত অণু অপেক্ষাও অণু, তাহা কিরূপে ধারণা করা যাইবে?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পরমাত্মা অব্যক্তরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন,

* The discovery that cathode rays consist of strings of infinitely minute particles of matter. ** Professer J. J. Thompson affirms that they (particles) must be one thousand times smaller than an atom of hydrogen gas. [Central Hindu College magazine—Vol. II. p.p. 73-74]

* Sir Norman Lockyar said that we have no reason to suppose that the so-called atoms are not desociable at high temparature. It was lately shown by Mr. J. J. Thompson that the atom of a gas is composed of smaller bodies, which he called corpuscles. An atom of hydrogen comprises about one thousand corpuscles. An atom of mercury contains about 200,000 particles af corpuscles. [Report of the meeting of the British Association in *Nature* for January 1900.]

আর এই জগৎই জগদীশ্বরের উপাধি। জগৎ যে কত বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম, কত পরম-মহান্ এবং কত অত্যন্ত-অণু, তাহার আমরা কিছু পরিচয় পাইয়াছি। ঐ বৃহত্তম উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিতে পরমাত্মাকে 'মহতো মহীয়ান্' এবং ঐ ক্ষুদ্রতম উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে 'অণোরণীয়ান্' বলা হইয়াছে। এই উভয় বিশেষণই যে কতদূর সঙ্গত ও সার্থক, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পৌরাণিক কথা।

বৃন্দাবনে ঋতু পরিবর্ত্তন।

গ্রীষ্মের প্রখর তাপ। সে তাপে সকল পাপ-পঙ্ক শুকাইয়া যায়। তাহার উপর দাবানল। সেই অনলে গোপ ও গো সমূহ চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন। সে অনল হইতে কিরূপে পরিত্রাণ হয়? বিপত্তির মধুসূদন, বিপদভঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণ এইবার রক্ষা কর।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য হে রামামোঘবিক্রম।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাং স্ত্রাতুমর্হথঃ॥ ১০-১৯-৬।

'হে কৃষ্ণ হে রাম, আমরা তোমার শরণাগত, এই দাবাগ্নি দহন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।'

নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ নচার্হন্ত্যবসাদিতুম্।
বয়ং হি সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ ত্বন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ॥

'হে কৃষ্ণ, নিশ্চয় আমরা তোমার বন্ধু; তুমি আমাদের নাথ। এক মাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছি।'

বিপদে ভক্তি দৃঢ় হয়। আমরা আর্ত্ত হইয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করি। আর্ত্ত হইলে ভক্তির শিথিলতা দূর হয়। ইচ্ছা করিয়া ভগবান্ আমাদের নিকট বিপদ প্রেরণ করেন। বিপদের শিক্ষা যদি স্থায়ী হয়, তবে আমরা শ্রীকৃষ্ণ পাইতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ভয় নাই, তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর। গোপগণ তাহাই করিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নি পান করিলেন।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা। দুঃখের পর সুখ। অতি ভয়ানক। সেই সুখে আমরা সকল ভুলিয়া যাই। সেই সুখে আমাদের অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। সেই সুখে আমাদের সকল সদ্‌গুণ ভাসিয়া যায়। অনেক তপস্যায় যে ফল লাভ হয়, সে ফলে জীব অতি সহজে বঞ্চিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি ঈশ্বর ফল দিবেন না? পৃথিবী দেবী কি চিরকাল তপঃ কৃশা থাকিবেন? ঈশ্বরের নিয়ম অকুণ্ঠিত ভাবে চলিবে। দুঃখের পর সুখ অবশ্যই হইবে। সেই নিয়মে যে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া গা ঢালা দিবে, সেই সুখী। যে সেই নিয়মে আত্মহারা হইয়া নিয়ম ভুলিয়া আপনাকে দেখিবে, সেই দুঃখী হইবে।

দেবতারা কৃপালু। তাঁহারা "প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব।"

তপঃ কৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্বর্ষীয়সী মহী।
যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সংপ্রাপ্য তৎফলম্॥ ১০-২০-৬।

'তপঃ কৃশা পৃথিবী জলসিক্ত হইয়া কাম্য ফললাভী তপস্বীর ন্যায় হইলেন।'

নিশামুখেষু খদ্যোতা স্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা নহি বেদাঃ কলৌ যুগে॥ ১০-২০-৬।

'রাত্রিকালে খদ্যোত সকলই প্রকাশ পাইতে লাগিল, আর গ্রহ সকল আচ্ছন্ন হইল। কলিযুগে পাষণ্ডদিগেরই প্রাদুর্ভাব হয়, আর বেদ সকল তিরোহিত হয়।'

আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ।
পুংসো যথাঽস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ॥ ১০-২০-৮।

'ক্ষুদ্র নদী সকল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পুরুষের দেহ ও ধন সম্পত্তির ন্যায় উৎপথবাহী হইতে লাগিল।'

জলৌঘৈ র্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈ র্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা॥ ১০-২০-২১।

'বর্ষার জল স্রোতে সেতু সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। পাষণ্ডীদিগের অসদ্বাদে বেদমার্গ সকল কলিযুগে এইরূপে নষ্ট হয়।'

এই দুঃসময়ে, এই বিপরীত কালে, এই দুঃখানুগামী সুখের উৎপথগামিনী প্রবৃত্তির প্রবল স্রোতে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গো গোপ দিগকে আপনার মধুর রসে পরিপ্লুত করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সুখ দুঃখ, আপদ সম্পদময় বর্ষাকালের স্রোতে অতিবাহিত

হইল। আর স্বচ্ছ নির্ম্মল শরৎকাল আসিয়া পড়িল। শরৎকাল আসিলেই ভক্ত, সকল বিপদ, সকল বিঘ্ন, সকল দোষ অতিক্রম করেন। আর তাঁহার পতনের সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তের নির্ম্মল হৃদয়ে ভগবান্ প্রতিবিম্বিত হন্। ভক্ত দৃঢ়ভক্তিভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন।

এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে।
শরৎ সম ভবৎ ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্বুপরুষানিলা ॥ ১০-২০-২৫।

'রামকৃষ্ণ ব্রজে বাস করিতে করিতে বিগত-মেঘ শরৎ আসিয়া পড়িল। জল নির্ম্মল হইল। অনিল মন্দগতি হইল।'

শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া ॥ ১০-২০-২৬।

'জলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল, জলও প্রকৃতিস্থ হইল। যোগ-ভ্রষ্টের মন পুনরায় যোগ সেবা দ্বারা এইরূপ প্রকৃতিস্থ হয়।'

ব্যোম্নোহব্ভ্রং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্।
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্ ॥ ১০-২০-২৭।

'আকাশাদির মল শরৎ হরণ করিল। আশ্রম চতুষ্টয়ের অমঙ্গল, কৃষ্ণভক্তি এইরূপে হরণ করে।'

সর্ব্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চ্চসঃ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ ॥ ১০-২০-২৮।

'মেঘ সকল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শুভ্র কান্তিতে বিরাজ করিতে লাগিল। মুনিগণ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা এই এষণাত্রয় ত্যাগ করিয়া মুক্ত-পাপ হইয়া শান্তি দেহে বিরাজিত হন।'

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥ ১০-২০-২৯।

'পর্ব্বত সকল কখন কখন নির্য্যাস জল ত্যাগ করিতে লাগিল। জ্ঞানীরা সময় বুঝিয়াই জ্ঞানামৃত দান করেন।'

শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামঞ্চ বীরুধঃ।
যথাহং মমতাং ধীরাঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু ॥ ১০-২০-৩২।

'স্থলভূমি সকল ক্রমে ক্রমে পঙ্ক ত্যাগ করিতে লাগিল। এবং বীরুধ

সকল অপক্বতা ত্যাগ করিতে লাগিল। পণ্ডিতগণ শরীরাদি অনাত্ম বিষয়ে এইরূপ অহং-মমতা-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করেন।'

নিশ্চলাম্বুরভূৎ তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে।
আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্মুনির্ব্যুপরতাগমঃ ॥ ১০-২০-৩৩।

'উপরতকর্ম্ম আত্মনিষ্ঠ মুনির ন্যায় সমুদ্রও শরতের আগমনে নিশ্চল হইল।'

শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতনামুড়ুপোঽহরৎ।
দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্ ॥ ১০-২০-৩৫।

এইবার ঘনিয়ে আস্‌ছে। পাঠক এইবার উৎসুকচিত্তে দেখিতে থাকুন্, গোপীর নির্ম্মল চিত্তে ব্রজের নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইয়া কত জোয়ার ভাটার উপক্রম করিতেছেন।

খমশোভত নির্ম্মেঘং শরদ্বিমল তারকম্।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থ দর্শনম্ ॥ ১০-২০-৩৬।

'আকাশ নির্ম্মেঘ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তারকা সকল বিমল আকাশে প্রস্ফুটিত হইল। সত্ত্বযুক্ত নির্ম্মল চিত্তই বেদের অর্থ প্রস্ফুটিত করে।' আর এই নির্ম্মল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রস্ফুটিত হন্।

আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূন বনমারুতম্।
জনাস্তাপং জহু র্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ ॥ ১০-২০-৩৭।

সমশীতোষ্ণ সুরভি বনমারুত সংস্পর্শে লোকের তাপ গেল। কিন্তু গোপীদিগের নির্ম্মল চিত্তে গভীর অঙ্কিত কৃষ্ণ—সেই চোরা কৃষ্ণ—গোপীদিগের চিত্ত-হরণ করিলেন। তাঁহাদের তাপ যাইবার নহে।

কৃষ্ণ, তুমি ব্রজভূমিকে আত্মময় করিলে। নিজেই বৎস বালকের স্বরূপ ধারণ করিলে। আপনার আনন্দ চারিদিকে বিস্তার করিলে। তুমি আনন্দরূপ, তোমাকে দেখিলেই সকলে আনন্দিত। তোমার আনন্দের কণা মাত্র লইয়া বিষয় সকল লোককে আনন্দিত করে। কিন্তু এই আনন্দের ভাণ ও বিষয়ের অনাত্মতা মিলিয়া লোককে মুগ্ধ করে এবং মিশ্রিত সুখদুঃখে মানুষ ভোলা পারা হয়। সুখ দুঃখের তারতম্যে মানুষ কখনও উপরে উঠে, কখনও নীচে যায়, কখনও বা একই স্থানে থাকে। কিন্তু ব্রজে অন্য বিষয় নাই। বিষয়ের মধ্যে কেবল গোধন ও গোপ বালক। তুমিই তাহাদের চারণ কর। তাহারা

তোমাময়—তোমারই স্বরূপ ; এবং তুমিও তাহাদের স্বরূপ ধারণ করিয়াছ। গোপীদের ত কেবল কৃষ্ণানন্দ। ঠাকুর, তুমিই ত ইহা ঘটাইয়াছ। ঘটাইলে, ঘটাইলে। মনে মনে তোমাকে লইয়া, তোমাতে মগ্ন হইয়া গোপ বালিকারা সুখ অনুভব করুক্। মনের আগুন মনে থাকুক্। কিন্তু ঠাকুর তুমি ত সহজ নও।

কুসুমিত বনরাজি শুষ্মি ভৃঙ্গ দ্বিজকুল ঘুষ্ট সরঃ সরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতি রবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহ পশুপাল বলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥ ১০-২১-২ ॥

"চকুজ বেণুম্"। শ্রীকৃষ্ণ বেণুনাদ করিলেন। বেণু বাজ, বাজ। পাঁচ হাজার বর্ষ হইল তুমি বৃন্দাবনে মধুর নাদ করিতে করিতে গোপীর মন হরণ করিয়াছিলে। তোমার নাদে যাহারা গমনশীল তাহারা স্পন্দন শূন্য হইত এবং স্থাবর তরুলতাদি পুলকে পরিপূর্ণ হইত।

"অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্।" ১০-২১-১৯।

তুমি আনন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ, বৃন্দাবনের ধূলিতে ধূলিতে, পত্রে পত্রে, স্থাবর জঙ্গমাদি সকল জীবে বিস্তার করিয়াছিলে। বেণু, তুমি গোলোকের অমৃত মর্ত্ত্যভূমিতে বর্ষণ করিয়াছিলে। তোমার অমৃতবর্ষিণী ধারা প্রবাহিত হইয়া মধুর ভক্তি ভাব এই জগতে প্রকাশিত করিয়াছে। সেই মধুর ভাবে জগৎ মধুর হইয়াছে। কিন্তু এখনও এত কঠোরতা ; এখনও এত নির্দ্দয়তা ; এখনও এত বিষয় লুব্ধতা ! বেণু আবার বাজ। তখন ঘোর অসুরতা-পূর্ণ জন-সমাজে তুমি বাজিতে পার নাই। তাই গোপনে শ্রীবৃন্দাবনে বাজিয়াছিলে। এবার প্রকাশ্য ভাবে বাজ। ভক্তের হৃদয়ে হৃদয়ে বাজ। বেণু, মাথা খাও, আবার বাজ। তুমিই যথার্থ যোগমায়া। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ, এ দুইয়ের মধ্যে তুমিই দূতী।

তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।
কাশ্চিৎপরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽহ্ববর্ণয়ন্ ॥ ১০-২১-৩ ॥

সেই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া, কি এক প্রবল ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। কি যেন কি ভাব। যেন কৃষ্ণকে দেখি, কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করি। যেন সকল ছাড়িয়া তাঁর কাছে যাই। হায়রে ! মনুষ্যভাষায় সে দেব ভাব, সে গোলোকের মধুর ভাব, কেমন করিয়া প্রকাশ করিব। যে যা বলে বলুক।

মানুষ যদি বুঝিতে পারে বুঝুক্। তাদের ভাষায় তাদিকে বলি। সেই বেণু-গীতে স্মরের উদয় হইয়াছিল। ব্রজবালাদিগের এ নূতন ভাব। এ ভাবে তাঁহারা ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিলেন ; ধৈর্য্য হারা হইলেন। কি করিবেন ? সেই ভাব প্রণোদিত হইয়া পরস্পরে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসোনৃপ ॥ ১০-২১-৪।

কৃষ্ণের গুণ বর্ণন করিতে করিতে, কৃষ্ণের গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে করিতে স্মরবেগে গোপবালিকাদিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। আর তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না।

হায়রে, যে কৃষ্ণের মুখ-চন্দ্র দেখে নাই, তার চক্ষু বৃথা। সভা মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কি বিচিত্র শোভা। আর এই বেণু কি ভাগ্যবান্ ! দামোদরের অধর সুধাপানে যেন ইহার একমাত্র অধিকার ! যে বংশে এই বেণুর জন্ম হইয়াছে, সেই বংশ ধন্য। কৃষ্ণ-পদাঙ্কিত বৃন্দাবন স্বর্গ অপেক্ষা পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। আহা, গোবিন্দের বেণুরব শ্রবণ করিয়া ময়ূরগণ মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। মৃগগণ স্থিরভাবে সেই রব শ্রবণ করিয়া প্রণয়াবলোকন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছে। দেবকন্যাগণ পতির অঙ্কেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন এবং তাঁহাদের মস্তকের কুসুম স্খলিত হইতেছে। বৎসগণ ঐ বেণুরবই পান করিতেছে। স্তন কেবল উপলক্ষণ মাত্র মুখে আছে। আহা ! এই বৃন্দাবনের গাভীগুলি যেন সত্য সত্যই মুনি। ইহাদের আর অন্য কর্ম্ম নাই। ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বৃক্ষোপরি নিমীলিত-নেত্রে নিঃশব্দে তাঁহার মধুর বেণু-গীত শ্রবণ করিতেছে। নদী সকলও মুকুন্দগীত শ্রবণ করিয়া ঊর্ম্মি-ভুজ দ্বারা কমলের উপহার প্রদান করিতেছে।

এইরূপ নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণন করিয়া গোপবালাগণ বিহ্বল হইয়া পড়িল। প্রেমের কীট তাহাদিগকে দংশন করিল। শ্রীকৃষ্ণ, সেই সরলচিত্ত বালিকাগণ ভাল মন্দ কিছুই জানে না, জানে কেবল তোমাকে। তাহাদের লজ্জা তোমার হাতে। তুমি যে নাচে তাহাদিগকে নাচাইবে, সেই নাচেই তাহারা নাচিবে। তাহাদের কোন দোষ নাই। যদি তাহাদিগকে কেহ কলঙ্কিনী বলে, শ্রীকৃষ্ণ, সে দোষ তোমাকেই লাগিবে। যদি শ্রুতিগণ গোপা-

ঙ্গনাদিগকে কটাক্ষ করে, যদি দেবগণ গোপাঙ্গনাদিগের উপর আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে চায়, যদি সংসার আপন সংকীর্ণ নিয়মে সেই অলৌকিক বালিকাগণকে আবদ্ধ করিতে চায়, যদি ভেদের দর্শনে, বিধির শাসনে, সেই ভেদ-রহিত, অবৈধ, সহজ-ভাবাপন্ন—সেই সহজ প্রেমিকাদিগকে কেহ দেখিতে চায়, শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই তাহার জন্য দায়ী। হে নটবর! তুমি এ সকলের বিধান কর।

বৃন্দাবনে শরৎকাল আসিল। আর গোপীদিগের এই প্রেমভাব উদ্দীপিত হইল। অদ্য শরতে এই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। অদ্য শরতে দেবের দুর্ল্লভ, অভাবনীয় পবিত্র রাসলীলা সম্পাদিত হইবে। এই শরতের পর হেমন্ত আসিবে। সেই হেমন্তে গোপবালাদিগের কাত্যায়নী ব্রত পূর্ণ হইবে। আবার গ্রীষ্ম আসিবে। আবার বর্ষা আসিবে। তাহার পর সেই চিরপ্রসিদ্ধ শারদোৎফুল্ল মল্লিকা রাত্রি আসিবে। মধুর হইতে মধুর, গভীর হইতে গভীর, গূঢ় হইতে গূঢ়, এই গোপী-সম্মীলন-লীলা, যাঁহারা নির্ম্মল-চিত্তে আস্বাদন করিবেন, তাঁহারা ভক্তির পরম ভাব জানিতে পারিবেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

সাংখ্যযোগ।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধে ষড়বিংশ অধ্যায়ে 'কপিল দেবহূতি' সংবাদে যে সাংখ্যযোগ কথিত হইয়াছে, পরাবিদ্যার্থী সকলেরই উহা সম্যক্ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। আমরা সেই জন্য উহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উহার বঙ্গানুবাদ পর বারে লিখিব।

শ্রীভগবানুবাচ।

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্।
যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ॥ ১॥
জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্।
যদাহুর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্॥ ২॥

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥ ৩॥
স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥ ৪॥
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া॥ ৫॥
এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥ ৬॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥ ৭॥
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরম্॥ ৮॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ॥

প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি লক্ষণং পুরুষোত্তম।
ব্রূহি কারণয়োরস্য সদসচ্চ যদাত্মকম্॥ ৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যৎ তৎত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥ ১০॥
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দ্দশভিস্তথা।
এতচ্চতুর্ব্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ॥ ১১॥
মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্মরুন্নভঃ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে।
ইন্দ্রিয়াণি দশশ্রোত্রং ত্বগ্দৃগ্রসননাসিকাঃ।
বাক্করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দ্দশম উচ্যতে॥ ১২॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্।
চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া॥ ১৩॥
এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ॥ ১৪॥

প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্।
অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥ ১৫ ॥
প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্ব্বিশেষস্য মানবি।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ॥ ১৬ ॥
অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ।
সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥ ১৭ ॥
দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃপুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ১৮ ॥
বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ।
স্বতেজসাঽপিবত্তীব্রমাত্মপ্রস্বাপনং তমঃ ॥ ১৯ ॥
যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্ব্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্ ॥ ২০ ॥
স্বচ্ছত্বনবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ।
বৃত্তিভির্ল্লক্ষণং প্রোক্তং যথাঽপাং প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২১ ॥
মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যসম্ভবাৎ।
ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত ॥ ২২ ॥
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাম্ মহতামপি ॥ ২৩ ॥
সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্যমনন্তং প্রচক্ষতে।
সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ॥ ২৪ ॥
কর্ত্তৃত্বং করণত্বঞ্চ কার্য্যত্বঞ্চেতি লক্ষণম্।
শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বমিতি বা স্যাদহঙ্কৃতেঃ ॥ ২৫ ॥
বৈকারিকাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত।
যৎসংকল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ত্ততে কামসম্ভবঃ ॥ ২৬ ॥
যদ্বিদুর্হৃদ্য নিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকাণামধীশ্বরম্।
শারদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ ॥ ২৭ ॥
তৈজসাত্তু বিকুর্ব্বাণাদ্বুদ্ধিতত্ত্বমভূৎ সতি।
দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ ॥ ২৮ ॥

সংশয়োঽথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয় স্মৃতিয়েব চ।
স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্ ॥ ২৯ ॥
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ।
প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তি র্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥ ৩০ ॥
তামসাচ্চ বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ।
শব্দমাত্রমভূত্তস্মান্নভঃ শ্রোত্রন্তু শব্দগম্ ॥ ৩১ ॥
অথাশ্রয়ত্বং শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ।
তন্মাত্রত্বঞ্চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৩২ ॥
ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৩৩ ॥
নভসঃ শব্দতন্মাত্রাৎ কালগত্যা বিকুর্ব্বতঃ।
স্পর্শোঽভবত্ততো বায়ুস্ত্বক্ স্পর্শস্যচ সংগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥
মৃদুত্বং কঠিনত্বঞ্চ শৈত্যমুষ্ণত্বমেব চ।
এতৎ স্পর্শস্য স্পর্শত্বং তন্মাত্রত্বং নভস্বতঃ ॥ ৩৫ ॥
চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তিনৌতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কর্ম্মাভিলক্ষণম্।
বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্রূপং দৈবেরিতাদভূৎ।
সমুত্থিতং ততস্তেজশ্চক্ষুরূপোপলম্ভনম্ ॥ ৩৬ ॥
দ্রব্যাকৃতিত্বং গুণতা ব্যক্তিসংস্থাত্বমেব চ।
তেজস্ত্বং তেজসঃ সাধ্বি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
দ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দ্দনম্।
তেজসো বৃত্তয়স্ত্বেতাঃ শোষণং ক্ষুত্তৃড়েবচ ॥ ৩৮ ॥
রূপমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাত্তেজসো দৈবচোদিতাৎ।
রসমাত্রমভূত্তস্মাদম্ভো জিহ্বারসগ্রহঃ ॥ ৩৯ ॥
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটূম্ল ইতি নৈকধা।
ভৌতিকানাং বিকারেণ রসএকো বিভিদ্যতে ॥ ৪০ ॥
ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্।
তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ ॥ ৪১ ॥

রসমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ।
গন্ধমাত্রমভূত্তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ ॥ ৪২ ॥
করম্ভপূতিসৌরভ্য শান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ পৃথক্।
দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাদ্গন্ধ একো বিভিদ্যতে ॥ ৪৩ ॥
ভাবনং ব্রহ্মণঃ স্থানং ধারণং সদ্বিশেষণম্।
সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥
নভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তৎ শ্রোত্রমুচ্যকে।
বায়োর্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য তৎ স্পর্শনং বিদুঃ।
তেজোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্চক্ষুরুচ্যতে।
অম্ভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তদ্রসনং বিদুঃ।
ভূমের্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য ঘ্রাণঃ স উচ্যতে ॥ ৪৫ ॥
পরস্য দৃশ্যতে ধর্ম্মো হ্যপরস্মিন্ সমন্বয়াৎ।
অতো বিশেষো ভাবানাং ভূমাবেবোপলভ্যতে ॥ ৪৬ ॥
এতান্যসংহত্য যদা মহাদাদীনি সপ্ত বৈ।
কালকর্ম্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ ॥ ৪৭ ॥
ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোঽণ্ডমচেতনম্।
উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্।
এতদণ্ডং বিশেষাখ্যং ক্রমবৃদ্ধৈর্দ্দশোত্তরৈঃ
তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রধানেনাবৃতৈর্ব্বহিঃ ॥ ৪৮ ॥
যত্র লোকবিতানোঽয়ং রূপং ভগবতো হরেঃ ॥ ৪৯ ॥
হিরণ্ময়াদণ্ডকোষাদুত্থায় সলিলেশয়াৎ।
তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্ব্বিভেদখম্ ॥ ৫০ ॥
নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোঽভবৎ।
বাণ্যাবহ্নিরথোনাসেপ্রাণোতো ঘ্রাণ এতয়োঃ ॥ ৫১ ॥
ঘ্রাণাদ্বায়ুরভিদ্যেতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ।
তস্মাৎ সূর্য্যোন্যভিদ্যেতাংকর্ণৌ শ্রোত্রং ততোদিশঃ ॥ ৫২ ॥
নির্ব্বিভেদ বিরাজস্ত্বগ্রোমশ্মশ্রাদয়স্ততঃ।
তত ওষধয়শ্চাসন্ শিশ্নং নির্ব্বিভেদে ততঃ।

রেতস্তস্মাদাপ আসন্ নিরভিদ্যত বৈ গুদম্।
গুদাদপানোঽপানাচ্চ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ৫৩
হস্তৌচ নিরভিদ্যেতাং বলং তাভ্যাং ততঃ স্বরাট্।
পাদৌ চ নিরভিদ্যেতাং গতিস্তাভ্যাং ততোঽহরিঃ ॥ ৫৪
নাড্যোঽস্যনিরভিদ্যন্ততাভ্যো লোহিতমাভৃতম্।
নদ্যস্ততঃ সমভবন্নুদরং নিরভিদ্যত।
ক্ষুৎপিপাসে ততঃ স্যাতাং সমুদ্রস্ত্বেততয়োরভূৎ।
অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্মন উত্থিতম্ ॥ ৫৫
মনসশ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্বুদ্ধের্গিরাং পতিঃ।
অহঙ্কারস্ততো রুদ্রশ্চিত্তং চৈত্ত্যস্ততোভবৎ ॥ ৫৬
এতেহ্যভ্যুত্থিতা দেবা নৈবাস্যোত্থাপনেঽশকন্।
পুনরাবিবিশুঃ খানি তমুত্থাপয়িতুং ক্রমাৎ ॥ ৫৭
বহ্নির্বাচা মুখং ভেজে নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
ঘ্রাণেন নাসিকে বায়ুর্নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৫৮
অক্ষিণী চক্ষুষাদিত্যো নোতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ দিশো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৫৯
ত্বচং রোমভিরোষধ্যো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
রেতসা শিশ্নমাপস্তু নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬০
গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
হস্তাবিন্দ্রো বলেনৈব নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬১
বিষ্ণুর্গত্যৈব চরণৌ নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
নাড়ীর্নদ্যো লোহিতেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬২
ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামুদরং সিন্ধুর্নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
হৃদয়ং মনসা চন্দ্রো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৩
বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্।
রুদ্রোঽভিমত্যা হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৪
চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্ত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্যদা।
বিরাট্ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত ॥ ৬৫

যথা প্রসুপ্তঃ পুরুষং প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
প্রভবন্তি বিনা যেন নোত্থাপয়িতুমোজসা ॥ ৬৬
তমস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া।
ভক্ত্যা বিরক্ত্যাজ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ ॥ ৬৭

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সাধন প্রণালী।

বীজকের কথা।

যেমন পূর্ব্বকালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্যরত্নাদি গুপ্তভাবে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে স্থাপিত করিয়া তাহার বিবরণ এক খণ্ড তাম্র ফলকে লেখা হইত। উক্ত তাম্র পত্র খানি বীজক নামে প্রসিদ্ধ। উহা কোন প্রকারে হারাইয়া গেলে কিম্বা নষ্ট হইয়া গেলে ঐ সকল গুপ্ত ধন রত্নাদি পুনঃ প্রাপ্তির আর কোন উপায় থাকিত না। তেমনি কেহ কেহ বীজমন্ত্র ও কবচকে বীজক বলেন। বুধগণের মতে তত্ত্বমস্যাদি বেদের মহামন্ত্রগুলি এবং মহাত্মাদিগের মহাবাক্য সকল প্রকৃত বীজক সংজ্ঞার উপযুক্ত; যেহেতু ইহাদিগের দ্বারাই লুপ্তরত্ন আত্মজ্ঞানের পুনঃ প্রাপ্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান পাওয়া যায় এবং এই আত্মজ্ঞান অমূল্যনিধি লাভ করাই বেদাদি ও মহাত্মাদিগের মতে একমাত্র পুরুষার্থ। স্বর্গাদি বা অণিমাদি আর কোন লাভের চেষ্টাকে পুরুষার্থ বলা যায় না।

আমি গুরু গঙ্গাগীরের স্নেহাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহারই আদেশানুসারে এই মহানগরীতে আসিয়া বাসা স্থাপন করিলাম এবং ১৫ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইল।

যখন ব্রহ্মমুহূর্ত্ত কালে এই ঘোর কোলাহলপূর্ণ রাজধানী, শ্মশানের নিস্তব্ধতা ধারণ করে এবং সেই সময়ে কলের বাঁশী ভীম নাদে বাজিয়া উঠিলে বোধ হয় যেন পিতৃলোকে আনন্দধ্বনি হইতেছে, দেবলোকে সাধকের মঙ্গল কামনায় তুরী ভেরী বাজিতেছে। আর তখন মনে হয়

যেন হৃষিকেশের পাঞ্চজন্য শঙ্খ হইতে, যাহা বেদদিগের মধ্যে মহাবাক্য ও মন্ত্রগণের মধ্যে মহামন্ত্র, (ওঁকার) প্রণবের অনাহত ধ্বনি, তাহাই ভীষণ রবে শিবশিঙ্গা সদৃশ বাজিতেছে। যেমন রণক্ষেত্রে সম্মুখ সংগ্রামে ব্যাণ্ড ও ব্যাগ পাইপ (Band and bag pipe) বীরগণের উৎসাহবর্দ্ধক, তদ্রূপ এই কলের বাঁশী সাধকের পক্ষে সাধন সময়ে হিতকর বলিয়া বোধ হয়।

সেই ব্রহ্মমুহূর্ত্তই নিত্যক্রিয়া সমাধান করিবার অতি মনোহর ও উপযুক্ত সময়। যেন সন্ধ্যা ও প্রদোষের সঙ্গমে প্রকৃতি দেবী অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া সাধনে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন। এরূপ সুযোগ অরণ্যে বিরল। সেই শুভলগ্নে ঘটিকাযন্ত্রের অনবরত অনাহত ধ্বনি অজপা জপের পক্ষে যে সহায়তা করে, তাহাও অনির্ব্বচনীয় এবং সাধকগণের অনুভবের বিষয়। তখন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় হইতে কেবল এই কথা শিখ (নানকপন্থী) সাধকের ন্যায় অনবরত আপনাআপনি উচ্চারিত হইতে থাকে, "ওয়াহু গুরু"। তখনকার আরামই বিশ্রাম, তখনকার সুখই স্বস্তি বা শান্তি, তখনকার আনন্দই পরমানন্দ। ইহা কেবল সাধকদিগের অনুভূতির বিষয়, "জো চখে সো ইয়াদ রখে।"

এইরূপে গুরুআজ্ঞা প্রতিপালনে অতুল আনন্দসাগরে ভাসমান অবস্থায় একদিন একটী পেড পার্সেল আমার নামে ডাকযোগে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার অপর দিকে লেখা ছিল (From Purnoor Shah, Bahraich); সেই পার্সেলের আবরণ মোচন করিয়া দেখিলাম একটী কাগজের তাড়া (Bundle); তাহার উপরে বড় বড় অক্ষরে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে "বীজক"। তৎপরে বাণ্ডিল খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে নানাবর্ণের বহু প্রকারের বিবিধ আকারের অতি পুরাতন কাগজখণ্ড সকল বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বহু লোকের দ্বারায় পৃথক্ পৃথক্ স্থানে এক এক সময়ে লেখা হইয়াছিল। সেই সকল কাগজখণ্ডের মধ্যে একখানি কাগজ দেখিয়া জ্ঞাত হইলাম যে, গুরুদেব গঙ্গাগীর দেহ রাখিয়াছেন। তিনি স্বর্গারোহণ কালে আমাকে এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া ইহা শাহের নিকট রাখিয়া যান। এই মহাত্মা আমার পূর্ব্ব পরিচিত, ইঁহাকে দরবারে অনেকবার দেখিয়াছি, ইঁহার উপদেশে অনেক উপকারও পাইয়াছি। সেই বীজকখণ্ডগুলি হইতে

এক খণ্ড কাগজ, যাহা স্বয়ং মহারাজজীর হস্তলিখিত ছিল, তাহাই নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গুহ্য বিষয়—জীবন বৃত্তান্ত।

"আমি দীক্ষিত হইলে পাঁচ বৎসরের পর মহারাজজী পরমানন্দ স্বামী * আমাকে সেবা ব্রত গ্রহণ করিয়া লোকালয়ে থাকিতে বারম্বার আদেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি কোনমতেই তাঁহার আজ্ঞা পালনে সম্মত হইতাম না। কারণ, আমি তাঁহার অতিশয় স্নেহভাজন ছিলাম বলিয়া সময়ে সময়ে বিস্তর আবদার ও বিরক্ত করিতাম। তত্রাপি দয়াল গুরু সাক্ষাৎ ভোলানাথ কিছুতেই বিরক্ত হইতেন না; বরঞ্চ প্রসন্নবদনে মধুরবাক্যে ক্রমাগত আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। একদা আমি স্বামিজীকে কর্কশস্বরে বলিয়াছিলাম, 'প্রভু যে ব্যক্তি আশ্রিত সে শত অপরাধে অপরাধী হইলেও লোকে সহসা তাহাকে পায়ে ঠেলে না; আপনি এতাদৃশ মহাপুরুষ হইয়া এ অধমকে বিনা অপরাধে চরণপ্রান্ত হইতে বিমুখ করেন, তাহা হইলে ত আমি নাচার। আপনি নিজেই বলিয়াছেন যে কায়মনোবাক্যে যদি কাহার হৃদয়ে আঘাত দেওয়া যায় অর্থাৎ যদি কাহার প্রাণে মর্ম্মান্তিক ব্যথা লাগে, তত্তুল্য আর পাপ নাই, ইহাই একমাত্র পাপ বলিয়া জানিবে। প্রভু, জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে আপনার চরণাশ্রয় হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করাতে আমার কি মর্ম্মান্তিক বেদনা বোধ হইতেছে না?' ইহা শুনিয়া দয়াময় গুরু আমায় কোলে করিয়া মুখচুম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! বালকের সাংঘাতিক পীড়ার আরোগ্য মানসে যে সকল কটুতিক্ত ঔষধ তাহাকে সেবন করান যায় এবং সেজন্য বালকের প্রাণে যে ব্যথা উপস্থিত হয়, তাহাতে [illegible] বা চিকিৎসক কেহই পাপভাগী হয়েন না, ইহাতে পাপের লেশমাত্র নাই। যেহেতু বালকের জীবন রক্ষা করাই সকলের অতীব মহৎ উদ্দেশ্য, অতএব ঈদৃশ স্থলে পাপের পরিবর্ত্তে সাধুতাই প্রবল হইয়া থাকে। সুতরাং আমি তোমাকে যে সকল পরামর্শ দিয়া থাকি, তাহা কেবলমাত্র তোমারই মঙ্গলের জন্য। দেখ, যাহারা পশুদিগকে বশে আনিয়া স্বকার্য্যক্ষম করিবার জন্য শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে, তাহারা একটী অরণ্যচারী ঘোটককে প্রথমে নির্জ্জনে শিক্ষা

* ইনি গুরু গঙ্গাগীরের গুরু।

প্রদান করিয়া থাকে; পরে তাহাকে উপযুক্ত সময়ে জনতাপূর্ণ স্থানে আনয়নপূর্ব্বক তুরী ভেরী ঢাক ঢক্কা বাদ্য প্রভৃতির রব পূর্ণ কোলাহল মধ্যে বিবিধ প্রকারে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। তাহার পর সেই অশ্ব পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বীরপুরুষেরা তাহাতে আরোহণ করিয়া ভীষণ রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত হন; তখন সেই অশ্ব রণক্ষেত্রে অসঙ্খ্য রণবাদ্য, অস্ত্র সকলের ঝন্ঝনা, যোদ্ধা গজের গগনবিদারি কলরব এবং অতিশয় ভয়াবহ হৃদয় বিদারক অশনি তুল্য অগ্নিবাণের (কামানের) গভীর শব্দে কিছুমাত্র বিচলিত বা ভীত না হইয়া যোদ্ধৃপুরুষদিগের ইঙ্গিতমাত্রে স্বচ্ছন্দে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। হে প্রিয়দর্শন! ইহাও এক মাত্র শিক্ষার মাহাত্ম্য বলিয়া জানিও। অতএব সাধুগণ প্রিয় শিষ্যের প্রতিও সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন, লোকের প্রথম অবস্থায় তমোগুণের আধিক্য থাকায় পশুভাব প্রখর থাকে। তখন তাঁহারা শিষ্যদিগকে প্রচণ্ড কঠোর বৈরাগ্যের পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন; পরে ধীরে ধীরে উপদেশ দ্বারা সর্ব্বত্যাগী করাইয়া এবং সকল প্রকার প্রলোভন হইতে মুক্ত করাইয়া পরিশেষে শিষ্যদিগকে বনবাসে প্রেরণ করেন।

তাঁহারা বলেন প্রথমে কাশিবাসী হইবে, পরে বৃন্দাবনে আশ্রয় লইবে। অর্থাৎ প্রথমে বৈরাগী হইলে তবে প্রেমিক হইতে পারিবে। প্রথমে সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখিবে, পরে চন্দনে চর্চ্চিত করিবে। হে প্রিয়! যখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন, যে শিষ্য দিব্যজ্ঞানে এই জগৎকে মিথ্যা ও মরীচিকাময় জানিতে পারিয়াছে, তখন তাঁহারা এই জগৎকেই পুনরায় আত্মবস্তু (ব্রহ্ম) বলিয়া দিব্যজ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাইয়া এই জগতে বাস করিয়া জগজ্জনের আত্মভাবে হিত সাধনের জন্য উপদেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "মনই" এই বিশ্ব প্রসবিনী মহাশক্তি মহামায়া। সুতরাং সেই জন্য এই জগৎ মনোময়। "মায়া" ইহা যুক্ত শব্দ মা—য়া। মা—নাস্তি (nothing) য়া—অস্তি। নাই অথচ আছে, মায়া শব্দের ইহাই অর্থ। মহাত্মার মুখে সে সময়ে এই সকল শুনিয়া আমি বলিলাম, ভগবন্! আপনি এমন কোন বস্তু এই জগতে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারেন, যাহা প্রকৃতপক্ষে নাই অথচ আছে? তাহাতে তিনি বলিলেন বৎস! বহুকাল হইতে মহাত্মারা যেরূপ বস্তু প্রিয়

শিষ্যদিগকে প্রদর্শন করাইয়া তাহার ভ্রম ও দুঃখের অবসান করাইয়া থাকেন, তাহাই আজ তোমাকে প্রত্যক্ষ করাইতেছি ; অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং শুনং শূন্যং মহাশুনং। অনন্ত মহাকাশ ইহার আর একটী নাম নীলাম্বর ; কারণ ইহা সুনীলবর্ণ। এ জগতে যাহার চক্ষু আছে, বল দেখি এমন লোক কে আছে যে এই আকাশের নীলিমা বর্ণকে অস্বীকার করিতে পারে ? পণ্ডিতেরা বলেন যে আকাশের বর্ণ এইরূপ না হইলে, ভগবান ভাস্করদেব সমূহ জগৎকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু একটু মনসংযোগ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখ দেখি, দিব্য জ্ঞানে দেখিতে পাইবে, ইহা কিছুই নহে। আকাশে আদৌ কোন বর্ণই নাই। মহাশূন্য অতীব গভীর দূরবিস্তৃত অনন্ত প্রসারিত, অসীম ; সেই হেতু নীল বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। তদ্রূপ মন বা মায়া অবস্তু, কিছু নহে ; আত্মা ব্রহ্ম, ভূমা-মহান্ বলিয়াই তাহাতে এই মন, মায়া অথবা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাবে আকাশের নীল বর্ণের ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র ; বস্তুতঃ, এ সকল কোন বস্তু নহে।

(ক্রমশঃ)

জনৈক রিন্দ।

বিচার সাগর।

তৃতীয় তরঙ্গ।

শ্রীগুরুশিষ্য লক্ষণ।—শ্রীগুরুভক্তি ফল প্রকার নিরূপণ।

অনুবন্ধ জানি যেবা শুনয়ে এ গ্রন্থ।
জ্ঞানবান গুরুমুখে, লভে মোক্ষপন্থ ॥ ১ ॥

জ্ঞানী গুরুসমীপে যে ব্যক্তি চতুরনুবন্ধযুক্ত এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, অথবা একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি মোক্ষপথ প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

[টীকাঃ—অনুবন্ধ চতুষ্টয় সম্বন্ধে পূর্ব্বতরঙ্গদ্বয়ে সবিস্তার অবতারণা করা হইয়াছে।

মোক্ষপথ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করে।]

মতিক্ষেত্রে জ্ঞানোদ্যান অক্লেশ আবাদ।
আরম্ভিনু গ্রন্থ তেঁই, শ্রীগুরু সম্বাদ ॥ ২ ॥

মতি ভূমিতে জ্ঞান-উদ্যান কুসুমিত করা অনায়াসকর হেতু, গুরুশিষ্যসম্বাদ কহিতেছি ॥ ২ ॥

[টীকাঃ—অর্থ নিরূপণে শ্রোতার বোধ সহজে হয় বলিয়া, গুরুশিষ্য সম্বাদে গ্রন্থ আরম্ভ করা হইতেছে।]

শ্রীগুরু লক্ষণ।

বেদ অর্থে আছে যাঁর জ্ঞান সুনিশ্চয়।
অভেদ আত্মায় ব্রহ্ম নিষ্ঠা যাঁর হয় ॥
শিষ্যের বুদ্ধিতে যেই নাশে ভেদ জ্ঞান।
অদ্বয় অমল ব্রহ্ম যে জন দেখান ॥ ৩ ॥
সকল সংসার মিথ্যা মরীচিকা সম।
অনুক্ষণ মুখে যাঁর বাক্য অনুপম ॥
সে গুরু আচার্য্য নাম শুন এই ভেদ।
নহে গুরু করে যেবা শিখামাত্র ছেদ ॥ ৪ ॥

যিনি অধীতবেদ ; জীবব্রহ্মের অভেদ (একতা) যাঁর উপলব্ধি হইয়াছে ; যিনি শিষ্যের বুদ্ধি হইতে পঞ্চপ্রকার ভেদজ্ঞান নিরাকরণ করিতে সক্ষম ; যিনি অদ্বয় (একমেব) অমল ব্রহ্মদর্শন করান ; সর্ব্বসংসার মৃগতৃষ্ণিকাবৎ মিথ্যা বলিয়া যিনি অনুক্ষণ উপদেশ দেন ; সেই অদ্ভুত উপদেষ্টা, আচার্য্য (গুরু) নামে অভিহিত হয়েন। যিনি কেবল মস্তক মুণ্ডন করাইয়া শিষ্যের শিখা ছেদন করেন, তিনি আচার্য্য নহেন ॥ ৩।৪ ॥

[টীকাঃ—যিনি বেদের অর্থ সমক্‌রূপে অবগত হইয়াছেন, অর্থাৎ যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন ; যিনি জীবব্রহ্মের একতা নিশ্চয়রূপে জানিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনি আচার্য্য। যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু যাঁহার আত্মজ্ঞান হয় নাই, তাঁহাকে আচার্য্য বলা যাইতে পারে না। যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, অথচ যিনি বেদাধ্যয়ন করেন নাই, তিনিও উপদেষ্টা আচার্য্য নামে অভিহিত হইতে পারেন না। কারণ, জিজ্ঞাসুর সন্দেহ ভঞ্জনকরী যুক্তি প্রয়োগে তিনি অক্ষম। যাহার চিত্তে সন্দেহ নাই, এরূপ উত্তম সংস্কারবান

জিজ্ঞাসুকে উপদেশ দানে সমর্থ হইলেও, অনধীতবেদ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সাধারণ জিজ্ঞাসুর যোগ্য উপদেষ্টা নহেন। পরন্তু, যিনি অধীতবেদ ও আত্মজ্ঞানী, তিনিই আচার্য্য পদবাচ্য। বিবিধ যুক্তি দ্বারা শিষ্যের বুদ্ধি হইতে ভেদপঞ্চকখণ্ডনে যিনি সমর্থ, তিনিই আচার্য্য। ভেদপঞ্চক এই (১) জীব ঈশ্বরের ভেদ, (২) জীব সমূহের পরস্পর ভেদ, (৩) জীবজড়ের ভেদ, (৪) ঈশ্বরজড়ের ভেদ ও (৫) জড়জড়ের ভেদ। এই ভেদ জ্ঞানই জীবের ভয় ও পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের হেতু। সুতরাং এই ভেদ জ্ঞান নিরাকরণ অবশ্যকর্ত্তব্য। এই ভেদ জ্ঞান বিদূরিত করিয়া আচার্য্য অদ্বিতীয় (একমেব), অমল (অবিদ্যাদি মল রহিত) ব্রহ্ম আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করান এবং মরীচিকাবৎ সংসার মিথ্যা (Unreal), ইহা শিষ্যের মনে উপলব্ধি করান। এইরূপ অদ্ভুত উপদেষ্টাকে আচার্য্য কহে। যিনি মস্তকমুণ্ডন করাইয়া কেবল শিষ্যের শিখাভেদাদি সংস্কার করেন, অথবা স্বস্বসম্প্রদায় প্রচলিত চিহ্নমাত্র শিষ্যের কপালে অঙ্কিত করেন, তিনি আচার্য্য পদবাচ্য নহেন।]

যাঁর উপদেশে শিষ্য মোক্ষে লয় মন।
দৈশিক সে গুরু, নহে গৈরিক বসন ॥ ৫ ॥

যিনি নিজ উপদেশ দ্বারা শিষ্যের হৃদয়ে মোক্ষেচ্ছা প্রবল করেন, বুধজন তাঁহাকে দৈশিক গুরু কহেন। কেবল গৈরিকবেশধারীকে গুরু কহে না ॥ ৫ ॥

দৈশিক লক্ষণ কহে শাস্ত্র অনুসার।
শিষ্যের সাধন সেই যাহে অধিকার ॥ ৬ ॥

শ্রুতি ও শাস্ত্র অনুসরণ গুরুর লক্ষণ। যে সাধনে গ্রন্থে অধিকার হয়, সেই সাধন শিষ্যেরও লক্ষণ ॥ ৬ ॥

[টীকাঃ—শাস্ত্র অনুসার গুরুর লক্ষণ।

সর্ব্বশ্রুতি শিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজ।
বেদান্তাম্বুজ সূর্য্যো যস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
জ্ঞানশক্তি সমারূঢ়ং স্তত্ত্বমালা বিভূষিতং।
ভক্তি মুক্তি প্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলে গ্রন্থে অধিকার হয়, সেই সাধন চতুষ্টয় শিষ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ, অধিকারীর লক্ষণ যাহা প্রথম তরঙ্গে বলা হইয়াছে, তাহাই শিষ্যের লক্ষণ জানিবে।]

শ্রীগুরুভক্তি ফল বর্ণনা।

ইষ্ট হতে গুরু শ্রেষ্ঠ মানে ভক্তিমান।
নাহি গুরু ভক্তি বিনা পায় আত্মজ্ঞান ॥ ৭ ॥

সুধীজন ঈশ্বর হইতে গুরুকে সমধিক ভক্তি করেন। গুরুভক্তি বিনা প্রবীণ পুরুষও আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েন না ॥ ৭ ॥

[টীকা ঃ—গুরুতত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর নাই। আত্মজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর নাই ঃ—

নগুরোরধিকং তত্ত্বং নগুরোরধিকং তপঃ।
সত্যজ্ঞানাৎ পরো নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুপরমদৈবতম্।
গুরো র্গুরুতরং নাস্তি তস্মৈশ্রীগুরবে নমঃ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষও গুরূপদেশ ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েন না।]

গুরু বিনা বেদসিন্ধু লবণ সমান।
বাদল শ্রীগুরু মুখ অমৃত আধান ॥ ৮ ॥

গুরু বিনা বেদসিন্ধু আস্বাদনে লবণসমান ক্ষার; গুরু-মুখ-নিঃসৃত বারিধারা অমৃত হইতে সমধিক আনন্দদায়ক ॥ ৮ ॥

[টীকা ঃ—ক্ষার সমুদ্রের জল আস্বাদনে তীব্রক্ষারত্ব অনুভব করিয়া যেমন ক্লেশ পাইতে হয়, তেমনি গুরু বিনা বেদের অর্থ বিচারে ভেদরূপ ক্ষার আস্বাদন করিয়া জন্মমৃত্যুরূপ খেদ পাইতে হয়। এই হেতু, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি ভেদবাদী যাঁহারা বেদের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও গুরু দ্বারা বিচার্য্য। যদিও রামানুজ-আদি আপন আপন গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ বিচার করিয়াছেন, তথাপি যাঁহার নিকট উঁহারা বেদ পাঠ করিয়াছেন, তিনি গুরু নহেন। কারণ, যিনি "জীবব্রহ্ম একতা" উপদেশ দেন, তিনিই গুরু। যিনি ভেদবাদী, তিনি গুরুপদ বাচ্য নহেন। ভেদবাদী পুরুষের নিকট বেদার্থ বিচার শ্রবণে ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জন্মমরণরূপ খেদ অনুভব করিতে হয়। বাদলরূপী ব্রহ্মবিৎ গুরুমুখে বেদার্থ বিচার শ্রবণে অমৃত অপেক্ষা সমধিক আনন্দ লাভ করা যায়। যেমন সমুদ্রের জল স্বরূপতঃ ক্ষার ও বাদল দ্বারা মধুর হয়; তেমনি বেদার্থ, ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু দ্বারা বিচারে আনন্দের হেতু।]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গুরুসমীপে অধীত বেদার্থ বিচারে মুক্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে গুরু জ্ঞানী হউন অথবা অজ্ঞানী হউন, এরূপ বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। সেই হেতু এখন বলা হইতেছে—

দৃতিপাত্র ঘট সম অজ্ঞান যেজন।
আধারে নাহিক গুণ, স্বাদে বিলক্ষণ॥
জ্ঞানবান হয় সদা মেঘের সমান।
পড় বেদ তাঁর কাছে তেয়াগি অজ্ঞান॥ ৯॥

অজ্ঞজন দৃতি (চর্ম্ম) পাত্র ও ঘট সমান; জ্ঞানবান মেঘ সমান। অতএব, অজ্ঞ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানবানের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিবে॥ ৯॥

[টীকা ঃ—চর্ম্ম পাত্র (মসক) কিম্বা ঘট দ্বারা গৃহিত সমুদ্র জলের আস্বাদ যেমন আধারগুণে মধুর হয় না, তেমনি অজ্ঞানী গৃহিত বেদ-উদধির অর্থরূপ জলের আস্বাদনে বৈলক্ষণ্য হয় না (অর্থাৎ আনন্দদায়ক হয় না)। সুতরাং, অজ্ঞানী পাঠক চর্ম্মপাত্র ও ঘটের সমান। জ্ঞানবান মেঘ সমান, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। লবণাক্ত জলের ক্ষারত্ব কেবল বর্ষার বারিধারায় বিদুরিত হয়। ক্ষারত্ব বিদুরিত হইলে জল আস্বাদনে মধুর হয়*। জ্ঞানীই হউন আর অজ্ঞানীই হউন, গুরুমুখ নিঃসৃত বেদবিচার মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়—এই পূর্ব্বোক্তি সঙ্কোচ করিয়া এখন বলা হইতেছে—যে জ্ঞানবান গুরুই মেঘ সদৃশ।]

"জ্ঞানবান সমীপে বেদ অধ্যয়ন করিবে"—এরূপ কথনে এই শঙ্কা হইতে পারে যে—"বেদ শ্রবণ দ্বারাই জীবব্রহ্মের স্বরূপ বিচারে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অন্য সংস্কৃত গ্রন্থ অথবা ভাষা গ্রন্থ হইতে জ্ঞান হয় না। অতএব, ভাষা গ্রন্থের আরম্ভ নিষ্ফল।" এই সংশয়ের সমাধানে বলা হইতেছে—

---

* টীকার এই উপমায় একটি দোষ দৃষ্ট হয়। উহাতে বেদার্থরূপ জলে ক্ষারত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সেই জল মেঘরূপী গুরু সংস্পর্শে মধুর হয় এরূপ বলা হইয়াছে। পরন্তু, বেদার্থ স্বয়ং অমৃতসম মধুর ও আনন্দদায়ক; আধারের দোষ বা গুণে সেই জলের আস্বাদনের অপকর্ষ বা উৎকর্ষ হয়। অজ্ঞানী গুরু সংস্পর্শে আস্বাদনের বিকৃতি ঘটে, আর জ্ঞানী গুরু সংস্পর্শে আস্বাদনের মধুরত্ব বৃদ্ধি হয়--ইহাই অভিপ্রেত। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—

রসান্তর মেকরসং যথা দিব্যং পয়োঽশ্নুতে।
দেশেদেশে গুণেষ্বেবমবস্থাস্ত্বমবিক্রিয়ঃ॥

ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপ তাঁর বাক্য বেদ।
ভাষা কিম্বা দেববাণী করে ভ্রম ছেদ॥ ১০॥

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ; তাঁর বাণী বেদ-স্বরূপ; তাহা ভাষারূপই হউক অথবা সংস্কৃতরূপই হউক, সর্ব্বদা ভেদভ্রম ছিন্ন করে॥ ১০॥

[টীকা ঃ—"ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ" ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যিনি ব্রহ্মবিৎ তাঁর বাক্যই বেদ। সে বাক্য ভাষারূপই হউক অথবা সংস্কৃতরূপই হউক, সর্ব্বদা ভেদ জ্ঞান নষ্ট করে। ফলতঃ, "বেদ বচন বিনা জ্ঞান হয় না"—এরূপ নিয়ম নহে। যেমন, আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোগ, নিদান ও ঔষধ এই তিনটী বিষয়, অন্য সংস্কৃত গ্রন্থ কি ভাষাগ্রন্থ হইতেও জানা যাইতে পারে, তেমনি সকলের আত্মা যে ব্রহ্ম—এই জ্ঞান, বেদভিন্ন অপর সংস্কৃত অথবা ভাষা-গ্রন্থ হইতেও উপলব্ধি হয়। সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদি গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণন করিয়াছেন। বেদবিনা ব্রহ্মজ্ঞান না হইতে পারিলে, সেই সকল নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং, আত্মস্বরূপ প্রতিপাদক বাক্য হইতে জ্ঞান হয়, সেই বাক্য বেদেরই হউক বা অন্য গ্রন্থেরই হউক। সুতরাং, ভাষাগ্রন্থ হইতে যে জ্ঞান হয়, ইহা সিদ্ধ হইল।]

ব্রহ্মবেত্তা আচার্য্যসেবা জিজ্ঞাসুর কর্ত্তব্য।

এ হেন গুরুর সেবা করহ বিধান।
প্রসন্ন হইয়ে গুরু দেন আত্মজ্ঞান॥ ১১॥

যাঁহার বাক্য বেদ সম, তাঁহার পরিসেবা করিবে। সেবায় পরিতোষ হইলে, আপন স্বরূপ জানিতে পারিবে॥ ১১॥

[টীকাঃ—জিজ্ঞাসুজন ব্রহ্মবেত্তা আচার্য্যের পরিসেবা করিবে। কারণ, সেবায় আচার্য্য প্রসন্ন হইলে, শিষ্য আপন স্বরূপ জানিতে পারে। আচার্য্য-সেবা ঈশ্বর সেবা হইতে সমধিক। কারণ, ঈশ্বর-সেবা অদৃষ্ট ফল হেতু, এবং আচার্য্য-সেবা অদৃষ্ট ও দৃষ্ট উভয় ফল হেতু। (যে বস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি দ্বারা ফলহেতু হয়, তাহাকে অদৃষ্ট ফলহেতু কহে; যে বস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি বিনা সাক্ষাৎ ফলহেতু হয়, তাহাকে দৃষ্ট ফলহেতু কহে)। ঈশ্বর-সেবা ধর্ম্মোৎপত্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ ফলহেতু হয়। সুতরাং,

ঈশ্বর-সেবা অদৃষ্টফলহেতু। আচার্য্য-সেবা ধর্ম্মের অপেক্ষা বিনা, আচার্য্যের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া উপদেশরূপ ফলহেতু হয়। সুতরাং, দৃষ্ট ফলহেতু; আর আচার্য্য-সেবা ধর্ম্মের উৎপত্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ ফলহেতু বলিয়া অদৃষ্ট ফলহেতুও বটে। এই প্রকারে, আচার্য্য-সেবা ঈশ্বর সেবা হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং, জিজ্ঞাসু সর্ব্বতোভাবে আচার্য্য-সেবা করিবে। গীতার চতুর্থাধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৪ ॥]

আচার্য্য-সেবা প্রকার—তনু, মন, ধন ও বাণী অর্পণ।

গুরু সঙ্গ হয় যবে দণ্ডবৎ কর।
পবিত্র চরণ রজঃ মস্তকেতে ধর ॥ ১২ ॥

গুরু সঙ্গ হইলে, দণ্ডের ন্যায় সাষ্টাঙ্গ* প্রণাম করিবে। তাঁহার পবিত্র পদ সরোজ-রজঃ মস্তকে ধারণ করিবে। ১২ ॥

[টীকা ঃ—গুরু সঙ্গ হইলে অর্থাৎ গুরু সন্দর্শন হইলে।]

গুরু সন্নিধানে কর বসতি আপন।
যা থাকে সংশয় কিছু কর নিবেদন ॥
তনু মন ধন আদি করে সমর্পণ।
যে চাহে কল্যাণ, নিজ বন্ধের ছেদন ॥ ১৩ ॥

যে হৃদয়-গ্রন্থি (বন্ধন) ছিন্ন করিতে চাহে, সে গুরুসমীপে অবস্থান করিবে, (গুরুদেবে) তনু মন ধন ও বচন অর্পণ করিবে ও যা কিছু দুরূহ প্রশ্ন থাকে, জিজ্ঞাসা করিবে। ১৩ ॥

তনু অর্পণ বিধি।

তনু দিয়া গুরু সেবা কর আচরণ।
শ্রীগুরু আদেশ কভু না কর লঙ্ঘন ॥

তনুদ্বারা বিধিমত গুরু সেবা করিবে। গুরু আজ্ঞা কখন উল্লঙ্ঘন করিবে না।

* দুই পাদ, দুই জানু, দুই হস্ত, হৃদয় ও মস্তক—এই অষ্টাঙ্গ।

মন অর্পণ বিধি।

ইষ্ট সম গুরুভক্তি হৃদয়েতে ধর।
প্রসন্ন দেখিয়ে ভক্তি হন গুরুবর ॥ ১৪ ॥
গুরুদোষ কভু নাহি স্বপনেও এনো।
হরিহর ব্রহ্ম গুরু গঙ্গা রবি জেনো ॥
যেজন সাধিতে চায় আপন কল্যাণ।
হৃদয়ে রাখিয়ে গুরু মূর্ত্তি করে ধ্যান ॥ ১৫ ॥

ইষ্ট সম হৃদয়ে গুরুভক্তি করিবে। ইহাতে গুরু প্রসন্ন হইবেন। স্বপ্নেও গুরুদোষ দেখিবে না। তাঁহাকে হরিহর, ব্রহ্ম, গঙ্গা, রবি বলিয়া জানিবে। কল্যাণকাঙ্ক্ষী পুরুষ গুরুমূর্ত্তি হৃদয়ে রাখিয়া ধ্যান করিবে। ১৪।১৫ ॥

[টীকা ঃ—ইষ্ট তুল্য গুরুভক্তি কথনে, গুরুদেবকে পরমেশ্বররূপ জানিয়া ভক্তি করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য। হরিহর, ব্রহ্ম, গঙ্গা ও রবি সম কথনে, গুরু ধাতা, পাতা, সংহর্ত্তা, শান্তিময় ও ভ্রম সন্দেহাদি অজ্ঞান নাশক স্বয়ং প্রকাশ বলা হইয়াছে। সুতরাং,

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥]

ধন অর্পণ বিধি।

জায়া পুত্র আদি ধন যত দাস দাসী।
অনিত্য সকলি জান তাহারা বিনাশী ॥
ধনপদ এ সবারে কহেন সুজনে।
সকলি বর্জ্জিত হয় শ্রীগুরু শরণে ॥ ১৬ ॥

পত্নী, পুত্র, ভূমি, পশু, দাস, দাসী প্রভৃতি সকল বস্তু বিনাশী বলিয়া জানিবে। ঐ সকলকে ধনপদ কহে। ঐ সকল ত্যাগ করিয়া, গুরু অনুসরণ করিলে, ধনার্পণ হয় ॥ ১৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় গৃহস্থ গুরু হইলে, তাঁহাকে ঐ সকল অর্পণ করিবে ॥ ১৭ ॥

[টীকা ঃ—পত্নী আদি ধান্য পর্য্যন্ত সমস্তই ধন বলা যায়। ঐ সকল ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বত্যাগী গুরুর অনুসরণকে ধনার্পণ কহে। গৃহস্থ গুরু হইলে, সমগ্র তাঁহাকে অর্পণ করিবে। ইহাতে কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে ব্রহ্মবিৎ

আচার্য্য গৃহস্থ সম্ভবে না। সে সংশয়ের অবসর নাই। কারণ, যাজ্ঞবল্ক্য, উদ্দালক প্রভৃতি ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যগণ গৃহস্থ ছিলেন। ঐরূপ ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যের কথা অনেক শুনা যায়। সুতরাং, গৃহস্থও আচার্য্য সম্ভবে।

বাণী অর্পণ বিধি।

কর গুরু গুণ গান বিমল বচনে।
অমল শ্রীগুরু দোষ দিওনা কথনে॥ ১৮ ॥

বিশুদ্ধবচনে গুরুর গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিবে। গুরু সম্বন্ধে কখনও দোষ অর্পণ করিবে না॥ ১৮ ॥

যে চাহে কল্যাণ নিজ এই রূপে ধন।
তনু মন বচ আর করি সমর্পণ॥
বহু কাল গুরু স্থানে করয়ে যাপন।
ভিক্ষা আচরণে করে জীবন ধারণ॥ ১৯ ॥

কল্যাণকাঙ্ক্ষী পুরুষ এইরূপে তনু, মন, ধন ও বচন গুরুদেবে সমর্পণ করিয়া, গুরু সন্নিধানে বহুদিন অবস্থিতি করিবে ও ভিক্ষাচরণ করিয়া জীবনধারণ করিবে। ১৯॥

ভিক্ষা লব্ধ অন্ন আনি করে নিবেদন।
শ্রীগুরু সমীপে শিষ্য সুবুদ্ধি যেজন॥
আপন ভোজন তরে কিছু নাহি মাগে।
সকলি শ্রীগুরু পায় ধরি দেয় আগে॥
এক দিনে দুই বার ভিক্ষা না আচরে।
গুরু যাহা দেন তাই দেয় সে জঠরে॥ ২০ ॥

ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী গুরু সম্মুখে রাখিবে। নিজের ভোজন জন্য চাহিবে না। গুরু যাহা দিবেন, তাহাই ভোজন করিবে। একদিনে দুইবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে না॥ ২০ ॥

[টীকা ঃ—শিষ্য ভিক্ষালব্ধ অন্ন নিজে ভোজন করিবে না। গুরুসমীপে সমস্ত নিবেদন করিবে। আপনার ভোজন নিমিত্ত চাহিবে না। গুরু যাহা কৃপা করিয়া দিবেন, তাহাই ভোজন করিবে ও একদিনে দুইবার ভিক্ষাচরণ

করিবে না। শিষ্যের শ্রদ্ধা পরীক্ষার্থে গুরু যদি কিছু না দেন, তাহা হইলেও পরদিন ভিক্ষাচরণ ত্যাগ করিবে না।]

ভিক্ষা আনি গুরু পদে করি নিবেদন।
নির্ব্বেদ না লভে, চাহে কল্যাণ আপন॥ ২১ ॥

যে সুবুদ্ধি শিষ্য নিজ কল্যাণ চাহে, সে পরদিন পুনরায় ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরু সমীপে নিবেদন করিতে নির্ব্বেদ (গ্লানি) অনুভব করিবে না। ২১॥

এই মত আচরণে অবসর পাঞা।
শ্রীগুরু প্রসন্ন মুখে সম্মুখে তাকাঞা।
সবিনয়ে করযোড়ে শিষ্য সদাশয়।
শ্রীগুরু আদেশ লভি জিজ্ঞাসে সংশয়॥ ২২ ॥

এইরূপ আচরণ করিতে করিতে যখন গুরুর অবসর দেখিবে, ও যখন গুরুদেব প্রসন্নমুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন, তখন (শিষ্য) বিনতিপূর্ব্বক করযোড়ে প্রশ্ন করিবে। ২২ ॥

[টীকা ঃ—এইরূপ অবসর দেখিয়া, গুরু আদেশ করিলে প্রশ্ন করিবে। জন্মান্তরের সুকৃতিবলে, পরিসেবা বিনা গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ দিলে, বিশুদ্ধ অধিকারীর কল্যাণ হয়। কারণ, গুরুসেবার ফল দ্বিবিধ—গুরুর প্রসন্নতা ও শিষ্যের চিত্তশুদ্ধি। ঐরূপ অধিকারীর উভয়টিই সিদ্ধ হয়।]

করি ধন তনু মন বাণী সমর্পণ।
সুবুদ্ধি সেবয়ে যেবা শ্রীগুরু চরণ॥
সে লভে আতম জ্ঞান শ্রীগুরু কৃপায়।
ঐ দীনদয়াল দাদু সদাই সহায়॥ ২৩ ॥

তনু, মন, ধন, বাণী অর্পণ করিয়া গুরুসেবায় যে ব্যক্তি চিত্ত পরিচালিত করে, তাহার আত্মজ্ঞান হয়। দাদু সদা তাহার সহায়। ২৩॥

ইতি গুরুশিষ্য লক্ষণ ও গুরুভক্তি ফল নিরূপণ নাম
তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

অদ্ভুত প্রতিশোধ।

নিম্নলিখিত ঘটনাটী মিঃ লেড্‌বিটার নামক জনৈক ইংরাজ পুরুষের নিকট একজন ষ্টেসন্ মাষ্টার কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল। যে ষ্টেসনে ইহা সঙ্ঘটিত হয়, বিশেষ কারণ বশতঃ তাহার পূর্ণ নাম উল্লেখ করা হইল না। সঙ্কেতে লিখিত হইল।

আশ্চর্য্য ঘটনা, আমি দেখিয়াছি কি না? আমার সময়ে অনেক ঘটনা আমি শুনিয়াছি ও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এমন কেহই নাই, যিনি একাধিক্রমে ৪০ বৎসর রেল্‌ওয়ে কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, অথচ আমার ন্যায় আপনাদিগকে পুস্তক লিখিত গল্পাপেক্ষা অক্ষরে অক্ষরে অধিকতর সত্য গল্প বলিতে না পারেন। অধিকাংশ রেল্‌ওয়ে কর্ম্মচারী দিগকে এরূপ গুরুতর পরিশ্রমে সময় অতিবাহন করিতে হয় যে তাহাদের গল্প করিবার সময় অতি অল্পই থাকে; এই জন্য জগতে তাঁহাদিগের বিষয় অতি অল্পই আলোচিত হইয়া থাকে। ভুতের গল্প? হাঁ আমরা তাহাও কিছু কিছু জানি, কিন্তু সে বিষয়ে গল্প করিতে অধিক ইচ্ছুক নহি; কারণ, যাঁহারা নিজে অধিক জানেন বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহারা হাস্যাস্পদ হন। ভৌতিক কথায় কি আপনার বিশ্বাস আছে? ভাল মহাশয়, আপনি যদি অকপটে আমায় প্রশ্ন করেন, আমিও অকপটে আপনাকে বলিতেছি যে, আমি বিশ্বাস করি। আমাকে ইহাতে নির্ব্বোধ বলিয়া বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে যদি কিছু সময় আমার কথায় কর্ণপাত করেন, তাহা হইলে কি জন্য যে বিশ্বাস করি, স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, এই লাইনের দুই ষ্টেসন্ নিম্নে "কে—" নামক স্থানের ভয়ঙ্কর ঘটনাটী কি আপনার স্মরণ আছে? ওহো বটে, আমি ভুল করিয়াছি; ঘটনাটী আপনার এখানে আসিবার পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল; কিন্তু বোধ হয় আপনি ইহার বিষয় সংবাদ পত্রে অবশ্য অবগত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহাকে একটী শোচনীয় ঘটনা বলিতে হইবে। যে দিন ইহা সঙ্ঘটিত হয়, সেই দিনের কথা আমি আপনাকে বলিতেছি। আমার বেশ স্মরণ আছে, সেই দিন ৩রা জুলাই; প্রাতের সে রমণীয় চারুতা জীবনে এই

একবার মাত্র অনুভব করিয়াছি। প্রাতে আমি যখন দ্বারদেশে অবস্থান পূর্ব্বক দিবসের সেই মধুরতা উপভোগ করিতেছিলাম, তখন বিন্দুমাত্রও মনে হয় নাই যে, সেই সুন্দরী কুহকিনী ঊষাদেবী কত শতের পক্ষে ভয়ঙ্করী করালী হইয়া দাঁড়াইবে। আপনি অবশ্য জ্ঞাত আছেন যে, ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে টম্ প্রাইম্ নামক এক ব্যক্তি লাইনের এই দিকে দ্রুতগামী ডাক গাড়ীর ইঞ্জিন চালক ছিলেন; তিনি আমাদিগের কোম্পানীর অধিকৃত "ফায়ারকুইন" নামক সুন্দর ইঞ্জিন চালাইতেন। দক্ষতা সিদ্ধির অনুকূল। অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী নর স্বীয় কর্ম্ম দক্ষতা দেখাইয়া জনসমাজের প্রশংসা-সহকারে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েন। টম প্রথমতঃ মাল্টিং গাড়ীর, পরে মালগাড়ীর, ক্রমশঃ মন্দগামী ও পরে দ্রুতগামী যাত্রীগাড়ীর, অবশেষে ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপ আয়ত্বাধীন হইলে একটী ডাকগাড়ীর ইঞ্জিন চালক হইয়াছিলেন। যাহার যে কাজ, তাহার স্বতঃই সেই কার্য্যে স্নেহমমতা আসিয়া জুটে। বালক পুতুল লইয়া খেলা করে, পুতুলকে ছেলে সাজায়, নাম ধরিয়া ডাকে, আদর করে, চুম খায়। চালকগণও স্ব স্ব ইঞ্জিনকে অতিশয় স্নেহ করেন, সজীব প্রাণীর ন্যায় তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। টম প্রাইম্ "ফায়ার কুইনকে" প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। ফায়ার কুইনের কোন অনিষ্ট ঘটিলে যেন নিজের দেহে কোন স্থানে আঘাত লাগিয়াছে, এইরূপ অনুভব করিতেন।

টম্ দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট, উদ্ধত স্বভাব, ক্রুদ্ধমূর্ত্তি ও অসামাজিক ছিলেন; তিনি অতি অল্প কথা কহিতেন। তাঁহার সহিত কাহারও বন্ধুত্ব ছিল না, কিন্তু তজ্জন্য কেহ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিত না; টম্ সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সুচতুর এবং বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন। কর্ম্মবিভাগের সকল কর্ম্মচারীরা জানিতেন যে, তিনি, সহজে কুপিত হইতেন না, কিন্তু কুপিত হইলে একবারে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইতেন। অপরাধকারী একবার তাঁহার ক্রোধানলে পড়িলে আর তাহার নিস্তার নাই। একদা এক ব্যক্তি কোন কারণে তাঁহাকে রাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবার মানসে তিন দিবস তাহার জন্য তথায় অপেক্ষা করিলে অবশেষে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়; হইবামাত্র তাহাকে ব্যাঘ্রের ন্যায় হত্যা করিতে

উদ্যত হয়েন। সন্নিকটস্থ ব্যক্তিগণ অতি কষ্টে তাঁহাকে নিবারিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা কতদূর সত্য বলিতে পারি না। অপরাপরের ন্যায় তাঁহার সহিত আমার প্রণয় ছিল না বটে, কিন্তু তত্রাচ আমি তাঁহার বিষয় কিছু কিছু অবগত ছিলাম; কারণ প্রত্যেক দিন তিনি এখানে দাঁড়াইলে আমি তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রদ বাক্য ব্যবহার করিতাম; তৎপরিবর্ত্তে তিনি একটু হাস্য করিয়া দুই একটী কথা কহিতেন। বিবাহার্থী হইয়া তিনি এই লাইনের অধোদিকে "কে—" নামক ষ্টেসনাভিমুখে একজন ফটক রক্ষকের কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুবিশিষ্টা যুবতী হেতী হকীন্‌স্ নাম্নী কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করিতেছেন শ্রবণ করিয়া আমিই কেবল এবিষয়ে সাহস পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত পরিহাস করিতাম। অল্পদিনের মধ্যে ডাক গাড়ীর ইঞ্জিন চালকের পদে উন্নীত হওয়ায় সেই সময় হইতে তাঁহার সহিত আমার প্রায় সাক্ষাৎ কিম্বা বাক্যালাপ ঘটিত না; কারণ প্রাতে যখন প্রথম গাড়ীখানি দ্রুতবেগে নিম্নাভিমুখে ছুটিয়া যায়, তখন ষ্টেসন মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে হস্তসঞ্চালন করিতাম, পরে কখনও মুহূর্ত্তের জন্য রজনীতে তাঁহাকে ঊর্দ্ধাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিতাম।

তাঁহার নূতন কর্ম্মে পদোন্নতি হইবার কিছুদিন পরে এইরূপ প্রচারিত হইল যে, জো ব্রাউন নামক এক যুবা সূত্রধর সুন্দরী হেতী হকিন্‌সের দ্বিতীয় প্রণয়াভিলাষী হইয়াছেন। এক দিবস প্রাতঃকালে টমের দ্রুতগামী ডাক গাড়ী নিরাপদে আমাদের ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য যখন একখানি মালগাড়ী পার্শ্বস্থিত লৌহবর্ত্মে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সময়ে তাহার রক্ষকের নিকট আমি ইহা শুনিয়াছিলাম, ও টমের গমন কালে তাঁহার মুখাকৃতি বিকৃতি দেখিয়া আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে, বোধ হয় তিনিও এ বিষয় অবগত আছেন। উল্লিখিত জো ব্রাউন সাধারণতঃ একজন অকর্ম্মণ্য যুবক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়ঃ—গুণেরদিকে কয়জন দৃষ্টিপাত করে? গুণ বুঝিতে সময় লাগে। প্রথম সন্দর্শনে রূপই চোখ ঝলসাইয়া দেয়। তৎকালে জো যৌবন সীমায় উপনীত এবং রূপবান পুরুষ ছিলেন। ইঞ্জিন চালক টম্ অপেক্ষা অধিক অবকাশ থাকায় বালিকার সহিত আলাপে তাঁহার অধিক সুবিধা হইয়াছিল; সুতরাং প্রিয় বন্ধু

টমের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অসুবিধার বিষয় বলিতে হইবে। কবি গাহিয়াছেন——

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে,
বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গসৈব তথৈকা,
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

টমের প্রেম এই শ্রেণীর। যদিও প্রণয়িনী দর্শনে তত সুবিধা ছিল না, তবুও যে অকৃত্রিম প্রেম গাঢ়ভাব ধারণ করিয়া হৃদয়ের প্রতিস্তরে হেতীর সে চারুমূর্ত্তি গাঁথিয়া দিল। কিন্তু অপর দিকে দেখুন, হেতীর টমের প্রতি সে প্রেম কোথায়? যে হৃদয়পটে টমের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইতেছিল, সেই হৃদয়পটেই কেবল তাঁহার অদর্শন জন্য জো'র মূর্ত্তি আসিয়া বসিল।

প্রিয় দরশনে হায়, বঞ্চিত যে জন,
পারে কি ধরিতে হৃদে সে প্রেম রতন?

জো'র একটী চাতুরীর বিষয় বলিতেছি; আমার গল্পের কিয়দংশ ইহার উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিতেছে। হেতী সর্ব্ববিষয়ে রীতিমত শিক্ষিতা হইয়াছিল—বাল্যাবস্থায় অধ্যয়নার্থ নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে ও ধর্ম্মালয়ে গমন করিত এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, "কে—র" ধর্ম্মোপদেশক দ্বারায় তৎপল্লীস্থ বালকবালিকাদিগের জন্য প্রতি রবিবারে যে বাইবেল্ শ্রেণীর অধিবেশন হইত, হেতী তাহাতেও নির্দ্দিষ্ট সময় যোগদান করিত—ধর্ম্মোপদেশক বালকগণকে এবং তাঁহার পত্নী বালিকাগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। কিন্তু সেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিহীন জো কি করিতে আরম্ভ করিলেন?—তিন মাসের মধ্যে একদিনের জন্যও যিনি উপাসনা গৃহে যোগ দিতেন না, হঠাৎ তাঁহাকে অত্যন্ত ধর্ম্মপিপাসু দেখা গেল,—উপদেষ্টার বাইবেল্ শ্রেণীতে রীতিমত যোগদান করিতে লাগিলেন। হইতে পারে তাঁহার অভিপ্রায় মন্দ ছিল না, কিন্তু কখন কখন গল্প শুনা যাইত যে, শিশিরসিক্ত মাঠের মধ্য দিয়া ধর্ম্মালয়ে গমন এবং উপাসনান্তে হেতীর সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন জনিত সুখের সহিত তাঁহার এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ ছিল।

এই সকল শুনিয়া টম কি করিতেছেন জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত

কৌতূহল জন্মিল ; কিন্তু তাঁহার সহিত বাক্যালাপের কোনরূপ সুবিধা ছিল না। ঈশ্বর সুযোগ যুটাইয়া দিলেন। একদিন প্রাতঃকালে সাণ্টিণ্ডের কিছু দেরী হওয়ায় সঙ্কেত চিহ্ন তাঁহার পক্ষে নহে দেখিয়া অগত্যা টমকে কিয়ৎক্ষণ ষ্টেসনমঞ্চে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমি ইত্যবসরে তাঁহাকে বলিলাম, "হাঁ মহাশয়, শুনিলাম নাকি জো বিবাহার্থী হইয়া আপনার হেতীর উপাসনা করিতেছে, ইহা কি সত্য ?"

শপথপূর্ব্বক ক্রোধব্যঞ্জক কুটিল ভ্রুকুটী করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, ইহা সম্পূর্ণ সত্য ; আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, যদি কখনও আমার হেতীর পার্শ্বে জো'কে দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার আত্মরক্ষা দুরূহ হইবে।"

ইতি মধ্যে সাঙ্কেতিক নিশান পতিত হইল, আর একটী কথা কহিবারও মুহূর্ত্তমাত্র অবসর রহিল না, তৎক্ষণাৎ ট্রেনখানি ষ্টেসন পরিত্যাগ করিল। তাঁহার তৎকালীন মুখাকৃতি অবলোকন করিয়া আমার স্পষ্টই মনে হইয়াছিল যে, যদ্যপি কোনক্রমে তাঁহাদিগের উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা হইলে জো'র বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন টমের হঠাৎ শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পঁহুছিল, সেই মুহূর্ত্তে স্বতঃই এই চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছিল যে, তিনি সাতিশয় ঈর্ষান্বিতান্তঃকরণে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সেই দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার একটী কর্ম্মচারীর নিকট এই শোচনীয় ঘটনার বিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া বুঝিলাম আমার অনুমান বড় মিথ্যা নহে। ট্রেনখানি এই ষ্টেসন ছাড়িয়া "কে—" পর্য্যন্ত নিরাপদে গমন করিল। হকিন্‌সের ফটকের নিকট পঁহুছিলে গাড়ীখানি পূর্ণবেগে ছুটিতেছিল। তাঁহারা সকলে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বল খেলায় উন্মত্ত ছিলেন ; দুরদৃষ্টবশতঃ সেই সুখের সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে হেতী তাহার কুটীর সংলগ্ন ক্ষুদ্রকাননে পুষ্পচয়ন করিতেছে এবং জো তাঁহার অস্ত্রপূর্ণ থলিয়াটী পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া ফটকে ঠেস দিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেছেন। অগ্নিরক্ষাকারী বলিল যে, তৎকালে টমের বদনমণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল ; তাঁহার ললাটের শিরাসমূহ স্ফীত হইয়া যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল ; মুহূর্ত্তকালের জন্য ক্রোধে তিনি রুদ্ধকণ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি সত্বর বাক্‌শক্তি পুনঃ

প্রাপ্ত হইয়া সহস্র প্রকারে শপথ ও অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে এক উচ্চ তীরভূমি আসিয়া তাঁহাদিগকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিয়া দিল। কিন্তু টম এরূপ ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন যে, বিপদের সম্ভাবনা বিস্মৃত হইয়া ইঞ্জিনের বহির্ভাগে নতদেহে পশ্চাদ্ভাগ অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রহারব্যঞ্জক মুষ্টি প্রদর্শন করাইলেন। মহাশয়, কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়াছেন, এমন সময়ে ট্রেনখানি একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতুর নিম্নদেশে প্রবেশ করিল, তাঁহার মস্তক একটী পিলায় আহত হওয়ায় তিনি সজোরে ইঞ্জিন হইতে অধোদেশে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভীত অগ্নিরক্ষাকারী তৎক্ষণাৎ ট্রেনখানি থামাইয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইবার মানসে একজন গার্ডের সহিত দ্রুতবেগে তথায় যাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার জীবন রক্ষার বিন্দুমাত্রও আশা নাই ; কারণ তাঁহার বদনমণ্ডলের ভয়ঙ্কর কর্ত্তন হইতে অবিরত ধারে প্লাবিত শোণিতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর সিক্ত হইতেছে এবং সেই আঘাতে তাঁহার মস্তকের দক্ষিণাংশ গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ঊর্দ্ধমুখে তাহারা "কে—" ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথাকার গ্রাম্য চিকিৎসককে আনয়ন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ পরীক্ষায় তাঁহার গতায়ুর বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন "এ প্রকারে আহত হইলে কেহ ক্ষণকালের জন্যও জীবিত থাকেন না।"

ভাবিয়া দেখুন, ঘটনাটী শুনিয়া তৎকালে আমার মানসিক ভাব কিরূপ হইয়াছিল ; অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা যে আমি অধিক মর্ম্মবেদনা পাইয়াছিলাম, তাহা নহে ; কিন্তু এইরূপে ক্রোধোদ্দীপ্ত হৃদয়ে অভিসম্পাৎ প্রদান করিতে করিতে মনুষ্যের মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিয়া আমি অতীব মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় যে হেতী হকিন্‌স্ কখনও ইহার যথার্থ কারণ শ্রবণ করে নাই ; বালিকা ফটক অতিক্রমকালে ক্রুদ্ধ টমের বীভৎস মুখভঙ্গী যথাসময়ে দেখিয়াছিল এবং তাহার কিছু মুহূর্ত্ত পরে যে টমের মৃত্যু হইয়াছে তাহাও জানিত, কিন্তু হায়, সম্পূর্ণরূপ নিরপরাধিনী হইয়াও যে, সে টমের মৃত্যুর এক মাত্র কারণ হইয়াছিল, তাহা সে কখনও বুঝিতে পারে নাই। টমের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে হেতী অবশ্যই অত্যন্ত দুঃখিতা ছিল ; কিন্তু তাঁহার সে গাঢ় প্রেমের কোনও প্রতিদান হয় নাই বলিয়া বালিকার মনে অণুমাত্রও মানসিক

ক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই। দুঃখ মানবের মনে কয় দিন স্থান পায়? যে পিতা তাঁহার সে কুসুম কোমল নয়নের মণি হৃদয়ের তারা এক মাত্র পুত্র পাইয়া সুখ-সাগরে ডুবিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন বুঝি বা এ সুখের অবধি নাই, বুঝি বা এহেন অন্ধের যষ্টিতে যদি বঞ্চিত হই, তবে দণ্ডমাত্র বাঁচিব না, হায় আজ দেখ সেই পিতা সেই আঁধারের মাণিককে হারাইয়া ভুলিয়া গিয়াছেন; সে স্মৃতির লেশমাত্রও নাই। নৈসর্গিক নিয়মই এইরূপ। যদি ইষ্ট জন বিরহ-জনিত দুঃখ চিরকালই সমভাবে আমাদের হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কয়দিন আমরা জীবিত থাকিতে পারিতাম? ধন্য দয়াময়ের দয়া! মূর্খ মানব আমরা, কেবল দিন কয়েক কাঁদাকাটি করিয়া কাটাই। টমের বিষয়েও এইরূপ হইল। ব্লিকতক রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ইহা লইয়া অত্যন্ত আন্দোলন চলিতে লাগিল, পরে সব পূর্ব্বরূপ হইল; জ্যেক্ উইলকিন্‌সন্ নামক অপর এক ব্যক্তি "ফায়ার কুইনের" চালকপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। টম্ প্রাইস্ বিস্মৃতির চিরগর্ত্তে নিমজ্জিত হইলেন। ক্রমে "কে—তে" এইরূপ জন-শ্রুতি প্রচারিত হইল যে, গভীর অন্ধকার নিশিতে টমের প্রেতাত্মা দুই একবার দৃষ্টিগোচর হইত, কিন্তু এ কথায় কেহ বিশ্বাস করে নাই।

এই ঘটনাটী মে মাসের শেষে ঘটে। এখন ৩রা জুলাই তারিখের সেই দৈব অদ্ভুত ঘটনার বিষয় বলিতেছি; কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ঘটনা অবলোকন করিয়া আমার নিজের অনুভবলব্ধজ্ঞান বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে উক্ত দিবস প্রাতঃকালে লৌহবর্ত্মের প্রথম সীমাস্থ প্রাঙ্গণে যাহা ঘটিয়াছিল, শুনুন। জ্যেক্ উইলকিন্‌সন্ সাধারণতঃ ট্রেন ছাড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার কার্য্যে আগমন করিতেন। সে দিনও পূর্ব্বমত তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার "ফায়ার কুইন্" নির্দ্দিষ্ট চালাতে নাই; তিনি প্রাঙ্গণের সর্ব্বস্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও দেখিতে না পাইয়া ইঞ্জিন ঘূর্ণনকারীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। তাহাকেও তাহার নিজ আবাসে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর উইল্‌কিন্‌সন্ তাহাকে দূর হইতে একটী ক্ষুদ্র লোকমণ্ডলী মধ্যে দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া দেখিলেন যে তাহারা ভূপৃষ্ঠে শায়িত মূর্চ্ছাপন্ন এক ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি তাঁহার একটী পূর্ব্ব পরিচিত কর্ম্মচারী;

শীঘ্রই তাহার মূর্চ্ছা অপনোদন করা হইল, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে ভয়-বিজড়িত স্বরে কেবল "টম্‌প্রাইস, টম্‌প্রাইস" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ইঞ্জিন ঘূর্ণনকারী অতি ব্যগ্রতা সহকারে বলিল, "কি বলিতেছে? সেও তাহাকে দেখিয়াছে?" তখন সে সকলের ঔৎসুক্যসূচক প্রশ্নে উত্তর প্রদান করিয়া বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, আমি "ফায়ার কুইন কে" চালাইয়া লইয়া অতি সুস্পষ্টরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিলাম; শরীর বিকটাকার প্রাপ্ত, শোণিত সিক্ত, অবিরত ধারে তাঁহার বদনমণ্ডলের দক্ষিণাংশ দিয়া প্রবল বেগে শোণিত ধারা ছুটিতেছে। এই ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমি ইঞ্জিনের অপর পার্শ্ব দিয়া ভয়ে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলাম। সে ভীষণ দৃশ্য আমার নেত্র দর্পণে এখনও স্পষ্ট বিভাসিত হইতেছে; এখনও আমি প্রকৃতস্থ হইতে পারি নাই। এরূপ দৃশ্য জীবনে আর কখনও অনুভব করি নাই।"

পূর্ব্ব মূর্চ্ছিত ব্যক্তি কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, ঠিক কথা, আমি তাঁহার ঐরূপ আকৃতি দেখিয়াছি; তিনি আমার দিকে আসিয়াছিলেন, আমি হস্তস্থিত লগুড় দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য, শূন্যে আঘাতের ন্যায় ইহা তাঁহার শরীরের মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া গেল; মূর্ত্তিটী ঠিক পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া আমি বলহীনের ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, পরে তাহার কি হইল জানি না।"

কেহই ইহার বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না, যেহেতু দুইজন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে; সাধারণে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, কেহ চাতুরী খেলিয়াছে, কিন্তু কি রূপে এবং কাহার কর্ত্তৃক ইহা সঙ্ঘটিত হইল, কেহ বলিতে পারিল না। যখন এই ঘটনায় প্রত্যেকে স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে জ্যেক্ ইঞ্জিন ঘূর্ণনকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইতিমধ্যে তুমি ইঞ্জিনখানি কোথায় রাখিয়াছ।"

সে উত্তর করিল "তাহার চালায় দেখিতে পাইবেন; যখন আমি তাহাকে চালায় রাখি, ঠিক সেই সময়ে টম্ প্রাইস্‌কে তথায় দেখিয়াছিলাম।"

জ্যাক্ বলিলেন, "ইঞ্জিন চালায় নাই এবং প্রাঙ্গণের কোন স্থানেও তাহাকে দেখিতে পাই নাই।"

ক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই। দুঃখ মানবের মনে কয় দিন স্থান পায়? যে পিতা তাঁহার সে কুসুম কোমল নয়নের মণি হৃদয়ের তারা এক মাত্র পুত্র পাইয়া সুখ-সাগরে ডুবিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন বুঝি বা এ সুখের অবধি নাই, বুঝি বা এহেন অন্ধের যষ্টিতে যদি বঞ্চিত হই, তবে দণ্ডমাত্র বাঁচিব না, হায় আজ দেখ সেই পিতা সেই আঁধারের মাণিককে হারাইয়া ভুলিয়া গিয়াছেন; সে স্মৃতির লেশমাত্রও নাই। নৈসর্গিক নিয়মই এইরূপ। যদি ইষ্ট জন বিরহ-জনিত দুঃখ চিরকালই সমভাবে আমাদের হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কয়দিন আমরা জীবিত থাকিতে পারিতাম? ধন্য দয়াময়ের দয়া! মূর্খ মানব আমরা, কেবল দিন কয়েক কাঁদাকাটি করিয়া কাটাই। টমের বিষয়েও এইরূপ হইল। ব্লিনকতক রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ইহা লইয়া অত্যন্ত আন্দোলন চলিতে লাগিল, পরে সব পূর্ব্বরূপ হইল; জ্যেক্ উইলকিন্‌সন্ নামক অপর এক ব্যক্তি "ফায়ার কুইনের" চালকপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। টম্ প্রাইস্ বিস্মৃতির চিরগর্ত্তে নিমজ্জিত হইলেন। ক্রমে "কে—তে" এইরূপ জন-শ্রুতি প্রচারিত হইল যে, গভীর অন্ধকার নিশিতে টমের প্রেতাত্মা দুই একবার দৃষ্টিগোচর হইত, কিন্তু এ কথায় কেহ বিশ্বাস করে নাই।

এই ঘটনাটী মে মাসের শেষে ঘটে। এখন ৩রা জুলাই তারিখের সেই দৈব অদ্ভুত ঘটনার বিষয় বলিতেছি; কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ঘটনা অবলোকন করিয়া আমার নিজের অনুভবলব্ধজ্ঞান বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে উক্ত দিবস প্রাতঃকালে লৌহবর্ত্মের প্রথম সীমাস্থ প্রাঙ্গণে যাহা ঘটিয়াছিল, শুনুন। জ্যেক্ উইলকিন্‌সন্ সাধারণতঃ ট্রেন ছাড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার কার্য্যে আগমন করিতেন। সে দিনও পূর্ব্বমত তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার "ফায়ার কুইন্" নির্দ্দিষ্ট চালাতে নাই; তিনি প্রাঙ্গণের সর্ব্বস্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও দেখিতে না পাইয়া ইঞ্জিন ঘূর্ণনকারীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। তাহাকেও তাহার নিজ আবাসে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর উইল্‌কিন্‌সন্ তাহাকে দূর হইতে একটী ক্ষুদ্র লোকমণ্ডলী মধ্যে দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া দেখিলেন যে তাহারা ভূপৃষ্ঠে শায়িত মূর্চ্ছাপন্ন এক ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি তাঁহার একটী পূর্ব্ব পরিচিত কর্ম্মচারী;

শীঘ্রই তাহার মূর্চ্ছা অপনোদন করা হইল, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে ভয়-বিজড়িত স্বরে কেবল "টম্‌প্রাইস, টম্‌প্রাইস" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ইঞ্জিন ঘূর্ণনকারী অতি ব্যগ্রতা সহকারে বলিল, "কি বলিতেছে? সেও তাহাকে দেখিয়াছে?" তখন সে সকলের ঔৎসুক্যসূচক প্রশ্নে উত্তর প্রদান করিয়া বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, আমি "ফায়ার কুইন কে" চালাইয়া লইয়া অতি সুস্পষ্টরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিলাম; শরীর বিকটাকার প্রাপ্ত, শোণিত সিক্ত, অবিরত ধারে তাঁহার বদনমণ্ডলের দক্ষিণাংশ দিয়া প্রবল বেগে শোণিত ধারা ছুটিতেছে। এই ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমি ইঞ্জিনের অপর পার্শ্ব দিয়া ভয়ে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলাম। সে ভীষণ দৃশ্য আমার নেত্র দর্পণে এখনও স্পষ্ট বিভাসিত হইতেছে; এখনও আমি প্রকৃতস্থ হইতে পারি নাই। এরূপ দৃশ্য জীবনে আর কখনও অনুভব করি নাই।"

পূর্ব্ব মূর্চ্ছিত ব্যক্তি কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, ঠিক কথা, আমি তাঁহার ঐরূপ আকৃতি দেখিয়াছি; তিনি আমার দিকে আসিয়াছিলেন, আমি হস্তস্থিত লগুড় দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য, শূন্যে আঘাতের ন্যায় ইহা তাঁহার শরীরের মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া গেল; মূর্ত্তিটী ঠিক পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া আমি বলহীনের ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, পরে তাহার কি হইল জানি না।"

কেহই ইহার বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না, যেহেতু দুইজন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে; সাধারণে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, কেহ চাতুরী খেলিয়াছে, কিন্তু কি রূপে এবং কাহার কর্ত্তৃক ইহা সঙ্ঘটিত হইল, কেহ বলিতে পারিল না। যখন এই ঘটনায় প্রত্যেকে স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে জ্যেক্ ইঞ্জিন ঘূর্ণনকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইতিমধ্যে তুমি ইঞ্জিনখানি কোথায় রাখিয়াছ।"

সে উত্তর করিল "তাহার চালায় দেখিতে পাইবেন; যখন আমি তাহাকে চালায় রাখি, ঠিক সেই সময়ে টম্ প্রাইস্‌কে তথায় দেখিয়াছিলাম।"

জ্যাক্ বলিলেন, "ইঞ্জিন চালায় নাই এবং প্রাঙ্গণের কোন স্থানেও তাহাকে দেখিতে পাই নাই।"

একজন সংশয়চেতা হাস্যসহকারে বলিলেন, "বোধ হয় টম্ তাহাকে লইয়া গিয়াছেন।"

ঘূর্ণনকারী উত্তর করিল, "তুমি নির্ব্বোধ, ইঞ্জিন নিশ্চয়ই তথায় আছে; আমাকে না বলিয়া কেহ তাহাকে স্থানান্তরিত করিবে না।" এই বলিয়া সে তাহার অন্বেষণে গমন করিল এবং অন্যান্য সকলে তাহার পশ্চাদ্গামী হইল; তাহারা চালায় উপস্থিত হইয়া সেখানে ইঞ্জিন দেখিতে পাইল না এবং প্রাঙ্গণের সর্ব্ব স্থান বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে প্রাপ্ত হইল না।

ইঞ্জিন ঘূর্ণনকারী উত্তর করিল, "অদ্ভুত কাণ্ড; গাড়ীখানি নিশ্চয় ছুটিয়া গিয়াছে; আইস, সিগ্‌নালারকে (Signaler) জিজ্ঞাসা করি।"

তাহারও নিকট এ বিষয়ের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তখন টারনার (Turner) বলিল, "ইঞ্জিনখানি নিশ্চয়ই চলিয়াগিয়াছে; আইস সুপারিণ্টেন্‌-ডেণ্টকে (Superintendent) এ বিষয়ে সমস্ত জ্ঞাত করি।"

তাঁহাকে সমস্ত বলা হইল; তৎক্ষণাৎ অন্বেষণ জন্য জংসনে তারযোগে সংবাদ প্রেরিত হইল; উত্তর আসিল, "হাঁ, একখানি খালি ইঞ্জিন মেন্ লাইন্ (main line) দিয়া অতি দ্রুতবেগে নিয়াভিমুখে ছুটিয়াগিয়াছে।" এই সংবাদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিপদ অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া ভয়বিহ্বলনেত্রে সকলে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল।

এ সব ঘটনা আমি তখন পর্য্যন্তও জানিতাম না। সেই সুন্দর উষাকালে সুবিমল প্রাতঃসমীরণভোগে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমি বাগানে একাগ্রচিত্তে একটী কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, এমন সময়ে দ্রুতগামী সেই ইঞ্জিনখানির দিগন্তব্যাপী প্রচণ্ড নিনাদে আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি জানিতাম দুই ঘণ্টার মধ্যে কোনও গাড়ী আসিবে না, সেই জন্য সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসুখে কিয়ৎক্ষণ মত্ত ছিলাম, এমন সময়ে সেই প্রলয়কালীন ঘোর নিনাদে আমার সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,—ভীতি-বিজড়িত মনে ভাবিলাম বুঝি বা ভুল করিয়াছি,—গাড়ীর শব্দ এরূপ দিগন্তব্যাপী হয়, পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।

দৌড়িয়া ষ্টেশন-মঞ্চে উপস্থিত হইলাম। অদূরে একখানি ইঞ্জিন ষ্টেশনের লাইন দিয়া বক্রভাবে আসিতেছে দেখিলাম। ষ্টেশন লাইনের বক্রতা বশতঃ ইঞ্জিনখানি পূর্ব্ববৎ বেগে যাইতেছিল না।—ধীর গমন বশতঃ ইঞ্জিনখানি দেখিবা

মাত্র "ফায়ার কুইন" বলিয়া চিনিতে পারিলাম—উপরে সশরীরে টম্ প্রাইস্ দণ্ডায়মান! যেমন আপনাকে দেখিতেছি, এমনই তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম—আমার তখন কিছুমাত্র মানসিক বিকার বশতঃ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে নাই। যাইতে যাইতে টম্ আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—সে ভীষণ দৃশ্য,—সজীব শরীরে সে অদ্ভুত বিকৃতি,—আমার হৃদয়পটে এখনও অঙ্কিত রহিয়াছে; যত দিন জীবিত থাকিব, ভুলিব না। জগদীশ! সে দৃশ্য যেন আর জীবনে না দেখিতে হয়! তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রতিশোধেচ্ছার বীভৎস আকৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও জ্বলন্তরূপে চিত্রিত ছিল,—বদনমণ্ডলের সে সতৃষ্ণ ভাব, সে আসুরিক উল্লাস বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার মুখমণ্ডলের বামাংশেই কেবল এই সকল পৈশাচিকভাব অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিলাম; দক্ষিণাংশে কেবল রুধিরের অবিরল ধারা পরিলক্ষিত হইল—সে অংশ একপ্রকার আকৃতিশূন্য হইয়াছে। সেই সুখের ঊষাকালে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মাতোয়ারা আমি যখন সেই নৈসর্গিক, অদৃষ্টপূর্ব্ব হিংসার বীভৎস প্রতিমূর্ত্তি টমকে দেখিলাম, তখন আমার মনের ভাব বর্ণনাতীত,—জনসাধারণেরও বুদ্ধির অগম্য। পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় কতক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না; তারসংবাদ-সঙ্কেতকারী ঘণ্টারবে আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল,—কলের পুতুলের ন্যায় আসিয়া কার্য্যে বসিলাম। একটী ইঞ্জিন প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া গিয়াছে; ইঞ্জিনখানির উপরে কেহই নাই, কোন দুর্ঘটনা না ঘটে এই জন্য আমাকে ইহাকে লাইন ছাড়াইয়া অন্য লাইনে ঠেলিয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। তখন সমস্ত ঘটনা যুগপৎ আমার মানসনেত্রে উপস্থিত হইল,—তখন বুঝিলাম ঘটনাটী কি, টমের বদনমণ্ডলে সে পৈশাচিক আমোদচিহ্ন কেনই বা উদ্ভাসিত হইতেছে। ভাবিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, হাত কাঁপিতে লাগিল,—"আদেশ বিলম্বে পহুঁছিয়াছে, "কে—" ষ্টেসনে সংবাদ দিন" এই বলিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলাম; কিন্তু বুঝিলাম সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইবে। আমার স্মরণ হইল ঠিক এই সময়ে একটী "বাজারগাড়ী" "কে—" ষ্টেসন ছাড়িয়া এই দিকে আসিবে। সহসা মনে পড়িল যে, "কে—র" ধর্ম্মযাজক সেই দিবস "সি—র" ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একটী বনভোজে আপন দলবল সমেত এই গাড়ীটীতে আসিতেছেন,—সুন্দরী হেতী ও প্রমাদী জো উভয়েই এই দলে ছিলেন। সকলেই আমোদ আহ্লাদে উন্মত্ত,

একবারও ভাবে নাই যে, তাহাদের সে সুখের পর্য্যবসান কি ভয়ানক! ভবিষ্যৎ দুঃসময় বলিয়া কে বর্ত্তমান সুখভোগ ছাড়িয়া দেয়? ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যদি সকলে কার্য্য করিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে দুঃখের ভার অনেক কমিয়া যাইত।

তাহার পর কি হইল সংবাদপত্রে অবশ্য পড়িয়াছেন। এই গাড়ীখানি বাজারগামী কৃষক ও কৃষকপত্নীতে পূর্ণ ছিল, এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মযাজকের দলবলের জন্য দুইটী ভিন্ন গাড়ী ছিল। সপ্তমসুরে সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী বাঁধা রহিয়াছে, গার্ড এই মাত্র গাড়ী ছাড়িতে যাইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ কালান্তক মৃত্যুর ভীষণ প্রতিনিধি স্বরূপ সেই ইঞ্জিনখানি প্রচণ্ডবেগে আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল। পরে কি হইল, আরও কি বলিতে হইবে? বাজারগাড়ীখানি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। পশ্চাতের দুইটী গাড়ী (যাহাতে ধর্ম্মযাজকের দলবল ছিলেন) কল সমেত ভাঙ্গিয়া ধূলিতে পরিণত হইল। গাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া পড়িল,—দুয়ার, কপাট, বেঞ্চ, চাকা, ছাদ, কল প্রভৃতি সমস্তই প্রবল বাত্যাপীড়নে তৃণরাশি যেরূপে দূরে নীত হয়, সেইরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। পরে শুনিলাম এই ভগ্নাবশেষগুলি একত্র করাতে স্তূপটী ২০ ফুট উচ্চ হইয়াছিল। অনেককেই অকালে মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হইতে হইয়াছিল। কি ভয়ানক দৃশ্য! কেহ আহত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে,—কেহ বা চাপা পড়িয়া হৃদয়বিদারী চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ ইঞ্জিনখানির চুল্লি হইতে একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই ভগ্ন ছিন্নবিচ্ছিন্ন গাড়ীর উপর পড়িল,—আবার কি ভয়ানক দৃশ্য! চতুর্দ্দিকে ধু ধু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর সর্ব্বনাশকারী হস্তচিহ্ন, অবিরল চীৎকারধ্বনি দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে,—ধূমপটল মেদিনীকে গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া আকাশ পর্য্যন্ত উঠিতেছে—কি ভয়ানক দৃশ্য! ষ্টেসন মাষ্টার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ এবং স্থানীয় সকলেই একত্র সমবেত হইয়া হুতভুকের হস্ত হইতে হতভাগ্যদিগের জীবন রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু কাষ্ঠ শুষ্ক থাকায় ক্ষণমধ্যে অগ্নি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল,—হতভাগ্যদিগের প্রায় সকলকেই তাহার আহুতি-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। কালের করাল কবলে নিপতিত হতভাগ্য-দিগের চীৎকারে পাষাণও বিদীর্ণ হইল। ধর্ম্মযাজক স্কন্ধ ও হস্ত ভগ্ন হওয়ায় এক স্থানে চাপা পড়িয়াছিলেন; সহসা তাঁহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল।

স্নেহ-বিজড়িত স্বরে তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, চুপ কর; আইস, সাহসের সহিত আমাদিগের কষ্ট সহ্য করি,—যাহারা পার, আমার সহিত যোগ দাও।" এই বলিয়া তিনি একটী সাধারণ জ্ঞাত স্তোত্র গাহিলেন। ধন্য দয়াময়, তোমার অতুল মহিমা! মূর্খ মানব আমরা, সম্পদে তোমাকে ভুলিয়া যাই,—কিন্তু বিপদে তোমার ঐ নামে কত শান্তি পাই, হৃদয়ের কত জ্বালা নিবারিত হয়। ধর্ম্মযাজকের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ কোমল হইতে পঞ্চমে উঠিল, সে স্বরের প্রতি লহরে কি মধুধারা ঝরিতেছিল, সে স্বর স্পষ্ট হইতে আরও স্পষ্ট আরও উচ্চ হইয়া দিগন্ত প্লাবিত করিল। ধন্য দয়াময়, বিপদে তুমি ভিন্ন আর গতি নাই। এই রেলওয়ে ঘটনায় বিপন্নদিগের মধ্যে হয়ত অনেকেই জীবনে একবারও তোমার নাম উচ্চারণ করে নাই, চিরকাল সুখের আশায় কাটাইয়াছে, আজ তাহারাও শান্তি পাইবার জন্য সমস্ত ভুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে তোমার নাম করিতেছে। একটী দুইটী করিয়া ক্রমশঃ অনেকেই ধর্ম্মযাজকের সহিত যোগ দিল; তখন তাহাদের কণ্ঠস্বর চতুর্দ্দিক মাতাইয়া সকলের মনে শান্তি দিয়া দিগ্‌দিগন্তর ধ্বনি করিয়া নীল আকাশ পর্য্যন্ত উঠিল। সমস্বরে সকলে গাহিল—

হে দীন শরণ।
যাব তব পাশে, আজি এই আশে,
পদে লইনু শরণ॥
সংসারের যত জ্বালা ভুলে যাব,
তোমার চরণে জীবন জুড়াব,
মনে সদা আকিঞ্চন।
লহ পদপাশে, কর কৃপা দাসে,
দেহ দীনে মুক্তিধন॥

গীতের একটী মোহিনী শক্তি আছে। গায়ক যদি ভাবের সহিত প্রাণের নিভৃত কন্দর হইতে গাহে, গাওয়া যেরূপই হউক না কেন, শ্রোতাদিগের মন প্রাণ হরণ করিবেই করিবে। বালক-বালিকা কণ্ঠনিঃসৃত এই গীতে মোহিত হইয়া অনেকেই তাহাদের উদ্ধারার্থ আসিয়া যোগ দিল। ধন্য পরমেশ! প্রতি হাতে তোমার নাম না গাহিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না। তোমার নামে কি অপূর্ব্ব শান্তি আছে। মৃত্যুর ক্রোড়ে যন্ত্রণামধ্যে যদি তোমার নামে এত শান্তি

পাওয়া যায়, তবে না জানি সুস্থ শরীরে মানব যদি এইরূপে তোমাকে ডাকিতে পারে, তবে কত শান্তি পাইতে পারিবে! ক্রমশঃ অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। তখনও যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করা হইল। যাহারা এই দৈবদুর্ব্বিপাকে জীবন হারাইয়াছিল, তাহাদিগের জন্য রেলওয়ে কোম্পানীকে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইয়াছিল। সেই ধর্ম্মাত্মা, উন্নতচেতা, ঈশ্বরভক্ত যাজকের হস্ত পুড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছু দিন ভুগিয়া তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। এই সমস্ত ঘটনার মূল নিদান সেই সুন্দরী হেতী দৈব সাহায্যে এক প্রকার নিরাপদে রক্ষা পাইয়াছিল। তাহার হাতে অগ্নির উত্তাপ লাগে, শরীরের স্থানে স্থানে অল্প আঘাত লাগে এই মাত্র। জো ব্রাউনকে সেই ধ্বংশের সর্ব্বনিম্নে পাওয়া গেল। গাড়ীর ভারে তাহার শরীর নিষ্পেষিত হইয়াছে। এই প্রকারে টম প্রাইস্ তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

বোর্ড অব্ ডিরেক্টর (Board of Directors) হইতে রীতিমত অনুসন্ধান হইল,—টমকে যে গাড়ীর উপর দেখা গিয়াছিল, একথা তাঁহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে তাঁহারা এই মত প্রচার করিলেন যে, ইঞ্জিন খানি হঠাৎ আপনা হইতে ছুটিয়া যায়, তাহার উপর এই কর্ম্ম সংক্রান্ত কেহই থাকে নাই। এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, গাড়ী পরিষ্কারকারী কোন বালক কল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল ও বাষ্প নিয়ামক (Regulater) যন্ত্রটী খুলিয়া দিয়াছিল। তাহারা কখনও কখনও কল লইয়া এইরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকে। এইরূপ ভ্রম সিদ্ধান্তে দুইটী বালক সন্দিগ্ধ হইয়া দণ্ডিত হয়। কিন্তু যাহাই হউক, শত বোর্ড অব্ ডিরেক্টর একবাক্যে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও আমার সে বিশ্বাস কিছুতেই অপনোদন হইবে না। টমের সে বিকট মুখমণ্ডল এখনও আবার মানসপটে সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে,—এখনও আমি তাহাকে যেন দেখিতে পাইতেছি। এতদ্ব্যতীত ইঞ্জিন ঘূর্ণনকারী ও গর্ত্তমার্জ্জনকারী (Pit-sweeper) উভয়েই তাঁহাকে দেখিয়াছিল—তবে কি তাহারাও মিথ্যা বলিতেছে? তাহারাও কি ভুল করিয়াছে? সাধারণের বিশ্বাস ইঞ্জিনখানির উপর অবশ্য অপর কেহ দণ্ডায়মান ছিল, কুহকিনী কল্পনাদেবী তাহাকে টম বলিয়া আমাদের ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছিল;—কিন্তু একথা আমি স্বীকার করি না। যেমন আপনাকে দেখিতেছি, তেমনই তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম; যেমন আপনাকে চিনি, তেমনই টমকে চিনিতাম; এরূপ স্থলে আমার যে ভ্রম হইয়াছিল, সে কথা কেন স্বীকার করিব? আরও ভাবিয়া দেখুন, যদি কোন মনুষ্যদ্বারা ইঞ্জিনখানি চালিত হইয়া থাকে, তবে তাহার সে মৃত দেহ কোথায়? অবশ্যই মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাহারও মৃত দেহ পাওয়া যাইত; কিন্তু কৈ, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তো তাহার কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া গেল না। না, আমি কিছুতেই এ সব কথায় বিশ্বাস করিব না, নিশ্চয়ই টম্ এই দারুণ প্রতিশোধ লইবার জন্য কবর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; যদি রাজার ঐশ্বর্য্য পাই, তথাপি আমি কিছুতেই টমের ন্যায় আমার আত্মাকে ঘৃণিতভাবে কলুষিত করিব না।

এখন বুঝুন, মহাশয়, ভৌতিক কাণ্ডে বিশ্বাস করা কি নির্ব্বোধের কার্য্য?

গল্প শেষ হইল। কেবল গল্প লেখাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে; মনস্তত্ত্ববেত্তারা এই গল্পটী পড়িয়া ইহার ভিতর কত দূর সত্য প্রতিভাত হইতেছে, বুঝিয়া দেখুন। একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাহার কোনও প্রতিশোধের উৎকট আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইতে না হইতেই যদি মানবলীলা সম্বরণ করে, তবে মৃত্যুর পর এই স্থূল দেহ নষ্ট হইলে তাহার সে আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয় না; সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য সে সুযোগ খুঁজিতে থাকে। জীবিত থাকিলে যে উপায়ে সে এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিত, মৃত্যুর পরও ঠিক সেই প্রকারে একটী উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বোর্ড অব্ ডিরেক্টর হইতে যে মত প্রচার হইয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা না হইতে পারে; হইতে পারে টমের প্রেতাত্মা একটী বালক দেহ আশ্রয় করিয়া তাহাকে বাষ্প নিয়ামক যন্ত্রটী উন্মুক্ত করিতে নিয়োজিত করিয়াছিল। স্থূল দেহের সকল কার্য্য কখনও সূক্ষ্ম দেহে সম্ভবে না।

শ্রীবিরাজমোহন দে।

সাধনা।

দেবী!

দূর দেশে ছিনু করুণার কথা
শুনিয়া এসেছি আজ,

দুয়ারে তোমার হয়েছি ভিখারী
ফেলিয়াছি শত কাজ।
দর্শনে তব ব্যাকুল চিত্ত
শান্ত হইবে মোর,—
নূতন যন্ত্রে শুনি নব গান
চিত্ত হইবে ভোর।
যুগ-যুগান্তে তোমারি লাগিয়া
ঘুরিয়াছি দেশ দেশ,—
উদ্দেশে তব ব্যাকুল জীবন
কতই করেছি শেষ।
তবু পাই নাই তব দরশন
ব্যর্থ যতন সব;
তাই গো কেবলি বিষাদ কণ্ঠে
উঠিছে করুণ রব।

দেবি!
নূতন মোহন ধরিয়া মূর্ত্তি
নয়ন সমীপে আজ,
মধুর মধুর নর্ত্তন কর
পরি অভিনব সাজ।
বীণার তন্ত্রী বাঁধহ আবার
ধর সুললিত তান,
ঘুচিবে অন্ধ তমোরাশি হৃদে
পুলকে পূরিবে প্রাণ।
করযুগ ভরি ভক্তি কুসুম
ঢালিব তোমার পা'য়,—
চঞ্চল হৃদে শান্তি রাজিবে
এড়াইব যাতনায়।

দেবি!
তখনি অমনি পড়িবে গো মনে
তোমারেই শতবার,

অজ্ঞাতে কত করিয়াছি পূজা,
দেখিয়াছি কত আর।
অজানা রবে না অতীত জীবনে
পড়িবে আলোক রেখা,
তাহারি মাঝারে শুভ্র তোমার
মুখখানি যাবে দেখা।
হইয়াছে গত যতেক আমার
আঁধারগ্রস্ত প্রাণ,
প্রত্যেক বারে তোমারি আলোক
করিয়াছ দেবি! দান।
বিঘ্ন বিহীন উদ্দেশে তব
ধরায় জীবন ভার,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল তোমারি কিরণে
বহিয়াছি কত বার।

দেবী!
যত দিন তব মধুর নিনাদ
পশিবে না শ্রুতিপথে,
তত দিন তুমি কুয়াশায় ঢাকা
রহিবে শূন্য রথে।
তত দিন তুমি হৃদয় সরোজে
উদিবে না রূপ ধরি,
তত দিন আমি ব্যর্থ জীবন
বহিব তোমারে স্মরি'।
এমনি কি মোর ছুটিবে উৎস?
বিফল বাসনা সার?
তুমি আসিবে না! কেমনে গো হৃদে
ঘুচিবে অন্ধকার?

দেবি!
এস তবে নামি অন্তর মাঝে
র'চেছি সিংহাসন,
প্রতীক্ষা করি রহিব বসিয়া
করিব জীবন পণ।
যদি না আসিবে এ জনমে তুমি
চাহিব দীর্ঘ পথ,

জন্মান্তরে বিষাদ দৃষ্টি
হেরিবে তোমার রথ।
তাহাতেও যদি নাহি আস দেবী
অনন্তে মিশি' যাব,
অনন্ত কাল অনিমেষ আঁখি
পথ পানে তব চাব।
প্রতীক্ষা করি আশা পথ চাহি
যদ্যপি দেখি কা'র
বসিয়া থাকিতে বুঝিতে গো তবে
কত ব্যথা করি সার।

খলিসানী, চন্দননগর, } শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ,

উত্তর।

(গত শ্রাবণ মাসের "পন্থায়", সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত "প্রশ্ন" শীর্ষক কবিতার উত্তরে লিখিত হইল।)

কে বলিল এ জীবন মায়ার স্বপন?
নহে নহে! এ যে সখা শুধু জাগরণ!
দৃপ্তবলে চলি যাও জীবনের পথে
বাঁধিয়া হৃদয় উচ্চতারে; মনোরথে
আরোহিয়া; মহাজন-পদাঙ্ক ধরিয়া;
বিধাতাচরণে যেন লক্ষ্য রাখে হিয়া!
আছে অরি ছয়জন, দুর্জ্জয় ভীষণ
পরাভব কর নহে হবে অঘটন!
সত্য এ জীবন শুধু তরণী চালনা,—
কিন্তু পথে ঝটিকার সদা সম্ভাবনা!
অটল বিশ্বাস আর ভক্তি ভগবানে
তীরে শুধু লয়ে যায় স্থির জেনো মনে।
কে বলে উদ্দেশ্যহীন মানব-জীবন?
কর্ম্ম-মোক্ষ, ধরণীর লক্ষ্য সর্ব্বক্ষণ!

শ্রীঅনাদিপ্রসাদ দাস।

৬ষ্ঠ ভাগ।] অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। [৮ম সংখ্যা।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্. ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত
এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২০।২ নং মস্জিদ্বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পত্রাঙ্ক।
১। পৌরাণিক কথা।	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম্-এ, বি,-এল্,	২৮১
২। গৌরামৃত-লহরী।	" গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,	২৯১
৩। পাগলের প্রলাপ।	"	২৯৪
৪। দৈব ও পুরুষকার।	" আশুতোষ দেব	২৯৫
৫। উপাসনার অবলম্বন।	" চন্দ্রশেখর বসু	৩০১
৬। বাঙ্গেকের কথা।	" জনৈক বিন্দ	৩১০
৭। পার্লামেণ্টে প্রেতাত্মা।	" উপেন্দ্রনাথ নাগ	৩১৪
৮। শ্রীমতি আনি বেসান্তের প্রতি।	কুলদাপ্রসাদ মল্লিক	৩১৮
৯। গীত।	" কুলদাপ্রসাদ মল্লিক	৩২০

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০
নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

Printed by Bipin Krishna Doss, at the MERCHANT PRESS,
1, Swallow Lane, Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ⁄০আনা কমিশন পাঠাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত, প্রকাশক।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য ১৲ এক টাকা, বিলাতী বাঁধান ১॥০ দেড় টাকা।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর হেরিং, গ্যারেন্‌সি, কেণ্ট, সি, ভন্‌, বেনিং হোসেন্‌ কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্‌" প্রভৃতি নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাই পুস্তকখানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ, কার্য্যাবশেষ পূরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিঘ্নতা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি। ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক পৃথক সময়ানুসারে ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রেশন ও এগ্রাভেশন্‌) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকে আর্টপেপারে অতি উৎকৃষ্ট জর্ম্মান ফটো হইতে উদ্ধৃত মহাত্মা ৺সামুয়েল হানিমানের ১ খানি করিয়া প্রতিকৃতি ও গ্রন্থকারের ফটো ও নামের মোহরাঙ্কিত আছে। ঐ হানিমানের ফটো বড় সাইজের মূল্য—।/০ পাঁচ আনা। সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। মূল্য—১৲ টাকা।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
V. L. M. S.
পোষ্ট মহানদ, জেলা হুগলি।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৬ষ্ঠ ভাগ। { অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সাল। } ৮ম সংখ্যা।

পৌরাণিক কথা।

বস্ত্রহরণ।

সেই নূতন ভাবের ছটফটিতে, গোপবালাগণ কাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ করিলেন। কাত্যায়নীর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তাঁহাদের কামনা পূর্ণ হইবার নহে।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ কুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চন ব্রতম্‌॥

১০-২২-১

হেমন্ত কালে অগ্রহায়ণ মাসে নন্দ ব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন করিয়া কাত্যায়নী ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন

আপ্লত্যান্তসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবী মানচুর্ নৃপ সৈকতীম্॥

১০-২২-২

কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া অরুণোদয় কালে তাঁহারা কাত্যায়নীর বালুময় প্রতিমা রচনা করিয়া পূজা করিতেন।

গন্ধৈর্ মাল্যৈঃ সুরভিভি বলিভি ধূপদীপকৈঃ।
উচ্চাবচৈ শ্চোপহারৈঃ প্রবাল ফল তণ্ডুলৈঃ॥

১০-২২-৩

গন্ধ মাল্যাদি নানা উপহার দিয়া তাঁহারা এইরূপে পূজা করিতেন।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দ গোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধিশ্বরি! হে দেবি! নন্দ গোপের পুত্রকে আমার পতি কর। তোমাকে নমস্কার।

ইতি মন্ত্রং জপন্তস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥

এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই কুমারীগণ পূজা করিতেন।

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ॥

এইরূপে কৃষ্ণময়চিত্ত হইয়া কুমারীগণ একমাস যাবৎ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন এবং ভগবতী ভদ্রকালীর সমীপে নিত্য এই প্রার্থনা করিতেন যে নন্দসুত আমার পতি হউন।

ব্রজবালাগণ এখনও কুমারী। কৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহারা আর কিছু জানেন না। তাঁহারা কৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন। সাংসারিক নিয়ম অনুসারে, ভেদের শাস্ত্র অনুসারে, বেদের বিধি অনুসারে, ইহাতে কোন দোষ নাই। এরূপ কামনা জুগুপ্সিত নহে।

কিন্তু এই কামনা পূর্ণ হইতে গেলে বৈধধর্ম্মের অপলাপ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহারিক জগতে ক্ষত্রিয়। তিনি বিধিমত ক্ষত্রিয়া রমণীর পাণি গ্রহণ করিতে পারেন। এবং যদিও বৈশ্যার পাণিগ্রহণ একবার অবৈধ ছিল না, তথাপি নিন্দনীয় ছিল। আর গোপবালাগণ ভেদের নিয়মে আবদ্ধ ছিলেন

না। তাঁহাদের বৈবাহিক সংস্কার উপলক্ষণ মাত্র। সংসার তাঁহাদের জীর্ণ বাস। সংসার তাঁহারা মনে মনে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিষয়ের গন্ধ তাঁহাদের হৃদয়ে ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ কাম নহে, প্রেম। সে অনুরাগ সহজ অনুরাগ। আত্মার প্রতি যেমন সকলের সহজ অনুরাগ হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আত্ম-স্থানীয়; তাঁহার প্রতি তাঁহাদের সহজ অনুরাগ। ইহাতে আবার বিবাহ কি? ইহাতে আবার ভেদমূলক সংস্কার কি? ইহাতে আবার সামাজিক সম্বন্ধ কি?

আমাদের সামাজিক সম্বন্ধ ভেদমূলক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, দেবতা, মনুষ্য ইত্যাদি ভেদ সকল দ্বারা ভেদের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। সেই ভেদমূলক শাস্ত্র লইয়া আমরা বলি, এইটি পাপ ও এইটি পুণ্য। এইটি ধর্ম্ম, এইটি অধর্ম্ম।

মায়া কর্ত্তৃক ভেদ রচিত হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলে বৈকুণ্ঠের নীচে এই মায়ার অধিকার। মায়ার জালে আমরা সকলে বেষ্টিত আছি। যেমন জালের মধ্যে যে জন্তু থাকে, তাহার জালানুযায়ী প্রকৃতি হয়, এবং জালের বাহিরে আসিলেই সে অপ্রকৃতিস্থ হয়, সেইরূপ মায়ার মধ্যে বাস করিয়া আমাদের প্রকৃতি, ব্যবহার ও চেষ্টা মায়ার অনুগামী হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

কেবল মাত্র ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলে সেই মায়া অতিক্রম করিতে পারা যায়।

রজোগুণ ও তমোগুণ প্রধান মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সেই বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধদেশকে গোলোক বলে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের যে সম্বন্ধ, সে গোলোকগত সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধে মায়ার অধিকার নাই। ভেদের স্পর্শ নাই। রজোগুণ ও তমোগুণের লেশ নাই। সে সম্বন্ধ শুদ্ধ সত্ত্ব ময়। শুদ্ধ সত্ত্বময়ী দেবী, যিনি বৈকুণ্ঠে ও গোলোকে মায়ার স্থান অধিকার করিয়াছেন—তাঁহার নাম মহামায়া, যোগমায়া কাত্যায়নী। তাঁহারই প্রসাদে জীব ঈশ্বরকে পাইতে পারে। তাঁহার কৃপা

ব্যতিরেকে কেহ বৈকুণ্ঠে কি গোলোকে যাইতে পারে না। তিনিই যখন মায়ার অধিকার নষ্ট করিয়া আপন অধিকার বিস্তার করেন, তখনই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের যে সম্বন্ধ তাহার ঘটক তিনি। সে সম্বন্ধের যে বিধি নিষেধ, তাহা কেবল ভগবতীই জানেন। বেদের বিধাতা তাহার কিছুই জানেন না। যেমন জলজীবের পক্ষে স্থলজীবের কথা বলা অনধিকার চর্চ্চা, তেমনি যাহারা মায়ায় ডুবিয়া আছে তাহাদের পক্ষে পূর্ণমায়া ভগবতীর অপার্থিব নিয়মের সমালোচনা, ধৃষ্টতা মাত্র।

আমাদের মায়ার জগতে বৃন্দাবন লীলা সংঘটিত হয় নাই। মহামায়ার জগতে—যোগমায়ার জগতে—গোলোক ধাম বৃন্দাবনে—এক অপার্থিব অভিনয় হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা মায়ার সীমা অতিক্রম করিতে চাহেন, যাঁহারা ভগবান্‌কে আশ্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারাই কেবল যোগমায়ার অভিনয় দর্শন করিবার যোগ্য।

যে পাঠক মায়ার চক্ষুতে মহামায়ার অভিনয় দেখিতে চাহেন, তাঁহার সহিত এই স্থান হইতে বিদায়।

গোপের কুমারীগণ একমাস যাবৎ কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিলেন।

ঊষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধ বাহবঃ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতু মন্বহম্॥

ঊষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পরের বাহু ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের গান করিতে করিতে তাঁহারা প্রত্যহ কালিন্দীর জলে স্নান করিতে যাইতেন। ইহাতে কোন লুকাচুরি ছিল না। তাঁহারা যাহা করিতেন, প্রকাশ ভাবে করিতেন। পরস্পর পরস্পরের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন। সকলেই কৃষ্ণাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন। কিন্তু কেহ কাহারও ঈর্ষা কি দ্বেষ করিতেন না। গোপবালাদিগের দেহ ভিন্ন; মন কিন্তু এক। সেই মন কেবল কৃষ্ণের অঙ্কে অঙ্কিত: সে মনে অন্য বিষয়ের স্থান নাই।

নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ।
বাসাংসি কৃষ্ণংগায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা॥

একদিন ব্রজের কুমারীগণ তীরে বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণের গান করিতে করিতে প্রতিদিনের ন্যায় জলে প্রবেশ করিলেন।

ভগবাং স্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎ কর্ম্মসিদ্ধয়ে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (যিনি যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর), কুমারীদিগের কর্ম্মসিদ্ধির জন্য বয়স্যদিগের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্; তাই কুমারীগণের মনোরথ সিদ্ধির জন্য তাঁহার অধিকার। তিনি যোগেশ্বরেশ্বর; তাই মনোরথ পূরণের তাঁহার ক্ষমতা। এককালে সকল বালিকার অভিলাষ পূর্ণ করা মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। তিনি এক এক করিয়া গোপীদিগের সহিত মিলিত হন নাই। তিনি রাসমণ্ডলে একত্র সকল গোপীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি মায়ার ক্ষেত্রে গোপীদিগের সহিত মিলিত হন নাই। মহামায়ার ক্ষেত্রে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যেমন আমরা এই পার্থিব লোকে থাকিয়া দেবতা কিম্বা প্রেত নিকটে থাকিলেও দেখিতে পাই না, যেমন ভুবর্লোকাদি ভূর্লোকস্থ জীবের পক্ষে অদৃশ্য; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ মহামায়ার ক্ষেত্রে যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া যাহা কিছু করিতেন তাহা মায়িক জীব দেখিতে পাইত না। তাই গোপীদিগের পতি, পুত্র, পিতা জানিতেন না—শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের কিরূপ সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ "যোগেশ্বরেশ্বর" হইয়াই গোপীদের সহিত মিলিত হইতেন। ভগবান্ হইয়া তাঁহাদের প্রেমের প্রতিদান করিতেন। মনুষ্য হইয়া নহে। মনুষ্য লোকে নহে। মায়িক লোকে নহে।

তাসাং বাসাং স্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাস মুবাচহ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই বালিকাদিগের বস্ত্র লইয়া সত্বর কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বালক সকল হাসিতে লাগিল। তিনিও হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম।
সত্যং ব্রবাণি নো নর্ম্ম যদযূয়ং ব্রত কর্শিতাঃ॥

'হে অবলাগণ, এই স্থানে আসিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর। তোমরা ব্রতশ্রান্ত। আমি তোমাদের সহিত পরিহাস করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি।'

বাস্তবিক ইহা পরিহাস বাক্য নহে; অত্যন্ত গুরুতর বাক্য। এই বাক্যের উপর গোপীদিগের ভগবানের সহিত ভাবী সম্বন্ধ নির্ভর করিতেছে। গোপ কুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে চাহেন, শ্রীকৃষ্ণ কি সেই ভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিবেন? তাঁহার কি ইহা বলিবার অধিকার নাই যে তোমরা যদি আমাকে পতি ভাবিতে চাহ, যদি আমি তোমাদের জীবনের সর্ব্বস্বধন হই, তাহা হইলে তোমরা মায়ার জগতে, কি মহামায়ার জগতে? তোমাদের যদি ভেদ জ্ঞান থাকে, যদি আমি তুমি ভেদ থাকে তবে তোমরা বৈধধর্ম্ম অনুসরণ কর। যদি তোমরা মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া থাক, তবেই আত্মজন বলিয়া নিজের পতি বলিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিবে। অবশ্য, বালিকার বস্ত্রহরণ করিতে আমার কোন অধিকার নাই। আমিই ধর্ম্মের কর্ত্তা; আমাকে ধর্ম্মের সংকার করিতে হইবে। কিন্তু মানব-ধর্ম্মের উপরে ভাগবত ধর্ম্ম। তোমরা সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে চাহ। তোমরা আমাকে আশ্রয় করিতে চাহ। এই জন্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে আমার অধিকার। ভেদমূলক বৈধ ধর্ম্ম দ্বারা পতি ভাবে আমাকে পাইতে পার না। যদি অবলীলাক্রমে সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে তোমরা আমার জন্য প্রস্তুত থাক, তবে এস এই খানে আসিয়া তোমাদের বস্ত্র গ্রহণ কর।

নময়োদিত পূর্ব্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ।
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ॥

'আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না। তাহা এই বালক সকল জানে। তোমরা একে একে কিম্বা একত্র আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।'

তস্য তৎ ক্ষেলিতং দৃষ্টা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ॥

গোপীগণ প্রেমে নিমগ্ন হইলেন। তবে পরস্পরকে দেখিয়া লজ্জা পাইতে লাগিলেন। এবং সেই জন্যই শ্রবণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অঙ্গীকার করিতে পারিলেন না। এ লজ্জা স্বতঃসিদ্ধ। নারীর জাতিধর্ম্ম। যদি রমণী লজ্জা ত্যাগ করে তবে তাহার রমণীত্ব ত্যাগ করা হইল। শ্রীকৃষ্ণের বিষম পরীক্ষাতে

তাহাই করিতে হইবে। গোপীরা কেবল মাত্র মৃদুভাবে অর্দ্ধ অনুযোগ করিলেন।

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্ম্মাণ্য ক্ষিপ্তচেতসঃ।
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্॥

'গোবিন্দ এইরূপ বলিলে, যমুনার শীতল জলে আকণ্ঠমগ্ন গোপীগণ লজ্জা বিক্ষিপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন।'

মাহনয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বান্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোহঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥

'হে অঙ্গ, অন্যায় করিও না। আমরা তোমাকে প্রিয় বলিয়া জানি। তুমি ব্রজের শ্লাঘ্য, নন্দের পুত্র। আমরা শীতে কাঁপিতেছি। আমাদের বস্ত্র দাও।'

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবামহে॥

'হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী। তুমি যাহা বলিবে আমরা তাহাই করিব। হে ধর্ম্মজ্ঞ আমাদের বস্ত্র দাও; নতুবা আমরা রাজাকে বলিয়া দিব।'

ভগবান গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আমাকে পাইবার অন্য উপায় নাই।

ভবত্যো যদিমে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ॥

'যদি আপনারা আমার দাসী, যদি আমি যাহা বলিব তাহাই করিবেন, তাহা হইলে এই স্থানে আসিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ করুন।'

অমনি সকল অনুযোগ ভাসিয়া গেল। সংসার বহিয়া গেল। ভেদের ধর্ম্ম সহস্র হস্ত দূরে পড়িয়া থাকিল। বেদ ও কাম বৃন্দাবন হইতে অন্তর্হিত হইল। বিধিনিষেধের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বৃন্দাবন, গোলোকধাম হইল। আজ বৃন্দাবনে নূতন ধর্ম্মের অঙ্কুর হইল। যাহাদের ভেদ জ্ঞান নাই, যাহাদের সর্ব্বভূতে সমান দয়া, যাহাদের করুণায় জগৎ ভাসিয়া যায়, যাহারা আত্মপর জানে না, যাহারা সর্ব্বভূতকে আত্মময় দেখে এবং আপনাকে সকল ভূতে অবস্থিত দেখে—যাহারা বিধি নিষেধের অপেক্ষা রাখে না—বৈধ ধর্ম্ম যাহাদিগের নিকট বালকের খেলা—সেই মহাত্মাদিগের এই ধর্ম্মে অধিকার। যাহা-

দের দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে, যাহাদের অনাত্ম বস্তুতে আস্থা থাকে, তাহাদের জন্য এ ধর্ম্ম নহে।

গোপ বালিকাগণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে যমুনার জল হইতে নির্গত হইলেন এবং হস্ত দ্বারা কথঞ্চিৎ লজ্জা রক্ষা করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কঠোর পণ। তাঁহার পরীক্ষার তিলমাত্র ব্যতিক্রম তিনি হইতে দিবেন না। এবং সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও তিনি গোপবালিকাদিগকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিবেন না।

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনন্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুক্তয়েঽহংহসঃ কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্॥

'তোমরা ব্রত ধারণ করিয়া জলে অবগাহন করিয়াছ। এরূপ অবস্থায় বিবস্ত্রা হওয়াতে দেবতার অবহেলনা করা হইয়াছে। অতএব, তোমরা পাপের নিবৃত্তি জন্য মস্তকের উপরি অঞ্জলি বদ্ধ পূর্ব্বক অধোভাবে নমস্কার করিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।' হায়রে, আর লজ্জা রক্ষা করা হয় না। কিন্তু সত্য সত্য ব্রত ভঙ্গের আশঙ্কা আছে। ব্রত ভঙ্গ হইলে শ্রীকৃষ্ণ পতি হইবেন না। বিচারের অবসর নাই। ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।
তৎ পূর্ত্তিকামাস্তদশেষ কর্ম্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগবতঃ॥২০

ধন্য ব্রজাঙ্গনাগণ, তোমাদের মহিমা বেদের বিধাতা জানেন না, অন্যে কি জানিবে। আজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের নিকট পরাজিত হইলেন। এবং সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ রাস লীলায় বলিয়াছিলেন—

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোক বেদ স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়াপরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ॥

১০—৩২—২১

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যামাভজন্ দুর্জ্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

১০—৩২—২২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপ বালিকাদিগকে অবনত মস্তক দেখিয়া করুণ-চিত্তে তাহাদের বস্ত্র ফিরাইয়া দিলেন।

শুকদেব বলিতেছেন,

দৃঢ়ং প্রলব্ধা তথা চ হাপিতাঃ প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গ নির্বৃতাঃ॥

১০-২২-২২

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিলেন, তাঁহাদিগকে লজ্জা ত্যাগ করাইলেন, তাঁহাদিগকে পরিহাস করিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া যেন খেলনার মত করিতে লাগিলেন—তথাপি সেই গোপবালিকারা তাঁহার কিছু মাত্র দোষ দর্শন করিলেন না। যথার্থ প্রেমের এই স্বভাব।

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠ সঙ্গম সজ্জিতাঃ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলু স্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ॥১০-২২-২৩

তাঁহারা বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিন্তু প্রিয়তমের সঙ্গম দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত একবারে অবশ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আর চলিবার শক্তি থাকিল না। কেবল এক এক বার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শ কাম্যয়া।
ধৃত ব্রতানাং সঙ্কল্প মাহ দামোদরোঽবলাঃ॥

ভগবান্ জানেন্ যে কুমারীগণের ব্রত ধারণ করা কেবল তাঁহার পাদ স্পর্শের জন্য। তাঁহাদের এই সঙ্কল্প বিদিত হইয়া দামোদর শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ১০-২২-২৫

হে সাধ্বীগণ, তোমাদের সংকল্প আমার অর্চ্চনা করা। আমি সেই সঙ্কল্পের অনুমোদন করিলাম। তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ! এ প্রতিজ্ঞা কেন করিলে? কাম দ্বারা যদি গোপীরা তোমাকে পায় তাহা হইলে লোকে গোপীদিগকে কামাতুরা বলিবে। গোপীদের তোমার প্রতি বৃত্তি কি কাম?

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥

২

আমার প্রতি চিত্ত আবিষ্ট হইলে, যে আসক্তি জন্মে তাহা কাম নহে। কামের স্বভাব ভোগদ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর আমার প্রতি আসক্তি জন্মিলে কামের নাশ হয়। আমাতে অর্পিত কাম, কাম নহে, প্রেম। ধান ভাজিয়া কিম্বা সিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় রোপণ করিলে অঙ্কুর জন্মে না। যেমন তাপ স্পর্শে বীজের বীজত্ব থাকে না, তেমনি আমাকে স্পর্শ করিলে কামের কামত্ব থাকে না।

গোপবালিকারা কি জানিলেন না শ্রীকৃষ্ণ কে? বৃন্দাবনে এত লীলা কি বৃথা সম্পাদিত হইয়াছে? গর্গ যে নন্দকে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বলিয়াছে, তাহা কি ব্রজে নিষ্ফল হইয়াছে? সামান্য মানব জ্ঞানে ব্রজ বালিকারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিতেন না।

যাতাবলা ব্রজংসিদ্ধা ময়েমা রংস্যথক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥

হে অবলাগণ, তোমরা ব্রজে প্রত্যাগমন কর। যে কামনা করিয়া তোমরা ভগবতী কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছ তাহা তোমাদের সিদ্ধ হইল। আমি কোন রাত্রিতে তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

সেই রাত্রি রাসের রাত্রি। কুমারীগণ আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল বটে; কিন্তু অলৌকিক ভার ভগবানের স্কন্ধে পড়িল। ভক্তের জন্য ভগবান কি না করেন! তিনি আজ গোপাঙ্গনাগণের লোক-বিরুদ্ধ বেদ-বিরুদ্ধ কামনা পূর্ণ করিতে তৎপর হইলেন। অথচ লোকের ও বেদের বিরুদ্ধাচরণ তিনি কখনই করিতে পারেন না। এ সমস্যার পূরণ কেবল ভগবানই করিতে পারেন এবং তিনিই করিয়াছিলেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

দোঁহামৃত লহরী।

(৪র্থ সংখ্যার ১২৮ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(১৮৬)

মুরলী মুকুট দুরায়কৈ নাথ ভয়ে রঘুনাথ।
তুলসী রুচিলখি দাসকী ধনুষবাণ লিয়ো হাথ॥

হে তুলসি! মুরলী মুকুট (চূড়া বাঁশী) পরিত্যাগ করিয়া, দেখ, নাথ আমার রঘুনাথ হইয়াছেন (অর্থাৎ রামরূপ ধারণ করিয়াছেন); (অন্তর্য্যামী ভগবান্) দাসের মনোরথ দর্শন করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়াছেন।

(১৮৭)

পশূ গঢ়ন্তেঁ নর ভয়ো ভূলে সীঙ্গ অরু পূঁছ।
তুলসী হরিকী ভক্তি বিন ধ্রক ডাড়ী অরু মূঁছ॥

পশু গড়িতে গড়িতে ভগবান্ শৃঙ্গ ও পুচ্ছ দিতে ভুলিয়া গিয়া মানুষ গড়িয়া ফেলিয়াছেন; হে তুলসি! শ্রীহরির প্রতি ভক্তি বিনা (মানুষের) দাড়ী আর গোঁপে ধিক্!

(১৮৮)

প্রভুতা কৌ সব কোউ চহৈ প্রভু কৌ চহৈ ন কোয়।
জো তুলসী প্রভু কৌ চহৈ আপুহি প্রভুতা হোয়॥

সকলেই প্রভুত্ব চাহে, প্রভুকে কেহই চাহেনা; হে তুলসি! যে প্রভুকে চায় তাহার প্রভুত্ব আপনা আপনিই হইয়া থাকে।

(১৮৯)

তুলসী ঘরকে ঘের মেঁ ঘরী ঘরী তন ছীন।
কবহুঁ ন বন ফিরে কর করবা কোপীন॥

হে তুলসি! গৃহাশ্রমের বিবিধ চিন্তায় প্রতিমুহূর্ত্তে শরীর ক্ষীণ হইলেও কখনও (গৃহ পরিত্যাগ করিয়া) করে কমণ্ডলু লইয়া কৌপীন পরিয়া বনে বনে ফিরিও না।

(১৯০)

ঘরকে ঘূমর ঘের মেঁ রাম চরণ লৌ লীন।
তুলসী ঐসে সন্ত কোঁ কহা করবা কোপীন॥

সংসার চিন্তার আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও যাঁহার মন অনুক্ষণ রামচন্দ্রের চরণ ধ্যানে লীন থাকে, হে তুলসি! তাদৃশ সাধু ব্যক্তির করোয়া (কমণ্ডলু) কৌপীনে আবশ্যক কি?

(১৯১)

কাম ক্রোধ মদ লোভ কী জব লগ মন মেঁ খান।
তব লগ পণ্ডিত মূরখৌ তুলসী এক সমান॥

হে তুলসি! যতক্ষণ মনের ভিতর কাম ক্রোধ মদ লোভাদির খনি থাকে, ততক্ষণ পণ্ডিত মূর্খ দুইই এক সমান।

(১৯২)

তুলসী যা জগ আয়কে কোন ভয়ো সমরথ।
ইক কঞ্চন অরু কুচন কোঁ কিন ন পসারে হথ॥

হে তুলসি! এই জগতে আসিয়া কে কামিনী কাঞ্চন লোভ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? এত বড় বীর কে আছে, যে কখনও কাঞ্চন ও কামিনী কুচের প্রতি হস্ত প্রসারণ করে নাই?

(১৯৩)

জব লগি অঙ্কুস সীস পর তব লগ নির্ম্মল দেহ।
তুলসী অঙ্কুস বাহিরে সিস পর ডারত খেহ॥

যতক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তীর মস্তকোপরি অঙ্কুশ থাকে, ততক্ষণ তাহার দেহ নির্ম্মল থাকে; হে তুলসি! অঙ্কুশ বাহির হইলেই সে পুনরায় মস্তকোপরি ধূলিনিক্ষেপ করিতে থাকে।

(১৯৪)

তুলসী কায়া খেত হৈ মনসা ভয়ো কিসান।
পাপ পুণ্য দোউ বীজ হৈঁ ববৈসো লূনৈ নিদান॥

হে তুলসি! এই দেহ ক্ষেত্রস্বরূপ এবং মন তাহার কৃষক জানিবে। পাপ ও পুণ্য দুই বীজ; যাদৃশ বীজ বপন করিবে পরিণামে তাদৃশ ফসলই কাটিবে।

(১৯৫)

এক ঘরী আধী ঘরী আধী হূ মেঁ আধ।
তুলসী সঙ্গত সাধকী হরৈ কোটি অপরাধ॥

হে তুলসি! এক ঘণ্টা, অর্দ্ধ ঘণ্টা, অর্দ্ধ ঘণ্টার ও অর্দ্ধেক কাল, সাধু সঙ্গতি কোটী কোটী পাতক হরণ করে।

(১৯৬)

স্বামী তেঁ সেবক বড়ৌ জো নিজ ধর্ম্ম সমান।
রাম বাঁধি উতরে জলধি কূদি গয়ে হনুমান॥

যে সেবক (ভক্ত) স্বধর্ম্মে থাকিয়া ভগবৎ সাধনা করে, সে প্রভু (ভগবান্) হইতেও বড়; (তাহার নিদর্শন দেখ) শ্রীরামচন্দ্রকে সমুদ্র বন্ধন করিয়া পার হইতে হইয়াছিল, পরন্তু হনুমান এক লম্ফেই তাহা লঙ্ঘন করিয়াছিল।

(১৯৭)

মন কোঁ মুকুর নৈন হৈ লখৈ সুলক্ষণ কোয়।
জৈসৌ জা কৌ ভাব হৈ তৈসৌ দেখৈ সোয়॥

নয়ন মনের দর্পণ স্বরূপ, ইহার ভিতর দিয়া ভাল মন্দ দুই রকমই দেখা যায়; যাহার মনের ভাব যাদৃশ, সে সকল বস্তু তাদৃশই দেখিয়া থাকে।

(১৯৮)

নীচ নিচাই ন তজৈ সাধন হূ কে সঙ্গ।
তুলসী চন্দন বিটপ বসি বিন বিষভৌ ন ভুজঙ্গ॥

নীচ ব্যক্তি সাধু সজ্জনের সংসর্গেও তাহার নীচ প্রকৃতি পরিত্যাগ করে না; হে তুলসি! (তাহার নিদর্শন দেখ) চন্দন বৃক্ষে সতত বাস করিয়াও ভুজঙ্গ কখনও বিষহীন হয় না।

পাগলের প্রলাপ।

(৫ম ভাগের ১২ দ্বাদশ সংখ্যার ৪৬১ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(১৭৩)

মা, তোমার সম্মুখে নিত্য কত শত ছাগ বলি হইতেছে, কিন্তু যাহার চর্ম্মে দুন্দুভি নির্ম্মিত হইয়া প্রত্যহ তোমার পূজা আরতির সময় গম্ভীর নাদে তোমার নাম নিনাদিত হয়, তাহারই ছাগ জন্ম সার্থক; সেইরূপ মা, তোমার এই ভব-যূপে প্রত্যহ কত জীব উৎসর্গীকৃত হইতেছে, কিন্তু মরিয়াও যে "মা" "মা" শব্দে ত্রিভূবন মাতাইয়া তুলে, তাহারই শুধু পশু জন্ম ঘুচে।

(১৭৪)

বনের সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুদিগকেও বশ করা যায়. কিন্তু ঘরের মশা ছারপোকার জ্বালায় চিরদিন জ্বলিতে হয়; সেইরূপ বাহিরের দুর্দ্দান্ত শত্রুদিগের হাত হইতে এড়াইতে পারিলেও হৃদয়ের কাম ক্রোধাদির কাছে মানুষের নিস্তার নাই।

(১৭৫)

মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্য যত পুড়ে ততই পাকা হয়; মৃত্তিকা নির্ম্মিত মানুষও সেইরূপ যত পুড়ে ততই পাকে।

(১৭৬)

বৃক্ষ কখনও ফুল ফল সমন্বিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে না; বীজ ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া থাকে। অতএব ভাই বীজ বপন করিয়াই অত ব্যস্ত হইও না; ধীর ভাবে প্রতীক্ষা কর, সুফল ফলিবে।

(১৭৭)

মা, আমার দশটা ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা শাসনে রাখিবার জন্য তুই দশটা হাত বাহির করিয়াছিস, কিন্তু তবুও ত এ পর্য্যন্ত একটাও বশ মানিল না; তাহাদের ভয়ে আমাকে যদি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইল, তবে আর তোর দশটা হাত লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার আবশ্যক কি?

(১৭৮)

মা আমার যে হাতে অভয় দান করেন সেই হাত খালি দেখিলে পাপীর মনে হয়, মা বুঝি চড় তুলিয়া ভয় দেখাইতেছেন।

(১৭৯)

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পঞ্চ প্রদীপ না জ্বালিলে মায়ের আরতি কিরূপে হইবে?

(১৮০)

যখন চক্ষু বুজিয়া মাকে দেখিতে পাইবে না তখন চাহিয়া দেখিও, যখন চাহিয়া দেখিতে পাইবে না তখন আঁখি মুদিলে দেখিতে পাইবে। মা সর্ব্বদাই তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিতে না চাহিলে দেখা পাইবে না।

(১৮১)

"রলয়োরভেদঃ" ব্যাকরণের এই সাধারণ সূত্রটী যে বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কাব্য ও দর্শন শাস্ত্র পাঠের প্রকৃত অধিকারী।

দৈব ও পুরুষকার।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে, কেহ কেহ বলেন তাহা দৈব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে, কেহ কেহ বলেন পুরুষকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সার অংশ নিম্নে দেওয়া হইল। এখন দেখা যাউক, কোন্‌টী দৈব এবং কোন্‌টী পুরুষকার সাপেক্ষ।

আমরা দেখিতে পাই যে, পুরুষার্থের দ্বারা যখন কোন কর্ম্মের ফলোদয় হয়, তখন তিন প্রকারে পুরুষার্থের বিকাশ হয়। প্রথমতঃ সংবিৎ-স্পন্দ হয়, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হয়, দ্বিতীয়তঃ মন-স্পন্দ হয়, অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধনের ইচ্ছা হয়, এবং অবশেষে ইন্দ্রিয়-স্পন্দ হইয়া থাকে, অর্থাৎ অঙ্গচালনার্থ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জ্ঞানরূপ ফললাভ হইলে তাহা যখন

হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখন তৎসাধনেচ্ছা ও তৎপরে তদর্থ শারীর চেষ্টা হয়, তাহাকেই পুরুষকার বা পৌরুষ বলে। চিত্তে যাদৃশ বিষয় স্ফূর্ত্তি হয়, চিত্তও তাদৃশ স্পন্দ প্রাপ্ত হয়, শারীর চেষ্টাও তদবধি হইয়া থাকে, ফললাভও তাদৃশ হইয়া থাকে। আমরা পুরাণাদিতে দেখিতে পাই যে, বৃহস্পতি পুরুষকার দ্বারা দেবগুরু হইয়াছিলেন এবং শুক্রাচার্য্য পুরুষকার বলেই দৈত্যগুরু হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য হইতেও যে ইন্দ্রত্বের এত গৌরব, কোন জীববিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলেই সেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন জীববিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নেই কমলাসনে ব্রহ্মার পদে অধিষ্ঠিত। কোন পুরুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকার বলেই গরুড়ধ্বজ পুরুষোত্তম হইয়াছেন। ইহ সংসারে কোন এক প্রাণী পুরুষকার নামক প্রযত্নবলেই অর্দ্ধনারীশ্বর শিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। ব্যাসাদি ঋষিগণ পৌরুষ বলেই মুনি হইয়াছিলেন; দৈত্যাধিপতিগণ কেবল পৌরুষ বলেই দেব সমূহকে উৎসাদিত করিয়া ত্রিভুবন মধ্যে সাম্রাজ্য করিযাছেন এবং সুরপতিগণ পৌরুষবলেই অসুরগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, বিশীর্ণ হইয়া এই বিশাল জগৎ আহরণ করিয়া লয়েন।

সেই পুরুষকারের ফল কর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বিবিধ,—শাস্ত্র-বহির্ভূত এবং শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত। তন্মধ্যে শাস্ত্র বহির্ভূত কর্ম্ম অনিষ্টের মূল, শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম পরম ইষ্টসাধক। মহাজন-নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসারে মন, বাক্য এবং শরীরের যে চালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার এবং তাহাই সফল হয়; অন্য পুরুষকার উন্মত্ত চেষ্টা মাত্র। যে ব্যক্তি যে বস্তু প্রার্থনা করে, তাহার জন্য যদি শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার সেই বস্তু প্রাপ্তি হয়; শাস্ত্রোক্ত প্রণালীর ব্যত্যয় ঘটিলে অর্দ্ধপথ হইতেও নিবৃত্ত হইতে হয়। পুরুষের যে প্রযত্ন শাস্ত্র-শাসিত কর্ম্ম সম্পাদনেই তৎপর, তাহাই সমগ্র অভিমত ফলসিদ্ধির মূল,—শাস্ত্র-গর্হিত কর্ম্মের প্রয়োজক প্রযত্ন, অনিষ্টের মূল।

সেই পুরুষকার দ্বিবিধ—প্রাক্তন এবং বর্ত্তমান বা ঐহিক। দৈব মন্দমতি মূঢ়গণের কল্পিত। উহা পূর্ব্বজন্মের পুরুষকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ, স্বীয় কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইলে 'এই কর্ম্মে এই ফল হয়,' এই প্রকার বাক্যই দৈব নামে প্রসিদ্ধ। তাহাতেই মূঢ়মতি ব্যক্তিগণ ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে সর্প

জ্ঞানের ন্যায়, 'দৈব আছে' বলিয়া নিশ্চয় করে। এই জগতে দৈবেরই যদি কর্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি? দৈবই স্নান, দান ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে, শাস্ত্রোপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি! কেন না, দৈব সকল কর্ম্ম করিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকুক। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, শবত্ব ব্যতীত এই জগতে নিস্পন্দ ভাব আর কাহারও দেখা যায় না। স্পন্দন অর্থাৎ হস্ত পদাদি চালন হইতেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; অতএব দৈব নিষ্প্রয়োজন। এই সংসারে দৈবই যদি জীবসমূহের নিয়োগ কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে জীবসমূহ শয়ন করিয়া থাকুক, দৈবই সমুদয় করিবে। 'আমি দৈব প্রেরিত হইয়া সমুদয় কার্য্য করি, সমস্তই দৈব সঙ্কল্প সিদ্ধ,' ইহা আশ্বাস বাক্য মাত্র, বস্তুতঃ দৈব নাই। যাহারা শূর, যাহারা বিক্রমশালী, যাহারা বুদ্ধিমান ও যাহারা পণ্ডিত, বল দেখি এই জগতে তাহারা কি নিমিত্ত দৈবের প্রতীক্ষা করিবে? জ্যোতিষীগণ যাহাকে চিরজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে ব্যক্তি যদি ছিন্নমস্তক হইলে জীবিত থাকে, তাহা হইলে বলিব দৈব আছে; কিম্বা দৈবজ্ঞগণ যাহাকে বলিয়াছেন যে "এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে," কিন্তু তাহাকে অধ্যায়ন না করাইলেও যদি সে পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে বলিব, দৈব আছে। যাহারা অল্পবুদ্ধি, দুঃখের সময় রোদন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্যই দৈব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি পুরুষপ্রবরগণ দারিদ্র্য-দুঃখ শোকে কাতর হইয়াও পুরুষকার প্রভাবে দেবরাজের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। বিষ্ণু পৌরুষ বলেই দৈত্যবিজয়, জগৎ সংস্থান ও জগৎ রচনা করিয়াছেন, দৈব বলে নহে। ফলশালী পৌরুষদ্বারা যে শুভ ও অশুভ ফল সিদ্ধ হয়, তাহাকে লোকে দৈব শব্দে নির্দ্দেশ করে। দৈব শূন্যাকার, কোন দৈব কাহারও যে ফলজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা ভ্রম; বস্তুতঃ দৈব কিছুই করে না। পুরুষার্থ অনুসারে শুভ বা অশুভ ফল প্রাপ্তি হইলে, লোকে কথায় বলে 'ইহার অদৃষ্টে এইরূপ ছিল'—এই বাচিক ব্যবহারের বিষয়ই দৈব। কর্ম্ম ফল প্রাপ্তি হইলে পর, লোকে যে বলে 'আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল, এইরূপ নিশ্চয় হইল তবে ফল লাভ হইল,' এই উক্তিই দৈব কল্পনার মূল। ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলের প্রাপ্তি হইয়া গেলে 'এই প্রাক্তন কর্ম্মই এই ফলের প্রদাতা' এই প্রকার আশ্বাস বাক্যই দৈব।

পুরুষকার প্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ প্রমাণেই ইহা ফলবান দৃষ্ট হয়। ভোজন কর্ত্তারই তৃপ্তি লাভ হয়, অভোক্তার কিরূপে তৃপ্তি হইবে? গমনশীল ব্যক্তিই গমন করে, গতি হীন কিরূপে যাইবে? বক্তাই বলে, অবক্তা কি বলিতে পারে? অতএব মনুষ্যের পৌরুষই সফল হয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পৌরুষবলেই অনায়াসে দুরন্ত সঙ্কট হইতে উদ্ধার হন, দৈব আশ্রয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে কিছুই করিতে পারেন না। বারংবার চেষ্টার দ্বারা স্বার্থলাভ পুরুষকারের ফল; অতএব যাহারা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, অনুভূত, শ্রুত এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীকে দৈবায়ত্ত বলিয়া বিবেচনা করে, সেই সকল কুমতি মানবগণের অস্তিত্ব না থাকাই ভাল। আলস্যই যদি জগতের অনর্থহেতু না হইত, তাহা হইলে, জগতে বহুধনী বা সুপণ্ডিত না হইত কে? আলস্য দোষেই এই সসাগর-ধরামণ্ডল মূর্খ ও দরিদ্র মানবে পরিপূর্ণ। নিত্যই শুভ কর্ম্ম দ্বারা শুভ ফল প্রাপ্তি হয়, অশুভ কর্ম্মদ্বারা অশুভ ফল লাভ হয়,—দৈব নামে স্বতন্ত্র বস্তু আর কিছু নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দৈব আনিলে, স্বীয় ভুজযুগল দর্শনে ভীত হইয়া সর্প ভ্রমে পলায়ন করিতে হয়।

সুতরাং প্রাক্তন পৌরুষ বা কর্ম্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র দৈব নাই। দৈব কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐহিক বা বর্ত্তমান এবং প্রাক্তন পুরুষকারদ্বয়, মেষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরে যুদ্ধ দ্বারা জয় করিতে চেষ্টা করে; যাহার শক্তি অক্ষম হইয়া পড়ে সেই নিরস্ত হয় এবং যাহার বল অধিক তাহারই ক্ষণ মধ্যে জয় হইয়া থাকে। যেমন দুঃখের সময় লোকে দুঃখে "হা কষ্ট" বলিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বতম কর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই লোকে "হা অদৃষ্ট" বলিয়া থাকে। প্রাক্তন কর্ম্ম ব্যতীত দৈব আর নাই, প্রবল পুরুষ যেমন বালককে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে, সেইরূপ ঐহিক কর্ম্মদ্বারা সেই দৈবকেও অনায়াসে জয় করা যাইতে পারে। অতএব লোকে শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত পুরুষকার সহকারে এইরূপ যত্ন করিবে, যাহাতে প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী ঐহিক কর্ম্ম, অন্য ঐহিক সৎ-কর্ম্মের সাহায্যে প্রাক্তনকে পরাজয় করিতে পারে। যথায় শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম করিলেও অনিষ্টপাত হয়, তথায় বুঝিবে, অনিষ্টজনক ঐহিক কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ফলোন্মুখ প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মকেও জয় করিতে পারিবে। প্রাক্তন কর্ম্ম

আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে, ইত্যাকারক বুদ্ধিকে জোর করিয়া নিপাতিত করিবে; প্রত্যক্ষ কর্ম্মের নিকট সে বুদ্ধির আধিক্য নাই। যতক্ষণ না ঐহিক সৎকর্ম্মদ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয়, ততক্ষণ ঐহিক সৎকর্ম্মের যত্ন করিবে। ভাবী দোষ যেরূপ ঐহিক কর্ম্মদ্বারা দূরীভূত হয়, সেইরূপ প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা দূরীভূত হয়, যথায় পুরুষকার কৃত কর্ম্ম দৈবাৎ বিফল হয়, তথায় বুঝিবে সেই কর্ম্মনাশক ব্যক্তির পুরুষকার আরও প্রবল। অল্পবলশালী ব্যক্তিগণ, প্রযত্নশালী বলবান ব্যক্তিগণের উপভোগ্য স্বরূপ, তাহারা লোষ্ট্রের ন্যায় স্বেচ্ছামত কর্ম্মের নিয়োজিত হইয়া থাকে। সমর্থব্যক্তির পুরুষকার দৃশ্যই হউক বা অদৃশ্যই হউক, অক্ষম নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি তাহাকেই দৈব বলিয়া থাকে। সেই সমর্থ ব্যক্তি অপেক্ষা আরও সমর্থ ব্যক্তি আছে, দৈব নাই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে। কোন স্থলে যদি ভিক্ষুককে মঙ্গলালঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজা করা হয়, সে বিষয়ে ভিক্ষুকের বলবান প্রাক্তন পৌরুষই তাহার কারণ। ঐহিক পৌরুষ প্রাক্তনকে নষ্ট করে এবং প্রাক্তন আবার ঐহিককে বলপূর্ব্বক নষ্ট করে,— সে স্থলে অনলস ব্যক্তিরই জয় হয়। প্রাক্তন এবং ঐহিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ বলিয়া ঐহিকেরই বল অধিক বলিতে হইবে; এ কারণে যুবা যেমন বালককে অনায়াসে জয় করিতে পারে, সেইরূপ দৈবকে যত্ন করিলে জয় করা যায়। স্বীয় উদ্যোগশীল বুদ্ধির বলে প্রাক্তনরূপ অশুভ দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিবে। গর্দ্দভ-গণের ন্যায় উদ্যোগহীন হওয়া অকর্ত্তব্য। "দৈবই আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে," এইরূপ হত-বুদ্ধি-সম্পন্ন পুরুষকারহীন জনগণের মুখাব-লোকন করিতে স্বয়ং লক্ষ্মীও পরাঙ্মুখী হন।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই পুরুষকারের অবধি আছে কি না? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পুরুষকারেরও পরিমাণ আছে। যদিও মহা চেষ্টা করিলেও প্রস্তর হইতে রত্নলাভ হয় না, কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মের প্রযত্ন করিলে উহা কখন নিষ্ফল হয় না, তবে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। যেমন ঘটের পরিমাণ আছে, অর্থাৎ ঘট হইলেই যে তাহাতে সমান জল ধরে তাহা নহে এবং যেমন পটেরও পরিমাণ আছে, অর্থাৎ বস্ত্র হইলেই যে সকলের পরিধানের জন্য সমান দীর্ঘ কিম্বা উপযুক্ত হয়, তাহা নহে, তদ্রূপ

পুরুষার্থ হইলেই যে তাহা সমান ফলের হেতু, তাহা নহে, পুরুষার্থের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। কর্ম্মের স্বভাবই এই যে সৎশাস্ত্রের বিধি অনুসারে সৎসঙ্গে থাকিয়া এবং সদাচার পূর্ব্বক পুরুষার্থ করিলে, তাহা সম্পূর্ণ ফলদান করিয়া থাকে, নতুবা উপযুক্ত ফলজনক হয় না। যে যেমন অধিকারী, তদনুসারে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার অভিলষিত পূর্ণ হয় এবং সে শান্তি লাভ করে। সহস্র সহস্র ব্যবহার আমাদের সম্মুখে আসিতেছে ও যাইতেছে, তাহাতে রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারেই ব্যবহার করা উচিত। যে ব্যক্তি যথা শাস্ত্র স্বীয় মর্য্যাদা পরিত্যাগ করে না, সাগরে রত্নের ন্যায় তাহার নিকট সমস্ত অভীষ্ট উপস্থিত হয়। বিষ্ণু যেরূপ অসুর-পঞ্জর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ বিপদ ও কষ্ট হইতে আমাদিগকে বলপূর্ব্বক নির্গত হইতে হইবে। এ সংসারে যাহার পুরুষার্থ অধিক, তাহারই জয় হয়। সংবৎসরের উপার্জ্জিত কৃষকের শস্য মেঘে এক দিনেই নষ্ট করিয়া থাকে, সে স্থলে উহা মেঘের পুরুষার্থ বলিতে হইবে; কিন্তু কৃষক যদি অধিক প্রযত্নশালী হয়, তাহা হইলে তাহারই জয় হইবে, তাহার কোন ক্ষতি হইবেনা। উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট হইয়া গেলে খেদ করা উচিত নহে, আর যে বিষয়ে আমি আসক্ত, তজ্জন্য দুঃখ করাও বিফল। যাহা করিতে পারি না, তাহার নিমিত্ত যদি দুঃখ করি, তাহা হইলে আমি মৃত্যুকেও ত মারিতে পারিনা, অতএব আমার প্রত্যহই রোদন করা উচিত। এই জগতের সমুদয় পদার্থ দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যের শক্তি অনুসারে স্ফূরিত হয়, ইহাতে কেবল অধিক প্রযত্নশালীরই জয় হয়। যে ব্যক্তি শুভ চেষ্টা দ্বারা তুচ্ছ প্রাক্তন কর্ম্মকে নষ্ট করে না, ঐ অজ্ঞব্যক্তি নিজ সুখ-দুঃখেও অসমর্থ হইয়া থাকে। যেমন প্রাক্তন দুষ্কার্য্য সৎকর্ম্ম দ্বারা শুভে পরিণত হয়, এইরূপ বর্ত্তমান বা ঐহিক ক্রিয়া দ্বারা প্রাক্তনী ক্রিয়ার শোভা হইয়া থাকে; অতএব যে ব্যক্তি কার্য্যবান হইবে, তাহার পৌরুষ বলে, করস্থিত আমলকের ন্যায় ফল দৃষ্ট হইবে। মূঢ় ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দৈব-মোহে নিমগ্ন হয়।

পৌরুষ যদি সৎপথে চালান যায় তবে শুভ ফল পাওয়া যায় এবং যদি অসৎ পথে চালান যায় তবে অশুভ ফল পাওয়া যায়। প্রযত্নশালী কত শত মানবগণ দৈন দারিদ্র্য দুঃখে পীড়িত হইয়াও, পুরুষকারের বলে ইন্দ্রতুল্য হইয়াছেন এবং পৌরুষ দোষে নহুষাদি রাজাগণ নরকের অতিথি হইয়াছেন। অশুভ পথে ধাবিত চিত্তকে যত্নবলে শুভ পথে লইয়া যাইতে হইবে। সিংহ যেরূপ পিঞ্জর হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ এই জগৎ-মোহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হওয়াই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। পুরুষকারের দ্বারা আমাদিগকে সংসার কুহক হইতে নির্গত হইতে হইবে। শাস্ত্রালোচনা, গুরূপদেশ ও স্বীয় প্রযত্ন,—এই তিনের দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। অজ্ঞান কৃত—বৈষম্য নিবৃত্তি সহ অসীম আনন্দ লাভ করাই নিজ পরমার্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন; সেই পরমার্থ যাহাতে লাভ করা যায়, তদনুযায়ী শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধুসেবা যত্ন পূর্ব্বক করা উচিত। শাস্ত্রানুশাসিত এবং গুরূপদিষ্ট পুরুষার্থই মুক্তির একমাত্র উপায়।

শ্রীআশুতোষ দেব।

পরমাত্মনে নমঃ।

উপাসনার অবলম্বন*।

এই প্রবন্ধটী "উপাসনার অবলম্বন" বিষয়ক। এক্ষেত্রে "উপাসনা" শব্দের অর্থ হিন্দুশাস্ত্র-বিহিত ঈশ্বরের উপাসনা, পূজা অর্চ্চনা এবং জ্ঞানসাধন। "অবলম্বন" শব্দের অর্থ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়, সোপান, ব্যপদেশ, নির্দ্দেশ বা উপায়; যাহা ধরিয়া অনাশ্রয়, নিরবলম্ব, অব্যপদেশ্য, নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান লাভে; এবং শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণা ও প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনায় সক্ষম হওয়া যায়। ঈশ্বরীয়জ্ঞানানুশীলনের ও উপাসনার নিমিত্ত বহুতর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অবলম্বন আছে। যথা—জগৎকার্য্যরূপ তটস্থ বা কুললক্ষণ; জগতের প্রত্যেক প্রভাবশালী আবির্ভাবে বা পদার্থে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবত আদি অন্তর্য্যামিত্ব; প্রণবাদি বীজমন্ত্র এবং ভাবার্থ সংযুক্ত সাঙ্কেতিক অক্ষর; অর্চ্চনার্থ প্রতিষ্ঠিত নানা দেবদেবীর প্রতিমা; গঙ্গা যমুনাদি পবিত্র নদনদী; কাশ্যাদি তীর্থস্থান, উপাসকের স্বীয় হৃদয় এবং

* এই প্রবন্ধটী বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটীর সভায় পঠিত হয়।

দীক্ষা গুরুদেব ইত্যাদি বহুপ্রকার শাস্ত্রবিহিত অবলম্বন আছে। তন্মধ্যে, আমি এই প্রবন্ধে অল্প কতিপয় অবলম্বনের কথা বলিব।

মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের অধিকার দৃষ্টিতে মাণ্ডুক্যোপনিষদের স্বরচিত ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে।—

"পূর্ব্বের অথবা সম্প্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস করেন যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান কারণ বিনা জগতের এরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য্য রচনা সম্ভব হইতে পারে না। * * * পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তারূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন। উক্ত মহাত্মা ঐ ভূমিকায় আরো লিখিয়াছেন যে * * * "যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোন এক অবলম্বন বিনা, কেবল বেদান্তের শ্রবণ মনন দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন, সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন।" মহাত্মা রাজার উল্লেখিত এই সমস্ত অবলম্বনই শাস্ত্রেতে নির্দ্দিষ্ট আছে। অর্থাৎ জগৎ প্রণব ও হৃদয়—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুদিগের এই সমস্ত অবলম্বনীয়। এস্থলে মহাত্মা রাজার উক্তি দ্বারা আমার ইহাই দেখান তাৎপর্য্য যে, তিনিও ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত শাস্ত্রীয় প্রণবরূপী বীজকে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উপরি উক্ত বাক্যে আবার ইহাও কহিয়াছেন যে, এসকল অবলম্বন কেবল সেই সব ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে যাঁহারা বেদান্তবিচার দ্বারা পরমাত্মার অনুশীলনে অসমর্থ। অতএব তাঁহার মতে সেই উচ্চাধিকাররূপ বৈদান্তিক ব্রহ্মবিচার, ওঁকার রূপ একাক্ষরিক অবলম্বনের অতীত দেশে রহিল।

এতাবৎ শব্দার্থ ও তদর্থের দৃষ্টান্ত, উপক্রম স্বরূপে নিবেদন করিলাম। এইক্ষণে অভিপ্রেত প্রবন্ধ আরম্ভ করা যাইতেছে।

এই সংসারে আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতি দ্বারা বিরচিত এবং আচ্ছন্ন হইয়া আছি। আমাদের আত্মা প্রকৃতির অতীত পদার্থ হইলেও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংসর্গাধীন; যেন প্রকৃতিরূপ ধাতুদ্বারা গঠিত হইয়া আছেন। আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি সমস্তই প্রকৃতির বিকার, এবং তাহাদিগের দ্বারা বা যোগে আত্মা এ সংসারে যাহা কিছু ভোগ করেন বা উপার্জ্জন করেন সে সকলও প্রকৃতির বিকার।

১। পৃথিবীর ভোগ্য অন্ন পান, বসন ভূষণ, খ্যাতি প্রতিপত্তি, জ্ঞান ধর্ম্ম সমস্তই প্রকৃতির বিকার এবং প্রকৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং স্বর্গ ও তথাকার ভোগাদি সকলও প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট পরিণাম। এমন কি দেবযান পন্থাস্থিত অত্যুচ্চ স্বর্গধাম যে ব্রহ্মলোক, তাহাও প্রকৃতিরই সুসূক্ষ্ম ও উচ্চতম আনন্দজনন ভোগরাজ্য। তন্নিবাসী মুক্ত পুরুষদিগের উপরি স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাদের আধিপত্য না থাকিলেও তথা তাঁহারা যে সঙ্কল্পশক্তি প্রসাদে দেহসৃষ্টি দেহ-উপসংহরণ, ভোগ-সৃষ্টি, পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ প্রভৃতির অবতারণ করিতে পারেন তাহা প্রকৃতিরই শক্তি এবং ব্যাপার। ফলে ব্রহ্মলোক ক্রমমুক্তি স্থান।

২। যাহাহউক এসংসারে আমাদের অন্তর বাহ্য প্রকৃতি ভিন্ন আমরা কিছু দেখিতে বা অনুমান করিতে পারিনা। করিবার সাধ্যও নাই, কেননা বুদ্ধি, যাহার দ্বারা অনুমান বা নিশ্চয় করিব, তাহা প্রকৃতিরই রূপ বিশেষ এবং অণু পরমাণু প্রভৃতি পরিমাণ সকলও প্রাকৃতিক। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বাহ্য স্থূল অবয়বকে সম্বৃত রাখিয়া, যদি সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম নিরবয়ব শক্তির অনুমান করিতে হয় তবে বুদ্ধির দ্বারাই তাহা করা গিয়া থাকে; কিন্তু সে সব সূক্ষ্মশক্তি ও বুদ্ধি উভয়ই প্রাকৃতিক। ইহা কেবল সাংখ্য এবং বেদান্তের সিদ্ধান্ত নহে; কিন্তু আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রানুসারে তৎসমস্তই নিত্যদ্রব্যবৃত্তি সম্পন্ন। আর্থাৎ প্রলয় কালেও তাহারা পরমাণুরূপে অবস্থিতি করে এবং তাহাদের দ্রব্যত্ব রহিত হয় না।

৩। আমাদের আত্মা এইরূপে, স্বয়ং অমৃত পদার্থ হইয়াও, প্রকৃতির অধিকারে, জন্ম জরা মরণ ও পরিবর্ত্তনশীল ভোগ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আছেন। যাঁহারা দশদিন সুখে বা স্বর্গে আছেন, মনে কর তাঁহাদের শৃঙ্খল না হয়

সুবর্ণের; আর যাহারা দুঃখ ও নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের শৃঙ্খল না হয় লৌহের। কিন্তু শৃঙ্খল বটে। কেননা "সুবর্ণং লৌহভেদেন শৃঙ্খলত্বং ন বিদ্যতে"। সুবর্ণ ও লৌহ ভেদে শৃঙ্খলত্ব রহিত হয় না।

৪। এখন জিজ্ঞাস্য এই, কিসে আমাদের আত্মা এই প্রাকৃতিক সংসার, যাহা এই পৃথিবী হইতে ক্রমমুক্তি স্থান ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। আত্মা প্রকৃতির বিকার নহেন। সুতরাং প্রকৃতির অতীত পথ দিয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তাঁহার যাইবার অধিকার আছে। ভারতীয় সকল শাস্ত্রই সে কথা বলেন।

৫। বেদান্ত বলেন ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥" কেবল তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করাযায়, অর্থাৎ ধারাবাহিক জন্ম জরা মরণ স্রোতরূপ প্রকৃতির অধিকার হইতে মুক্তি লাভ করা যায়; তদ্ভিন্ন তাহার অন্য পথ নাই। "আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন" সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ জনন মরণাদি রূপ সংসার ভয় পান না, কিন্তু অমৃত লাভ করেন।

৬। কিন্তু বেদান্তে ইহাও কহেন যে, ব্রহ্ম, আমাদের বাক্য, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং সংসার, কাল ও প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব॥ তবে তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? ইহার এই উত্তর বেদান্ত হইতে পাওয়া যায়। তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ অচিন্ত্য ব্যাপারের যোনি স্বরূপ অর্থাৎ জন্ম ও প্রলয়-কারণ। এই জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া, কারণস্বরূপ ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। তাদৃশ শাস্ত্রসিদ্ধ বিশ্বাস ভূমি অবলম্বিত সাধকের যে স্বীয় কর্ত্তৃতন্ত্র-জ্ঞান তাহার আলোচনা দ্বারা তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে বিশেষরূপে জানা যাইতে পারে। সেই বিশেষ জ্ঞান ব্রহ্মের স্বয়ম্প্রকাশ জ্ঞান মাত্র। তাহাকে বস্তুতন্ত্র জ্ঞান কহে। কেননা তাহা বস্তুস্বরূপ ব্রহ্মের নিজের প্রকাশ, কিন্তু সাধকের হৃদয়োত্থিত বা মনোবুদ্ধির আলোচিত প্রাকৃতিক জ্ঞান নহে। এই একটী সত্যের উপদেশ। শাস্ত্রে কহেন এই উপদেশ অনুমান বা যুক্তি দ্বারা কল্পিত নহে। কিন্তু শাস্ত্র-মূলক। সরল ও পবিত্র হৃদয়ে উহা ক্রমোন্নতির শাস্ত্রীয় পন্থা দেখাইয়া দেয়। কিন্তু তার্কিকের বুদ্ধিতে উহা সফল হয় না

কেন না যাহা তর্ক, তাহা কেবল বুদ্ধি-বায়ু চালিত মানস সাগরের তরঙ্গ মাত্র। বেদান্তের উপদেশ "নৈষাতর্কেন মতিরাপনেয়া এষা আগম প্রতিপাদ্যা আত্মনিমতিঃ তর্কেণ ন প্রাপণীয়া।" আগম প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মাতে মতি, তাহা তর্কে লাভ হয় না।

৭। দ্বিতীয়তঃ বেদান্ত, আর একটি সত্যের উপদেশ করেন। তাহাতে বাহ্যজগৎরূপ সৃষ্টিকার্য্যের অপেক্ষা জীবন্ত, তেজোময় ও সূক্ষ্মতর উপায় অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের বিধান আছে। পরমেশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছেন। ইহাতে এমন বুঝা উচিত নহে যে সৃষ্টি করিয়া তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতেছেন।

৮। বেদান্তে কহেন।—

> "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ।" (তৈত্তিরীয় শ্রুতি ব্রহ্মানন্দবল্লী ষষ্ঠ অনুবাক। ২ শ্রু।) তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনু প্রবেশ করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্যজগৎ ও জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই ত্রিবিধ অবস্থার প্রত্যেক বিভাগে ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত হইলেন। অথচ আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিলেন। কিন্তু আকাশ যেমন জড়ধর্ম্মী, তিনি প্রবেশানন্তর সে প্রকার জড়স্বভাবে জগৎ ও জীবের অভ্যন্তরে বাস করিলেন না; কিন্তু চৈতন্যময় আত্মা, নিয়ন্তা, অন্তর্য্যামি, শুভাশুভের ফলদাতা, ইন্দ্রিয়ের দীপ্তিদাতা, মনোবুদ্ধির চেতয়িতা, জীবাত্মার অন্তরাত্মা রূপে সর্ব্বত্র অশেষ বিশেষ ভাবে স্থিতি পালনার্থ স্বীয় রাজসিংহাসন গ্রহণ করিলেন।

অতএব বেদান্তের উপদিষ্ট এই সত্যটী হৃদয়ে ধারণের উপযুক্ত। কিন্তু ইহাতে এমন স্থির করা কর্ত্তব্য নহে যে, ঈশ্বরের সমুদয় সত্তা এই জগৎকার্য্যের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন সৃষ্টি ও প্রকৃতির অতীতরূপে তাঁহার সত্তা, স্বরূপ ও শক্তি আর অবশিষ্ট নাই। একজন পারস্য কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে, সমস্ত স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভুবন পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতারূপ লেখনীর একটী বিন্দুপাত মাত্র। এই সত্যটীর বিস্তীর্ণ ও বিশদ বিচার, বেদান্ত ও গীতা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

"বিকারাবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতি মাহুঃ"। (বেঃ সূ ৪।৪।১৯)

পরমেশ্বর প্রকৃতির বিকার রূপ জগদন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াও তাহার অতীত রূপে স্থিতি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টি সংসর্গাধীন গুণযুক্ত হইয়াও তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য, নিরঞ্জন এবং অমৃতের পরম সেতুরূপে বিরাজ করেন। অথচ সর্ব্বপদার্থ হইতে দগ্ধ দারু নিঃসৃত অনলের ন্যায় তাঁহার বিদ্যমানতা প্রকাশ পায়। "ন হ্যায় গণ্ডহর মে উহ নহ্যায় সঙ্গমে। ওলেকন্ চমক্তি হ্যায় হর রঙ্গ মে" তিনি মণিমুক্তাতেও নাহি প্রস্তরেও নাহি; কিন্তু তাহাদের প্রত্যেক রঙ্গের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন। পঞ্চদশী ভূতবিবেকে আছে, "পাদোঽস্যবিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্য স্বয়ম্প্রভঃ।" এবং গীতাতে কহেন "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ" পরমেশ্বরের এক পাদ মাত্র সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত অবশিষ্ট তিনপাদ স্বয়ম্প্রভ। অর্থাৎ সৃষ্টি সংসারের অতীত, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, স্বয়ম্প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন আমি স্বীয় একাংশে একপাদে এই সমগ্র জগতে স্থিতি করিতেছি, ইহা দৃঢ়রূপে জ্ঞাত হও। পরমেশ্বর নিরংশ অখণ্ড একমেবাদ্বিতীয়ং। তাঁহার অংশ বা পাদকল্পনা কিরূপে সম্ভবে? ইহার উত্তর এই "নকৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সাশক্তি কিন্ত্বেকদেশভাক্" তাঁহার শক্তি অনন্ত সেই শক্তির অল্প মাত্র অংশই এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অতএব তাহা কৃৎস্ন অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্ম-বৃত্তি নহে। কিন্তু এক দেশ অর্থাৎ একাংশ মাত্র। সেই একাংশ শক্তির পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ডে সেই শক্তির স্বামী-রূপে প্রবেশ করিয়া তিনি আপনিই আপনার অংশ কল্পনা করিয়াছেন। "ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ" এই কারণে মায়ার অর্থাৎ সৃষ্টি শক্তির একদেশ বৃত্তিত্ব তদীয় স্বামী পরমেশ্বরেতে সৃষ্টির অনুরোধে আরোপিত হইয়াছে। এই আরোপ নরকৃত নহে, কিন্তু শ্রুতির উক্তি। অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহা আপনিই আপনাতে আরোপ করিয়াছেন।

৯। এই সকল বেদমূলক সিদ্ধান্ত হইতে জানা যাইতেছে যে, পরমেশ্বর যেমন সৃষ্টিসংসারের মধ্যে ভাবতীয় পদার্থে অস্তি ভাতি প্রাণ এবং মঙ্গল স্বরূপে প্রবহমান রহিয়াছেন, সেইরূপ সমস্ত সৃষ্টির, সমস্ত জীবরাজ্যের, এবং সমগ্র

প্রাকৃতিক ব্যাপারের অতীত হইয়াও বিরাজ করিতেছেন। দেশতঃ অতীত—এরূপ তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু সর্ব্বঘটে সর্ব্বময় হইয়াও, ঘটাকাশ হইতে মহাকাশের স্বাতন্ত্রের ন্যায়, অপরিচ্ছিন্ন রূপে অসীম ও অতিক্রান্ত হইয়া আছেন। এবম্প্রকারে কথিত যে অন্তর্ভাব ও অতিক্রান্ত তত্ত্ব, এ উভয় তত্ত্বের মধ্যে প্রথমটী সাধকের সন্নিকটে, অর্থাৎ বাহ্য ও অন্তর্জগতে দেদীপ্যমান্, এবং তাহার চিন্তন ও ধারণা দ্বারা দ্বিতীয় তত্ত্বটী ক্রমে ক্রমে লাভ হয়। যদি তল্লাভে জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী সুদীর্ঘ কালও লাগে, তথাপি. অবান্তর মঙ্গল স্রোতে সাধকের হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়। স্থূল, সূক্ষ্ম. কোন প্রকার প্রাকৃতিক ফলকামনা সহকারে ঐ প্রথমটী উপাসিত হইলে জন্মান্তরে বা স্বর্গলোকে শুভ সম্ভোগ হয়; আর ব্রহ্মকামনা সংযুক্তে অর্চ্চিত হইলে অন্তে প্রকৃতির অতীত, কালত্রয়ের অতীত, বারম্বারের জন্ম মৃত্যুরূপ সংসরণের অতীত, ব্রহ্ম ভুবন রূপ সগুণ ও ক্রমমুক্তি স্থানের যোগে, অথবা গতি ও উৎক্রমণ রূপ গৌণ প্রতিবন্ধ শূন্য, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, পরমাত্মজ্ঞানরূপ সাক্ষাৎ মহামোক্ষ লাভ হয়।

১০। অতএব ভৌতিকী ও দৈবিকী প্রকৃতির অভ্যন্তরে সৃষ্টির প্রকাশক পরব্রহ্ম আপনাকে যে অবতীর্ণ করিয়াছেন, সেই অবতীর্ণ প্রভাব একদিকে ঐ উভয়বিধ প্রকৃতির সহিত এই সৃষ্টিরূপ বিশাল কার্য্যকে তাঁহার অস্তিত্ব-জ্ঞান লাভের অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছে। এবং অন্য দিকে ঐ অবতীর্ণ প্রভাব স্বয়ং ও সৃষ্টির অতীত নির্ব্বিশেষ পরমাত্মভাব রূপ মোক্ষের মহা অবলম্বন হইয়া আছেন। সুসূক্ষ্ম অরুন্ধতি নক্ষত্র দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিকে, যেমন অন্য নক্ষত্রের অবলম্বনে, তাহা দেখাইতে হয়; এবং তাহা দৃষ্ট হইলে, দ্রষ্টা যেমন সেই অপর নক্ষত্রটীকে পরিত্যাগ করিয়া অরুন্ধতীতে চিত্তনিবেশ করেন, তাহার ন্যায়, শাস্ত্র, এই সৃষ্টি ও তাহাতে পরমেশ্বরের অবতীর্ণ প্রভাব উভয় প্রকার অবলম্বন যোগে সাধককে ব্রহ্মোপদেশ করেন। তাহাতে সাধক, ক্রমে আত্মতত্ত্বরূপ ব্রহ্মধাম দেখিতে পান। ইহা বলা বাহুল্য যে তাহা প্রাপ্ত হইলে তিনি ঐ উভয় প্রকার অবলম্বনই পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার নিরঞ্জন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহাই পরাগতি; তাহাই মুক্তি। তাহাই শান্তি এবং জন্ম মৃত্যু ব্যাধির অন্ত।

১১। কয়েক খানি উপনিষদে স্পষ্ট বাক্যে অবলম্বন সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানবস্মৃতিতে, বেদান্তসূত্রে এবং গীতাস্মৃতিতেও তাহা দৃষ্ট

হয়। তন্মধ্যে প্রণবের অবলম্বনকে সর্ব্ব শাস্ত্রেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিয়াছেন। মাণ্ডুক্য, কঠ, প্রশ্ন ও ছান্দোগ্য উপনিষদে তাহার অনেক উপদেশ আছে। তৎসমস্তকে একবাক্য করিলে উপাদেয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। আমরা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে মাণ্ডুক্যোপনিষদের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি এবং প্রয়োজন মতে অন্যান্য উপনিষদের ও শাস্ত্রের তুল্যার্থবাচী সিদ্ধান্তসকলও দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করিব। ইহা বলা বাহুল্য যে, শাস্ত্রীয় উপদেশের যে গাম্ভীর্য্য ও মনোহারিতা, তাহা শাস্ত্রপাঠেই অনুভব করা যায়। কিন্তু আমাদের উপব্যাখ্যান দ্বারা তাহার যদি সামান্য মর্ম্মও জানা যায়, তবে আমাদের ন্যায় বিষয়কর্ম্মী লোকদিগের পক্ষে, বোধহয় তাহা আপাততঃ প্রচুর। মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই সৃষ্টিতে ব্রহ্মের সমগ্র অবতীর্ণ প্রভাবকে ওঁকাররূপ সাঙ্কেতিক যুক্তাক্ষর দ্বারা ব্যক্ত করিয়া তাহাকেই সৃষ্টির মুখ্যরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে আছে "ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব" ওঁকার অক্ষরই "ইদং সর্ব্বং" এই সমুদয় জগতের মুখ্যরূপ। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যাহা কিছু ছিল, আছে ও থাকিবে তৎসমস্তই ওঁকার-রূপ। "যাচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।" তদ্ভিন্ন যাহা 'ত্রিকালাতীত', কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, তাহাও ওঁকারই। অর্থাৎ ওঙ্কারের বাচ্য ব্রহ্ম আত্মা। তাহার চারিপাদ।

১২। এই স্থূলজগতে জীবের স্থূলদেহে, এবং জীবের জাগ্রত অবস্থায় পরমাত্মার ত্রিকালব্যাপী অধিষ্ঠান চিরবিরাজিত। তাদৃশ অধিষ্ঠান বিরহে জ্যোতিবিহীন নয়নের ন্যায় তৎসমস্ত অন্ধ, অকর্ম্মণ্য ও অব্যবহার্য্য হইয়া থাকিত। এই অধিষ্ঠাতৃত্ব তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও প্রয়োজন-বিজ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। এই অধিষ্ঠানের নাম বিশ্ব, বিরাট বা বৈশ্বানর। ইহাই ওঙ্কারের অর্থাৎ আত্মার প্রথম পাদ।

১৩। ঐ প্রকারে এই জগতের নবোদিত সূক্ষ্মাবস্থায়; জীবের ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি সংঘাতরূপ সূক্ষ্মদেহে; এবং স্বপ্নাবস্থায়, যখন স্থূলশরীর নিষ্ক্রিয় এবং ঐ সূক্ষ্মশরীর ক্রিয়াশীল হয়; এই সকল অবস্থাতেও পরমাত্মার ত্রিকাল-ব্যাপী অধিষ্ঠান নিত্য বিদ্যমান। তাহা না থাকিলে ঐ সকল তত্ত্ব অস্তিত্ব-বিহীন হইত। এই অধিষ্ঠাতৃত্বও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ও সর্ব্বত্র

বর্ত্তমানতার পরিচয় দিতেছে। এই অধিষ্ঠাতৃত্বের নাম তৈজস, হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা। ঐ সকল তত্ত্ব 'তেজোময়' এজন্য তাঁহার উপাধি তৈজস, 'হিরণ্যনিভ' এজন্য তাঁহার উপাধি হিরণ্যগর্ভ, এবং তিনি স্বয়ং সূত্রের ন্যায় হইয়া তৎসমস্তকে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে "সূত্রেমণিগণাইব" মণিগণের ন্যায় গাঁথিয়া রাখেন বলিয়া তাঁহার আখ্যা সূত্রাত্মা। ইহাই আত্মার দ্বিতীয়পাদ।

১৪। অতঃপর উপরিউক্ত প্রকারে, এই সৃষ্টির অব্যক্ত বীজস্বরূপিণী ও আদ্যউপাদানময়ী প্রকৃতি শক্তিতে; জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সঞ্চিত অদৃষ্টমূলক ভাবি সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহপ্রবাহের কারণ বীজরূপী কারণ-দেহে; জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় যখন স্থূল সূক্ষ্ম উভয় দেহ নিষ্ক্রিয় হয় এবং কারণদেহ, দ্বৈতবোধশূন্য এক তমোময় অচেতন অস্তিত্বে জীবাত্মার সহ বিলীন হয়; এবং প্রলয়কালে যখন প্রকৃতি, অদৃষ্ট, এবং কারণদেহ, পরব্রহ্মরূপ অদ্বয় জ্ঞান ও সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎকারণে প্রলীন হয়; এই সকল অবস্থাতেও পরমাত্মার ত্রিকাল ব্যাপী অধিষ্ঠান অনাদি অনন্তকাল হইতে থাকিয়া আসিয়াছে ও থাকিবে। এই অধিষ্ঠাতৃত্বও তাঁহার অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব এবং জীবের চির-কালের কর্ম্মানুযায়ী প্রয়োজন--জ্ঞান-বত্তার প্রমাণ দিতেছে। ইহার নাম সর্ব্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, ভূতযোনি ও অন্তর্য্যামী। ইহাই আত্মার তৃতীয় পাদ।

১৫। উপরে যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিবরণ দেওয়া গেল, ইহা সমুদয়ই প্রাকৃতিক এবং ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়-পরিচ্ছিন্ন। এ সমস্তই এই জীবরাজ্যে ও বাহ্য জগতে মানব-প্রকৃতির যে চির প্রভাব তাহাই জ্ঞাপন করিতেছে। এই প্রকৃতিদ্বয় মূলে এক। কেবল ভোক্তৃপ্রান্ত ও ভোগ্যপ্রান্তে বিভক্ত হইয়া জীবের কর্ম্মানুযায়ী উপকার করিতেছে। এই অনাদি অনন্ত সংসারাবস্থায় প্রকৃতিই জীবের ঐ ত্রিবিধ দেহরূপ উপাধি হইয়া আছেন। এবং তদধিষ্ঠাতা রূপে ঈশ্বর চিরকাল ঐ তিন পাদে তাঁহার কর্ম্মফলের বিধান করিয়া আসিতেছেন।

১৬। এই অবস্থাত্রয়ে সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার যে বিশেষ বিশেষ ব্যাপ্তি, তাহার বিশেষ বিশেষ নাম সকল উপরে ত্রিবিধ শ্রেণীতে দেওয়া গেল। সমস্ত নামই বৈদিক। এইক্ষণ এক একটী অক্ষর দ্বারা ঐ এক এক অবস্থার অধিষ্ঠাতার বীজ নাম সংক্ষেপে কহিতেছেন। যথা স্থূলাবস্থার যে অধিষ্ঠাতা

তাহার নাম "অ", সূক্ষ্মের অধিষ্ঠাতার নাম "উ", এবং কারণাবস্থার অধিষ্ঠাতার নাম "ম"। এই তিন অক্ষর একত্র করিলে হয় "ওঁ"। ইহাই তৎসমুদয়ের নিষ্পন্ন মহা বৈদিক বীজ।

১৭। ক্রিয়া এবং উপাসনার অনুষ্ঠানে এই বীজাক্ষর যে যে ভাবে অবলম্বিত হইলে যে রূপ ফল হয়, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদানোদ্দেশে অন্যান্য উপনিষদের বাক্য উদাহরণ দিতেছি।

ক্রমশঃ।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

বীজকের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একটী সার ও শেষ কথা।

তাহার পর মহারাজজী পরমানন্দ স্বামী আমাকে (গঙ্গাগিরীকে) বলিলেন, প্রিয় সখা! এখন তোমাতে ও আমাতে কোন প্রভেদ না দেখিয়া তোমার এবং জগতের হিতের নিমিত্ত একটী সার ও শেষ কথা বলিয়া আমি মৌনাবলম্বন করিব।

দেখ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব গীতা উপদেশ করিয়া, পরিশেষে এই সার ও শেষ কথা বলিয়াছিলেন "কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও; অনুশোচনা করিও না; আমি তোমাকে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত করিব।" গীতা।

এখন দেখিতে হইবে যে শরণাগত হওয়া কাহাকে বলে? কোন্ কালে শরণ লওয়া যায়? ও কে কাহার শরণ লইয়া থাকে? সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যাধকে দেখিয়া ঘোর আপদ কাল উপস্থিত মনে করিয়া যেমন বন্যপশু ভয়ে বিহ্বল ও আকুল হইয়া কোন নিকটবর্ত্তী ঝোপের মধ্যে যাইয়া

আপনাকে লুক্কায়িত করে এবং ঝোপও তাহাকে আশ্রয় দান দিয়া তাহার কলেবর আচ্ছাদিত করে, তখন সেই পশু ঝোপময় হইয়া যায়, ব্যাধ আর তাহাকে দেখিতে পায় না; সুতরাং তৎকালে সে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পায়। ইহার নাম প্রকৃত শরণাগত হওয়া।

ত্রিতাপ দূষিত এই নিখিল সংসার যে একটী মহাভয়াবহ স্থান, তাহা কে না জানে! এখানে ভয়ের অভাব নাই। অতএব বারম্বার গর্ভ যন্ত্রণা ও বারম্বার মৃত্যু যন্ত্রণার অনিবার্য্য ক্লেশ হইতে যদি মুক্তি কামনা করিয়া থাক, তাহা হইলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে শরণাপন্ন হও। যদি বল তিনি কে? কোথায় থাকেন, তাঁহার স্বরূপই বা কি ও তাঁহার পরিচয় কি? তাহা হইলে আমি তোমার স্মরণার্থ বলিতেছি যে তোমার কি মনে নাই, ভগবান তাঁহার নিজের পরিচয় নিজ মুখারবিন্দে সেই গীতাতে প্রদান করিয়াছেন? তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন " তোমার পঞ্চজ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্যে যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ ও অনুভব করিতেছ তাহা সমস্তই আমি--আমি ব্যতিরেকে ত্রিভুবনে আর কিছুই নাই; ভাল মন্দ অস্তি ও নাস্তি যাহা কিছু বলনা কেন, তাহা সমস্তই আমি। পুত্র! ইহা ভগবদ্‌বাক্য, অতীব যুক্তিযুক্ত। তোমার অনুভূতির নিমিত্ত ইহার শোধন করিতেছি, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর।

প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পঞ্চভূত সকল কদাচ জড় বা মিথ্যা নহে। কারণ প্রকৃতি অর্থে স্বভাবকে বলা যায়; অর্থাৎ প্রকৃতি অর্থে স্বভাব বুঝায়। কাহার স্বভাব? শুদ্ধ, সত্য, চৈতন্য পরমাত্মার স্বভাব। এখন বল দেখি, কোন্ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া বুঝিতে পার যে জ্ঞান-স্বরূপ চৈতন্যময় পরমাত্মার প্রকৃতি (স্বভাব) অর্থাৎ শক্তি জড় বা মিথ্যা? এরূপ মনে করিলেও পাপ হয়। হিদুরা ও ইউনানীরা (পূর্ব্বদেশবাসীরা) পঞ্চভূত সকলকে পরমাত্মার আবির্ভাব বলেন, তাহাই জলকে নারায়ণ, তেজঃ শ্রীসূর্য্যকে নারায়ণ, অগ্নি বায়ুকে ব্রহ্ম, পৃথিবীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন; অতএব ইহারা কেহ জড় বা মিথ্যা নহেন। এই পঞ্চভূত হইতে এই চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ এই পঞ্চভূতই চরাচর রূপ ধারণ করিয়া ত্রিভুবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; অতএব এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপ। ইহাতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই সত্য চিৎ আনন্দ, অস্তি ভাতি প্রিয়। ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম, দেব!

এপর্য্যন্ত আমার কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু নাম ও রূপ যে মিথ্যা, তাহাতে ত কোন ভুল নাই ? ইহা মহারাজজী পরমানন্দস্বামী ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন, তাতঃ! তাহা হইলে আমি সর্ব্বাগ্রে আমার নাম ও রূপকে শোধন করিয়া দেখি।

" নাম "—ইহা কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না। কারণ, নাম একটী শব্দ মাত্র—শব্দ ব্রহ্ম, ইহা শাস্ত্রে ভূরী ভূরী বর্ণিত হইয়াছে। আর দেখ, এক দিন আমি একটী গ্রামে কোন একটী গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম ; ভিক্ষান্তে তথায় অবগত হইয়াছিলাম যে সেই গৃহস্বামীর একমাত্র পুত্র পূর্ব্বদিবস সর্পাঘাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। আমি দেখিলাম যে সেই বাটীর বহির্দ্দেশে প্রচুর পরিমাণে জহরমাহারা লতা প্রাচিরগুলিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এখন স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ। বস্তু সম্মুখে সদাই বর্ত্তমান ছিল এবং তাহার গুণও জানা শুনা ছিল। কিন্তু তাহার নাম অবগত না থাকায় সেই বস্তু (জহর মাহারা) সত্য হইয়াও অসত্য ; থাকিয়াও নাই। তাহাই নামের অভাবে সেই গৃহস্বামী তাহার প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে জন্মের মতন হারাইয়া পাগল হইয়াছিল। অতএব নাম—জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম। গোস্বামী তুলসীদাস বলেন—

চৌপই।

রাম এক তাপস ত্রিয়া তারী—
নাম অনেক খল কুমতি নিবারী।

অর্থাৎ রাম একটী তাপস পত্নী অহল্যাকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু নাম অসংখ্য অসংখ্য খলগণের কুমতি নিবারণ করতঃ উদ্ধার করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। অতএব নাম, রাম হইতে শ্রেষ্ঠ। এই বারে রূপকে শোধন করা যাউক। বস্তু মাত্রকে রূপ বলা যায় ; ইহাকে যদি মিথ্যা বা জড় বল, তাহা হইলে অস্তি, ভাতি প্রিয়—ইহা দ্বারা কি প্রকারে সাব্যস্ত হইতে পারে ? কদাচ বস্তুকে জড় বা মিথ্যা বলিতে পার না, কারণ লৌহখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড—যাহাকে সচরাচর জড় বলিয়া জন সাধারণের যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তৎসঙ্গে লৌহ বা প্রস্তর নির্ব্বাচনের জ্ঞান সকলেরই সমভাবে বিদ্যমান আছে, প্রকৃত পক্ষে বস্তু না থাকিলে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে ; অতএব বস্তু আছে। যখন পদার্থ আছে, তখন সে পদার্থ সত্য বস্তু (অস্তি)।

বস্তু দেখিয়া বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহাকে বস্তুগত জ্ঞান বলা যায় অতএব ইহা চিৎ (ভাতি) অর্থাৎ ভাসমান রহিয়াছে। বস্তু প্রাপ্ত হইলে একটী আনন্দ হয় অতএব ইহা প্রিয়। অস্তি ভাতি-প্রিয়—সত্য-চিৎ আনন্দ = সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। এই ভাবে বস্তুকে শোধন করিলে জানিতে পারা যায় যে রূপ জড় বা মিথ্যা নহে; পদার্থ তত্ত্ববিদগণ বলেন যে কি ধাতুজ পদার্থ কি উদ্ভিদ পদার্থ ইহাদের মধ্যে জড় বলিয়া কিছু নাই, ইহারা সকলই প্রাণপূর্ণ ও জ্ঞানময়। জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত কৌশল পূর্ব্বক ইহাদিগের মধ্যে তমোগুণ অধিক পরিমাণে আরোপিত থাকাতে ইহারা স্থূল বুদ্ধির নিকট জড় বলিয়া কথিত হয় মাত্র নচেৎ বাস্তবিক ইহারা সকলি অর্থাৎ বস্তু মাত্রেই সজীব ও চেতন। একজন মুসলমান সাধক বলিয়াছেন—"বয়ত"

"বর্গ দরখতান সব্জ দর নজরে হোসিয়ার হরবর্কে দপ্তরেস্ত মারফতে কিদর্শার"। অর্থাৎ গাছের একটী সবুজ ক্ষুদ্র পল্লবও জ্ঞানের চক্ষে ভগবানের মহিমা জানিবার জন্য একটী প্রকাণ্ড দপ্তর বিশেষ। ইহার ভাবার্থ এই যে সমস্তই চৈতন্যময় পরমাত্মা। পদার্থ তত্ত্ববিদ মহাত্মারা বলেন যে বস্তু মন্ত্র সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট, সেই সৌন্দর্য্যের নামই রূপ, ইহা সত্যং শিবঃ সুন্দরং। এই রূপে বস্তুকে অবগত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী পদে বাচ্য হওয়া যায়, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই জানা যায় যে এই জগতের বা নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই এক মাত্র সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই আছেন তদ্ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। পুত্র! এই খানে নিজের অস্তিত্ব ও জগতের অস্তিত্ব সংমিলিত হইয়া সমুদয় শ্রীকৃষ্ণতে বিলুপ্ত হইল—বিন্দু সিন্ধুতে মিশিয়া গেল। এখন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই রহিল না, ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণে শরণ লওয়া বলা যায়। যেমন পশু ঝোপ মধ্যে আশ্রয় লওয়াতে ব্যাধের চক্ষে পশু অদৃশ্য হইয়া ঝোপময় জ্ঞান হইয়াছিল তদ্রূপ আপনাকে এবং জগৎকে শ্রীকৃষ্ণ রূপ ঝোপে লুকায়িত করিতে পারিলে নিজের ও জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণময় জ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

মহাত্মা তুলসীদাস বলেন

দোঁহা।

"তুলদীদাস ভাগ আপু সহিত জবলগি নিরমূল ন হোই।
তবলাগি কোটী উপায় করিয়ে, মরিয়ে শুলিয়ে নহি ভাই" ॥

অর্থাৎ হে তুলসী! এই বিশাল জগৎ সংযুক্ত নিজের অস্তিত্ব যে অবধি নির্ম্মূল না হইবে, তাবৎ যাহাই কর না কেন, মরিলেও কিছুতেই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না। তাঁহার এই সকল সারগর্ভ তত্ত্বোপদেশ শুনিয়া আমি করযোড়ে বলিলাম স্বামী, তাহা হইলে এই যে মায়া—মহারাজজী আমার কথায় বাধা দিয়া হাস্য মুখে বলিলেন ও আবার কি কথা? মায়া বলিয়া আবার কিছু আছে না কি? যখন সমস্তই সেই পরমাত্মা চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধ হইল তখন আর অবশিষ্ট কিছু থাকিতেই পারে না। তুমি যাহাকে মায়া বলিয়া অবগত আছ তাহা যে অনন্ত জ্ঞান। ইহা জানিবার জন্য কদাচ মস্তিষ্ককে চালনা করিয়াছিলে কি? মনে কর একজন বাজীকর ভানুমতীর বাজী দেখাইতেছে—সে একটী লৌহখণ্ডকে লইয়া তোমার সম্মুখে কুকুরের ছানা করিয়া ফেলিল, তুমি বলিলে বেশ মায়া, কিন্তু ইহা বুঝিলে না যে একটী লৌহখণ্ডকে "ছানা" করা ইহা কি সহজ জ্ঞানের কাজ? ইহাতে কত বেষ্টনাল, কত যুক্তি ও কত উপায় অবলম্বন করা হইলে তবে ত দর্শকবৃন্দের চক্ষে ধাঁদা লাগাইয়া এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ। ইহা কি জড় মিথ্যাময়ী মায়ার কাজ না চৈতন্যময় জ্ঞানের কাজ? আর দেখ যাহাকে মায়া বলে তম কেমন প্রবল প্রতাপান্বিত। মহাত্মা তুলসীদাস বলেন—

দোঁহা।

"শিব বিরঞ্চিকো মোহে, কোহে বপুরা আন্।
অস্‌জিয় জ্ঞানি ভজহি মুনি, মায়াপতি ভগবান্" ॥

দেবাদিদেব ও কমলযোনি ব্রহ্মাকেও মায়া মোহিত করিয়াছে, তখন আর অন্য অপর পরের কথা কি? ইহাই ভাবিয়া সেই মুনিগণ সেই মায়াপতির শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। বৎস! এখন বল দেখি জড় বা মিথ্যা যাহা তিন কালে নাই তাহা কি পরম যোগী শিব, পদ্ম যোনী ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, বিষ্ণু বাহন গড়ুর দীর্ঘ আয়ু ভুষণ্ডী ত্রৈলোক্যকে মোহিত বিস্মিত ও লাঞ্ছিত করিতে

পারে? ইহাও কি সম্ভব? বৎস এমন কদর্য্য ভাব ও কলুষিত চিন্তাকে কদাচ মন মধ্যে স্থান দিও না। মায়া, দয়া, কায়া, ছায়া এ সমস্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ।—

"যা দেবি সর্ব্বভূতেষু মায়া রূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" ॥

আর দেখ, মুসলমান ধর্ম্মে আর্ব্বি ভাষায় অতি গোপনীয় একটী মহামন্ত্র ও আর একটী বীজমন্ত্র আছে প্রথমটী "হু অল্লাহ্" দ্বিতীয়টী "ইল্‌লিল্লাহ", এই উভয় মন্ত্রের অর্থ এই যে পরমাত্মাই আছেন তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই নাই। পরিব্রাজক পরমহংস ভগবান্ শুকদেব গোস্বামী হস্তস্থিত একখানি সরাবে কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য লইয়াছেন ও তাঁহার কুক্ষিদেশে একটী কুকুরের শাবককে ধারণ করিয়াছেন এই প্রকারে পথে আনন্দ মনে গমন করিতেছেন এবং যাইতে যাইতে সেই সরাবস্থিত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, কুক্ষিস্থিত কুকুর শাবকও সেই সরাবের অন্ন মুখদ্বারা উচ্ছিষ্ট করত গ্রহণ করিতে লাগিল মহাত্মা শুকদেবের ইহাতে বিন্দুমাত্র বিকার উৎপন্ন হইল না, বরঞ্চ সেই কুকুর শাবকের সহিত সরাবস্থিত অন্ন সানন্দে মুখে দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন অহো কি সুন্দর, কি প্রীতিকর, কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দদায়ক ব্রহ্মরূপী কুকুর শাবক ও ব্রহ্মরূপী আমি ব্রহ্মরূপী ভোজন ক্রিয়া সমাধা হইতেছে।

বৎস! বুঝিয়া দেখ এই অবস্থাকে একাকার অবস্থা কহে। লোকে যে অবধি সেই অবস্থা প্রাপ্ত না হয় সে অবধি আর কল্যাণের আশা কোথায়?

(ক্রমশঃ)
জনৈক রিন্দ।

পার্লামেণ্টে প্রেতাত্মা।

পার্লামেণ্ট মহাসভার অন্তর্গত কমন্স্ সভাগৃহের অন্যতম কর্ম্মচারী মিঃ এ, জে, সি, মিলম্যান (Mr. A. G. C. Milman, Assistant Clerk of

the house of Commons) সাহেবের গৃহে ভূতের উপদ্রব আছে বলিয়া একটী জনরব উঠে। সকলেই বলিত যে একটী প্রেতাত্মা মিলম্যান সাহেবের সহধর্ম্মিণীর রূপ গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

উপরোক্ত ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া জনৈক সংবাদ পত্রের রিপোর্টার বা সংবাদদাতা মিলম্যান পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদন্ত জানিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। মিলম্যান পত্নী সাদরে সংবাদদাতা মহাশয়কে গ্রহণ করিয়া সমস্ত ঘটনাটী যথাযথ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন :—

"আপনি যে জনরব শ্রবণ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আশ্চর্য্য কথা এই যে উহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি গত কয় বৎসর ধরিয়া এই ঘটনা দেখিয়া আসিতেছি। অনেক লোক আমাকে বলে যে তাঁহারা আমাকে কোনও কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখিয়াছে, কিন্তু আমি আমার জীবনে সেই সকল স্থানে কখনই যাই নাই। পুস্তক বাঁধার আমার বিশেষ ঝোঁক্ আছে। আমার গৃহের ছাদের উপর একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া আমি পুস্তক বাঁধিতে ছিলাম, আমার নিকট আমার একজন সহচরীও বসিয়া কাজ করিতেছিল। সহচরী আমার নিকট বিদায় লইয়া যেমন দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইবে অমনি দেখে যে আমি (অর্থাৎ আমার রূপধারী প্রেতাত্মা) আমার গৃহের বিপরীত দিক হইতে গৃহের দিকে আসিতেছে। ঘটনা দেখিয়া আমার সহচরীর বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাইল। কি করিবে কিছুই স্থির না করিতে পারিয়া আমার রূপধারীকে পথ ছাড়িয়া দিয়া নিচে চলিয়া গেল।"

"আমার রূপধারীকে আমি নিজে কখনই দেখিতে পাই নাই, কিন্তু ইহার কথা আমি অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি। একদিন রাত্রে আমি আমার শয়ন গৃহে শয়ন করিয়া আছি এমন সময় আমার গৃহের দরজার নিকট বাহির হইতে কিসের শব্দ হইতেছে শুনিতে পাইলাম। শব্দ শুনিয়াই মনে করিলাম দরজার বাহিরে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু কাণ্ড হইতেছে। আমি শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম, আসিয়া দেখিলাম গৃহের সমগ্র দরজা খোলা কিন্তু আমি সে স্থানে কোনও জন প্রাণীকেই দেখিতে পাইলাম না। আমি ফিরিয়া আসিয়া গৃহের দরজা অর্গল আবদ্ধ করিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় আমি শয়ন না করিতে করিতেই গৃহের অলিটী কে

বাহির হইতে খুলিয়া দিল। আমি পুনরায় বাহিরে আসিলাম কিন্তু এবারেও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

"ইহার পর আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আমি আমার দুই জন চাকরকে উপরে আসিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইলাম। আমার ঘণ্টা শুনিয়া উহারা উপরে আসিতেছিল। আমি মনে করিলাম উহারা আসিবার সময় সিঁড়িতে নিশ্চয় কাহারও না কাহার সাক্ষাৎ পাইবে। কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই অন্য জন কিন্তু আমার রূপধারীকে একটী দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছে!!

"আমার জনৈক পরিচারিকা আমাদের এইরূপ ঘটনা দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমাদের কার্য্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। অদ্যও একটী ভদ্রমহিলা এবাটীতে আসিয়াছেন তিনিও আমাকে যে স্থানে দেখিয়াছেন বলিতেছেন আমি আমার জীবনে সে স্থানে কখনও যাই নাই।"

সংবাদদাতা মহাশয় গৃহটী কত দিন নির্ম্মিত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় মিলম্যান পত্নী বলেন যে অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গৃহটী আধুনিক কালে নির্ম্মিত, এরূপ গৃহে ভূতের উপদ্রব অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! গৃহটীর গত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জীর্ণ সংস্কার করা হইয়াছে।"

সংবাদদাতা। "আপনার গৃহে এইরূপ অপদেবতা থাকায় আপনার কি কিছুই ভয় হয় না?"

মিলম্যান পত্নী। "কিছুই না। ইহা থাকিলেও যাহা না থাকিলেও তাহা, আমার ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমি এরূপ ঘটনাতে একরূপ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। এমন কি আমি আমার রূপধারীকে কতবার ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি না।"

মিলম্যান পত্নী আরও বলিলেন যে এরূপ ঘটনা গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই চলিতেছে। এবং বহুতর লোকে তাঁহার রূপধারীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি নিজে কখনও তাঁহার রূপধারীকে দেখেন নাই।

সংবাদাদাতা মহাশয় মিলম্যান পত্নীর কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন এবং তাঁহার সাহসের প্রসংশা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উপরোক্ত ঘটনা ব্যতীত কমন্স সভাগৃহে অন্য সময়েও প্রেতাত্মার আবি-

র্ভাবের কথা শুনা গিয়াছে। কিছুদিন গত হইলে একজন বিশিষ্ট এম্ পির (M. P.) হঠাৎ মৃত্যু হয়। কতিপয় সভ্য তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলেন যে যেমন উক্ত সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে ঠিক সেই সময়েই তাঁহারা উক্ত সভ্যকে সভাগৃহের স্থান বিশেষে দেখিয়াছেন।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ নাগ।

শ্রীমতি আনি বেসান্তের প্রতি।

(রঙ্গালয় হইতে পুনর্মুদ্রিত।)

———:)o(:———

কে তুমি জননী এ নিদ্রিত দেশে,
ঊষারাণীসম জোতির্ম্ময় বেশে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম, সত্য, সুধাহাসি হেলে
দিবসের বার্ত্তা লইয়া এলে,

দিব্য জাগরণ সঞ্চারিলে প্রাণে
আশাময়ী ভাষা বরষিলে কানে,
উল্লাস হিল্লোল সুললিত তানে,
নাচিল সমগ্র ধরণীতলে।

কোন দ্যুতিময় দেবলোক ছাড়ি,
লয়ে করে বীণা শোকতাপ হারী,
অন্তরিক্ষিতি আকাশ সুস্বরলহরী
তুলিয়া মাতালে বিশ্বের প্রাণ,

ক্ষুদ্র অনুভূতি সসীমত্ব ছাড়ি,
জন্ম-জরা-মৃত্যু পরিত্যাগ করি,
সদানন্দময় সুপ্ত স্মৃতি, মরি,
জাগিল বিবেকে শুনি ও তান।

ত্রিদিব কুমারী, ত্রিদিব সম্বাদ,
এনেছ ঘুচাতে জীবের বিষাদ
বিস্মৃতি আঁধার, মোহ অবসাদ
জগতের কি গো ঘুচিবে তায়।

জীব প্রাণ পুষ্পে অনন্ত বিকাশ,
বিশ্বপ্রেমানিলে সুরভি সম্ভাষ,
স্নিগ্ধ শান্তি ভাতি ত্বরায় প্রকাশ
এ ভবমণ্ডলে হবে কি হায়।

তাহারি সূচনা করিতে জননী,
তোমার উদয় হেন অনুমানি,
অনন্ত সত্যের শ্রেষ্ঠতম খনি,
ভারত তোমার পরম স্থান,

লুপ্তজ্ঞান সুধা করিয়া উদ্ধার,
মিলায়ে নূতন আস্বাদ বিচার,
দেশ দেশান্তরে করিয়ে প্রচার
অমরতা ভবে করহ দান।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

জগৎ ভাবিয়ে, পাপীর হৃদয়ে, বিলাসে কি হেতু বাসনা।
তুমি আছ সুখে, তারা ভাসে দুখে, যারা ভাবে তোমায় আপনা॥
ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, সর্ব্বশক্তিমান,
এ জগমণ্ডলী, তাঁহার সন্তান,
অভিমানে কেন, পরিপূর্ণ প্রাণ, ভ্রাতৃপ্রেম বিশ্বে ঢালনা॥
তব পরিধান, মহার্ঘ বসন,
নগ্ন দেহ ভবে আছে কত জন,
ঋতুর সমরে, এক ভাই মরে, আর ভাই ফিরে চাহেনা।
পরম ঈশ্বর, হায় এ নশ্বর, বিশ্ব কি কঠিন রচনা॥
তোমার ভোজন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
অনাহারে হের মরে কত জন,
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসে, কতজনে গ্রাসে, করেছ কি তা'বিবেচনা॥
তোমার নিবাস, দিব্য হর্ম্ম্যতলে,
শীতে শূন্যস্থানে, বরিষায় জলে,
হায় কতজন, শমন সদন, যায় অনুক্ষণ দেখনা॥
অভাব মণ্ডিত, এই বিশ্বধাম,
পরার্থে সমর্প, নিজ নিজ প্রাণ,
কর্ত্তব্যের দ্বারে, নৈলে চিরতরে, ঋণী রবে তাকি জাননা॥
এ দীন অন্তরে, জাগে এই আশ,
জগতের যেন হই ক্রীতদাস,
শ্রীনিবাস তটে, মাগি করপুটে, অহঙ্কারে যেন মাতিনা॥

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

৬ষ্ঠ ভাগ।] পৌষ, ১৩০৯। [৯ম সংখ্যা।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত
এম্-এ, বি-এল্, সম্পাদিত।
কলিকাতা, ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।		লেখকগণ।	পত্রাঙ্ক
১। পৌরাণিক কথা।	শ্রীযুক্ত	পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্-এ, বি-এল,	[illegible]
২। বিচার সাগর	"	বিজয় কেশব মিত্র, বি, এল	[illegible]
৩। উপাসনার অবলম্বন	"	চন্দ্রশেখর বসু	[illegible]
৪। ছক্করহনম্ বাওয়া	"	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	[illegible]
৫। পত্রের একাংশ (গল্প)	"	সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়···	[illegible]
৬। শ্রীরামচন্দ্র	....	... ...	[illegible]

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত [illegible]
নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

Printed by Abinash Chandra Basu, at the MAJUMDAR PRESS,
74, Sukea's Street, Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় /০ আনা কমিশন পাঠাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত প্রকাশক।

হ্যোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য—১৲ এক টাকা, বিলাতী বাঁধান ১৷৷০ দেড় টাকা।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর হেরিং, গ্যারেন্‌সি, কেণ্ট, সি, ভন্, বেনিং হোসেম্ কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্" প্রভৃতি নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাই পুস্তকখানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ, কার্য্যবশেষ পুরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিষঘ্নতা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি। ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক পৃথক সময়ানুসারে ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রশন ও এগ্রাভেশন্) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকে আর্টপেপারে অতি উৎকৃষ্ট জর্ম্মান ফটো হইতে উদ্ধৃত মহাত্মা ৺সামুয়েল হানিমানের ১ খানি করিয়া প্রকৃতি ও গ্রন্থকারের ফটো ও নামের মোহরাঙ্কিত আছে। ঐ হানিমানের ফটো বড় সাইজের মূল্য—।/০ পাঁচ আনা।

সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। মূল্য—১৲ টাকা।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। V. L. M. S.

পোষ্ট মহানদ, জেলা হুগলি।

অশুদ্ধি শোধন।—৩৫৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রবন্ধশীর্ষ শ্রীরামচন্দ্র (দ্বিতীয় অধ্যায়) হইবে।

ষষ্ঠ ভাগ। { পৌষ ১৩০৯ সাল। } ৯ম সংখ্যা।

পৌরাণিক কথা।

নিদাঘ ও ঋষিপত্নী।

দেখিলাম-বেদের অর্থ না জানিয়া, বৈদিক সংস্কারবিহীন হইয়া, মীমাংসাদি শাস্ত্র না পড়িয়া, কেবল মাত্র একান্ত ভক্তি অবলম্বন করিয়া গোপ রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাদের আর "আমিত্ব" থাকিল না। তৎস্বরূপী গোপীগণ অবলীলা ক্রমে 'বেদধর্ম্ম' কর্ম্ম রূপ বেদের লজ্জা বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ তৎসমুদ্রে ঝাঁপদিলেন। তাঁহারা হেলায় বলিলেন "তত্ত্বমসি"।

দেখি, যাঁহারা পণ্ডিতাভিমানী, যাঁহারা "বেদবাদরতাঃ পার্থনান্যদস্তীতি বাদিনঃ" তাঁহারা কি করেন। দেখি, তাঁহাদের জ্ঞানের কতদূর দৌড়, দেখি তাঁহাদের কর্ম্মের গতি কতদূর।

একদা নিদাঘ কালে রামকৃষ্ণ গোপবালকদিগের সহিত গোচারণ করিতে ছিলেন। গোপবালকেরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বেদবাদী ব্রাহ্মণসকল স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করিতেছে; তাঁহাদের নিকট আমার ও আর্য্যপাদের নাম লইয়া অন্ন যাচ্ঞা কর। গোপ বালকেরা তাহাই করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মের ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া অদেশ কালে অন্ন দিবেন না, সেই জন্য তাঁহারা বালকদিগের কথায় কাণ দিলেন না। যাঁহাকে লইয়া বেদ, যাঁহাকে লইয়া ধর্ম্ম, যিনি স্বয়ং যজ্ঞরূপ ও যজ্ঞের গতি, ভেদদৃষ্টিময় সকাম বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন।

বেদ বুদ্ধ কর্ম্মাভিমানী ব্রাহ্মণদিগকে দূরে হইতে নমস্কার করি। তাঁহাদের অপেক্ষায় সরল চিত্ত নির্ম্মল গোপীগণ শত সহস্রবার আমার গুরু।

যাও বয়স্যগণ, ঋষি পত্নীদের নিকট। তাঁহারা তোমাদিগকে অন্ন দিবেন ঋষি পত্নীরা অনেক দিন হইতে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতেন। তাঁহাদের চিত্ত কর্ম্মের বহুলতায় ও নানাত্বে পূর্ণ ছিল না। তাঁহাদের জ্ঞানাভিমান ও কর্ম্মভিমান ছিল না। তাই তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির স্থান ছিল। যাহার চিত্ত "কিন্তু" না থাকিত, তাহারই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সহজে আকৃষ্ট হইতেন। এইত তাঁহার অবতারের প্রয়োজন। যাহারা জোর পূর্ব্বক, হঠদ্বারা তাঁহার প্রতি বিমুখ হইত, কেবল তাহাদেরই চিত্ত তিনি হরণ করিতে পারিতেন না কিম্বা করিতেন না। এমন দয়ার অবতার আর কে হবে। "এই যে আমি" বলিয়া কে জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে উচ্চনাদ করিবে—কে জীবের সকল সন্তাপ দূর করিবার জন্য এমন মধুর ভঙ্গিমা করিবে—কে মধুর হইতে এমন মধুর হইয়া জগতে মধুরতা বিস্তার করিবে।

শ্রুত্বাচ্যুত মুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জ্জাত সম্ভ্রমাঃ॥ ১০ ২৩-১৮-

ঋষি পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে শুনিতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে নিত্য এই হইত যে কবে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আজ শ্রীকৃষ্ণ নিকটবর্ত্তী শুনিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল।

চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসঙ্গঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্র মিব নিম্নগাঃ॥ ১০-২৩-১৯-

তাঁহারা নানাবিধ অন্ন লইয়া মনের আবেগে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন।

নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভি র্বন্ধুভিঃমুতৈঃ।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ॥ ১০-২৩-২০-

পতি, পুত্র, ভ্রাতৃ, বন্ধু সকলেই নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু অনেক দিন হইতে ভগবান্ উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার প্রতি তাঁহাদের এত প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল, যে তাঁহারা কোন বাধা মানিলেন না। নদী সকল সমুদ্রের নিকট গমন করিতে সকল বাধাই উল্লঙ্ঘন করে।

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ
ধাতু প্রকাল নট বেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং।
কর্ণোৎপলালক কপোল মুখাব্জহাসম্"—

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে তাঁহারা দর্শন করিলেন। দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা সেই রূপে গভীর নিমগ্ন হইলেন এবং সেই রূপসুধা মনের সুখে পান করিতে করিতে সকল তাপ দূর করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণত সর্ব্ব ঘটেই আছেন। তিনিত সকলের হৃদয়েই বিরাজমান। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রবল লালসা কার আছে। তাঁহার রূপ সুধা পান করিবার জন্য চকোরের ন্যায় কে লালায়িত। কে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নিম্নগামিনি তরঙ্গিনীর ন্যায় তাঁহার রূপ সমুদ্রের অভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত। চাতকের তীব্র পিপাসারই পরিতৃপ্তি। পিপসানিবৃত্তির পরম আনন্দে চাতক বহির্জ্জগৎ ভুলিয়া যায়। ঋষি পত্নীগণ পরম আনন্দে জগৎ ভুলিয়া গেলেন। সুষুপ্তি অভিমানী প্রাজ্ঞের ন্যায় তাঁহারা কৃষ্ণরূপ আত্মায় সমাধিস্থ হইলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অখিল হৃদয় দ্রষ্টা। যদিও ঋষি পত্নীগণ সেই মুহূর্ত্তে "ত্যক্ত সর্ব্বাশাঃ" তথাপি তাঁহাদের বন্ধন একবারে প্রচ্ছিন্ন হয় নাই। এখনও তাঁহারা মায়ার অধিকার ভুক্ত। এখনও তাঁহাদের মনে পতি পুত্র সুহৃদের স্থান আছে। এখনও তাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণ নয়। এখনও তাঁহারা গোপীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণময় নহেন।

তাই শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষা। তাই তাঁহার নীতিশিক্ষা। তাই ভেদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার ভেদধর্ম্ম প্রণোদন।

স্বাগতং কে মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্।
যন্নোদিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ॥ ১০-২৩-২৫-

হে মহাভাগাগণ, আপনাদের শুভাগমন হউক। আপনারা উপবেশন করুন্। আমি আপনাদের কি করিতে পারি বলুন্। আপনারা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমার দর্শন ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন তাহা এখন সম্পন্ন হইল। আর এরূপ ইচ্ছা সঙ্গতও বটে।

নমুদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুসলাঃ স্বার্থ দর্শনাঃ।
অহেতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্ম প্রিয়ে যথা॥

১০-২৩-২৬

যাঁহারা কুসল, যাঁহারা যথার্থ স্বার্থদর্শী তাঁহারা আমার প্রতি সাক্ষাৎ অহেতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। কারণ আমি সকলের আত্মা এই জন্য সকলের প্রিয়।

স্ত্রী সম্ভাষণ কালে, শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত পরমাত্ম ভাব ধারণ করিতেন। তিনি প্রকৃতির দর্শন মাত্র করিতেন না। তিনি রমণীকে রমণী বলিয়া জানিতেন না রমণী দেখিলেই তিনি তাহার জীবত্মাত্ম গ্রহণ করিতেন। এবং নিজে পরমাত্ম ভাব ধারণ করিতেন। এই জন্যই তিনি মহাযোগেশ্বরেশ্বর। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন নিত্য ও নিত্য সুখাবহ। তাঁহারা অন্যোন্য প্রিয়। এই মিলনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অধিকার। কিন্তু এই মিলনে যে টুকু প্রাকৃতিক অংশ, সে টুকু যোগমায়া ঘটিত। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। নতুবা তিনি মনুষ্যের সহিত কিরূপে মিলিত হইবেন। কোথায় ভগবান! আর কোথায় উপাধি জড়িত পরিচ্ছিন্ন মনুষ্য! তাঁহার নিজদেহ তাঁহার নিজ মায়া রচিত। তাঁহার দৃষ্টিতে মনুষ্যের দেহ ও প্রাকৃতিক ব্যাপার সকলই মিথ্যা। তিনি ব্যবহারিক সত্তার কি জানেন? কেন তাঁহাকে লম্পট বল? কেন তাঁহাকে পারদারিক বল? তিনি ভেদের জগতে কোন রমণীর সহিত মিলিত হন নাই। যতক্ষণ ভেদের লেশমাত্র থাকিত, ততক্ষণ পরমাত্মা যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মার সহিত মিলিত হইতেন না।

প্রাণ বুদ্ধিমনঃ স্বাপ্ন দারাপত্য ধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্বপরঃ প্রিয়াঃ॥

১০-২৩-২৭

আত্মার সম্পর্কেই প্রাণ, বুদ্ধি, মন, জাতি, দেহ, দার অপত্য ও ধনাদি প্রিয়। সেই আত্মা অপেক্ষা আর কি প্রিয় হইতে পারে।

ঋষিপত্নিগণ, যদি অমার নিকট আসিয়াছ, আত্মবুদ্ধিতেই আমাকে দেখ আত্মবুদ্ধিতে আমাকে দর্শন করিয়া তোমরা বিনিবৃত্ত হও।

তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়োকে দ্বিজাতয়ঃ।
স্বমত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহ মেধিনঃ॥

১০-২৩-২৮

এখন তোমরা দেবমত্ত স্থানে প্রতিগমন কর। তোমাদের পতিগণ গৃহমেধী ব্রাহ্মণ। তাঁহারা সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবেন।

গোপ বালিকাগণ এরূপ কথা শুনিলে, তাঁহাদের মাথায় বাজ পড়িত। তাঁহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইত। ঋষি পত্নিগণের ও কষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহারা বলিতে লাগিলেন।

মৈবং বিভোঽ ইতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ নির্গমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈ নির্বোঢ়ু মতিলঙ্ঘ্য সমস্ত বন্ধন্॥ ১০ ২৩-২৯
গৃহ্নন্তি নোন পতয়ঃ পিতরৌ সুতৌ বা
ন ভ্রাতৃ বন্ধু সুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্যাদ্ভবৎ প্রপোদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্গতি রবিন্দম তদ্বিধেহি॥ ১০-২৩-৩০

হে বিভু আপনি এরূপ নৃশংস বাক্য বলিবেন না। বেদের বাক্য সত্য করুন। আমরা সমস্ত বন্ধুবর্গকে উল্লঙ্ঘন করিয়া দাসী হইবার নিমিত্ত আপনার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছি। "ন স পুনরাবর্ত্ততে" এত আপনারই বাক্য। "ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি" এত আপনারই প্রতিজ্ঞা। এখন যদি আমরা গৃহে গমন করি তাহা হইলে আমাদের মাতা, পিতা, পতি, পুত্র, ভ্রাতা,

বন্ধু, সুহৃৎ কেহই আমাদিগকে গ্রহণ করিবে না। আমরা আপনার পদাগ্রে পতিত। আমাদের স্বর্গাদি না হউক। আমরা তাহা প্রর্থনাও করি না আপনার দাসী বৃত্তিই এখন আমাদের এক মাত্র গতি। এখন সেই গতি আমাদের বিধান করুন।

ভগবান্ বলিলেন, যে ভয়ে তোমরা কাতর, সে ভয় নিবারণ ত সহজ কথা। এই জন্যইত যোগমায়া আমার সহকারিণী। পতি, পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বান্ধবগণ, আদরের সহিত তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। আমার এই আজ্ঞা সকল লোক প্রতিপালন করিবে; ঐ দেখ, দেবতারাও তোমাদের কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন। কিন্তু আর একটি কথা যাহা বলিলে সেইটি গুরুতর। তোমরা আমার দাসী হইয়া আমার নিকট থাকিতে চাহ। ভাবে বুঝিলাম তোমরা আমার অঙ্গ সঙ্গের প্রার্থী। অঙ্গ সঙ্গে কে কোথায় সুখপায়? ভালবাসা মনের কায। মনের মিলনই মিলন। শরীরের সম্বন্ধ ক্ষণ স্থায়ী, মায়িক। বাস্তবিক তাহাতে সুখ নাই। আর শারীরিক ব্যাপারে অনুরাগেরও বৃদ্ধি হয় না। তোমাদের মন আমাছাড়া করিওনা। মনে মনে সর্ব্বদা আমাকে ভাবনা করিবে। মনো মধ্যে আমার মূর্ত্তি নিয়ত ধ্যান করিবে। তবে অচিরাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হৃদে সঙ্গে নৃণামিহ।
তন্মনে ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মাম্‌বাপ্স্যথ॥

১০—২৩—৩২

ভগবান্ জানিতেন, ঋষি পত্নীদের ভেদজ্ঞান এখনও একবারে তিরোহিত হয় নাই। তাঁহাদের আমিত্ব এখনও রহিয়াছে। যদিও তাঁহারা পরম ভক্ত, যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্য সকল ত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি এখনও তাঁহাদের লজ্জা ভয় আছে, তাঁহাদের শরীর সম্বন্ধে অধ্যাস আছে, এখন তাঁহাদের সহিত দৈহিক মিলনে, কামের আভাস থাকিবে, দ্বৈতের ছায়া থাকিবে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে প্রকৃতির ভেদময়ী লীলা ব্যবধান করিবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ তন্ময়তার উপদেশ দিলেন। এজন্মে তন্ময়তার শিক্ষা লাভ করিলে পরজন্মে শ্রীকৃষ্ণলাভ সুলভ হইবে।

ঋষিপত্নীরা ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিলেন। এবং প্রারব্ধ

অনুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া হৃদয়ে নিত্য ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন তাহাদের মধ্যে একজনের প্রারব্ধ অবসন্ন প্রায়। তাঁহার স্বামী সত্র পারণের জন্য যেমন তাহার হস্ত ধারণ করিলেন, অমনি তিনি হৃদয় মধ্যে ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন দেহ ত্যাগ করিলেন।

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্তা ভগবন্তং যথা শ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্॥

১০—২৩—৩৪

ব্রজ গোপীদিগের সহিত মিলিত হইবার এই পূর্ব্বলীলা। "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ" এই কথা শুনিয়া গোপবালা গণ নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া অবধি স্থির নহেন। গোপিকাগণ ত পরীক্ষায় অবধি দিল। তাহারা লোক লজ্জা ভয় সকলই আমার জন্য বিসর্জ্জন দিল। আমি কিরূপে লোকলাজ ভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করি। তাহাদের ধর্ম্ম কেবল আমি। আমি ত্রিজগৎকে কিরূপে সেই ধর্ম্ম জানাইয় তাহাদের কলঙ্ক নাশ করি। এই ত্রিজগতের মধ্যে তাহাদের নিগূঢ় ধর্ম্ম আমি কিরূপে প্রকট করি। দেবগণ ও ঋষিগণ এধর্ম্মের কিছুই জানেন না। তাঁহারাই মানব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও পালক। যদি তাঁহাদের মতিভ্রম হয়, তাহা হইলে ত্রিলোকবাসী সকলে মোহ বিচলিত হইবে এ ধর্ম্মের রক্ষা আমাকেই করিতে হইবে। আমিই গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্তা।

ভগবান্ আজ গোপীদের জন্য স্বয়ং নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে ব্রতী। গোপী সম্মিলন এই ধর্ম্মের চরম। এই ধর্ম্ম অনবদ্য ভাবে প্রকট করিবার জন্য তিনি ঋষিদের চিত্তে আপন অধিকার বিস্তার করিয়া যথোচিত ভাব প্রেরণা করিলেন। সেই প্রেরণায় তাঁহারা পত্নী দিগের দোষ দর্শন করিলেন না, তাহাদিগকে আদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

ধিগ্‌জন্মনস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতায়।
ধিক্কুলংধিক্‌ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যেত্বধোক্ষজে॥

১০—২৩—৩৯

এইবার বাকি থাকিল দেবগণ যাহাদের রাজা ইন্দ্র। দেখি শ্রীকৃষ্ণ কি করেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বিচার সাগর।

চতুর্থ তরঙ্গ।

উত্তম অধিকারী উপদেশ নিরূপণ।

গুরু শিষ্য কথা ছলে কহিবরে কুতুহলে,
কল্পনা মাধুরী মাখা গাথা সুনবীন।
আকুল করিবে প্রাণ উপজিবে আত্মজ্ঞান,
জিজ্ঞাসু হইবে শুনি বিচারে প্রবীন ॥ ১ ॥

রাজা শুভসন্ততি ও তার তিন পুত্রের উপাখ্যান।

চক্রবর্ত্তী ধুরন্ধর, মহাবল অধীশ্বর
ছিল শুভ সনততি নামে।
প্রবল প্রতাপে যার নত শীর সবাকার
স্বরগ পাতাল মর্ত্ত্য ধামে ॥ ২ ॥
রাজকুল মণি হার, তিনটি তনয় তার,
রূপে গুণে অতি মনোহর।
তত্ত্বদৃষ্টি অভিরাম, মধ্যম অদৃষ্টি নাম,
তর্কদৃষ্টি—তিন সহোদর ॥৩॥
জীবন প্রভাত বেলা, ফুরাল করিয়ে খেলা
যৌবন আসিল নব রঙ্গে।
ললনা সোহাগে ভাসি, ভুঞ্জি যত সুখরাশি
গেল মিশি কালের তরঙ্গে ॥৪॥
ত্রিলোকীর সুখ যত, ভুঞ্জে রাজা অবিরত,
পালে রাজ্য নিজ তেজ বলে।

সৌভাগ্যে যেনরে কাম* সুযশ সুগুণধাম,
কেশরী সমান রণস্থলে ॥৫॥
একদিন রাজেশ্বর, দেখি নিজ অবসর,
হিয়া মাঝে করিল বিচার।
জন্ম শূন্য সুখরূপ, আত্মার পরম রূপ,
তাহা ভিন্ন সকলি অসার ॥
এছার রাজত্ব ত্যজি, পরম আনন্দে মজি
জানিবরে আত্মার স্বরূপ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের, সুবিশাল রাজত্বের
করি নিজ পুত্রত্রয়ে ভূপ। ৭ ॥
করিয়ে বিচার হৃদে রাজেশ্বর
আহ্বানি সন্ততি, অমাত্য বরে।
বৈরাগ্য বারতা শুনাঞে আপন
কহিল জলদগম্ভীর স্বরে ॥ ৮
"একপুত্র যাও স্বরগ পালনে,
একজন রহ পাতাল ভুমে।
ভূপতি হইয়ে থাক একজন
রাজধানী স্থাপি কাশিকাধামে ॥
পুণ্য বারাণসী বিরাজে যথায়
পশুপাশনাশী ভবানীপতি।
ম'লে যেথা শুনি শিব উপদেশ
হয় ধ্রুব শিবলোকেতে গতি ॥ ৯
কৌমুদী ধবলা যেথা মন্দাকিনী
মনুবংশ কীর্ত্তি ঘোষণা করি।
উত্তরে উজান বহিছে উল্লাসে
অর্দ্ধ শশধর আকার ধরি ॥" ১০
ভ্রাতা তিনজন রাজত্ব আপন
করিতে পালন লওরে মতি।

* কামদেব।

বিনা রাজ্যভাগ শাসন পালন
কষ্টসাধ্য কাজ হয় রে অতি ॥ ১১ ॥

দুখমূল সব, এভব বিভব
জেনেছি-অসার হৃদে।
কেহ নহে সুখী, নিজ দুখে দুখী
জীর্ণ শীর্ণ ভবখেদে ॥
যেবা ভাগ্যবান, অথবা অজ্ঞান
দরিদ্র সমান সেই।
বিভব ত্যজিব আপন হেরিব
সুখের স্বরূপ তেঁই ॥ ১২ ॥

শুনি অনুপম বচন পিতার
সুমতি নিধান তিনটী ভাই।
করিয়ে বিচার কহে পরস্পর—
"রাজপট্ট * মোরা লইব নাই।
ব্রহ্মসম হতে কামনে আপনি
দিয়ে দুঃখমূল রাজত্ব এই।
এই ভবখেদ তেয়াগিতে পারে
বুদ্ধির সাগর নাগর যেই ॥ ১৩ ॥

ত্যজি দুঃখমূল, বিভব বিপুল,
রাজার বাছনি সুখে।
ফিরে বনে বনে, গুরু অন্বেষণে,
মোক্ষ কাম ধরি বুকে ॥ ১৪ ॥

সেই ত্রিভুবন, কররে পালন,
আপনি রাজেশ তবে।
তিনটি কুমার. কররে পিতার
নামটি সার্থক ভবে ॥ ১৫ ॥

* সিংহাসন

দেশে দেশে ফিরি, তীরে সুরতরি,
আসি উপনীত শেষে।
সঘন পল্লব, শুষ্ক শাখা নব
কানন মাঝারে পশে ॥ ১৬ ॥
দেখিল সেথায় প্রশান্ত মূরতী
জ্ঞান মুদ্রাধারী † পুরুষ প্রবর।
দীপ্ত কান্ত দেহ প্রশস্ত ললাট
নেত্র তেজোময় নব দিবাকর ॥ ১৭ ॥
বটবৃক্ষ তলে, ধীর শিষ্য দলে,
দেন উপদেশ মধুর স্বরে।
"জীব ব্রহ্মরূপ, অভিন্ন অনূপ
নাহি দেখ ভেদ পরাৎপরে ॥ ১৮ ॥
দেখিয়া বিস্ময় হেন,
কৈলাসেতে শম্ভু যেন
কহিছেন গোপ্যতত্ত্ব অতি।
স্থির চিত্তে মর্ম্মতার
শনকাদি শিষ্য যার
যত্নে হৃদে রাখেরে সুমতি ॥ ১৯ ॥
দেখিয়া স্মরণ লয়,
শ্রীগুরু করুণাময়,
চরণ কমল শিরে ধরি।
মোক্ষ আশে করে বাস,
শিষ্যরীতি ছয় মাস,
কায় মনে গুরু সেবা করি ॥ ২০ ॥
সদা ভক্তজন জুষ্ট,
সেবায় হইয়ে তুষ্ট,
শ্রীগুরু কহেন মৃদু বানী।

† ভদ্রামুদ্রা।

"কিহেতু বসতি কর,
কহ কিবা নাম ধর,
কে তোমরা কাহার বাছনি ॥" ২১ ॥
দেখি সিদ্ধ মনস্কাম,
তত্ত্ব দৃষ্টি অবিরাম,
যোড় করে কহে সবিনয়।
"সুত শুভ সনততি,
আমার অজ্ঞান অতি,
তিন সহোদর, দয়াময় ॥
আজ্ঞাহলে কহি গুরু,
হিয়ার মাঝারে গুরু
ভাবের তরঙ্গ যেই উঠে।
পূর্ণ নহে মনস্কাম,
পাই খেদ অবিরাম,
কল্পতরু! দাও দুখ টুটে ॥ ২২—২৪ ॥

শ্রীগুরু কহিলেন ঃ

শুন শিষ্য কথা মোর,
আছে যা জিজ্ঞাসা তোর,
কহিব উত্তর যেবা হয়।
স্থির এবে চিত্ত কর,
হৃদয়ে কল্যাণ ধর,
কিছু নাহি রহিবে সংশয় ॥ ২৫

বিচার সাগর।

চতুর্থ তরঙ্গ।

[অনাবশ্যক বোধে শুভ সন্ততি উপাখ্যান অংশের পদ্যান্তর করিলাম। গুরুশিষ্য সম্বাদ হইতে আরম্ভ করিলাম।]

তত্ত্ব দৃষ্টি কহিলেন ঃ

"দীন আমি, ভগবান কৃপার নিধান।
সর্ব্বজ্ঞ আপনি প্রভু মহেশ সমান ॥
আমি অতি অজ্ঞমতি কিছুনাহি জানি।
জন্মআদি দুঃখ রূপ ভবভয় মানি ॥ ২৭ ॥
কর্ম্ম উপাসনা কত করেছি সাধন।
অধিক সংসার পাশ করেছে বন্ধন ॥
কৃপাকরি কহদেব কি আছে উপায়।
যাহাতে সংসার পাশ ছিন্ন হয়ে যায় ॥ ২৮ ॥
পরম আনন্দ মাগি হৃদয়ে অপার।
কহদেব কিবা আছে উপায় তাহার ॥
কৃপাকরি গুরুদেব কহিলে আপনি।
আমার মঙ্গল প্রভু হইবে তখনি ॥" ২৯ ॥
মোক্ষের কামনা দেখি শিষ্যের হৃদয়ে।
তাহার সাধন জ্ঞান শ্রীগুরু কহয়ে ॥
জীবব্রহ্মভেদ যাহে করয়ে ছেদন।
বেদ উক্ত সেইজ্ঞান মোক্ষের সাধন ॥ ৩০ ॥

শ্রীগুরু কহিলেন ঃ—

"পরম আনন্দ শিষ্য তোমাতে মিলন।
নাহিক তোমাতে ভব দুঃখের বন্ধন ॥
জন্মআদি দুঃখনাশ চাহ যাহা আর।
ভ্রান্তি হেতু সে কামনা হতেছে তোমার ॥ ৩১ ॥

অজ অবিনাশী ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপ।
পরম আনন্দ তব রূপ সে অমূপ॥
তোমার স্বরূপে শিষ্য নাহি দুঃখ লেশ।
মতি তব আনে হৃদে অসার সে ক্লেশ॥ ৩৩॥

তত্ত্বদৃষ্টি কহিলেন :—

আনন্দস্বরূপ আত্মা যদি হয় রীতি।
বিষয় সম্পর্কে কেন হয়তা প্রতীতি?" ৩৩॥

শ্রীগুরু কহিলেন :

আত্মার বিমুখ বুদ্ধি হয় যেই জন।
বিষয়ে তাহার বুদ্ধি করয়ে রমণ॥
বিষয়ে চঞ্চল বুদ্ধি হয় যেই ক্ষণ।
আনন্দ আভাস তাহে পড়েনা তখন॥ ৩৪॥

বাঞ্ছিত পদার্থ যবে সেই জন পায়।
ক্ষণেকের তরে মতি বিক্ষেপ নাশায়॥
ক্ষণেকের তরে যবে মতি হয় স্থিত।
সুখ প্রতিবিম্ব হয় তাহাতে পতিত॥ ৩৫॥

আবার ক্ষণেকে চাহে বিষয় বিড়ম্ব।
বুদ্ধির স্থিরতা নাশে, নাশে প্রতিবিম্ব॥
বিষয় সম্পর্কে যেবা আনন্দ প্রতীতি।
গুরু বিনা কেহ তার নাহি দেখে রীতি॥ ৩৬॥
বিষয়ে প্রকাশ আত্মা-আনন্দ-স্বরূপ।
শুনাই তোমায় শিষ্য সিদ্ধান্ত অনূপ॥ ৩৭॥

কহ কিবা শঙ্কা তব আবরে অন্তর।
কর স্থির মতি শিষ্য দিতেছি উত্তর॥" ৩৮॥

তত্ত্বদৃষ্টি কহিলেন :—

দীনের আশ্রয় গুরু তুমি দয়াময়।
নির্ভয়ে কহিব দেব আছে যা সংশয়॥ ৩৯॥

আত্মায় বিমুখবুদ্ধি রহে যে অজ্ঞানী।
তাহার এসব রীতি কহিলে আপনি॥
কহ মোরে গুরুদেব জ্ঞানবান রীতি।
তব সম নাহি কেহ উদার প্রকৃতি॥ ৪০॥

শ্রীগুরু কহিলেন :—

আত্মায় বিমুখ জন দ্বিবিধ জগতে।
জ্ঞানী ও অজ্ঞানী শিষ্য শুন একচিতে॥ ৪১॥
অজ্ঞানী বিমুখ সদা জ্ঞানবান নয়।
বিষয় রমণকালে বিমুখ সে হয়॥ ৪২॥

শিষ্য কহিলেন :—

পরম আনন্দরূপ বুঝিনু আমার।
কিন্তু যেবা উপদেশ কহিলে আবার।
সংসার বন্ধন লেশ নাহিক আমাতে।
মনেতে সংশয় এক হয় যে ইহাতে॥ ৪৩॥
যদি এ সংসার পাশ নাহিক আমার।
আমা ছাড়া আর কেবা আশ্রয় তাহার॥ ৪৪॥

শ্রীগুরু কহিলেন :—

শুন মোর কথা শিষ্য সংশয় মিটাতে।
এ জগ নিবৃত্ত নিত্য, নাহিক কাহাতে॥ ৪৫॥

তত্ত্বদৃষ্টি কহিলেন :—

যদি কহ ভগবন্! জন্মখেদ নাই।
প্রত্যক্ষ প্রতীতি তার কেন তা সুধাই॥ ৪৬॥

শ্রীগুরু কহিলেন :—

আত্মার অজ্ঞানে হয় মিথ্যা পরতীতি।
জগ স্বপ্ন নভনীল রজ্জু সর্পরীতি॥ ৪৭॥

তত্ত্বদৃষ্টি কহিলেন :—

ভুজগ প্রতীতি মিথ্যা রজ্জুতে যেমনি॥
কহ প্রভু ভাসে জগ আত্মায় তেমনি॥

কিরূপে অলীক সর্প রজ্জুদেশে ভাসে।
আসি এ সন্দেহ ঘোর বুদ্ধি মোর নাশে॥ ৪৮॥

প্রশ্ন অভিপ্রায়।

অখ্যাতি অন্যথা আর আতম অসৎ।
ভ্রমের বিষয়ে শুনি এই চারিমত॥
ক্ষণিক বিজ্ঞান, শূন্য, ন্যায়, সাংখ্যবাদ।
কোনটি গ্রহণ যোগ্য ঘটায় প্রমাদ॥ ৪৯॥

শ্রীগুরু কহিলেন ঃ—

অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি জানহ পঞ্চম।
যুক্তিহীন চারিমত, এমত উত্তম॥ ৫০॥

শিষ্য কহিলেনঃ—

মিথ্যা পরতীতি যাহে জগৎ অপার।
কহ দেব কিবা আছে আধার তাহার॥ ৫১॥

শ্রীগুরু কহিলেনঃ—

স্বরূপ অজ্ঞানে মিথ্যা সর্পজগ ভান।
তুমিই আধার তার তুমি অধিষ্ঠান॥ ৫২॥

শিষ্য কহিলেনঃ—

অলীক জগৎ দ্রষ্টা কহ দেব কেবা।
যে আধার অধিষ্ঠান দ্রষ্টা নয় সেবা॥ ৫৩॥

শ্রীগুরু কহিলেন:—

মিথ্যা বস্তু যে সকল জগতে প্রতীত।
হয় অধিষ্ঠানে তারা সকলি কল্পিত॥
দ্বিবিধ সে অধিষ্ঠান জড় ও বেতন।
জড় অধিষ্ঠান যেথা দ্রষ্টা অন্যজন॥ ৫৪॥
পরন্তু যেখানে হয় চৈতন্য আধার।
সেইখানে জান শিষ্য দ্রষ্টা নাহি আর॥ ৫৫॥

ক্রমশঃ

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র বি, এল

উপাসনার অবলম্বন।

(৮ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

১৮। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন করেন, যে হে ভগবন্! শাস্ত্রীয়ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার ফল এবং তাহার যজমানরূপে কারক এই তিন হইতে পৃথগভূত, দ্বিতীয়তঃ অধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র; তৃতীয়তঃ এই প্রকৃতির কার্য্যরূপ জগতের সুব্যক্ত স্থূলাবস্থা এবং অকৃতরূপ তাহার অতি সূক্ষ্ম অবস্থাকৃত কারণাবস্থা হইতে অন্য; এবং চতুর্থতঃ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয় দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন; ঈদৃশ সর্ব্বব্যবহার গোচরাতীত যাহা আপনি জানেন তাহা আমাকে বলুন।

১৯। যমরাজ এই উত্তর দিলেন

"সর্ব্বেবেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্‌বদন্তি, যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ"। (কঠঃ ধ্রু) সকল বেদ অর্থাৎ কি কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগ, কি জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি সমূহ—যে ব্রহ্মকে অবিভাগে প্রতিপাদন করেন; তপস্যারূপ যজ্ঞ, সাধ্যায়, প্রভৃতি বৈধক্লেশ জনক কর্ম্মকাণ্ড সকল যাঁহাকে কহেন; যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করেন, আমি তোমার নিকট সংক্ষেপতঃ সেই পদকে কহি। তিনি ওঁ এই মাত্র; "ওঁ শব্দবাচ্যং ওঁ শব্দ প্রতীকঞ্চ" (শঙ্করাচার্য্য)। তত্ত্বাচ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ "বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তঃ, বাচকঃ প্রণবস্মৃতঃ। বাচকেপিচ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি"। আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কৃত অর্থ—যথা— "প্রণবের (বাচ্য) প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের প্রতিপাদক প্রণব ইহা কহিয়াছেন, পরব্রহ্মের প্রতিপাদক রূপে প্রণবকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমেশ্বর তেঁহ প্রসন্ন হয়েন।" অতঃপর "ওঁ শব্দ প্রতীকঞ্চ"। ওঁ শব্দ ব্রহ্মের প্রতীক। প্রতীকের অর্থ প্রতিমা। "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।" ছান্দোগ্য ১।১। এই উদ্গীথস্বরূপ ওঁ অক্ষরের ধ্যান করিবে। এই অক্ষর পরব্রহ্মের আপক। তদভিন্ন ইহার যে অংশকে ধ্যান করিতে কহিতেছেন তাহা "ওঁ" এই আকৃতি মাত্র। সুতরাং

অন্যান্য দেবমূর্ত্তির ন্যায় উহা পরব্রহ্মের প্রতিমাস্থানীয় হইতেছে। অতএব ওঁ অক্ষরের বাচ্য যেমন পরমেশ্বর সেইরূপ পূজা ও ধ্যানের অবলম্বনার্থ উহা তাঁহার প্রতীক। অপরঞ্চ উপরি উক্ত "সর্ব্বেবেদ" শ্রুতির অব্যবহিত পরেই যমরাজ কহিতেছেন। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং । এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ এতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥" এই অক্ষর ব্রহ্মকে দ্বিবিধভাবে প্রতিপাদন করেন। প্রথমতঃ এই যে, এই "ওঁ" অক্ষর "অপর" এবং পরব্রহ্ম" স্বরূপ [এই অক্ষরকে জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই হয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান অবলম্বন। অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত অবলম্বন আছে ইহা তদপেক্ষা প্রশস্যতম। এই অবলম্বনকে জানিয়া ব্রহ্মলোকে মহিমা লাভ করে।

যমরাজ, নচিকেতাকে যে উত্তর দিয়াছেন তাহার প্রথমভাগমাত্র উপরে বলা গেল। উহাতে কেবল নির্দ্দেশ ও বিশেষরহিত পরমাত্মার আলম্বন বা প্রতীক রূপে, ওঁ অক্ষরকে সবিশেষভাবে মন্দ মধ্যম প্রতিপত্তির উপায় স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং উহা কেবল অপর ব্রহ্মলাভের অবলম্বন মাত্র, আর প্রতীকরূপে এক প্রকার প্রতিমা বিশেষ। ফলে সে প্রতিমা সেই অপর ব্রহ্মেরই পূজার উদ্দেশে। যমরাজের উত্তরের শেষাংশ পশ্চাৎ বলা যাইবে।

২০। ইতিপূর্ব্বে কালত্রয় এবং বাহ্য ও মানব প্রকৃতির স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণাবস্থা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার বিশেষ বিশেষ ব্যাপ্তি উপলক্ষিত যে ত্রিবিধ নাম এবং অকার উকার ও মকার এই ত্রিবিধ আক্ষরিক সংজ্ঞাপ্রদান করা গিয়াছে, সে সমস্তই ওঙ্কাররূপে নিষ্পন্ন ব্রহ্মপ্রতীক, এবং ব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন। ফলে, তাদৃশ ব্রহ্মোপাসনা নিরুপাধিক ব্রহ্মজ্ঞানে সংযুক্ত না হইলে তাহাকে সগুণ বা কনিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসনা মাত্র বলা যাইতে পারে। কেননা তাহা ত্রিকাল ও প্রকৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনরূপ অনিত্য প্রাকৃতিক ও কাল পরিমিত ভোগ প্রদ। কিন্তু সংযুক্ত হইলে তাহা মহানির্ব্বাণ প্রদান হয়।

২১। যিনি ঐ ওঙ্কাররূপ বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তির বা তাহার অঙ্গীভূত অক্ষ ত্রয়ের পূজা করেন তাহাকে প্রতীক বা উপাসক বলা যায়। কোন অলৌকিক জগতার্থে এবং তাদৃশ আধারের বেদসিদ্ধ মহাবীজরূপ প্রাধান্য সর্ব্বার্থে এই পূজা। সর্ব্ব প্রকার প্রতিমার উপাসনা ঐ মহাবীজ হইতে নিষ্পন্ন এবং ঐ মহাবীজ, সকল যন্ত্রময় কর্ম্মানুষ্ঠানের মূলমন্ত্র ও বেদত্রয়ের বীজস্থানীয়।

২২। অকার, উকার, মকার, ওঙ্কারের এই এক একটী অক্ষরকে "মাত্রা" বলা যায়। এস্থানে প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নের পঞ্চম শ্রুতির সহ একবাক্যতায় পঞ্চদশী ধ্যানদীপে ২৪ শ্লোকে কহিয়াছেন।

"য উপাস্তে ত্রিমাত্রেণ ব্রহ্মলোকে স নীয়তে ।
স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরম পুরুষমীক্ষতে ॥

যিনি সকাম হইয়া সম্পূর্ণ ত্রিমাত্রওঙ্কার দ্বারা সগুণোপাসনা করেন, তিনি তদ্দ্বারা ব্রহ্মলোকে নীত হয়েন। তিনি তথায় তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া কল্পান্তে তদধিপতি এতস্মাৎ জীবঘনাৎ জীব সমষ্টিরূপাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরঃ পুরুষং নিরুপাধিকং চৈতন্যং পরমাত্মানং ঈক্ষতে সাক্ষাৎ করোতি ইত্যর্থ।") জীবঘন জীব সমষ্টিরূপ, হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মা পরম পুরুষস্বরূপ, নিরুপাধিক, চৈতন্য, স্বরূপ, পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন।

২৩। তাৎপর্য্য এই যে যিনি ওঁকার রূপ অবয়বের পূজা করেন তাঁহার ব্রহ্মলোকে গতি হয় না। পুনরাবৃত্তি-ঘটন পরিবর্ত্তী অন্যান্য গতি হয়। কিন্তু যিনি ওঁকার রূপ আধারের অন্তর্গত অকার উকার মকার এই বর্ণ ত্রয়ের অর্থাৎ যুক্তত্রিমাত্রার উদ্দিষ্ট পরমাত্মার প্রাকৃতিক অধিষ্ঠান স্মরণ ও মননপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি পরমাত্মার অবতীর্ণ আবির্ভাবের অপ্রতিম ও অপ্রতীক উপাসক। তাঁহার সে উপাসনা, ঐ অক্ষর ত্রয়ের উপলক্ষিত বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ, সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতি সংজ্ঞার অভেদার্থ স্বরূপ একমাত্র সর্ব্ব-ব্যাপী পরমেশ্বরেরই উপাসনা। কিন্তু, বাহ্য প্রকৃতি, মানব প্রকৃতি এবং ত্রিকাল এই সমস্ত তত্ত্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা রূপে তিনি পূর্ব্ব কথিত পাদত্রয়ে তাদৃশ উপাসনায় লক্ষিত হন মাত্র। প্রণব রূপ ত্রিমাত্র বীজটী তাহাই জ্ঞাপন করে।—সুতরাং তাহার সে উপাসনা ব্রহ্মলোকপ্রদ হইলেও প্রকৃতির অতীত নহে। এবং সৃষ্টিব্যাপী দেশ কালেরও অতীত নহে। তাৎপর্য্যতঃ জগৎ ও জীবের জন্ম স্থিতি ভঙ্গরূপ লক্ষণ সেই অরূপী সর্ব্বব্যাপীকে দেখাইয়া দিতেছে।

* এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি

অতএব তাহারই ব্যঞ্জক ত্রিমাত্র প্রণবকে সে উপাসনার অবলম্বন বলা হইয়াছে।

২৪। উপাসকের কর্ত্তব্য ঐ অবলম্বনের এই অর্থ বুঝেন যে, যে পরমাত্মা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে অধিষ্ঠাতৃরূপে বিদ্যমান, তাঁহারই সৃষ্টি কার্য্য ও অন্তর্যামিত্ব তাঁহার উপাসনার অবলম্বন। সর্ব্ব শক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের জাজ্বল্যমান সত্তা তাঁহার প্রাকৃতিক সৃষ্টির মধ্যে দর্শনীয়। অর্থাৎ বাহ্য জগতের ও মানব প্রকৃতির স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই অবস্থা ত্রয়ের মধ্যে তাঁহার মহিমা দর্শন কর্ত্তব্য। ওঙ্কার মন্ত্রের সাধন-প্রকরণ উপদেশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহাই বুঝাইবার ইচ্ছা যে, বেদান্তশাস্ত্র কি চমৎকার রূপে অতগুলি স্থূল সূক্ষ্ম মহা মহা তত্ত্বকে একটি সাঙ্কেতিক আলার্থ পরিপূর্ণ, সুখে উচ্চার্য্যমান, মাতৃবর্ণের গর্ব্বমধ্যে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন; যাহার এক মাত্র অবলম্বনে এই অচিন্ত্য রচনা বিশ্বকার্য্যের, অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত অবস্থার, অন্তর্যামি রূপে তাঁহার স্মরণমাত্র হইতে পারে।

২৫। এইরূপ অবলম্বনে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। স্বরূপতঃ তাঁহাকে কেহ জানিতে পারেনা। এই জন্য অবলম্বনের ব্যবস্থা। অবলম্বন সকলকে তটস্থ লক্ষণ কহে। অসীম অনন্ত দেশকাল ব্যাপী এবং দেশ কালের অতীত পরব্রহ্মের পূর্ণভাব লাভ, প্রকৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন মানবের পক্ষে, সম্ভব নহে। এই জন্য সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গরূপ তট অবলম্বনে তাঁহার জ্ঞান লাভের উপদেশ॥ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে।

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম॥

যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয় কালে যাহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর; তিনি ব্রহ্ম। এই শ্রুতির সমাহার বাক্য সকল পরে পরে আছে। তাহা উদ্ধার করা বাহুল্য। মহর্ষি ব্যাসদেব এই শ্রুতির বিচার তাঁহার বেদান্ত মীমাংসা গ্রন্থের দ্বিতীয় সূত্রে করিয়াছেন, যথা "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" মহাত্মা রাজা রামমোহন ইহার এই সংক্ষেপার্থ করিয়াছেন।" এই বিশ্বের জন্মস্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্মস্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে

নিশ্চয় করি। যে হেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকেনা। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয়। তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা জগৎ কার্য্যরূপ তট ধরিয়া ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন ইত্যাদি।

২৬ উপরে তটস্থলক্ষণ জ্ঞাপক যে তৈত্তিরীয় শ্রুতি উদ্ধৃত করিলাম তাহা ওঁকার রূপ অবলম্বনেরই স্থূল তাৎপর্য্য মাত্র। অর্থাৎ ওঁকারের স্থূলার্থ যে ত্রিপাদ সৃষ্টি তাহাই। কিন্তু তাহার নিগূঢ়ার্থ কার্য্য, ব্রহ্মের যে সৃষ্টি কার্য্যাভ্যন্তরে অবতীর্ণ প্রভাব, তাহাই উপাদেয়। কেননা, তাহা সগুণব্রহ্মোপাসনার সূক্ষ্মতর অবলম্বন।

২৭ আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই ওঁঙ্কার রূপ ত্রিমাত্র বীজটী অবয়ব প্রমাণ রূপে ব্রহ্মপ্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতিমা। কেননা ওঁ এই বর্ণময়ী আকৃতির পূজার নিয়ম আছে। ইহাও শুনাগিয়াছে যে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের ঐ ওঁকারমূর্ত্তি॥ ওঁকারকে যদি একটু পরিবর্ত্তিত আকারে লেখা যায় তবে তাদৃশ মূর্ত্তি উৎপন্ন হইবে যথা।

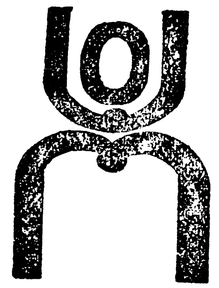

এই আকারে ওঁকারের বাম পার্শ্বের আকৃতি যে আকার ও উকার রূপী মাত্র হয় তাহা পদ যুগল হইয়াছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী যোজক স্থানটী নাভি সহিত মধ্যদেহ হইয়াছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী যোজক স্থানটী নাভিসহিত মধ্যদেহ হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধচন্দ্র রেখা দুই হস্ত হইয়াছে এবং তাহার অনুস্বার-বিন্দু রূপী যে মকার মাত্রা তাহা মস্তক হইয়াছে।

২৮ সে যাহা হউক এই ওঙ্কাররূপ বীজ ব্যতীত আরো বিস্তর বীজ তান্ত্রিক সাধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে সমস্তই বর্ণময় এবং সৃষ্টিরূপ

কার্য্যের এবং দেহরূপযন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা ও দেবী-গণের প্রতিপাদক এবং পূজার অবলম্বন। কিছুদিন পূর্ব্বে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়প্রকার আচারী ভদ্র গৃহস্থগণের মধ্যে সেই সকল বীজাবলম্বিত সাধন প্রচলিত ছিল, এবং এখন যদিও তাদৃশ অনেক ক্রিয়া লোপ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি ঐ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মন্ত্র দীক্ষাতে ঐ সমস্ত বীজ, মূল-মন্ত্র-রূপে উপদিষ্ট ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা বলা বাহুল্য যে তৎসমস্তই নানাদেবদেবীর ব্যপদেশে একমাত্র ঈশ্বরোপাসনার অবলম্বন। অথচ অব-য়বে ও মন্ত্রে মন্ত্রে পূজিত হয়। অতএব এক একটী বীজ এক এক দেবতার মৌলিক প্রতিমাস্বরূপ। সেই সব বীজ হইতে বিস্তর দেবমূর্ত্তি নির্ম্মিত হই-য়াছে এবং হইতে পারে। ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, বীজগুলি স্বকীয় আক্ষরিক মূর্ত্তিতে যেমন পূজিত হয়, সেইরূপ মূলমন্ত্ররূপেও পূজিত হয়, এবং তৎসমূহ হইতে নিষ্পন্ন মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, দারু প্রভৃতি দ্বারা গঠিত প্রতিমা রূপেও শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পূজিত হয়। কিন্তু ঐ বীজ, মন্ত্র এবং প্রতিমা সমস্তই একমাত্র ঈশ্বরোপাসনার অবলম্বন। তান্ত্রিক ষটচক্র নিরূপণে শরীরস্থ মূলাধারে ১ লং, স্বাধিষ্ঠানে ২ বং, মণিপুরে ৩ রং, অনাহতকমলে ৪ যং, বিশুদ্ধ পদ্মে ৫ হং, আজ্ঞাচক্রে ৬ ওঁ এই ছয়টী পদ্মের মধ্যে ছয়টী বীজ মন্ত্র স্থাপিত আছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠ বীজটী ব্রহ্মপ্রতীকস্বরূপ ওঁ। শরীর এক ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও মণ্ডলের ন্যায় শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরমে-শ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। সেই সমস্ত স্থানকে চক্র বা পদ্ম কহে। নিম্নস্থ অঙ্গসমূহস্থিত লং অবধি হং পর্য্যন্ত পাঁচটী বীজকে আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ ললাট-স্থিত ওঁকারস্বরূপ ব্রহ্ম-বীজ মন্ত্রে নিরোধ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে আজ্ঞাচক্রের অধিষ্ঠাতা ওঁকার বীজই আর সমস্ত বীজের ললাটস্থানীয় হইল।

১	নিতম্ব—পৃথ্বিমণ্ডল কুলকুণ্ডলিনী লং ৪ দল।	১৯
২	লিঙ্গমূল বরুণমণ্ডল ডাকিনী বং ৬ দল।	
৩	নাভি—অগ্নিমণ্ডল লক্ষিনী রং ১০ দল।	
৪	হৃদয় বায়ুমণ্ডল কাকিনী যং ১২ দল।	
৫	কণ্ঠ আকাশমণ্ডল শাকিনী হং ১৬ দল।	
৬	ললাট মনোবুদ্ধি-হাকিনী ওঁ ২ দল।	

কিন্তু এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, ওঙ্কাররূপ প্রতীকের অতীত দেশে মস্তক স্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে সপ্তম চক্রস্বরূপ "সহস্রার" (সহস্রদল) কমল আছে, তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতাপরমাত্মা। তিনি অপ্রতীম ব্রহ্ম। তান্ত্রিক ষট্‌চক্র বিবরণে কহেন "আজ্ঞাচক্রং চিন্তয়িত্বা অন্তে ব্রহ্ম সমাপ্নুয়াৎ" আজ্ঞাচক্র নামক ষষ্ঠ স্থান চিন্তা করিয়া অন্তে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে। আজ্ঞাচক্র ওঙ্কার বীজ শোভিত ললাট স্থান। ঐ ওঙ্কার মন্ত্র ধ্যান পূর্ব্বক তদূর্দ্ধে সপ্তম কমলে পর-ব্রহ্মলাভ করিবেক।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

ছঙ্করহন্‌স বাওয়া।

আমরা পুরীতে ছিলাম। এক দিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় ষ্টেসনের ভয়া-নক ভিড় দেখিয়া ফিরিতেছিলাম, এমন সময়ে ভগবান পট্টনায়ক (ছড়িদার) বলিল, "সমুদ্দর দেখি জীব ?" আমি বলিলাম, 'চল'। তখন খানিক দূর আসিয়া আমরা সমুদ্রে নামিলাম। ঝিনুক, সমুদ্র-ফেণ প্রভৃতি অনেক সামুদ্রিক পদার্থ সংগ্রহ করিতে করিতে আমরা সমুদ্রের কূলে কূলে বরাবর অনেকটা চলিয়া আসিলাম। শ্রীপ্রভুর "আরাম তীর্থের" ঘাট সমুদ্রের ঠিক উপরে। এখানে অনেক যাত্রী সমুদ্রের ঢেউ লয়। তখনও বহু যাত্রী কেহ ঢেউ লইতে ছিল, কেহ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আরও একটু দূরে একটা স্থানে কতকগুলি যাত্রী সমবেত হইয়া বিস্মিতভাবে কি দেখিতেছিল ; এখান ওখান হইতে আরও যাত্রী সেখানে জমা হইতেছিল। আমরা ও গেলাম। গিয়া দেখিলাম,—একটি অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী অতিশয় সমান ভাবে হাত পা ছড়াইয়া দিয়া সৈকতোপরি পড়িয়া আছে, সমুদ্রের বিপুল ঢেউ আসিয়া ক্রমাগত তাঁহাকে একবার দ্বিশত হস্ত দূরে সমুদ্র গর্ভে টানিয়া লইতেছে, পরক্ষণে দ্বিশত হস্ত দূরে সৈকতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসী নিশ্চল, নিস্পন্দ ; বড় বড় চক্ষু উল্টাইয়া মৃত দেহের ন্যায় নির্ব্বিকার পড়িয়া আছেন। আরাম ঘাট

হইতে এইরূপে ক্রমাগত আকর্ষিত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া সাধু ভাসিতে ভাসিতে পুরী-কোর্টের ঘাটে আসিয়া লাগিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম।

পুরীকোর্ট ঘাটে গবর্ণমেণ্টের নেভিগেটিভ অফিস আছে। বালুকা-সৈকতে বাঁধান প্রকাণ্ড খোলা রোয়াকের উপর তোপ; রোয়াকের মধ্যস্থলে অতিশয় উচ্চ সাঙ্কেতিক মাস্তল। দূর সাগরের জাহাজকে এই মাস্তলের উপর উঠিয়া দিবার পতাকা ও রাত্রে আলোক সাহায্যে ও সঙ্কেত করা মঙ্গলামঙ্গল জ্ঞাপন করা হয়। সন্ন্যাসী হঠাৎ জল হইতে উঠিয়া, ছুটিয়া আসিয়া, পথে তোপের উপর চাপিয়া বসিলেন. পরক্ষণে মাস্তলের উপর খানিক দূর উঠিয়া আবার ভূমিতে অবতরণ করিয়া এক প্রকার বিকট শব্দ করিতে করিতে একছুটে নিকটস্থ ঝাউবনে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলেন! এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা অতিমাত্র বিস্মিত হইলাম। নিকটস্থ সমুদ্র তীরবাসী ধীবর-গণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি একজন অতি প্রতাপশালী সাধু, নাম "ছঙ্কর হন্‌স্ বাওয়া" (শঙ্কর হংস বাবা)। ধীবরগণের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প শুনিলাম; ভগবানও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিল। অতঃপর এই আশ্চর্য্য বিষয়ে নানাপ্রকার জল্পনা করিতে করিতে আমরা গৃহে প্রত্যাগত হইলাম।

উৎকলে পুরী এক মহাপীঠ। ৺মহাদেবী বিমলা তাহার অধিশ্বরী ভৈরবী; শ্রীমন্দির দেউলের পশ্চিম তোরণপথে, প্রবেশ করিয়া আমরা বামভাগে প্রথম 'নন্দ সভা' 'গোষ্ঠলীলা' ও পরে ৺বিমলাক্ষেত্র দেখিলাম। তখন রাত্রি ৮টা। ৺বিমলা মন্দিরে ৩টি চত্তর অতিক্রম করিলে দেবীমূর্ত্তির নিকটে উপস্থিত হওয়া যায়। ২য় চত্তর ভয়ানক অন্ধকার; মন্দির মধ্যে (তৃতীয় চত্তরে) দেবীপার্শ্বে এক পিত্তল প্রদীপে দীপ জ্বলিতেছে। এ দীপ দিবারাত্রি জ্বলে। আমরা '৺বিমলার ডালা' (পূজা) দিতেছি, পাণ্ডা মন্ত্র পড়াইতেছেন,—"শ্রীক্ষেত্রে আসিনু, পিতা পিতামহ চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিনু, আপনি সকল পাপে মুক্ত হইনু, ৺বিমলা মাতার পূজা দিইনু, মা আমার মঙ্গল করুন—তোমার যা ইচ্ছা দক্ষিণা ফেল"—দক্ষিণার টাকাটি ঝনাৎ করিয়া উঠিল; বোম্ বোম্ বোম্ বোম্" ভৈরববরে মন্দির প্রকোষ্ঠ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, আমরা সভয়ে দেখিলাম—সমুদ্রতীরের সেই ছঙ্করহন্‌স্ বাওয়া ভয়ানক

মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া বিকট মুখ্যাব্যাদান করিয়া ঐরূপ শব্দ করিতেছেন। সকলে সভয়ে প্রণাম, করিলাম। বাবা কিছুই উচ্চবাচ্য করিলেন না, পূর্ব্ববৎ মুখ ব্যাদান করিয়া রহিলেন, কিন্তু নিঃশব্দে। আমরা শ্রারও আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলাম,—ঈষৎ তিমিরাবৃত ৺বিমলা প্রকোষ্ঠ মধ্যে অসংখ্য তেলাপোকা ছাদের দেয়ালের ও দেবমূর্ত্তির সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিল, তাহারা দলে দলে উড়িয়া আসিয়া শঙ্কর বাবার মুখে গাত্রে পড়িতেছে; বাবা নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছেন। অতঃপর তিনি ৺বিমলাদেবীর পূজার ফুলবিল্বপত্রগুলি ভক্ষণ করিলেন। তিন মিনিট কাল এইরূপ ভাবে ভক্ষণ করিয়া 'বাওয়া' হুহুঙ্কার শব্দে লম্ফ প্রদানে মন্দিরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। ভয়ে বিস্ময়ে আমরা পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন, ইহার ইহাই আহার; ইনি ৺বিমলামাতার পুত্র। তাহার পর পূজা মন্দির প্রদক্ষিণ, দর্শন প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া বিস্ময়াকুল চিত্তে গৃহে ফিরিলাম; সে রাত্রে 'বাওয়াকে" আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

ইহার তিন দিবস পর আমরা শ্রীমন্দির শীর্ষে নীলচক্রে ধ্বজা বাঁধিতে যাই। অত উচ্চ মন্দিরে ধ্বজা বন্ধনকারীরা তরতর্ করিয়া উঠিয়া যায়। ৩জন ধ্বজাধারী যখন প্রায় মন্দির শীর্ষে পঁহুছিয়াছে, তখন নীলধ্বজের পার্শ্বে রুদ্র মূর্ত্তিরমত শূন্যে সাধুমূর্ত্তি জটা কাঁপাইয়া 'বোম্-ভবম্' শব্দে লম্ফ দিয়া একটু নীচে অবরোহণ শীকলি ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন! দেখিতে দেখিতে তরতর্ করিয়া সাধুমূর্ত্তি মন্দির প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন! সকলে আশ্চর্য্য বিস্মিত হইয়া "জয় জগন্নাথ!" শব্দে বিরাট মন্দির প্রাঙ্গন কাঁপাইয়া তুলিল। পর মুহূর্ত্তে 'বাওয়া আনন্দ বাজার অতিক্রম করিয়া অতিবেগে স্নানভিত্তির দিকে ছুটিলেন। তথা হইতে কোথায় গেলেন কেহ দেখিল না।

ক্রমাগত এই আশ্চর্য্য সাধু দেখিয়া ইহাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানিতে ব্যাকুল হইলাম, কিন্তু কেহই ইহাঁর সকল বৃত্তান্ত বলিতে পারিল না। কেবল সিদ্ধপুরুষ, প্রতাপশালী, ৺বিমলা মাতার পুত্র, ইত্যাদি রূপ একটা উদ্ভট সীমাবদ্ধ পরিচয় ভিন্ন 'বাওয়া' সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

ইহার কিছু দিন পরই আমাদের ৺পুরীত্যাগের প্রস্তাব হইল।

৺পুরী হইতে দেশ যাত্রা করিবার ১ দিবস পূর্ব্বে, অরুণ স্তম্ভের অর্থাৎ

সিংহ তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গৃহ গুলির শেষ সীমায় 'জগন্নাথ পুস্তকালয়' নামধারী একটী বাঙ্গলা ও উড়িয়া পুস্তকালয় আছে। বাবু আনন্দ নাথ দাস নামক জনৈক বর্দ্ধমানবাসী বাঙ্গালী ইহার স্বত্বাধিকারী। কয়েক খানা উড়িয়া পুঁথি ক্রয় করিতে এই পুস্তকালয়ে উপস্থিত হইলাম। পুথি লইয়া ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ আলমারীর গায়ে ঝুলান একখানি ফটোর প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিবামাত্র চিনিলাম, এ ফটো শঙ্করহংস বাবার। তৎক্ষণাৎ আনন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি এ ফটো কোথায় পাইলেন ও ইহা কাহার ফটো। তিনি বলিলেন.—"দুই বৎসর পূর্ব্বে, রথযাত্রার সময় আমি ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ি; বহু যত্নে ও বহু চিকিৎসাতেও ফল হইল না, ৫ম দিবসে আমার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইল; নিশীথ রাত্রে পত্নী পুত্রের বিকট ক্রন্দন রোলের মধ্যে অচৈতন্যাবস্থায় আমি গৃহের বাহিরে আনীত হইলাম। যখন জাগরিত হইলাম, দেখিলাম, আমি আমার বর্দ্ধমানের বাটীতে গৃহ প্রকোষ্ঠে শায়িত। শরীর সুস্থ হইয়াছে, আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি! পরে শুনিলাম, ছস্কর হন্‌স্ বাওয়া নামে এক তরুণ বয়স্ক মহাপুরুষ সিদ্ধ সাধু আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছেন। আমি বাহিরে আনীত হইলে সকলে দেখিল, সাধু একগাছি শৃঙ্খল হস্তে ঝন্ ঝন্ করিতে করিতে আমার চৈতন্য-রহিত দেহের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ইহাকে দেশে লইয়া যাও, ভাল হইবে।" অতঃপর একটা ঔষধি আমাকে সেবন করাইতে বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন; সেই ঔষধি বলে আমি প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম। কিন্তু ৫ দিবস পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বদা অচেতন থাকিলাম অচেতনাবস্থাতেই আমি বর্দ্ধমানে নীত হইয়াছিলাম।"

এই কৌতূহলময় কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমরা পুলকিত হইলাম, বলিলাম, "তাহার পর? তাহার পর? আপনি নিরোগ হইলেন, এ ফটো পাইলেন কিরূপে?" আনন্দ বাবু পুনরায় বলিলেন—

আমার কনিষ্ঠ একজন ফটোগ্রাফার। আমি রোগমুক্ত হইয়া এখানে আসিলে আর এক দিন ছস্করহন্‌স্ বাওয়া আমার এখানে ক্ষণতরে পদধুলি দিয়াছিলেন। সেই দিন বিনোদ (আনন্দ বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর) তাঁহার ফটো তুলিয়া লয়। ফটো তোলার পর সে মহাপুরুষকে আমি আর কখনও দেখি নাই।"

আমাদের কাহিনী আমরা আনন্দ বাবুকে বলিলাম, তিনি বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সেই রাত্রেই ৺ বিমলা মন্দিরে যাইবেন বলিলেন। দেখিলাম তিনি সাধুর নিকট বড় কৃতজ্ঞ।

তাহার পর আমরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি সুতরাং বাওয়া' সম্বন্ধে আর কোন অনুসন্ধান লইতে পারি নাই। আনন্দ বাবুর নিকট যে ফটো দেখিয়াছিলাম, ছস্কর বাওয়ার প্রকৃত মূর্ত্তিও তাহাই। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে যে রূপ, আজিও ঠিক তদ্রূপ, কিছুমাত্র বিভিন্নতা দেখি নাই। তাঁহার বয়স ২৫।২৬শের অধিক নহে; অঙ্গ সর্ব্বদা ভস্মাচ্ছাদিত নাতি স্থূল নাতি কৃশ। মস্তকের কেশ ও জটারাশি অবিকল স্বর্ণবর্ণ (Golden hair) এবং অতিশয় সূক্ষ্ম। সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ, একটী অতি পরিষ্কার ঝক্‌মকে লৌহ শীকলি দ্বারা কটি প্রদেশ এবং উপস্থ সংবদ্ধ ও সংবিদ্ধ। প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত প্রশান্ত জ্যোতিস্ফূরিত নয়ন যুগল, যুগল সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়। কেশাগ্র হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত কোন প্রকার (শীকলী ভিন্ন) আভরণ, আবরণ কিম্বা অস্ত্র নাই। 'বাওয়া' অতিশয় চঞ্চল প্রকৃতি; সদানন্দময়। কিন্তু ভৈরব রুদ্রা মূর্ত্তি সকল সময় সর্ব্বস্থানে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। শ্রীজগন্নাথ আবার কখনো টানিলে যদি আবার কখনো ৺ পুরী দর্শন ভাগ্যে ঘটে, ইচ্ছা আছে, 'বাওয়ার' বিশেষ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

পত্রের একাংশ।

(গল্প)

নওয়াদি
বৃহস্পতিবার
২৮শে আশ্বিন, ১২—৯

প্রিয়—

তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পশ্চিমে আসা অবধি কোনও পত্র দিবার অবসর পাই নাই। পূজার ছুটিটা আমিত মধুপুরেই

কাটাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু একটী আশ্চর্য্য ঘটনার স্রোতে আমার সে কল্পনা ভাসিয়া গিয়াছে; ঘটনাটী বাস্তবিকই অদ্ভুত, শুনিলে বিশ্বাস করিবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু মনে রাখিও যাহা বলিতেছি তাহা অলীক বা আজগুবি গল্প নহে,—সত্য ঘটনা!

পত্রের শিরোনামা হইতেই বুঝিতেছ, আমি এক্ষণে নওয়াদিতে! আজ দুইদিন হইল নওয়াদিতে আসিয়াছি! কিরূপে এরূপ অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল, তাহা পরে বলিতেছি!—

তোমার বোধ হয় মনে পড়ে, বহুদিন পূর্ব্বে সতীশদাদা আমাকে মধুপুরে যাইতে অনুরোধ করেন! এবার যখন আমি বৈদ্যনাথ আসি, তখনই মনে করিয়াছিলাম সেখানে দিন কয়েকের নিমিত্ত অবস্থান করিয়া তাহার পরে মধুপুরে যাইব! বৈদ্যনাথ পৌঁছিয়াই সতীশ দাদা ও বৌঠাকুরাণীর পত্র পাইলাম—তাঁহারা আমাকে মধুপুরে গিয়া তাঁহাদের সহিত অবকাশ কাল যাপন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বৈদ্যনাথে অনাদি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার মধুপুরে যাইতে বেশই বিলম্ব হইয়া পড়িল। যাহা হউক আমি কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিনত মধুপুরে পৌঁছিলাম। আমাকে দেখিয়া সতীশ দাদা কহিলেন তুমি ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছ ভাল হইয়াছে; আমরা কিছুদিনের জন্য মধুপুর ছাড়িয়া নওয়াদিতে যাইতেছি! কালই নওয়াদিতে Start করিব! আমি বিস্ময়ান্বিত ভাবে কহিলাম "মধুপুর ছাড়িবার কারণটা কি?"

সতীশদা, গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ভূতের ভয়ে!" আমি উচ্চহাস্য করিয়া কহিলাম "ভূতের ভয় কি রকম?"

সতীশদা—না ভাই সত্যই ভূতের ভয়! এতদিনত ভূতটাকে শ্রেফ উড়াইয়া দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সম্প্রতি এমনি একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে ভূত বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা!

আমি—"ব্যাপারটা কি সতীশদা?"

সতীশদা—"সে তোমার বৌঠানের কাছে শুনিও!"

আহারাদির পর আমি বৌঠাকুরাণীকে ধরিয়া বসিলাম; কহিলাম—"বৌঠান ব্যাপার কি? এরূপে সহসা মধুপুর ছাড়িতেছেন কেন? চিরটা

কাল মধুপুরে মধু খাচ্ছেন, হঠাৎ মধুতে এত বিরাগ হল কে?

বৌঠাকুরাণী কহিলেন, সত্য ঠাকুরপো এমনি একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হয়ে গেছে যে তারই জন্য একেবারে নওয়াদিতে হাওয়া বদলাইবার জন্য চলিছি।

আমি—"ঘটনাটা কি বৌঠান! সতীশদা বল্লেন আপনার কাছে সমস্ত শুনতে পাব!

এই সময় সতীশদা' বলিলেন, "তা তোমার বৌঠান্ বল্‌বেন বৈ কি! নিজের বীরত্ব কথা—ভূতের সঙ্গে ভ্রমণ, আলাপন, ফটোগ্রাফ তোলন—ইত্যাদি বল্‌বেন বৈ কি!"

বৌঠাকুরাণী তাঁহার দিকে একবার তীব্র দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তবে শোন ঠাকুরপো, তোমার ত ভাই দার্শনিক পণ্ডিত; তোমার দর্শনশাস্ত্র এর কি মীমাংসা করে দেয় তা বল্‌তে হবে!"

আমি বিজ্ঞভাবে কহিলাম "অবশ্য চেষ্টার ত্রুটী হইবে না!"

বৌঠাকুরাণী বলিতে লাগিলেন, "আমাদের বাটীর সম্মুখেই রাস্তার ও ধারে যে বড় বাড়িটী আছে সেটী বোধ হয় দেখিয়াছ! ও বাড়ীটা প্রায়ই খালি পড়িয়া থাকে। অন্ততঃ আমি যতদিন এখানে আছি ততদিনের মধ্যে ত ওবাড়ীতে কাহাকেও বাস করিতে দেখি নাই! বাড়ীটা প্রকাণ্ড—তে-মহল! আর এত পরিবার লইয়া মধুপুরে আসিবেই বা কে? যা হোক্ শ্রাবণ মাসের শেষাশেষি একদিন দেখি বাড়ীটাতে মিস্ত্রী খাট্‌ছে! লছমন্ আসিয়া বলিল, "মায়ি,—পাথরমহল ভাড়া হয়েছে!" আমি তাহাকে কহিলাম, "কে নিলে?" সে বলিল, "তোমাদের দেশের এক 'বড়া আদমি'!" বাস্তবিক সহরে যে রকম হৈচৈ পড়িয়া গেল, তাহাতে আমি ভাবিলাম, না জানি কোন্ বড়া আদমিই" আসিবে! শেষে একদিন দেখি 'বড়া আদমির' লোকজন আসিতেছে; পরে শুনিলাম 'বড়া আদমিও' আসিয়াছে!

এই 'বড়া আদমি' লোকটা কে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমার বড় ইচ্ছা হইল!

এইস্থলে সতীশদা বৌঠাকুরাণীর কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "ঐ একটী

মেয়েদের বিষম রোগ! 'বড়া আদমি'কে দেখ্‌বার জন্ত এত ইচ্ছা কেন আমি ত বুঝিতে পারি না! অদ্ভুত Curiosity!"

বৌঠাকুরাণী তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিতে লাগিলেন—"'বড়া আদমি'কে ত অনেক চেষ্টাতেও একদিন দেখিলাম না! একদিন দুপুর বেলায় তোমার দাদার হার্ম্মোনিয়মটা সাফ করিবার ইচ্ছায় বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিতেই, ওধারের পাথরমহলের একটা ঘরের দিকে চোখ পড়িল! দেখি একটী স্ত্রীলোক,—দিব্য গৌরবর্ণ, মানান গড়নটী—যাহাকে সুন্দরী বলা যায়—আপনার মনে স্থিরভাবে মেজের উপর বসিয়া রহিয়াছে—তাহার পর দুই তিনদিন সেইরূপ সময়ে তাহাকে ঠিক সেইরূপই অবস্থায় দেখিলাম! শেষে রবিবার দুপুর বেলায় উনি হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেছিলেন, আমি পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম—হঠাৎ 'উনি' পাথরমহলের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "ঐ দেখ তোমার 'বড়া আদমি'!"

আমি তখন কহিলেন, "দেখ তোমাকে রোজই এই কথা বলিব মনে করি তা আজ তুমি ত নিজে দেখিলে! রোজ এমনি সময়ে ঐভাবে ঐখানটিতে উনি বসে থাকেন! বাড়ীটাতে একটু গোলমাল শুনতে পাই না। বেচারা বোধ হয় একলা মানুষ, গল্প কর্ব্বার লোক পায় না, কাজেই চুপ করে বসে থাকে!"

উনি কহিলেন, "শুনিতেছি ঐ স্ত্রীলোকই বাটীর কর্ত্রী। উহার আত্মীয় স্বজন এখানে কেহ আসে নাই—শরীর অসুস্থ হওয়ায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ত কেবল কয়েকটী কর্ম্মচারী মাত্র সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছেন! তা তুমি উহার সহিত আলাপ করিতে যাও নাই কেন? বাড়ীর পাশে। আমি কহিলাম—"চিনি না শুনি না, গায়ে পড়ে আলাপ কর্ত্তে যাব! কিছু মনে কর্‌বে না ত?"

আমি কহিলাম—"তোমাদের মধ্যে বড় আছে কি না! যাহোক আমি আজই ওর কাছে গিয়ে আলাপ করে ফেলবো।"

যাহা হউক, স্ত্রীলোকটির সহিত সহজেই আমার আলাপ হইল! একদিন আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। উনি সেদিন বাটিতে ছিলেন না। স্ত্রীলোকটী বাটীতে আসিতেই কুকুরটা এমন বিকট চিৎকার করিতে লাগিল,(২) আমি

বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। আর কাহাকেও দেখিয়া কুকুরটা ইতিপূর্ব্বে এরূপ করে নাই! সহসন আসিয়া কুকুরটাকে বাহিরে লইয়া গেল। আমি অপ্রতিভ ভাবে কহিলাম,—"কুকুরগুলো ভারী দুষ্ট! বাড়ীতে নূতন লোকজন দেখ্‌লে বড় জ্বালাতন করে!"

যাহা হউক ক্রমশঃ আমাদিগের আলাপ গাঢ় সমীরে পরিণত হইল। তাঁহাদের বাটিতে আমি প্রায় বেড়াইতে যাইতাম, তিনিও প্রায় আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিতেন। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আমার নানাবিধ তর্ক হইত! দুইজনে একসঙ্গে মাঠে বেড়াইতে যাইতাম; গল্প করিতে করিতে বাটী ফিরিতেও কখন রাত্রি হইয়া যাইত। ইহার জন্ত উঁহার নিকট কি কম গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে!" এইস্থলে সতীশদাদা আবার তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"তা" আমি কি করে জান্‌ব বল যে তুমি ভূতের সখী?"

বৌঠাকুরাণী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কার সখী তা সকলেই জানে!" সতীশদাদা কহিলেন, হাঁ চাপ্‌টা আমার ঘাড়েই পরে পড়ল! "আমার হার স্বীকার কর্চ্ছি।"

বৌঠাকুরাণী—"সেত আর নূতন কথা নয়! তবে জেনে শুনে লাগ কেন? হাঁ তারপর যা' বলছিলাম—তুমি বেশজান, ঠাকুরপো, এ মধুপুর তোমাদের কলিকাতা নহে; এখানে আমাদের সারাদিন ইটকাঠের মধ্যে বন্ধথেকে সন্ধ্যার পর আকাশ দেখবার জন্ত ছাদে উঠতে হয় না! এখানে আমাদের বেড়ান চেড়ানর মধ্যে বেশ একটা সহজ প্রফুল্ল ভাব আছে! মেয়েদের একলা বেড়াতে ছেড়ে দিতে কেউ আপত্তি করে না! সুতরাং আমাদের সময় বেশ আমোদের মধ্যে কাটিয়া যাইতে লাগিল! ঠাকুরপো, তুমি বোধ হয় অমরকে জান? সে আমার মাসতুতো ভাই হয়। তোমাদের সঙ্গে বি, এ, পড়ত সে তোমাকে চিনে। এখন সে ফটোগ্রাফের ব্যবসা করিতেছে! পূজার দিনকতক আগে সে মধুপুরে আসিয়া ষ্টেশনের কাছে একটা বাসা ঠিক করে। দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন অমর আমাদিগের সহিত দেখা করিতে আইসে। তাহাকে ফটোগ্রাফ তুলিয়া দিবার জন্ত ধরায়, সে তাহার বাসায় আমাদিগকে যাইতে বলে। বিজয়ার দিন আমি পাথর মহলের সেই স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে করিয়া অমরের বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমাদের সেখানে রাখিয়া ইঁহাকে

লইবার জন্য গাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেই স্ত্রীলোকটির কথা অমরকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। আমার ফটোগ্রাফ লওয়া হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ লইবার জন্য অমরকে বলিলাম; অমর কহিল যন্ত্র এইখানেই লইয়া আসি; উঁহাকে বসিতে বল।"

আমি স্ত্রীলোকটিকে বলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময়ে ও ভয়ে আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে; দশ মিনিট পূর্ব্বে যে সুন্দরীকে দেখিয়াছিলাম ইনি কি তিনি? আমি চিৎকার করিয়া কহিলাম কে আছ শীঘ্র জল লইয়া আইস; ও স্ত্রীলোকটীকে কহিলাম আপনি যে পীড়িত! তিনি কহিলেন "না"।

ইতিমধ্যে অমর ক্যামেরা প্রভৃতি লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; আমার বেশ মনে পড়ে স্ত্রীলোকটী যেরূপ ভাবে বসিয়াছিলেন। ঠিক সেই রূপেই বসিয়া রহিলেন; অমরও তাহাতে কিছু আপত্তি করিল না। আমি কহিলাম, "অমর এরূপ ভাবে ফটো লইয়া কি হইবে? ইহাঁর হাত ঠাণ্ডা অবশ, ইনি পীড়িত; ছবি খারাপ হইবে না?" অমর কিছু বলিল না। স্ত্রীলোকটীর মুখ হইতে একটা অদ্ভূত ও অস্পষ্ট শব্দ বহির্গত হইল। তাঁহার মুখে কি একটা অমানুষিক ছায়া বিরাজ করিতেছিল!

আমি কহিলাম, "আপনি এরূপ কর্চ্ছেন কেন?"

তিনি ধীরস্বরে স্থির ভাবে কহিলেন, একটু অপেক্ষা কর। আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম; আমার মনে হইতে লাগিল, যেন থিয়েটারে কোনও নাটকের অভিনয় দেখিতেছি; এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। অমর কয়েকবার কক্ষ মধ্যে যাওয়া আসা করিল। পরে কহিল "না এ ছবি লইতে পারিলাম না?"

আমি অমরের কথায় চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম? স্ত্রীলোকটী তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি একটীও কথা না কহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখে নিরাশার ঘন ছায়া লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমি যাই---আমি যাই --আর কখনও তোমাদের পথে আসিব না। এই কথা বলিয়াই তিনি কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। আমি পাষাণের মত

নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার চারিধারে যেন কি এক মহা সমস্যার নীরব ছবি ঘুরিতে লাগিল? অল্পক্ষণ পরেই ইনি আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা কহিলাম "উনি শুনিয়া বলিলেন," তোমার খেয়াল?

আমি কহিলাম "না খেয়াল নহে; কখনই নহে; তুমি যদি তাঁহার মুখ সে সময় দেখিতে?

উনি—তিনি কোথায় গেছেন?

আমি—তাহা জানিনা?

উনি---অমর কোথায়?

ইতিমধ্যে অমর আবার সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে উনি অমরকে কহিলেন "ওহে অমর তোমার দিদি কি বলে; অদ্ভূত ব্যাপার যে? অমর কহিল বাস্তবিকই অদ্ভুত। কোনও রূপেত স্ত্রীলোকটীর ফটো লইতে পারিলাম না?

উনি কহিলেন, "কিরূপ? শুধু এই ব্যাপার।"

অমর—"শুধু ইহা নহে। আমি উঁহাকে পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছি। বেশ মনে পড়ে, আমি যখন ফটোগ্রাফীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়া প্রথম মধুপুরে আসি—সে আজ প্রায় সাত বৎসরের কথা—তখন ওঁকে দেখিয়াছি। সেই সময় উঁহার ফটো তুলিয়াছি কিন্তু সে কি অবস্থায়, তাহা ভাবিলে আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।'

আমরা কহিলাম, "কি কি বল না।"

অমর কহিল, "Negative" দেখিলেই বুঝিবেন। এই দেখুন খালি কতক গুলা Tpots। অমর "Negative" বাহির করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিল। আমরা দেখিলাম তাহাতে কেবল কতকগুলা কাল দাগ?

আমি কহিলাম, "এত দাগ কেন?"

অমর কহিল--"দেখুন, পরে সব বুঝতে পারবেন? আমি দুইখানা Proof print করিয়াছি তাহা দেখিলেই বুঝিবেন। আর সেই সঙ্গে আমার Album এর এই ফটোগ্রাফটাও দেখুন।"

সেই ফটো ও Proof টা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। Album এর ফটোটাতে একটী স্ত্রীলোকের ছবি, ও Proofখানি কতকগুলা দাগ এবং

সেই প্রতিদাগে একটি করিয়া মৃত মুখের ছবি। দুইটী মুখে প্রভেদ নাই। আমি চিৎকোর করিয়া, পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম—। উঃ ঠাকুরপো, তখন আমার এত ভয় হইয়াছিল—বল কি ভূতের সহিত এত দিন সখাভাবে কাটাইয়াছি। তাহার পর উঁহারা আমাকে কখন বাটিতে লইয়া আসেন আমার কিছু মনে পড়েনা। ইহার পর হইতে যখনই আমার ঐ বাড়ীটার দিকে দৃষ্টি পড়ে, তখনই ভয়ে আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। আর আশ্চর্য্য উক্ত ঘটনার পরদিন হইতে বাড়ীটা যেমন খালি পড়িয়া থাকিত, তেমনি খালি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পূর্ব্বদিন অবধি তাহাতে যে মানুষের বাস ছিল তাহা আদৌ মনে হয় না। সেই জন্যই কয়েক মাসের জন্য নওয়াদিতে বেড়াইতে যাইতেছি। তুমিও ঠাকুরপো, আমাদের সঙ্গে নওয়াদিতে কিছুদিন থাক্‌বে চল?"

বৌঠাকুরাণীর নিকট হইতে সমস্ত ঘটনাটী শুনিয়া আমিত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। বাস্তবিক, অদ্ভুত ও অভাবনীয় ঘটনা নহে কি? তবু তুমি বলিবে—ভূতের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কেবল অলীক কল্পনার খেলা?

আমি, এ গভীর রহস্যের মীমাংসা করিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু তথাপি মীমাংসাত করিতে পারি নাই। তুমি পার কি?

* * * * *

শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরবেনমঃ।

কৌশিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া মিথিলাধিপতি জনক বলিলেন, "হে ব্রহ্মর্ষে! শ্রবণ করুন—

"দেব দেব শূলপাণি পূর্ব্বেতে যখন
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিতে করিলা মনন।
অবলীলা ক্রমে এই ভীম শরাসন
রোষভরে বাহুবলে করি আকর্ষণ

কহিলেন দেবগণে—"শুন সুরচয়—'
ম'ম অপমান করা উচিত না হয়।
এই সে কারণে আমি এই শরাসনে
তোমাদের শিরশ্ছেদ করিব এক্ষণে।"
মহাদেব বাক্যে ভীত যত দেবগণ
স্তুতিবাক্যে তুষ্ট তাঁরে করিলা তখন।
তুষ্টহয়ে আশুতোষ ধনুক তখন,
দেবতা গণের করে করিলা অর্পণ।
সুরগণ সেই ধনু গ্রহণ করিয়া
দেবরাজ ভূপ পাশে দিলেন রাখিয়া।
অনন্তর একদিন হল দিয়া আমি
কর্ষণ করিতেছিনু নিজ যজ্ঞ ভূমি।
সহসা সম্মুখে মোর দেখি হেনকালে
উঠিল একটি কন্যা লাঙ্গলের ফালে।
হলের সীতায় কন্যা হইল উত্থিতা,
এ হেতু তাহার নাম রাখিলাম সীতা।
অনন্তর আমি এই করিলাম পণ
যে করিবে সে কার্ম্মুকে গুণ আরোপণ
তাহারেই সীতা মোর করিব প্রদান।
নিশ্চয় এ পণ মোর না হইবে আন।
অনন্তর এ ধনুর সার জানিবারে
আইলা ভূপতিগণ মিথিলা মাঝারে।
আমিও যতনে এই হর শরাসন,
ভাঙ্গিবারে সবাকারে কৈনু প্রদর্শন।
কিন্তু তাঁরা এই ধনু গ্রহণ করিতে,
কিম্বা বাহুবল যোগে উপরে তুলিতে
সক্ষম না হৈল কেহ, কাজেই তখন
সীতারে কাহার করে না কৈনু অর্পণ।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন রামচন্দ্রকে ধনু প্রদর্শন করুন। তচ্ছ্রবণে মিথিলাধিপতি, গন্ধমাল্য বিভূষিত, মঞ্জুষামধ্যগত মহাধনু অষ্টচক্র লৌহ শকটে স্থাপন পূর্ব্বক আনয়ন করাইলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে ধনু দর্শনে অনুমতি করিলে রামচন্দ্র মঞ্জুষা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ধনুদর্শন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ধনুরুত্তোলন করিব কি? রাজর্ষি জনক ও ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র আদেশ প্রদান করিবামাত্র, তিনি মঞ্জুষা হইতে ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক, ধনুকের মধ্যদেশ ধারণ করিয়া ধনুকে গুণযোজনা করিতে উদ্যত হইলেন। ধনুরাকর্ষণ সময়ে ধনুঃ সশব্দে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। সেই বজ্রনির্ঘোষ তুল্য শব্দে সকলে সত্বরে চমকিত হইয়া উঠিল সেই কিশোর বয়স্ক রামচন্দ্রের এই অদ্ভুত বীরত্ব দর্শন করিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রকে বলিলেন "মহর্ষে, শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ভঙ্গ করিয়া আমার কন্যা সীতাকে লাভ করিলেন এক্ষণে শুভ পরিণয় ব্যাপার সাধন জন্য, মহারাজ দশরথকে আনয়ন করিবার জন্য দূতগণ প্রেরিত হউক।

রাজা দশরথ, দূতমুখে এই শুভবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া পুরোহিত ও মন্ত্রীগণের সহিত বিদেহ নগরে আগমন করিলেন। রাজর্ষি জনক, যথাবিধি তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের করে সীতা ও লক্ষ্মণের করে উর্ম্মিলাকে অর্পণ করিলেন, এবং তাঁহার অনুজ কুশধ্বজও তাঁহার দুইটী কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্নের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভ্রাতৃ চতুষ্টয় একই দিনে বিবাহিত হইলেন।

কন্যাদান সময়ে রাজর্ষি জনক বলিয়াছিলেন—

"বৎস রাম! আমার দুহিতা।
এই সর্ব্বভূষাযুক্ত রূপবতী সীতা।
ধর্ম্মপত্নী আজি ইনি হইলা তোমার;
পাণি দিয়া পাণি তুমি ধরহ ইহার।
আশীর্ব্বাদ করি তব হউক মঙ্গল,
পতিব্রতা হৌন সীতা বাসনা কেবল
চিরকাল তরে এই দুহিতা আমার
ছায়াসম অনুগতা থাকুন তোমার।"

রাজর্ষির এই বাক্য সফল হইয়াছিল। অনন্তর ভ্রাতৃচতুষ্টয় স্ব স্ব পত্নীর সহিত, অগ্নি, বেদি, রাজর্ষি জনক এবং ধর্ম্মশীল ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দুন্দুভি নিনাদে ও গীত বাদ্যে চারিদিক পুর্ণ হইয়া উঠিল। মর্ত্তধামে বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মীর পরিণয় সম্পন্ন হইল।

পরদিন বরযাত্রগণ মিথিলা হইতে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এহেন সময়ে পক্ষিগণ পালে পালে ছাইয়া গগণ
ঘন ঘন ঘোর স্বরে দারুণ চীৎকার করে
বধিরিয়া শ্রোতার শ্রবণ।
ভূতলেতে ত্বরিত হইয়া মৃগেরা দক্ষিণদিক দিয়া
যাইতে লাগিল সবে আপন আপন রবে
সঙ্গে সব শাবক লইয়া।
উঠিল প্রচণ্ড ঝড় বৃক্ষ ভাঙ্গে মড় মড়
ঘন ঘন মেদিনী কম্পন
অন্ধকারে প্রখর তপন একেবারে হইল মগন
কিবা আগু কিবা পিছু কোনদিকে কোন কিছু
নাহি আর হয় দরশন।
বায়ুবশে ভস্মরাশি উড়ে সেনাদের নয়নেতে পড়ে
আচ্ছন্ন হইয়া সবে আকুল হইয়া ভাবে
অচেতন হয়ে পড়ে ঝড়ে।

এইরূপ দুর্নিমিত্ত রাশির মধ্যে শাণিত কুঠার স্কন্ধে, বিশাল কার্ম্মুক হস্তে পরশুরাম উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলে পর ক্রুদ্ধ পরশুরাম, রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রাম, তুমি শৈব কার্ম্মুক ভগ্ন করিয়াছ এই বৈষ্ণব কার্ম্মুকও বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়া বিষ্ণুকে দিয়াছিলেন, বিষ্ণু মহর্ষি ভৃগুকে অর্পণ করেন, এক্ষণে এই ধনু আমিই ধারণ করিয়া থাকি। সাধ্য থাকে এই ধনু যোজনা কর, তবে আমি তোমাকে আমার সমকক্ষ মনে করিব।" তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র, বৈষ্ণব কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা রোপন করিয়া যোজনা করিলেন। কিন্তু পরশুরাম ব্রাহ্মণ

বলিয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন না। তিনি ভার্গবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মুনিবর! এই শর কোথায় ত্যাগ করিব! আমার শরসন্ধান ব্যর্থ হইবার নয়। এক্ষণে বলুন, আপনার তপঃসঞ্চিত পুণ্যলোকচয় রোধ করিব অথবা আপনার অন্তরীক্ষগতি বদ্ধ করিব! শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্ব অবতার পরশু রামের বৈষ্ণবতেজ প্রতিগ্রহণ কবিবা মাত্র, তিনি হীনবল হইয়াছিলেন, এতক্ষণে তিনি রামের মহিমা দর্শনে তাহাকে ত্রীলোক পতি জ্ঞানে পূজা পুর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

পরশুরাম প্রস্থান করিলে আবার সূর্য্যের তেজ প্রকাশিত হইল। এবং বরযাত্র গণ যথা সময়ে নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় উত্তীর্ণ হইলেন। বর ও বধুগণের অভ্যর্থনার জন্য অযোধ্যা সুসজ্জিতা হইয়াছিল। রাজ মহিষীগণ পুত্র ও পুত্রবধু গণকে সাদরে বরণ করিলেন। রাজ ভবন আনন্দে পূর্ণ হইল! তখন রাম সীতার ন্যায় সুখী কে ছিল—সুখ তপন সুউজ্জ্বল কিরণ দান করিতে লাগিল। মেঘোদয় অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় অধ্যায়।

কোথা রাজা—কোথা বনবাসী।

ভরত, শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে স্বীয় মাতুল অশ্বপতির রাজধানীতে বাস করিবার জন্য অযোধ্যা হইতে প্রস্থান করিলেন। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় রহিলেন। রামচন্দ্র এই সময়ে পূর্ণ যুবা; তাঁহার সচ্চরিত্র নিজ মহত্বে সকলকে মোহিত করিয়াছিল। পৃথিবীতে তাঁহার তুলনা দুর্লভ। তিনি অন্তরে বাহিরে মহিমা পূর্ণ। তাঁহার বাক্য মধুময়, তাঁহাকে কেহ কটু বলিলেও তিনি কটু প্রত্যুত্তর করিতেন না॥ একটী উপকারের প্রত্যুপকার জন্য তিনি ব্যতি ব্যস্ত, হইতেন কিন্তু সহস্র অপকার করিলেও তিনি সে কথা গ্রাহ্য করিতেন না। ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞগণই তাঁহার সহায় ছিলেন। অসীম ক্ষমতা ও সাহস সত্বেও তাঁহার বিন্দু মাত্রও অহঙ্কার ছিল না। তিনি সত্যবাদী, বিদ্বান, বৃদ্ধের প্রতি সম্মানকারী ও প্রজাবৎসল ছিলেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার দয়া অতুল। কেবল পাপাত্মাগণের প্রতিই তিনি করুণাপূর্ণ কঠোর ব্যবহার করিতেন। সর্ব্ববিধ অসদালাপেই তাঁহার ঘৃণা ছিল। অবিহিত কার্য্য সমুহ পরিহার করিতে তিনি

অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। তাঁহার দেহ ও মন একান্ত পবিত্র ছিল। অল্প বয়সে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ও ন্যায় পরায়ণ হইয়া ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল, ও স্বভাবজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার কার্য্যতৎ পরতার অবধি ছিল না তিনি বেদ পারগ ও সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সমস্ত বিদ্যার পারগাদী হইয়া ছিল। তিনি হস্ত্যশ্বচালন সক্ষম, ধনুর্দ্ধর, সাহসী যোদ্ধা ও মহাবলী হইয়াছিল। সুতরাং তিনি তাঁহার পিতা দশরথের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন প্রজাগণের প্রিয় ও রাজ্যের আশা স্বরূপ হইয়াছিলেন।

রাজা যে এরূপ কুলপাবন পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ব্যগ্র হইবেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! একদা তিনি এতদুদ্দেশে, সভাসদ ও রাজন্য প্রকৃতিবর্গকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে প্রস্তাব করিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, রাজ্যভার তাঁহার পক্ষে দুঃসহ হইয়াছিল, তিনি সেই ভার রামচন্দ্রের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া অবকাশ লাভে বাচ্ছা করিলেন। রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণে সম্পূর্ণ যোগ্য। তিনি বলিলেন "আপনারা সকলে পরামর্শ করিয়া আপনাদিগেই অভিমতি জ্ঞাপন করিলে আমি বড়ই প্রীত হইব।

'সে কালের রাজার প্রজার কেমন সুন্দর সম্বন্ধ ছিল দেখ। যদি রাজগণ একচ্ছত্রা মহীপতিছিলেন তথাপি তাঁহারা প্রজাদিগের অনভিলাষে কোনও কার্য্য করিতেন না। প্রজারঞ্জন কার্য্য রঘুবংশীয় রাজাগণের একটী প্রধান গুণ ছিল। রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রমুখ প্রকৃতিবর্গ এবং সে নানায়ক ও মিত্র রাজগণ পরামর্শ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে অবিলম্বেই যৌবরাজ্য অভিষিক্ত করাই শ্রেয় স্থির করিলেন এবং রাজাকে তৎকার্য্য সত্বরে সম্পন্ন করিবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিলেন "মহারাজ! অবিলম্বে আপনার উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্য অভিষিক্ত করুন। তিনি সর্ব্বগুণে গুণাকর, এবং নিরন্তর রাজ্য মঙ্গল কামনায় তৎপর, ইহার ভূয়োভূয় প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

অনন্তর রাজা, অভিষেকের উদ্যোগ করিতে বলিলেন, চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। এই সকল সময়ে রাজা দশরথ, কুমার রামচন্দ্রকে, সভায় আনয়ন জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র বৎ প্রফুল্লবদনে সভা-

তলে আগমন করিলেন, প্রকৃতিবর্গ তাহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার জয় ঘোষনা করিলেন। রামচন্দ্র, করযোড়ে প্রণিপাত পূর্ব্বক পিতৃ চরণ বন্দনা করিলেন। রাজা, রামচন্দ্রকে বলিলেন "বৎস, আমার, সভাসদগণ ও প্রকৃতি বর্গ একবাক্যে তোমাকে যৌবরাজ্য অভিষেক করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

অতএব তুমি এবে সাম্রাজ্য তোমারি ভেবে
পুষ্যা সহ চন্দ্র সংক্রমিলে।
লহ যৌবরাজ্য ভার সন্তরিবে অযোধ্যার
প্রজাকুল পুলক সলিলে।
স্বভাবতঃ তুমি রাম সর্ব্বগুণে গুণ ধাম
তবু আমি স্নেহের কারণ
হিতবাক্য কতগুলি এক্ষণে তোমারে বলি
যত্নে তাহা করহ গ্রহণ।
যদিও বিনীত তুমি তারো চেয়ে ইচ্ছি আমি
থাক সদা বিনয়ী হইয়া;
অবিরত প্রাণপণে দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয় গণে
রাখ বশে দমন করিয়া।
কামক্রোধ নিবন্ধন ব্যসনেরে বিসর্জ্জন
বাহাধন, কর প্রাণপণে,
অস্ত্রাগার ধনাগার প্রাণসম ধান্যাগার
পরিপূর্ণ করহ যতনে।
পরোক্ষে বা অপরোক্ষে সদাই ন্যায়ের চক্ষে
বিচার করহ সাবধানে,
দেখো, সে বিচারে তব অমাত্যাদি প্রজাসব
কষ্ট যেন নাহি পায় প্রাণে।
অভিমত প্রজাগণে অনুরক্ত রাখি মনে
যে জন পালন করে রাজ্য
সুধালাভে সুরসম বন্ধুগণ অনুপম
সুখলাভ করে অনিবার্য্য।

ক্রমশঃ
শ্রী

৬ষ্ঠ ভাগ।] মাঘ, ১৩০৯। [১০ম সংখ্যা।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

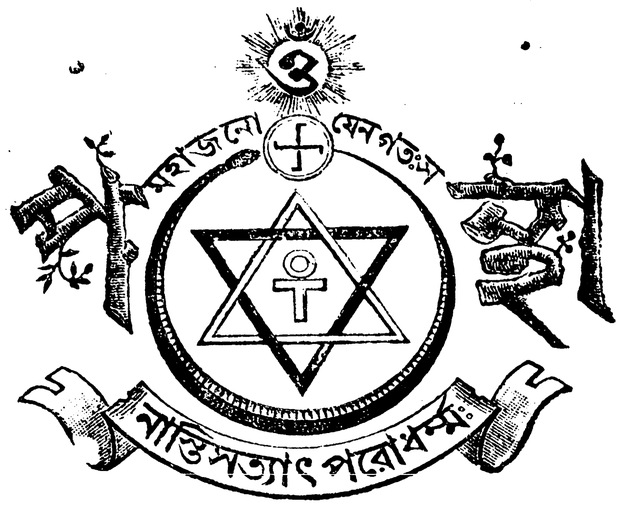

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত
এম্‌-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২।১২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।		লেখকগণ।	পত্রাঙ্ক।
১।	পৌরাণিক কথা।	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্‌, এ, বি, এল,	৩৬০
২।	বিচার সাগর	,, বিজয় কেশব মিত্র, বি, এল, ...	৩৭০
৩।	উপাসনার অবলম্বন	,, চন্দ্রশেখর বসু	৩৮৫
৪।	শ্রীরামচন্দ্র	....	৩৯৭

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০— মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০
নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

Printed by Abinash Chandra Basu, at the MAJUMDAR PRESS,
74, Sukea's Street, Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল-সমেত ১।৶০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৵০ আনা কমিশন পাঠাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত প্রকাশক।

হ্যোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য—১৲ এক টাকা, বিলাতী বাঁধান ১৷৷০ দেড় টাকা।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর হেরিং, গ্যারেন্‌স, কেন্ট, সি, ভন্, বেনিং হোসেন্ কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্" প্রভৃতি নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাই পুস্তকখানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ, কার্য্যবশেষ পুরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিষঘ্নতা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি। ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক পৃথক সময়ানুসারে ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রশন ও এগ্রাভেশন্) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকে আর্টপেপারে আত উৎকৃষ্ট জর্ম্মান ফটো হইতে উদ্ধৃত মহাত্মা ৺হ্যানিমুয়েল হ্যানিমানের ১ খানি করিয়া প্রকৃতি ও গ্রন্থকারের ফটো ও নামের মোহরাঙ্কিত আছে। ঐ হ্যানিমানের ফটো বড় সাইজের মূল্য—।/০ পাঁচ আনা। সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। মূল্য—১৲ টাকা।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। V. L. M. S.

পোষ্ট মহানন্দ, জেলা হুগলি।

অশুদ্ধি শোধন।—৩৯৩ পৃঃ ১৯ পং 'আদেশ' না হইয়া 'আদর্শ' হইবে।

ষষ্ঠ ভাগ। { মাঘ ১৩০৯ সাল। } ১০ম সংখ্যা।

পৌরাণিক কথা।

গোবর্দ্ধন ধারণ ও গোবিন্দ।

ব্রজে ইন্দ্রযাগের জন্য মহা উদ্যম। শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো বা উপাগতঃ।
কিং যাগং কস্য চোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে অথঃ॥ ১০।২৪।৩

হে পিতঃ! কাহার উদ্দেশে এই মহা উদ্যোগ? এই যজ্ঞ সাধন করিলে কি ফললাভ হইবে?

নন্দ বলিলেন—

পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ॥

তং ত্যক্ত বয়সন্যে চ বায়ু চাং পতিমীশ্বরম্।
দ্রব্যৈ স্তদ্রেতসা সিদ্ধৈ র্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ॥
তচ্ছেষণোপণীয়ন্তি ত্রিবর্গ ফলহেতবে।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জন্যঃ ফলভাবনঃ॥
য এবং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।
কামাল্লোভাদ্ভয়াদ্দ্বেষাৎ সবৈ নাপ্নোতিশোভনম্॥ ১০.২৪

এত দেবযজ্ঞের কথাই বটে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে এই যজ্ঞের শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু সে কুরুক্ষেত্রে সমরক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে। বৃন্দাবনে ভেদ নাই, কর্ম্ম নাই। সেখানে যজ্ঞের আবশ্যকতা নাই। জীবের অন্যোন্য সহকারিতা নাই। পরস্পর ভাবনার প্রয়োজন নাই। "দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ" এই বাক্য সেখানে নিরর্থক। বৃন্দাবনে সকলেই স্বতন্ত্র, সকলেই নিরপেক্ষ। অপেক্ষা কেবল শ্রীকৃষ্ণের। অধীনতা কেবল তাঁহারই। প্রয়োজন একমাত্র তিনি।

বৃন্দাবনে আবার কর্ম্ম কি? কর্ম্মের সীমা, কর্ম্মের অধিকার ত বহুদূরে। ভেদের রাজ্যে বেদের ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম লইয়া অভেদাত্মক বৃন্দাবনকে কলুষিত করিও না। সেই ধর্ম্মের ভাণ করিয়া, গোপীদের প্রতি কটাক্ষ করিও না। যাঁহারা বেদের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে শ্রুতির তাৎপর্য্য কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সেই তত্ত্ব না জানিয়া বেদের দোহাই দিয়া, কর্ম্মের দোহাই দিয়া, যাঁহারা গোপীভাবকে কলুষিত মনে করেন, তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে অপসৃত হউন্। দেব হও, ঋষি হও, আপন আপন অধিকারে থাক। সেখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ অধিকার, সেখানে নিজ প্রভুত্ব উঠাইয়া লও। ভাবিবার সময় নাই, বিচারের সময় নাই। আজ শ্রীকৃষ্ণ গোপী সম্মিলন জন্য ব্রতী। আজ তাঁহার সম্মুখে ইন্দ্রযজ্ঞ কেন? ইন্দ্র, তুমি এখনও আত্ম কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলে না। তবে শুন, এইবার শ্রীকৃষ্ণ আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া কি বলিতেছেন।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥ ১০.২৪.১৩

কর্ম্ম দ্বারা জীবের জন্ম ও লয় হয়। কর্ম্ম দ্বারাই তাহার সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গলবিধান হয়।

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্য কর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥

যদি বল কর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বর আছেন। তিনি স্বয়ং কর্ম্মলিপ্ত না হইলেও, অন্যকে কর্ম্ম অনুরূপী ফলমাত্র দিয়া থাকেন। কিন্তু যে কর্ম্ম করে না, তাহাকে ফলদান করিতে তিনিও অসমর্থ।

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্।
অনীসেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্॥

মনুষ্য আপন আপন কর্ম্মের অনুবর্ত্তী। ইন্দ্র কি করিতে পারে? যদি বল দেবতারা শুভকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন। সেই প্রবৃত্তির সাহায্যে মনুষ্য উত্তম কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু দেবতারা প্রাক্তন সংস্কারের অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন। সেই সংস্কারের অনুরূপ প্রবৃত্তিই তাঁহারা দিতে পারেন।

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥

মনুষ্যের প্রবৃত্তি সংস্কারাধীন। মনুষ্য সংস্কারেরই অনুবর্ত্তন করে। দেবতা, অসুর, মনুষ্য সকলেই আপন আপন সংস্কারে অবস্থিত। অন্তর্য্যামী দেবতা কি করিতে পারে?

দেহানুচ্চবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥

কর্ম্ম দ্বারাই জীব উচ্চ নীচ দেহ প্রাপ্ত হয়। আবার কর্ম্ম দ্বারাই সেই দেহ পরিত্যাগ করে। কর্ম্মই শত্রু, কর্ম্মই মিত্র, কর্ম্মই উদাসীন। কর্ম্মই গুরু, কর্ম্মই ঈশ্বর।

তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্॥

অতএব কর্ম্মেরই সম্মান কর। যদি বল দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগকে কর্ম্ম বলে। আমি তাহা স্বীকার করি না। যেখানে দেবতার প্রয়োজন, যেখানে দেবতার অপেক্ষা, সেখানে দেবতার পূজা কর। যখন চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক, যখন অন্তঃকরণ নির্ম্মল করার প্রয়োজন, যখন ভেদজনিত রাগ দ্বেষ দূর করিবার জন্য নিকাম ক[illegible] আচরণ করিতে হয়, তখন নিষ্কাম ভাবে দে[illegible]

যজ্ঞ কর। তখন দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ কর। ঋষি ও ঋষিপত্নীরা যজ্ঞ আচরণ করুন। কিন্তু তোমাদের ন্যায় যাহার চিত্ত নির্ম্মল, বৃথা দেবযাগ করিয়া তাহার লাভ কি? যাহার সাহায্যে ঝটীতি আপন আপন বৃত্তিতে লোকে অবস্থিত হইতে পারে, সেই তাহার দেবতা। সেই দেবতার অনুসরণই কর্ত্তব্য। ইন্দ্র যাহাদের দেবতা, যাহারা ইন্দ্রের অপেক্ষা করে, তাহারা ইন্দ্র যাগ করুক। কিন্তু তোমরা আপন বৃত্তির অনুযায়ী, সেই বৃত্তির সহকারী দেবতার ভজন কর।

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি।
ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্য্যসতী যথা॥

এক ভাবে জীবন ধারণ করিয়া যে অন্য ভাবের সেবা করে, সে তার সেবায় অসতী নারীর ন্যায় মঙ্গল লাভ করে না।

বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়াভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥
কৃষিবাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্রবয়ং গোবৃত্তয়োঽনিসম্॥

ব্রাহ্মণের বৃত্তি বেদাধ্যাপনাদি; ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি পৃথিবী রক্ষা; শূদ্রের বৃত্তি দ্বিজসেবা। বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ এই চারি প্রকার বৃত্তি। কিন্তু আমাদের এক গোবৃত্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তি নাই।

সত্ত্বং রজস্তম স্থিত্যুৎ পত্ত্যন্ত হেতবঃ।
রজসোৎ পদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ॥
রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে। এই গুণ সকল দেবতাদের শীর্ষস্থানীয়। এই তিন গুণ দ্বারা দেবতারাও চালিত হন। রজোগুণ দ্বারা প্রেরিত হইয়া মেঘ সকল সর্ব্বত্র জল বর্ষণ করিবে। সমুদ্র, শিলা, ঊষর দেশে দেবযজ্ঞ হয় না, সেখানেও বৃষ্টি হইবে। গোরক্ষার জন্য যে বৃষ্টির আবশ্যক, তাহা সেই সর্ব্বত্র বিহারিণী প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইবে। মহেন্দ্র আমাদের কি করিবেন?

নন্নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈল নিবাসিনঃ॥

আমাদের জনপদ, পুর, গ্রাম, গৃহ ইত্যাদি কিছুই নাই। হে পিতঃ আমরা নিত্য বনশৈলে বাস করি। আমাদের নাগরিক বন্ধন, সামাজিক বন্ধন, রাজবন্ধন, কোন বন্ধনই নাই। আমাদের আবার কর্ম্মইবা কি, দেবতাই বা কি!

তস্যাদ্গবাং ব্রহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযাগ সংভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ॥

যদি যজ্ঞ করিতে হয় তবে এই গোবর্দ্ধন গিরির উদ্দেশে যজ্ঞ করুন। গো ব্রাহ্মণের উদ্দেশে যজ্ঞ করুন। ইন্দ্র যাগের জন্য যে বৃহৎ উদ্যোগ হইয়াছে, সেই উদ্যোগে আমার নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই পরম ধর্ম্ম। তাঁহার আদেশ মাত্র গোপীগণ পরম্পরাগত কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ "শৈলোঽস্মি" বলিয়া এক বৃহৎ বপু ধারণ করিলেন। এবং গোপদত্ত প্রকৃত বলি সকল ভোজন করিলেন। সরল চিত্ত গোপগণ সত্য সত্যই বিশ্বাস করিলেন যে গোবর্দ্ধন গিরি রূপ ধারণ করিয়া উপহার গ্রহণ করিলেন।

ভক্তের বিশ্বাস মিথ্যা হয় না। সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ অদ্রি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সত্য সত্যই গোবর্দ্ধন কৃষ্ণময় হইল। গোবর্দ্ধনের অপরূপ শোভা হইল। সত্বনিধি গোবর্দ্ধন পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম হইল। আহা আজও সেই শোভায় নয়ন জুড়ায়। সেই অপরূপ নীলিমায় সেই অপূর্ব্ব মাধুরীতে ভক্তের মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। যদি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে চাহ, তবে গোবর্দ্ধন দর্শন কর।

ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মানব জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার আদেশে মেঘসকল অজস্র বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত অশনিনিপাত ও শিলাবর্ষণ। উচ্চ নীচ সকল স্থান জলে পূর্ণ হইল। গোপ, গোপী, গো বৎস সকলেই শীতে কাঁপিতে লাগিল। বিপদে সম্পদে গোপ গোপীর কেবল শ্রীকৃষ্ণই সম্বল। তাঁহারা অন্য দেবতা জানেন না। অন্যের আশ্রয় চাহেন না।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
প্রভু মর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্ত বৎসল॥ ১০—২৫-১৩

হে কৃষ্ণ, হে প্রভু, হে মহাভাগ, তুমিই এক মাত্র গোকুলের নাথ। হে ভক্ত বৎসল, কুপিত ইন্দ্র হইতে তুমিই রক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণ আজ্ সত্য সত্যই বৃন্দাবনেশ্বর। তাঁহার নিগূঢ় লীলার কাল অতি সন্নিকট। আজ্ লোকপালগণ, সমগ্র দেবগণ একদিকে, আর তিনি ও গোপ গোপী একদিকে। আজ্ বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও বেদের দেবতা এক-পক্ষে এবং বেদাতীত ভগবান্ ও বেদাতীত ভক্ত অন্য পক্ষে। আজ্ ঈশ্বর-দত্ত অধিকার এবং স্বয়ং ঈশ্বর এই দুয়ের বিরোধ। শ্রীকৃষ্ণ হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্ম যোগেন সাধয়ে।
লোকেস মানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদংতমঃ॥ ১০—২৫—১৬

অবশ্য আমি আপন সাধ্য অনুসারে ইহার সম্যক্ প্রতিকার করিব। যাহারা মূঢ়তা বশতঃ লোকপাল বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, আজ্ তাহাদের ঐশ্বর্য্য অভিমান ও মনের অন্ধকার আমি নাশ করিব।

নহি সদ্ভাব যুক্তানাং সুরাণামীশ বিস্ময়ঃ।
মত্তোঽসতাং মান ভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে॥ ১০-২৫-১৭

দেবতারা সাত্ত্বিক। "আমরা ঈশ্বর" এই বলিয়া অভিমান করা তাহাদের শোভা পায়না। আমিই অসদ্ভাবাপন্নের অভিমান নাশ করি। এই মানভয় দ্বারাই তাহারা শান্তিলাভ করে।

তস্মন্মচ্ছারণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎ পরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ংমে ব্রত আহিতঃ॥ ১০-২৫—১৮।

ব্রজের আমিই শরণ, ব্রজের আমিই নাথ, ব্রজে আমিই পরিগ্রহ। আমি আপন সামর্থ্য অনুসারে ব্রজের রক্ষা করিব। আমি এই ব্রত ধারণ করিয়াছি।

ভক্তের ভগবান্, তুমি ধন্য। ভক্তরক্ষা তোমার ব্রত। ছি, ছি, আজ ভক্ত রক্ষার জন্য আপন সামর্থ্যের কথা বলিলে। তোমার হেলা খেলায়, তোমার লীলায় মাত্র ভক্তের রক্ষা হয়। তোমার কটাক্ষ মাত্র ভক্তের পরম সম্বল। তোমাকে আপন সামর্থ্যের কথা তুলিতে হবে না।

বালক যেমন অবলীলা ক্রমে ছত্রকে ধারণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ একহস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণানাই, ব্যথা নাই, সুখা-পেক্ষা নাই,—সাতদিন, সাত রাত্রি এইরূপে ধরিয়া থাকিলেন। গোপ, গোপী গো, বৎস সেই পর্ব্বতের গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিত্রাণ পাইল।

আর ইন্দ্রদেব। তিনি অতি বিস্মিত ও নিস্তব্ধ হইয়া মেঘ সকলকে নিবা-রিত করিলেন। ব্রজে পুনরায় সূর্য্যদেব উদিত হইল। গোপ, গোপীগণ স্বস্থানে পুনর্গমন করিলেন। ভগবান গোবর্দ্ধনকে স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ স্থাপিত করিলেন।

আর শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য জানিতে গোপ গোপীগণের বাকি থাকিল না। এইবার তিনি প্রকট ভগবান্। যখন তিনি গোবর্দ্ধণ ধারণ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম ৭ বৎসর মাত্র। আর অসাক্ষাতের কথা নয়। আর কাণাঘুসির কথা নয়। আর গোপ শিশুর মুখে শুনা নয়। সকল গোপ গোপীর স্বচক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত ধারণ করিলেন। গোপ বৃদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন।

ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রি বিধারণম্।
ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে॥ ১০-২৬-১৪।

হে ব্রজনাথ, কোথায় সাত বৎসরের বালক, আর কোথায় এই মহা পর্ব্বত ধারণ! আমাদের মনে তোমার পুত্র কি পদার্থ বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

নন্দের মনে পরম আনন্দ। সেই আনন্দে তিনি গর্গের গুপ্তকথা বলিয়া ফেলিলেন।

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১০-২৬-১৬।
ইত্যাদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
মান্য নারায়ণ স্যাংশং কৃষ্ণ সক্লিষ্ট কারিণম্॥ ১০-২৬-২৩

ব্রজের সকলেই জানিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশ। যে ব্রজবালাগণ সাত বৎসরের বালককে পতিভাবে কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা জানিলেন যে সেই বালক নারায়ণের অংশ। তবে তাঁহারা সেই বালকের প্রতি কেন প্রেম করিবেন না। এ প্রেমে দোষ কি?

সাত বৎসর কালে শ্রীকৃষ্ণ লীলার পরম বিকাশ। সাত বৎসরে, তাঁহার পূর্ণ ভগবত্তা। সাত বৎসরে তিনি প্রকট ভগবান্। রাসলীলার কালে তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ব্রজবাসী দিগকে একথা জানাইলেন। দেবতা দিগকে একথা জানাইলেন। মূর্খ মানব যদি আজি সে কথা ভুলিয়া যায়, তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দায়ী নহেন। ইন্দ্র পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

গোলোকে গোমাতা সুরভি ইন্দ্র কর্তৃক নিজ বংশের উৎপীড়ন এবং গোবর্দ্ধন ধারণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাহাদিগের রক্ষা দেখিয়া আর গোলোকে থাকিতে পারিলেন না। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অধীর হইয়া তিনি বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইলেন এবং নিজগণ সমভিব্যাহারে গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া বলিতে লাগিলেন

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহা যোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভবঃ।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয় মচ্যুত॥ ১০-২৭-১৯

হে কৃষ্ণ তুমিই আমাদের লোকপাল। ইন্দ্র লোকপাল হইয়া কি করিল! হে অচ্যুত যদি তুমি না থাকিতে, তাহা হইলে আজ গোকুল কে রক্ষা করিত!

ত্বংনঃ পরমকং দৈবং ত্বংন ইন্দ্রো জগৎপতেঃ।
ভবায় ভব গোবিপ্র দেবানাং যেচ সাধবঃ॥ ১০-২৭-২০

তুমিই আমদের পরম দেবতা। হে জগৎপতে, গোবিপ্র দেবগণের এবং অন্যান্য সাধুগণেয় মঙ্গলের জন্য তুমিই ইন্দ্র হও। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ কর্ম্ম অনুসারে বৃষ্টি দেন। তাঁহারা যেমন কর্ম্ম তেমনি ভোগ দিয়া থাকেন। তাঁহার অধিদেবতারূপে সংস্কার অনুবরণ করিয়া ইন্দ্রিয় বৃত্তির চালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যেথানে কর্ম্মের অপেক্ষা নাই, যেথানে স্বয়ং কৃষ্ণ গোপবেশে ইন্দ্রিয়রূপী গো সকলকে চালাইয়া থাকেন, যেথানে এক শ্রীকৃষ্ণ চালিত হইয়া গো সকল সচ্ছন্দ মনে সত্য-বর্দ্ধন গোবর্দ্ধনে বিহার করে, সেথামে ইন্দ্র কি করিবে? যেথানে অবৈধ ধর্ম্ম, সেথানে বিধির আজ্ঞাকারী ইন্দ্র কি করিতে পারে? বৃন্দাবনে আবার ইন্দ্র কি?

ইন্দ্রংনস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা নোদিতাবয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারা পনুত্তয়ে॥ ১০-২৭-২১

আমরা আজ তোমাকে ইন্দ্র বলিয়া অভিষেক্ করিব। স্বয়ং ব্রহ্মা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। হে বিশ্বাত্মন্! আর তোমাকে জানিতে আমাদের বাকি নাই। তুমি পৃথিবীর ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ।

সুরভি আপন দুগ্ধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন। ইন্দ্র আকাশ গঙ্গার জল দ্বারা অভিষেক করিলেন। এবং অভিষেকানন্তর সকলে গোবিন্দ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন।

"গাঃ পশূন্ নাংস্বর্গং বা ইন্দ্রত্বেন বিন্দতীতিকৃত্বা গোবিন্দঃ শ্রীধর।

আমাদের ইন্দ্রিয়রূপ পশু, আমাদের মনোরাজ্য রূপ স্বর্গ যিনি ইন্দ্ররূপে, চালকরূপে, রক্ষকরূপে স্বীকার করিলেন, সেই গোপাল শ্রীকৃষ্ণই "গোবিন্দ" এতদিনে মনুষ্য কৃতার্থ হইল। এত দিনে মনুষ্য জন্ম সকল হইল। এতদিনে গোলকপতি গোবিন্দের সহিত ভক্তের নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। আর দেবরাজ ইন্দ্রের অপেক্ষা থাকিল না, আর বেদের অপেক্ষা থাকিল না, আর কর্ম্মের অপেক্ষা থাকিল না, আর বিধি নিষেধের অপেক্ষা থাকিল না। মন প্রাণ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতে পারিলেই তিনি গ্রহণ করিবেন। তিনিই মনের রাজা, প্রাণের রাজা। তিনিই মনের গতি, প্রাণের পতি।

নারদাদি ঋষি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পৃথিবী মধুর রসে পূর্ণ হইল। জীবগণ বৈরভাব ত্যাগ করিল।

এইবার! এইবার! গোপবালা ধৈর্য্যধর; এইবার! আর বাধা থাকিল না। আজ অবাধে তোমরা বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতে পার। আজ বেদ কৃষ্ণের পদনত। আজ কৃষ্ণ তোমাদের অনুগত।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম. এ. বি. এল।

বিচার সাগর।

চতুর্থ তরঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মিথ্যা স্বপ্নে অধিষ্ঠান চৈতন্য যেমনি।
সেই দ্রষ্টা নাহি আন, জগতে তেমনি ॥ ৫৬ ॥
মিথ্যা এ সংসার দুঃখ ভাসে ভ্রমে অতি।
তাহার নিবৃত্তি মাগ হে শিষ্য সুমতি ॥ ৫৭ ॥

শিষ্য কহিলেন —

জগৎ যদিও মিথ্যা হয় পরতীতি।
তথাপি তাহার মাগি ছেদনের রীতি ॥
যে দেখে আতঙ্কমূল বিকট স্বপন।
তাহার বিনাশ লাগি করে সে সাধন ॥ ৫৮ ॥
যাহাতে এ ভবখেদ হয় নিবারণ।
তাহার উপায় কহ কি আছে সাধন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীগুরু কহিলেনঃ—

যা তুমি জিজ্ঞাস তার কহেছি সাধন।
বলেনা একটু খেদ, স্থির কর মন ॥ ৬০ ॥
আত্মার অজ্ঞান হেতু হয় জগখেদ।
জ্ঞানেতে নিবৃত্তি তার কয় মুনিবেদ ॥ ৬১ ॥
আমাতে জগত নাই, "অহং ব্রহ্ম" জ্ঞান।
কহেছি উপায় শিষ্য, নাহি কোন আন ॥ ৬২ ॥
কর্ম্ম উপাসনা হোলে জগৎ কারণ।
নাহি হয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন ॥
বিনাশে প্রকাশ যথা গৃহ অন্ধকার।
জ্ঞানালোক নাশে তথা অজ্ঞান আঁধার ॥ ৬৩ ।

শিষ্য কহিলেন :—

যা কিছু কহিলে প্রভু সব সত্য মানি।
অজ্ঞান সংসার হেতু, জ্ঞানে তার হানি ॥ ৬৫ ॥
জ্ঞানের স্বরূপ প্রভু করিলে বর্ণন।
বুঝিনু সংসার সব অলীক স্বপন ॥
সুখের স্বরূপ আত্মা স্বয়ম্ প্রকাশ।
হইতে প্রতীতি তাহা, ভ্রম হল নাশ ॥ ৬৬ ॥
আর যা কহিলে দেব "তুমি ব্রহ্মরূপ"।
না পারি বুঝিতে অর্থ ইহার অনূপ ॥
উপজে হৃদয়ে মোর বিষম সংশয়।
জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখি সুনিশ্চয় ॥ ৬৭ ॥
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে যে আমার।
জনম মরণ আর সুখ দুঃখ তার ॥
বিবিধ প্রকার ভব হয় তাসমান।
মাগি জ্ঞান, নাশে যাহে এ ঘোর অজ্ঞান ॥ ৬৮ ॥
আমা হতে বিপরীত স্বরূপ যাঁহার।
তাঁহার ব্রহ্ম কহে মুনি জ্ঞানের আধার ॥
অভেদ সে জীব ব্রহ্ম জানিব কেমনে।
বিপরীত রূপ দোঁহে হেন লয় মনে ॥ ৬৯ ॥
একত্ব বাধক এক অপর সংশয়।
শুন দেব দেখি পুন মনেতে উদয় ॥
এক বৃক্ষে আছে পাখী দুটি তুল্যরূপ।
ভুঞ্জে ফল একে, অন্য বিশুদ্ধ স্বরূপ ॥ ৭০ ॥
ভোগ শূন্য পরকাশ অসঙ্গ সে রহে।
বেদপর সঙ্গে শুনি মুনিজন কহে ॥
কর্ম্ম উপাসনা পুন কহে যে বিস্তর
দ্বৈত তাহে জীবব্রহ্ম হয় নিরন্তর ॥ ৭১

শ্রীগুরু কহিলেন ঃ—

শুন শিষ্য কহি এক অদ্ভুত বিচার।
যাহাতে হইবে তব সংশয় নিস্তার॥
ঘটাকাশ, জলাকাশ, মেঘা কাশ আর।
মহাকাশ এই ভেদ আকাশের চার॥ ৭৩॥
সেইরূপ দেখ শিষ্য চৈতন্য প্রকার।
জীব ঈশ, কুটস্থ ও ব্রহ্ম এই চার॥
এই চারি ভেদ যবে জানিবে নিশ্চয়।
যাইবে সংসার খেদ্ রবেনা সংশয়॥ ৭৪॥

ঘটাকাশ বর্ণন।

জলপূর্ণ ঘটে যেবা নভ অবকাশ।
যুক্তিতে নিপুণ জন কহে ঘটাকাশ॥ ৭৫

জলাকাশ বর্ণন।

জলপূর্ণ ঘটে পড়ে অম্বর আভাস।
জলাকাশ কহে তাহে যুক্ত ঘটাকাশ॥ ৭৬॥
জলাকাশে যদি বল প্রতিবিম্ব নাই।
অল্প জলে গভীরতা কেন দেখ ভাই॥ ৭৭॥
জলে নভ ছায়া তেঁই দেখে জ্ঞানবান।
রূপ হীন শব্দে যথা প্রতিধ্বনি ভাণ॥ ৭৮॥

মেঘাকাশ বর্ণন।

মেঘে নভ অবকাশ, তাহাতে আভাস।
বুধজন কহে শিষ্য উভে মেঘাকাশ॥ ৭৯॥
বারিদে অনন্ত জল দেখ নবঘন।
নভছায়া বিনা বারি রহে না কখন॥
তেঁই কবি, নভছায়া মেঘে অনুমান।
করয়ে নিশ্চয় যেবা হয় মতিমান॥ ৮০॥

মহাকাশ বর্ণন।

অন্তর বাহির ব্যাপী কহে নভ রূপ।
একরস—মহাকাশ, পণ্ডিত অনূপ॥ ৮১॥
চারি নভ পরিচয় শ্রুতি অনুসার।
চৈতন্য লক্ষণ শুনি লভহ বিচার॥ ৮২॥
মতিব্যষ্টি অজ্ঞানের অধিষ্ঠান চিৎ।
ঘট নভ সমকূট' উদ্ভব রহিত ৮৩॥
বুদ্ধিতে সকর্ম্ম কাম চৈতন্য অভাস।
তার নাম জীব কহে তুলা জলাকাশ॥ ৮৪॥
চিৎ অধিষ্ঠান হতে ছায়ার পতন।
রক্ত পুষ্প'পর রক্ত স্ফটিক যেমন॥ ৮৫॥
বুদ্ধিতে যে ছায়া তার কর্ম্ম ফল ভোগ।
তারি হয় গতাগতি, চৈতন্যে না যোগ॥ ৮৬॥
ঘট সঙ্গে নভছায়া নানা ক্রিয়া ধরে।
একরস ঘটনভ ক্রীয়া নাহি করে॥ ৮৭॥
ব্যষ্টি অজ্ঞান মধ্যে চিৎছায়া যে রহে।
সকূটস্থ অধিষ্ঠান জীবপদ কহে॥ ৮৮॥
মায়ায় যে চিদাভাস অধিষ্ঠান যুক্ত।
মেঘা কাশ সম ঈশ অন্তর্যামী মুক্ত॥ ৮৯॥

ইহার পর পদ্যাংশ যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিচার সাগর।

চতুর্থ তরঙ্গ।

উত্তম অধিকারী উপদেশ নিরূপণ।

গুরু শিষ্য সম্বাদে যে নূতন গাথা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসুজন বিচার প্রবীন হইবে। ১॥

শুভসন্ততি উপাখ্যান।

শুভ সন্ততি নামে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের এক অধীশ্বর ছিলেন। তত্ত্বদৃষ্টি, অদৃষ্টি ও তর্কদৃষ্টি নামে তাঁর তিন পুত্র ছিল। তাঁহার শৈশব বালোচিত ক্রীড়ায়, এবং যৌবন মদন বিলাসে ও নানা সুখ সম্ভোগে অতিবাহিত হইয়াছিল। ত্রিলোকীর সমগ্র সুখ সেবায় রাজা প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেন। এক দিবস অবসর কালে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন "সুখ স্বরূপ, জন্ম রহিত আত্মা ভিন্ন সকলই অসার। রাজ্য-ত্যাগে পুত্রত্রয়কে ত্রিভুবনের অধীশ্বর করিয়া আমি আত্ম স্বরূপ জানিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা প্রবীন পুত্রগণ ও মন্ত্রীকে ইঙ্গিতে নিজ সমীপে আহ্বান করিলেন, এবং নিজ বৈরাগ্যবার্ত্তা জানাইলেন। রাজা কহিলেন—"পুত্রগণের মধ্যে একজন পাতাল ও একজন স্বর্গের অধিপতি হও। অপর পুত্র ভূপতি হইয়া কাশী প্রদেশে রাজধানী সংস্থাপন কর। সেই কাশীধামে অন্তর্য্যামী শিব বিরাজ করিতেছেন ও গঙ্গা-মনুবংশের কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া উত্তরাভিমুখে উজান প্রবাহে চলিয়াছেন। সেই পুণ্যধামে অন্তিমে শিব উপদেশ শুনিয়া দেহত্যাগ হইলে লোকে অনায়াসে শিবলোক প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে রাজত্ব বিভাগ করিয়া তোমরা নিজ নিজ দেশ পালন কর। বিভাগ বিনা রাজ্য শাসন অতীব ক্লেশকর। রাজ্য সম্পদ অসার ও তাপকর জ্ঞানে, আমি রাজ্যভার ত্যাগ করিব। লোকের কষ্টের অবধি নাই, জগতে সকলেই আপন আপন দুঃখে প্রপীড়িত। আমি অপার ভবখেদে নিমগ্ন হইয়াছি। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী তাঁহারা অজ্ঞান ও দরিদ্র তুল্য দুঃখী। এই হেতু, জগতের বিভব ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আমি আনন্দরূপ জানিতে বাসনা করিয়াছি।"

পিতার এই অনন্তজ্ঞানপূর্ণ বাক্য শ্রবণে, সুবুদ্ধিনিধান পুত্রগণ একান্তে বিচার করিতে লাগিলেন ও পরস্পর কহিতে লাগিলেন—"এই দুঃখমূল সাম্রাজ্য আমাদের প্রদান করিয়া পিতৃদেব ব্রহ্মসমান হইতে আকাঙ্খা করিতেছেন। যিনি এই দুঃখ সঙ্কুল রাজ্য বিভব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, তিনি চতুর ও বুদ্ধির সাগর। অতএব আমর এই রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া আপন কার্য্য সাধন

করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ভ্রাতৃবৃন্দ প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং পিতার শুভসন্ততি নাম সার্থক করিয়া সৎগুরু অন্বেষণে চলিলেন। নানা-দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সুরতরঙ্গিনী গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতীরে সঘন পল্লব শাখা সমাযুত তরুরাজি বিশোভিত এক বন মধ্যে দেখিলেন বটবৃক্ষ মূলে ভদ্রমূদ্রাধারী কোন অমল আচার্য্য একাগ্রচিত্ত শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া জীব ব্রহ্মের একতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। দেখিয়া ভ্রাতৃ-ত্রয়ের মনে উদয় হইল যেন কৈলাসে স্বয়ং শম্ভু, সনকাদি মানস পুত্রগণকে উপদেশ দিতেছেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাঁহারা আচার্য্যের শরণাগত হইলেন, এবং মোক্ষাভিলাষে শিষ্যের রীতি অনুসরণ করিয়া ছয় মাসকাল গুরু সেবা করিলেন। সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীগুরু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমরা কি জন্য অবস্থান করিতেছ? তোমরা কে ও কাহার পুত্র?" ১—২১॥

তত্ত্বদৃষ্টি কর-যোড়ে কহিলেন "ভগবন্! আমরা ভ্রাতৃত্রয় শুভ-সন্ততি পুত্র, অতিদীন অজ্ঞ যুবক। আমাদের হৃদয়ে নানা ভাবের উদয় হইয়াছে। আপনি দয়ানিধি ও কল্পতরু, আমি অতি দুঃখী ও অধীন। আপ-নার আদেশ পাইলে, নিবেদন করি।"

শ্রীগুরু কহিলেন "শিষ্য! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিবে আমি তাহার উত্তর দিব। তোমার চিত্তে শান্তি হউক, তোমার কোন সংশয়ই থাকিবেনা।"

গুরুদেবের কৃপা দেখিয়া শিষ্য আশ্বস্ত হইলেন ও নিজ মনস্কামসিদ্ধি জানিয়া সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন "ভগবন্! আপনি কৃপানিধি, ও মহেশ্বর-সম সর্ব্বজ্ঞ। আমি অজ্ঞমতি কিছুই জানিনা। এই জন্ম মরণাদি দুঃখস্বরূপ সংসার অতি ভয়ঙ্কর মনে করি। আমি অনেক সকাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান ও উপা-সনা করিয়া মোক্ষ রূপ বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইনাই, বিপরীত সংসারপাশে সম-ধিক বদ্ধ হইয়াছি। গুরু দেব! এই ভবদুঃখ ছেদনের উপায় বলুন। পরমানন্দ প্রাপ্তিরও অভিলাষ হইয়াছে, তাহারও উপায় বলিয়া দিন। হে তাত! আপনি কৃপা করিয়া এই উপায় বলিলে, আমার শান্তি হইবে। "২২—২৯॥

শিষ্য মোক্ষকাম দেখিয়া শ্রীগুরু মোক্ষ সাধন বেদ উক্ত জীবব্রহ্মের ভেদ নাশক জ্ঞান কহিতে লাগিলেন। ৩০॥

[টীকা :—দুঃখের নিবৃত্তিও পরমানন্দ প্রাপ্তির নাম মোক্ষ। শিষ্যের হৃদয়ে সেই মোক্ষ কামনা দেখিয়া শ্রীগুরু সেই মোক্ষ সাধন বেদ উক্ত জ্ঞান কহিতে লাগিলেন। জীব ব্রহ্মের ভেদনাশক জ্ঞান বেদে মোক্ষের সাধন কথিত হইয়াছে।]

শ্রীগুরু কহিলেন : "শিষ্য! পরমানন্দ প্রাপ্তি ও জন্ম মরণাদি দুঃখস্বরূপ সংসারের নিবৃত্তি বিষয়ে তোমার যে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা ভ্রান্তি মূলক। তুমি স্বয়ং পরমানন্দ স্বরূপ। তোমাতে দুঃখের লেশমাত্রও নাই। তুমি স্বয়ং পরমানন্দ স্বরূপ। তুমি জন্ম রহিত, অবিনাশী, চিৎরূপ ব্রহ্ম। তোমার বুদ্ধিই তোমার হৃদয়ে দুঃখ আনয়ন করে। ৩১ ॥

(টীকা :—শিষ্য! তোমার এই পরমানন্দ প্রাপ্তি ও জন্ম মরণাদি দুঃখ রূপ সংসার নিবৃত্তি বিষয়ে যে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা ভ্রমোৎপন্ন। তুমি স্বয়ং পরমানন্দস্বরূপ, অতএব তোমার পরমানন্দ প্রাপ্তি ইহা সম্ভবেনা। অপ্রাপ্ত বস্তুরই প্রাপ্তি ইচ্ছা সম্ভবে। প্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ইচ্ছা কিরূপে সম্ভবে? তোমার স্বরূপ তুমি নিত্য প্রাপ্ত আছ। সুতরাং ভ্রান্তিবিনা তাহার প্রাপ্তি ইচ্ছা হইতে পারেনা। জন্ম মরণাদি সংসার দুঃখ যদি কদাচিৎ তোমাতে থাকিত, তবে তাহার নিবৃত্তি ইচ্ছা সম্ভব হইত। সেই জন্মাদি সংসার দুঃখের লেশ মাত্রও তোমাতে নাই। সুতরাং, যে দুঃখ নাই তাহার নিবৃত্তি ইচ্ছা ভ্রান্তি বিনা হয় না। তুমি জন্ম নাশ রহিত চিৎরূপ ব্রহ্ম। জন্মাদি সংসার খেদ তোমার বুদ্ধি কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে।)

তত্ত্বদৃষ্টি কহিলেন "মুনিবর! যদি আত্মা আনন্দ স্বরূপ, তবে বিষয়-সম্পর্কে আত্মার আনন্দ প্রতীত হয় কেন, তাহা আপনি বলুন।

(টীকা—যদি আত্মা আনন্দরূপ হইতেন, তবে বিষয় সম্বন্ধ হইতে আত্মা বিষয়ে আনন্দ প্রতীতি হইত না। এই হেতু আমার শঙ্কা হইতেছে যে আত্মা স্বয়ং আনন্দ নহেন, কেবল বিষয় সম্পর্কে আনন্দরূপ হয়েন।)

শ্রীগুরু কহিলেন : "যে ব্যক্তির বুদ্ধি আত্মা হইতে বিমুখ, তাহারই বিষয়েচ্ছা হয়। তাহার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত বলা যায়। বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিতে সুখাভাস হয় না। যখন সে ব্যক্তি অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়, তখন ক্ষণেকের নিমিত্ত তার চিত্ত বিক্ষেপ নাশ হয় এবং তাহার বুদ্ধিতে আনন্দ প্রতিবিম্ব পড়ে।

পুনরায় ক্ষণেকে তাহার বহু বিষয়েচ্ছা হয়। তদ্দ্বারা তাহার বুদ্ধিচাঞ্চল্য ঘটে। বুদ্ধির স্থিরতা নষ্ট হইলে, আনন্দ প্রতিবিম্বের নাশ হয়। বিষয়সম্পর্কে যে আনন্দ প্রতীত হয়, সদ্ গুরুর উপদেশ বিনা কেহ তাহার রীতি লক্ষ্য করিতে পারেনা। ৩৪—৩৬ ॥

[টীকা : বৎস! যাহার বুদ্ধি আত্মা হইতে বিমুখ, তাহারই বিষয়ভোগে বাসনা হয়। যদ্দ্বারা ভোগের সাধন হয়, তাহাকে বিষয় কহে, যেমন স্ত্রীপুত্র-ধনাদি। ঐ সকল বিষয়ে পুরুষের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত * থাকে। চঞ্চল বুদ্ধিতে আত্ম স্বরূপ আনন্দের আভাস বা প্রতিবিম্ব পড়েনা। যে বিষয়ের ইচ্ছা হয় তাহা পাইলে বুদ্ধি ক্ষণ মাত্র স্থির হয়। বুদ্ধিস্থির হইলে বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখ হয় †। সেই অন্তর্মুখ বৃত্তিতে আত্মার স্বরূপ আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব অনুভব করিয়া লোকে ভ্রান্ত হয় যে, "বিষয় হইতে আনন্দ পাইলাম।" পরন্তু বিষয়ে আনন্দ নাই। যদি বিষয় হইতে কদাপি আনন্দ হইত তবে একবিষয় হইতে তৃপ্ত পুরুষের অপর বিষয়েচ্ছা হইলে, প্রথম বিষয় জাত আনন্দ সমভাবে থাকিত; কিন্তু দেখা যায় যে বিষয়ান্তরের ইচ্ছা হইলে, প্রথম বিষয়ে প্রাপ্ত আনন্দ সমভাবে থাকেনা। বিষয়ান্তরের ইচ্ছা হইলে বুদ্ধির চঞ্চলতা বশতঃ স্বরূপ আনন্দ প্রতিবিম্বের নাশ হয়, সুতরাং প্রথম বিষয়ে আনন্দ থাকেনা।

অথবা, যদি বিষয়েই আনন্দ হইত, তবে বহুদিবস পরে অকস্মাৎ প্রিয়সাক্ষাৎ হইলে প্রথম অনুভূত আনন্দ সদা সমভাবে থাকিত। আনন্দের হেতুভূত প্রিয় পুত্র বা পুরুষ দ্রষ্টার সমীপে সদা অবস্থিত হইলেও প্রথম দর্শনের আনন্দ

* চিত্তবৃত্তি পঞ্চবিধ :—(১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র, ও (৫) নিরুদ্ধ। অত্যন্ত অস্থির চিত্ত বৃত্তিকে ক্ষিপ্ত কহে। কামক্রোধাদি বশীভূত, আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, অজ্ঞান ময় বৃত্তিকে মূঢ় কহে। বিক্ষিপ্তবৃত্তি প্রায়ই অস্থির, পরন্তু কোন কোন সময় স্থির। নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় বিষয় বিশেষে নির্ম্মল ভাবে প্রতিষ্ঠিত বৃত্তিকে একাগ্র কহে। সকল বিষয় হইতে রুদ্ধ (Withdrawn) বৃত্তিকে নিরুদ্ধ কহে। পাতঞ্জল যোগ সূত্রে সমাধি-পাদে ব্যাসভাষ্য।

† স্বয়ম্ভ ইন্দ্রিয় দ্বার সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন। সেই জন্যই মনুষ্যসম্মুখ দিকে (অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি) দৃষ্টিপাত করে। জ্ঞানীব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্ত চক্ষু হইয়া প্রত্যক্ষীভূত আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। তখন ইন্দ্রিয়গণ মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি অন্তর্ম্মুখ হয় এবং বুদ্ধির স্থিরতা ঘটে। সেই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ কহে।—কঠোপনিষদ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩য় বল্লী।

পরে থাকেনা। ইহার কারণ এই যে প্রিয়কে একবার দেখিয়া চিত্তবৃত্তিস্থির হয়। পরে অন্য বিষয়ে সেই বৃত্তি পুনরায় ধাবিত হইলে, চিত্তচঞ্চল হয়। সুতরাং স্বরূপ আনন্দ প্রতিবিম্বের নাশ হয়। সুতরাং বিষয়ে আনন্দ নাই।

অথবা যদি বিষয়েই আনন্দ হইত, তবে সমাধিকালে যোগানন্দের প্রতীতি হইত না। কারণ, সমাধির সহিত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই।

অথবা, যদি বিষয়েই আনন্দ হইত, তবে সুষুপ্তিকালে আনন্দের প্রতীতি হইত না। কারণ, সুষুপ্তির সহিত বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং বিষয়ে আনন্দ নাই। এই হেতু বেদে কথিত হইয়াছে যে "আত্ম স্বরূপ আনন্দ পাইয়া সকলে আনন্দিত হয়"।

শ্রীগুরু কহিলেন :—"বিষয় সম্পর্কে আত্মানন্দরূপ ভাসমান হয়।* শিষ্য! তোমাকে এই অনুপম সিদ্ধান্ত শুনাইলাম। ইহাতে তোমার কি সংশয় আছে আমায় বল। তুমি চিত্তস্থির কর, আমি সেই সংশয়ের উত্তর দিতেছি"।

তত্ত্বদৃষ্টি কহিলেন—"ভগবন্! আপনি দীন দয়াল, যতক্ষণ আমার অনুমাত্র সংশয় থাকিবে, ততক্ষণ আমি সরল ভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব। প্রভো! আপনি বিষয় সংযোগে আত্মানন্দ প্রকাশের যে রীতি বলিলেন, তাহা আত্ম বিমুখ অজ্ঞানী ব্যক্তি সম্বন্ধে। এখন জ্ঞানবানের সম্বন্ধে বলুন। বিষয়েচ্ছা ও বিষয় সম্বন্ধ হইতে পূর্ব্বরীতি অনুসারে জ্ঞানবানের সুখপ্রতীতি হয় কি না?" ৩৯, ৪০ ॥

শ্রীগুরু কহিলেন—"শিষ্য! যাহা বলিতেছি মনঃ সংযোগে শ্রবণ কর। আত্ম বিমুখ ব্যক্তি দ্বিবিধ—(১) অজ্ঞানী ও (২) আত্মবিস্মৃত জ্ঞানী। জ্ঞানবানের ব্যক্তি যখন বিষয় রমণ করে তখন তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটে। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি সততই আত্মবিমুখ থাকে। ইহা তুমি সিদ্ধান্ত জানিবে। ৪১, ৪২ ॥

শিষ্য! পূর্ব্বে আমি যে আত্মবিমুখের কথা বলিয়াছি, তাহা কেবল অজ্ঞানী সম্বন্ধে নহে। জ্ঞানবানের বুদ্ধি যখন বিষয় ব্যবহারে মত্ত হয়, তখন তার আত্মবিস্মৃতি ঘটে। সে সময় জ্ঞানবানও

আত্মবিমুখ হয়। * জ্ঞানবানের বুদ্ধি সদা আত্মাকার হইলে, ভোজনাদি ব্যবহারও থাকে না। অজ্ঞানীর বুদ্ধি সততই আত্ম বিমুখ থাকে। যখন বিষয় রমণে জ্ঞানবানের বুদ্ধি আত্ম বিমুখ হয়, তখন তাহার ইচ্ছা ও বিষয় সম্পর্কে আত্ম স্বরূপানন্দের প্রতীতি অজ্ঞানীর সমান হয়। পরন্তু প্রভেদ এই যে—অজ্ঞানী তাহার স্বরূপ আনন্দ না জানিয়া, "বিষয় হইতে আনন্দ" এই ভ্রমে পতিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি জানিতে পারেন যে বিষয় সম্পর্কে যে আনন্দ প্রতীতি হয় তাহা তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। পরন্তু সেই স্বরূপানন্দের আভাস বা প্রতিবিম্ব। *

শিষ্য কহিলেন : "প্রভো। আপনি বলিলেন "পরমানন্দ তোমার, স্বরূপ।†" তাহা আমি সবিশেষ জানিলাম। আপনি অপর যে উপদেশ দিলেন "ভববন্ধনের লেশও তোমাতেই নাই‡" ইহাতে সংশয় উপস্থিত হইয়া

---

* জ্ঞানবানের বুদ্ধি বিষয়ে সংলগ্ন হইলে, তাহার তত্ত্ব বিস্মৃতি ঘটে। পুনরায় বিষয়ে উপরতি হইলে, তাহার সকল তত্ত্ব স্মরণ পড়ে। এই হেতুই শারীরিক ভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে বলা হইয়াছে যে—"ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞানবানও পশুতুল্য (অবিবেকীর ন্যায়) ব্যবহার করে।"

* শ্রীমদ্ভাগবতে (তৃতীয় স্কন্ধ, সপ্তবিংশ অধ্যায়) ভগবান কপিল বলিয়াছেন—

যথা জলস্থ আভাস স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন তথা সূর্য্যঃ জলস্থেন দিবিস্থিতঃ ॥ ১০ ॥
এবং ত্রিবৃদহংকার ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্ ॥ ১১ ॥

যেরূপ সলিলস্থিত সূর্য্য প্রতিবিম্ব স্থলে পরিস্ফুরিত হইলে, সেই স্থলস্থ প্রতিবিম্ব স্ফূর্ত্তি দ্বারা জলস্থ সূর্য্যাভাস দৃষ্ট হয়, ও যেরূপ জলস্থ প্রতিবিম্ব দ্বারা দিবিস্থিত দিবাকর দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সত্যদ্রষ্টা পুরুষ ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তর্বৃত্তি অবচ্ছিন্ন আত্ম প্রতিবিম্ব স্ফূর্ত্তি দ্বারা জীবাত্মা (ত্রিগুণাত্মক অহংকার ব্রহ্ম) আভাস, সেই জীবাত্মা আভাস দ্বারা পরমাত্মা সন্দর্শন করেন।

* পশ্চাৎ, ষষ্ঠ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

‡ পরম পুরুষ পরমাত্মা নির্গুণ, সুতরাং অবিকার ও ক্রিয়াহীন। দিবাকর সলিলে প্রতিফলিত হইলে যেমন সেই সূর্য্য সলিল ধর্ম্মাক্রান্ত হয় না, সেইরূপ ঐ পুরুষ দেহস্থ হইলেও প্রকৃতির গুণ জন্য সুখ দুঃখাদিতে লিপ্ত হন না। অস্মিতাবশে লোকে অহঙ্কার মুগ্ধ হইয়া "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি অভিমানে সুখ দুঃখ ভোগ করে। বিষয় চিন্তাই অনর্থের মূল। বিষয় পথ হইতে চিত্ত নিবৃত্তির উপায় চিত্তশুদ্ধি, বৈরাগ্য ও সুদৃঢ় ভক্তি।—শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ।

আপনার উপদেশ বাক্য আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে না। আমার মনে এই সংশয় হইতেছে যে "এই জন্ম মরণাদি সংসার দুঃখ যদি আমাতে না থাকে তবে সে দুঃখের আশ্রয় আমা হইতে ভিন্ন আর কি আছে?" এ বিষয়ে আপনি উপদেশ দিন।" ৪৩, ৪৪ ॥

শ্রীগুরু কহিলেন—"শিষ্য! আমার বাক্য শ্রবণ কর, তোমার সংশয় দূর হইবে। পরমার্থ সত্তাবিষয়ে জগতে অত্যন্ত অভাব (অর্থাৎ, জগতের পরমার্থ সত্তা§ নাই। ভবখেদ তোমাতে, আমাতে অথবা অন্য ব্যক্তিতে নাই।" ৪৫ ॥

তত্ত্বদৃষ্টি কহিলেন—"ভগবন্! জন্ম মরণাদি ভবখেদ যদি কাহাতেও নাই, তবে তাহার প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় কেন তাহা আপনি বলুন"। ৪৬ ॥

[টীকাঃ—ভগবন্! যদি সংসার দুঃখ কাহাতেও না থাকে, তবে—সে দুঃখের প্রত্যক্ষ প্রতীত হয় কেন বলুন। যে বস্তুর সত্তানাই, তাহার প্রতীতি হয় না। যেমন, বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশ কুসুম। সেইরূপ যদি সংসারের সত্তা না থাকে, তবে তাহা প্রতীত হয় কেন? জন্ম মরণাদি সংসার প্রতীত; সুতরাং "সংসার দুঃখ নাই" এরূপ উক্তি সম্ভবেনা।]

শ্রীগুরু কহিলেন ঃ—"আত্ম স্বরূপের অজ্ঞান বশতঃ মিথ্যাপ্রতীত হয়। স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ, নভোমণ্ডলের নীলতা ও রজ্জুতে ভুজঙ্গমসম জগৎ মিথ্যা।" ৪৭ ॥

(টীকা—জন্মাদি জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই, আত্মার ব্রহ্ম স্বরূপে অজ্ঞান বশতঃ মিথ্যা প্রতীত হয়। যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ, আকাশের নীলতা ও রজ্জুতে ভুজঙ্গের পারমার্থিক সত্তা না থাকিলেও, মিথ্যা প্রতীত হয়।)

তত্ত্বদৃষ্টি কহিলেন ঃ—"যেরূপ রজ্জুতে মিথ্যাসর্প, সেইরূপ আত্মার ভবদুঃখ কহিলেন। রজ্জুতে সর্প কিরূপে প্রতীত হয়, এই সংশয় আমার বুদ্ধি বিচলিত করিতেছে।" ৪৮ ॥

§ সত্তা ত্রিবিধ—(১) পারমার্থিক, (২) ব্যবহারিক ও (৩) প্রাতিভাসিক। চৈতন্যকে পারমার্থিক সত্তা কহে। অন্যান্য পদার্থের ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ভেদে দ্বিবিধ সত্তা কহে।

(প্রশ্ন অভিপ্রায়) রজ্জুতে সর্প ভ্রম সম্বন্ধে অসৎখ্যাতি, আত্মখ্যাতি, অন্যথা খ্যাতি ও অখ্যাতি এই চারিমত শুনা যায়। এই মত চতুষ্টয়ের কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহা বলুন।" ৪৯ ॥

(টীকা ঃ—রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে রজত ইত্যাদি ভ্রম সম্বন্ধে যে চারিটি মত প্রচলিত আছে, তাহার কোনটি গ্রহণযোগ্য, ইহাই শিষ্যের প্রশ্ন অভিপ্রায় মত চতুষ্টয় এই—(১) অসৎ খ্যাতি, বা শূন্যবাদ (২) আত্মখ্যাতি, বা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ (৩) অন্যথাখ্যাতি বা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মত এবং (৪) অখ্যাতি, বা সাংখ্য ও প্রভাকর মত।

(১) শূন্যবাদ এই—রজ্জুদেশে সর্প অত্যন্ত মিথ্যা। সেইরূপ অন্যত্রও অত্যন্ত মিথ্যা। রজ্জুদেশে এইরূপ অত্যন্তমিথ্যা সর্পের প্রতীতি হয়। অত্যন্ত অসত্য সর্পের খ্যাতি অর্থাৎ ভাণ (মিথ্যা প্রতীতি) ও কথনের নাম অসৎখ্যাতি। *

(২) বিজ্ঞানবাদ এইঃ—রজ্জুদেশে তথা অন্যত্র বুদ্ধির বাহিরে কোথাও সর্পের সত্তা নাই। ফলতঃ, পদার্থ বুদ্ধি হইতে ভিন্ন নহে। পরন্তু বুদ্ধি সর্ব্বপদার্থের আকার ধারণ করে। সেই বুদ্ধি ক্ষণবিজ্ঞান রূপ। ক্ষণে ক্ষণে লয় ও উৎ-

* অসৎ খ্যাতিবাদ দ্বিবিধ ঃ—(১) শুক্তি অধিষ্ঠানে অসৎ রজতের প্রতীতি. (২) অসৎ রজতত্ব সমবায়ের প্রতীতি। এই উভয় মতই অসঙ্গত।

শূন্যবাদীকে জিজ্ঞাস্য এই যে "অসৎখ্যাতি" এই বাক্যে অসৎ শব্দের অর্থ কি? অবাধ্য বিলক্ষণ, অথবা নিঃস্বরূপ?" যদি বলেন যে অসৎ শব্দের অর্থ নিঃস্বরূপ। তবে "মুখে যে জিহ্বা নাস্তি (মুখে আমার জিহ্বা নাই)" এই বাক্যের ন্যায় অসৎখ্যাতিবাদ লজ্জাকর। কারণ, সত্তাস্ফূর্ত্তি বিহীনকে নিঃস্বরূপ কহে। সুতরাং, সত্তাস্ফূর্ত্তি শূন্য ও প্রতীত হয়। সত্তাস্ফূর্ত্তি শূন্যের প্রতীতি কথন বিরুদ্ধ। সুতরাং যদি অসৎ শব্দের অর্থ অবাধ্যবিলক্ষণ বলা যায়, তবে অবাধ্য বিলক্ষণ বাধ্য হয়। চাষের যোগ্যকে বাধ্য কহে! এই রীতিতে বাধের যোগ্যের প্রতীতিকে অসৎখ্যাতি কহে। ইহাই সিদ্ধান্ত মত অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি। বাধযোগ্যই অনির্ব্বচনীয়। সুতরাং সিদ্ধান্তবাদ হইতে বিলক্ষণ অসৎখ্যাতিবাদ সম্ভবেনা।

পত্তিযুক্ত বিজ্ঞানই সর্পরূপ প্রতীত হয়। ইহাকে আত্মখ্যাতি কহে। আত্মা অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধি তাহার স্বরূপতঃ খ্যাতি অর্থাৎ জ্ঞান ও কথন।*

---

* আত্মখ্যাতি বা বিজ্ঞানবাদে, ক্ষনিক বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিকে আত্মা কহে। বিজ্ঞানবাদ মতে বাহ্যরজত নাই। পরন্তু বিজ্ঞানরূপ আত্মার ধর্ম্ম, আন্তর রজত সত্য। সেই আত্মার দোষ বশতঃ বাহ্য দেশে প্রতীতি ভ্রম মাত্র। সুতরাং রজত জ্ঞানে রজত গোচরত্ব অংশ ভ্রম নহে, পরন্তু রজতের বাহ্যদেশস্থত্ব প্রেনতি অংশ ভ্রম মাত্র। বাহ্যদেশে সত্য রজত সম্ভাবনা, সুতরাং বাহ্যদেশে রজতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, অনির্ব্বচনীয় স্বীকার করিতে হয়। সেই অনির্ব্বচনীয় বস্তু লোক অপ্রসিদ্ধ সুতরাং লোক অপ্রসিদ্ধ কল্পনা দোষ হইয়া পড়ে। সুতরাং আন্তর রজত উৎপন্ন হয় স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না।

বিজ্ঞানবাদ সমীচীন নহে। রজত আন্তর ইহা কাহারও অনুভব হয় না। ভ্রমস্থলে অথবা প্রকৃত স্থলে রজতাদির আন্তরত্ব কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সুখাদি আন্তর, ও রজতাদি বাহ্য—সকলেরই এই অনুভব হয়। রজতের আন্তরত্ব স্বীকার অনুভব বিরুদ্ধ। তৎসাধক প্রমান ও যুক্তি নাই। সুতরাং, স্বপ্ন ভিন্ন জাগ্রত অবস্থায় রজতাদি পদার্থের আন্তরত্ব অপ্রসিদ্ধ ভ্রমস্থলে বাহ্যস্বভাব বস্তুর আন্তর কল্পনা অপ্রসিদ্ধ কল্পনা মাত্র। যদি আন্তর হইত, তবে "ময়িরজতং, অহং রজতং (আমাতে রজত, আমিরজত)" এইরূপ প্রতীতি হইতে; ইদং রজতং (ইহা রজত)" এইরূপ বাহ্য প্রতীত হইত না। সুতরাং রজতের আন্তরত্ব অসম্ভব। বাহ্য দেশেব রজতের প্রতীতি সম্ভব।

বাহ্যদেশে অনির্ব্বচনীয় রজত উৎপন্ন হয়, সিদ্ধান্তবাদের এই মতই সমীচীন অজ্ঞান বশতঃ বিদ্যান বাদী অনির্ব্বচনীয় বস্তুর অপ্রসিদ্ধ কল্পনা কহেন। কারণ অদ্বৈতবাদের প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে চৈতন্য সত্য ও চৈতন্য হইতে ভিন্ন সকলই মিথ্যা। অনির্ব্বচনীয়কে মিথ্যা কহে। সুতরাং চৈতন্য হইতে ভিন্ন পদার্থকে সত্য কথনেই অপ্রসিদ্ধ কল্পনা। চৈতন্য হইতে ভিন্ন পদার্থে অনির্ব্বচনীয়ত্তা অতি প্রসিদ্ধ। যুক্তিদ্বারা বিচার করিলে সকল অনাত্ম পদার্থই

(৩) **নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মত**:—বল্মীক আদি স্থানে প্রকৃত সর্প আছে, তাহা নেত্র দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। নেত্রে দোষ থাকে, সেই দোষ বলে সম্মুখ সমীপ প্রতীত হয়। যদিও প্রকৃত সর্প ও [illegible] অন্তরায় আছে, তথাপি সদোষ নেত্রে অন্তরায় সহিত সর্প দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন যে দোষ হইতে সামর্থ্য হয়, বাধা (প্রতিবন্ধ) হয় না যেমন বাতপিত্ত কফ দোষ হইতে জঠরাগ্নির পাচন সামার্থ্য ঘটে, সেইরূপ তিমিরাদি দোষ হইতে নেত্রে সামর্থ্য হওয়া উচিত। সদোষ নেত্র হইতে বল্মীক আদিস্থানস্থ সর্পের জ্ঞান উক্ত হইয়াছে। সেস্থলে শুদ্ধ নেত্র হইতে অন্যত্রস্থিত সর্পের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, সদোষ নেত্র হইতেই হয়। সুতরাং "দোষ হইতে নেত্র সামর্থ্য অধিক হয়" এরূপ কথনে কোন দৃষ্টান্ত নাই, সুতরাং সংশয় সম্ভবেনা। কারণ, পিত্তদোষ হইতে কাহারও এরূপ রোগ জন্মে যে চতুর্গুণ ভোজনেও তাহার তৃপ্তি হয় না। যেমন পিত্তদোষে জঠরাগ্নির পাচন সামর্থ্যের বাধ হয় সেইরূপ তিমিরাদি দোষে নেত্রের অনাস্থানস্থিত সর্পের প্রত্যক্ষকরণ সামার্থ্যের বাধ হয়। এই রীতিতে বল্মীক আদি স্থান স্থিত সর্পের অন্যথা অর্থাৎ অন্য প্রকারে সম্মুখ রজ্জুদেশে খ্যাতি (জ্ঞান ও কথন) অনথ্যা খাতি কহে। *)

নৈয়ায়িক চিন্তা মণি কারের মত এই:—সদোষ নেত্রে বল্মীক দেশস্থিত সর্পের যে জ্ঞান হয়, তাহার মধ্যে অন্য পদার্থেরও জ্ঞান হওয়া আবশ্যক †। সুতরাং নেত্রদ্বারা অন্যস্থান স্থিত বস্তুর জ্ঞান হয় না। কিন্তু সদোষ নেত্র হইতে রজ্জুর স্বরূপ প্রতীত হয় না, কিন্তু সর্পরূপ প্রতীত হয়। সুতরাং

অনির্ব্বচনীয় হয়। সিদ্ধান্তমতে অনির্ব্বচনীয় পদার্থ কিছুই সত্য নহে, গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় সকল প্রপঞ্চই দৃষ্ট নষ্ট ভাব।

স্বপ্ন ও জাগ্রত পদার্থে কিছুই পার্থক্য নাই। শুক্তি রজত প্রতিভাসিক ও কান্তা আকারাদিতে রজত ব্যবহারিক। অনাত্ম পদার্থে মিথ্যাত্ম সত্যত্ব বিলক্ষণতা কহে। অনাত্ম পদার্থ মাত্রই প্রাতিভাসিক ও সত্তা স্ফূর্ত্তি রহিত। সুতরাং অদ্বৈতবাদীর অনির্ব্বচনীয় পদার্থ অপ্রসিদ্ধ কথন সম্ভবে না।

রজ্জুকেই অন্যথা, অর্থাৎ অন্য প্রকারে সর্পরূপ খ্যাতি (ভাল ও কথন) অন্যথা খ্যাতি কহে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিজয় কেশব মিত্র বি, এল।

---

* নৈয়ায়িক মতে রজ্জুতে যে সময় সদোষ নেত্রের সংযোগ হয় সে সময় রজ্জুত্ব ধর্ম্মে নেত্রের সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধ হয়। কিন্তু দোষ বলে রজ্জুত্ব প্রতীত হয় না, কেবল রজ্জুতে সর্পত্ব প্রতীত হয়। সেই সর্পত্ব জ্ঞান নেত্র জন্য তাহাতে পূর্ব্ব দৃষ্ট সর্পের উদ্বুদ্ধ সংস্কারই সহকারী হয়। ধর্ম্মী সর্পের অধ্যাস হয় না, পরন্তু সর্পত্ব রূপ ধর্ম্ম মাত্রের অধ্যাস হয়। নবীন নৈয়ায়িক-দের এই মত সমিচীন নহে। কারণ নেত্র দ্বারা রজ্জুতে অন্তরায় সর্পের জ্ঞান সম্ভবে না। * যদি রজ্জুর সমীপে সর্প থাকে, তবে নেত্র রহিত উভয়ের সংখ্যা হইয়া রজ্জুতে নেত্র জন্য সর্পবৃত্তি সর্পত্বের ভ্রম প্রতীতি সম্ভবে। যে স্থানে রজ্জুর সমীপে সর্প নাই, সে স্থলে রজ্জুতে নেত্রজন্য সর্পত্ব ভ্রম সম্ভবে না। ভ্রম স্থলে উৎপন্ন সর্পে নেত্র সংযোগের অভাব হেতু সর্পত্বে নেত্রসংযুক্ত সমবায়ের অভাব। সুতরাং সর্প বিশিষ্ট রজ্জুর জ্ঞান সম্ভবে না। এই রীতিতে অনথ্যাখ্যাতি অসঙ্গত।

† যে স্থলে স্বর্ণ বিক্রেতার বিপণি স্থিত রজত শুক্তি দেশে প্রতীত হয়। সে স্থলে বিপণি ও তৎস্থিত অন্য সামগ্রী সহিত স্বর্ণবিক্রেতার ও প্রতীতি হওয়া উচিত।

উপাসনার অবলম্বন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৯। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষেও রামমোহন রায় তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি (পথ্যপ্রদানে ৫মঃ পরিচ্ছেদে) লিখিয়াছেন যে (তন্ত্রোক্ত) "কুলাচার সর্ব্বথা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হয়েন।" এই কথার প্রমাণার্থে তিনি কুলার্চ্চনদীপিকাধৃত তন্ত্রবচন লিখিয়াছেন যথা "অনেক জন্মনামন্তে কৌলজ্ঞানং প্রপদ্যতে। ব্রতক্রতুতপস্তীর্থদানদেবার্চ্চনাদিষু। তৎ ফলং কোটিগুণিতং কৌলজ্ঞানং নচানাথা। কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে। জীব প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেবচ। ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে। ব্রহ্মবুদ্ধ্যানির্ব্বিকল্পং এতেষাচরণঞ্চবৎ। কুলাচারঃ সত্রবার্দ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥" (এই সকল বচন সহজ বিধায় এস্থলে আমরা তাহার অর্থ লিখিলাম না) এস্থানে এই মাত্র বক্তব্য যে এই বঙ্গদেশে এবং মিথিলা রজ্যে দেবী উপাসকদিগের মধ্যে অনেক কৌলমতস্থ ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন এবং এখনও কতক কতক আছেন। তাঁহারা এই সকল বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করিতেন। ফলে এখন সে সব ক্রমে লোপ হইতেছে। বেদান্তে যেমন সৃষ্টিকার্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞানের তটস্থলক্ষণ কহেন এবং ওঁকারকে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে ও সেইরূপ ঈশ্বরোপাসনার অবলম্বনার্থ কুল প্রতি-পাদক কতিপয় তত্ত্বনির্দ্দেশ করেন, এবং ঐসকল বীজ মন্ত্রকে পরম গোপনীয় অবলম্বনরূপে স্থাপন করেন।

৩০। তট আর কুল একই কথা। সাগরের কুলও যাহা তটও তাহা। ব্রহ্ম-রূপ অপার সাগরের যে কুল বা তট আমাদের দিকে তাহা এই জগৎরূপ কার্য্য। কুলার্চ্চনদীপিকা তন্ত্রের উপরিউক্ত বচন মধ্যে তাহা এই সকল বিভাগ ক্রমে উক্ত হইয়াছে; যথা জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং বায়ু; এই সকল সৃষ্টির প্রধান প্রধান তত্ত্ব উক্ত ব্রহ্মরূপ সাগরের কুলাভি-ধানে ধৃত হইয়াছে। সেই সমস্তের অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন করিবার এই বিধান। কিন্তু এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সৃষ্টিরূপ অবলম্বনের সংশ্রববিশিষ্ট বিধায় সগুণ এবং

প্রকৃতি ও কালত্রয়ের অন্তর্গত। তাহা মুক্তির পরম্পরা হেতু বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ মোক্ষ নহে। ব্রহ্মজ্ঞান যখন বাহ্য প্রকৃতি, জৈবিক প্রকৃতি, কালের সীমা, পরিবর্ত্তনের স্রোত অতিক্রম করিয়া উঠে, তখনই ব্রহ্মাত্মভাবরূপ মহামোক্ষ লাভ হয়। তদ্ভিন্ন, মধ্যপথে উপাসনার ও অধিকারীর তারতম্য ভেদে হয় কল্পান্তস্থায়ী গৌণমুক্তি সম্ভোগ হয় না হয়, তো জন্মান্তর এবং মৃত্যু প্রবাহ নিবারণের উপায়ান্তর নাই।—

৩১। এক্ষণে সেই অতিক্রান্ত পরমাত্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি।—ইতি-পূর্ব্বে মাণ্ডুক্যোপনিষদের যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে আছে "যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব"। অন্য যাহা কিছু—ত্রিকালাতীত তাহাও ওঁকার! এখানে "এব" শব্দ আছে। তাহাতে এই অর্থ হইতেছে যে তাহা ওঙ্কারই। ওঙ্কার ভিন্ন কিছুই নহে। তাৎপর্য্য এই যে ওঙ্কারই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই সমুদয় জগতের মুখ্যরূপ। অর্থাৎ ইহার সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরের যে সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম বিরাজিত আছে তাহা ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য। কিন্তু শুদ্ধ তাহাও নহে সেই সর্ব্বাবস্থার ও সর্ব্বকালের অতীতও ঐ ওঙ্কার।—

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে এই ওঙ্কারের তিন মাত্রা "অ", "উ" "ম"। তন্মধ্যে স্থূল ও জাগ্রত স্থানের অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানরাদি প্রথম মাত্রা। সূক্ষ্ম ও স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা তৈজসাদি দ্বিতীয় মাত্রা। এবং কারণ ও সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ প্রভৃতি তৃতীয় মাত্রা।—অতএব ওঁকারের তিনটী মাত্রাই, জগৎ ও জীবের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ত্রিবিধ অবস্থায়, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ স্থানে; এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে শেষ হইয়া গেল। এই তিনমাত্রোপলক্ষিত অধিষ্ঠাতৃত্ব সমূহকে তিনভাগে আত্মার তিনপাদ কহিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্রে তৎসমস্তকে একত্র করিয়া পরব্রহ্মের একপাদ অর্থাৎ ক্ষুদ্রাংশ মাত্র বলিয়াছেন, কেননা এই অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার পূর্ণসত্তার এক সামান্য অংশ মাত্র প্রবেশ করিয়াছে। ইহা সুতরাং সমুদয়ে একপাদ। ইহাই প্রকৃতি এবং কালত্রয়ে পরিচ্ছিন্ন। "পাদস্য বিশ্বভূতানি" তাঁহার অবশিষ্ট সমুদয় অংশ তদতীত। এই অতিক্রান্ত অংশকে শাস্ত্রে অসীম দৃষ্টিতে তিন পাদ কহেন। ত্রিপাদস্য স্বয়ম্ভুবঃ। তাহা মাত্রা শূন্য। মাণ্ডুক্যোপনিষদে কহিতেছেন।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সম্বিশত্যাত্মাত্মনং য এবম্বেদ যএবম্বেদ। চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়। যিনি মাত্রাশূন্য, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপ তিনিই ওঙ্কার, তিনিই আত্মা। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি আত্মাতেই প্রবেশকরেন। তাঁহাকে চতুর্থ বলিয়া জানি। তিনিই আত্মা। তিনিই বিজ্ঞেয়॥

তাৎপর্য্য এই যে ওঙ্কারের প্রাগুক্ত অকার উকার মকার এই তিনমাত্রা, যাহা সৃষ্টিসংসারের ও কালত্রয়ের অন্তর্গত পরব্রহ্মের একমাত্র পাদের বাচক এবং সম্পূর্ণ ওঁ অক্ষর ব্যঞ্জক তাহা তো অন্ত হইয়া গেল। তথাপি ঐ ওঙ্কারের যে সংসারাতীত ও কালাতীত, মোক্ষ স্বরূপ, নিরঞ্জন ব্রহ্মস্বরূপ পারমার্থিক লক্ষ্য, তাহা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান রহিল। সেই লক্ষিত মহাতত্ত্বকেও বাক্যরূপ অবলম্বন দ্বারা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ওঙ্কারকেই অবিকল রক্ষা করিয়াছেন। তাহা সে ক্ষেত্রে অক্ষর বা মাত্রারূপী নহে। কিন্তু পরমাক্ষর ও পরমার্থিক লক্ষ্যরূপী। সেই নিরঞ্জন পরব্রহ্ম, আত্মস্বরূপ কৈবল্য। তিনি ঐ তিনমাত্রার অতীত 'চতুর্থঃ'। সেই চতুর্থ তত্ত্বের নামান্তর "তুরীয়ঃ" অতিক্রান্ত। তিনি অব্যবহার্য্য, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক ব্যবহারের গোচরাতীত। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও মানসব্যাপার রূপ উপাসনার অতীত। "প্রপঞ্চোপশম" সংসার-গতির চিরশান্তি। 'শিব' সর্ব্ব হর্ষশোক বিনাশ বীজ মঙ্গলরূপ। 'অদ্বৈত' ভেদরহিত। "যএবম্বেদ" যিনি তাহাকে এই প্রকারে জানেন তিনি সেই আত্মাতেই প্রবেশ করেন।" "সআত্মা"। তিনিই আত্মা, তিনি, 'বিজ্ঞেয়'। তিনি আত্মারূপে বিজ্ঞেয়। বস্তুতত্ত্ব স্বরূপ আত্মজ্ঞানের বিষয়। অথচ সে জ্ঞান বিদিত অবিদিত হইতে অন্য। মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির কর্তৃত্বরূপ [illegible] ক্রিয়ার অবিষয়। আর বিদিতের বিপরীত অবিদিত যে সৃষ্টির [illegible] ইহাতেও অন্য। অতএব কেবল এক আত্মপ্রত্যয়সারং"। তিনি একমাত্র আত্মা, এই প্রত্যয় মাত্র তাঁহার প্রমাণ। এ অবস্থায় ওঙ্কার আর তাঁহার জ্ঞানের অবলম্বন নহে। কিন্তু তিনি তাহার পরমার্থের স্বরূপ।

৩২। অতএব যে ওঙ্কার কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে "ব্রহ্মপ্রতীক" ব্রহ্মের অর্চ্চনীয় প্রতিমা, সমস্ত পূজা ও ক্রিয়ার মুখ্য মন্ত্রস্বরূপ, অন্যান্য সমস্ত বীজমন্ত্রের মাতৃ-

বীজস্বরূপ এবং সমস্ত গঠিত ও চিত্রিত প্রতিমার মূলউদ্ভব স্থান; তিনিই সগুণ-ভাবে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিমাত্র সংযুক্ত পূর্ণ অবলম্বন। শুদ্ধ তাহাই নহে, কিন্তু মাত্রাশূন্য হইয়াও নিরুপাধিক ও অবলম্বরহিত বেদ্যস্বরূপ ভূমা পরব্রহ্ম স্বরূপে উক্ত হইয়াছেন। ওঙ্কারের সেই মাত্রশূন্য তত্ত্বই তুরীয় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহাদের উপাসনা যদিও নিরুপাধিক ব্রহ্মেতে যুক্ত হয় তথাপি ঐ ওঙ্কার অক্ষরকে তাঁহারা উপাসনা ও শ্রুতি পাঠের আদ্যন্ত মধ্যে উচ্চারণ করিয়া থাকেন॥ ঐ প্রকারে, ক্রিয়াযোগে অর্থাৎ যে যজমান ঈশ্বরার্থে, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিও ক্রিয়ার বা প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর প্রতিমার লক্ষ্যস্থান স্বরূপ ঈশ্বরের তদতিক্রান্ত পরমার্থতত্ত্ব ধ্যান, মনন ও দর্শন করিতে পারেন। তাহাতে প্রতিমা পূজাদি ওঙ্কার মূর্ত্তির ন্যায় অবিকল স্থির থাকিতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় মনুর ২ অধ্যায় ৮৩ শ্লোক প্রমাণ লিখিয়াছেন যে "প্রণব একাক্ষর স্বরূপে অভিপ্রেত হইয়া পরব্রহ্ম সাধনের উপায় হন।" এস্থানে সমুদয় তিন অক্ষরকে একত্র করিয়া সেই যুক্তাক্ষরকে একাক্ষর কহিয়াছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য অমাত্র ও চতুর্থ তত্ত্বস্বরূপ নিরঞ্জনভাব। এতাদৃশ অধিকারে পরব্রহ্মের উপাসক পরব্রহ্মস্বরূপ তত্ত্ব গ্রহণ মাত্র করিলেও ওঙ্কার অবিকল স্থির রহিল।

৩৩। এক্ষণে যমরাজের উত্তরের শেষাংশ বলা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং"

এই অক্ষর অর্থাৎ ওঙ্কার অপর ব্রহ্ম স্বরূপ এবং পরব্রহ্ম স্বরূপ। অর্থাৎ উভয় ভাবের প্রতিপাদক। তন্মধ্যে অপরব্রহ্মভাবের প্রতিপাদক রূপে ত্রিমাত্র সংযুক্ত ওঙ্কারের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের যে ভাবকে "অপরব্রহ্ম" কহিয়াছেন সেইভাব, কার্য্যব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা। উপাস্যব্রহ্ম, সগুণ-ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দেও কথিত হয়। আর পরব্রহ্মভাব তাহা, যাহাকে মাণ্ডুক্যে তুরীয় শব্দে কহিয়াছেন। তাহাই জ্ঞাতব্য, বিজ্ঞেয় ও বেদ্য। অর্থাৎ আত্মা-রূপে বেদ্য। ইদানী সেই ওঙ্কার রূপ যে সাধারণ আলম্বন তাহার পরমাক্ষারিক বাচ্য যে আত্মা, সেই আত্মার সাক্ষাৎ স্বরূপ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক যমরাজ কহিতেছেন! "নজায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ম্কুত শ্চিন্নবভুব কশ্চিৎ। অজোনিত্যঃ

শাশ্বতোঽয়ং পুরাপোনহন্যতে হন্যমানে শরীরে।" সেই আত্মা উৎপত্তিমান অনিত্য বস্তুর ন্যায় জন্মেন না। মরেনও না। অতএব জন্ম বিনাশ লক্ষণ-রূপ বিকার রহিত। এই বিকার লক্ষণের প্রতিষেধ দ্বারা প্রথমতঃ সর্ব্ব-প্রকার বিকারের প্রতিষেধ করিলেন। তিনি "বিপশ্চিৎ" অপরিলুপ্ত চৈতন্য স্বভাব। নিদ্রা বা প্রলয়ে সে চৈতন্যের লোপ হয় না। তিনি কোন কার-ণান্তর হইতে হন নাই এবং আপনিও কিছু হন নাই। অতএব ইনি অজ, নিত্য শাশ্বত (অপক্ষয় বিবর্জ্জিত)। যাহা অশাশ্বত তাহার অপক্ষয় অর্থাৎ নাশ আছে। কিন্তু আত্মার নাশ নাই। অতএব ইনি পুরাণ। বৃদ্ধি বিবর্জিত। আকাশের ন্যায় সর্ব্বভূতের শরীরে আত্মারূপে বর্ত্তমান। শরীর বিনষ্ট হইলে ইঁহার বিনাশ হয় না।—

যমরাজের এই উত্তরের তাৎপর্য্য এই যে ওঙ্কারের মুখ্যপ্রতিপাদ্য যে তুরীয় পরব্রহ্ম তিনি আত্মারূপে বেদ্য। তাঁহাকে জানিলেই মহামোক্ষরূপ স্বয়ম্-প্রকাশ আত্মভাব লাভ হয়। এই লাভ কোন অভিনবলাভের ন্যায় নহে, কিন্তু আত্মাকেই আত্মারূপে জ্ঞান। সংসারাবস্থায়, ক্রিয়াকারক ফলাদির অব্য রোপবশতঃ দেহাদিতে আত্ম দৃষ্টি থাকে। সে অবস্থার অন্তে আত্মাতে পরম-মোক্ষ স্বরূপ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তিনিই ওঙ্কার বীজের পরমাক্ষর। ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যাকৃতাব্যাকৃত-প্রকৃতি এবং ভূত ভবিষ্যদাদি কালত্রয় হইতে স্বতন্ত্র এমন কি আছে তাহাই জানিবার জন্য নচিকেতার প্রশ্ন ছিল। তদুত্তরে তিনি এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। ইহাই মাণ্ডুক্যের অমাত্র তত্ত্ব, এবং ষটচক্রভেদের সপ্তম কমলস্থ সহস্রধার অমৃতস্রাবী পরমাত্মা। তিনিই বেদ্যরূপে সর্ব্বত্রে বর্ণিত হন। যমরাজের বিবৃত অবশিষ্ট সমস্ত শ্রুতিতে এই মাত্র মুখ্যউপদেশ যে তাঁহাকে জ্ঞাত হও।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ। অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবংনিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ অশব্দং অস্পর্শং অরূপং অব্যয়ং অরসং নিত্যং অগন্ধবৎ চ যৎব্রহ্ম। অনাদি অনন্তং। মহাতত্ত্বাৎ পরং। ধ্রুবং কূটস্থ-নিত্যং। 'নিচায্য' অবগম্য তং এবং ভূতং ব্রহ্মাত্মানং মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ অবিদ্যা কামকর্ম্মলক্ষণাৎ প্রমুচ্যতে।" এই প্রকার যে ব্রহ্মাত্মা তাঁহাকে জনিয়া মর্ত্ত্যমনুষ্য অবিদ্যাকাম ধর্ম্মরূপ মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয়। "তদ্বিদ্যা

চ্ছুক্রমমৃতং"। "শুক্রং শুদ্ধং অমৃতং মরণধর্ম্মবর্জ্জিতং ব্রহ্মেতি। তং বিদ্যাং শুক্রমমৃতং" তিনি শুদ্ধ অমৃত ব্রহ্ম। তাঁহাকে শুদ্ধ অমৃত রূপে জানিবে।—

সর্ব্বোপনিষদেই সেই অমাত্র ওঙ্কার প্রতিপাদ্য তুরীয় পরব্রহ্মকে আত্মারূপে জ্ঞাত হইবার উপদেশ। ছান্দগ্যোপনিষদে শনৎকুমার নারদ-সংবাদের সমাহারাংশে এই শ্রুতি আছে। যথা।

"যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি" ০ ০ ০ "যত্রনান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎপশ্যত্য ন্যচ্ছৃণোত্যন্যাদ্বিজানাতি তদল্পং যোবৈভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং। সভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্টিত ইতি। সে মহিন্নি। যদিবা ন মহিন্নীতি। অধ্যায় ৭। খণ্ড ২৩—২৪। যিনি 'ভূমা' অদ্যন্তরহিত তিনিই সুখ। অল্পেতে সুখনাই। কেবল ভূমাই সুখ। অতএব সেই ভূমা পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যথায় কেহ অন্য কিছুই দেখে না, কিছু শুনেনা, কিছুই জানেনা, তাহাই ভূমা আদ্যন্তশূন্য। কিন্তু যেখানে কেহ অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শুনে, অন্য কিছু জানে তাহাই ক্ষুদ্র অল্প। যিনি ভূমা, তিনি অমৃত (মরণ ধর্ম্মরহিত। যাহা অল্প তাহা মর্ত্ত্য।) 'হে ভগবন্ সভূমা ব্রহ্মাত্মা কস্মিন্ প্রতিষ্টিত ইতি। উত্তর। 'আত্মীয়ে মহিম্নি প্রতিষ্টিত ভূমা'। যদিবা স মহিম্নীতি।:হে ভগবন্ সেই ভূমা ব্রহ্মাত্মা কোথায় প্রতিষ্টিত আছেন? উত্তর তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্টিত আছেন। অথব মহিমাতেও নহে।—

এস্থানেও তিনি জ্ঞাতব্য রূপে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি দর্শন, শ্রবণ, মনন, ধ্যানও বুদ্ধি প্রভৃতির অতীত অতএব উপাসনার অতীত। সুতরাং অমৃত। তিনি অবলম্ব রহিত। প্রথমে কহিলেন তিনি স্বীয় মহিমাতে স্থিতি করেন। কিন্তু কি জানি যদি কেহ ঐ মহিমাকেই স্বর্গাদি ভুবনের ন্যায় একটা প্রকৃতিক বা মনোবুদ্ধির গোচর কোনরূপ সূক্ষ্ম ও অলঙ্কৃত আশ্রয় মনে করে, তাহা হইলে তাঁহার ভূমাস্বরূপে পর্য্যন্ত উপাধির আরোপ আসিতে পারে, এইজন্য কহিলেন "নমহিম্নী" মহিমাতেও নহে। অর্থাৎ সেই ভূমায় আশ্রয় স্বরূপ কোন স্থান নাই, অবলম্বন নাই আচ্ছাদন নাই, আসন নাই। তিনি নিরবলম্ব সর্ব্বব্যাপী আত্মা। যিনি তাঁহাকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়াবলম্বনে চান তাঁহার আত্মাতে তিনি আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাঁহার স্বরূপ প্রকাশে জীব,

ব্রহ্মাত্ম জ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তাঁহাকে জানার বা জানিবার জন্য আর ওঙ্কারাদি, তটস্থ বা কুললক্ষণাদি কোন অবলম্বন; শ্রুত ও শ্রোতব্য কোন বিদ্যা, কোন উপাসনা, সাধনা, মন্ত্রময় ক্রিয়া প্রভৃতি প্রয়োজন হয় না। প্রত্যুত আত্ম যথাত্ম্যজ্ঞান স্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ জ্যোতিরুদয়ে, মিথ্যাজ্ঞান বিজৃম্ভিত মরীচিতে উদক, রজ্জুতেসর্প, এবং গগণলা প্রভৃতি ভ্রমের ন্যায়, পূজা, অর্চ্চনা উপাসনা, ধ্যান, আদি অদৃশ্য হইয়া যায়। মৃত্যুকালে, তাদৃশ অবলম্বন ত্যাগী ব্রহ্মাত্মবান্ পুরুষের স্বর্গাদি কোন লোকে যাইতে হয়না। তিনি এই খানেই সেই নিরবলম্ব আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

"নতস্য প্রাণা উৎক্রাকন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে," (ছান্দোগ্যশ্রুতি ঐ জ্ঞানীর জীব ইন্দ্রিয় সহিত শরীর হইতে নিঃসৃত হয়েননা ইহলোকেই মৃত্যুর পরে ব্রহ্মেতে লীল হয়েন। (বা মো রা)

(মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

(স্বামী কেশবানন্দ গ্রথিত।)

প্রকৃতি পুরুষের একত্বই সৃষ্টির 'অতীত অবস্থা'। পৃথকত্বই সৃষ্টি; সুতরাং যখনই সৃষ্টি, তখনই প্রকৃতিতে পুরুষের এবং পুরুষে প্রকৃতির 'অভাব'। সেই অভাব-পূরণ-কারণ আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের উৎপত্তি। সৃষ্টির এই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ক্রিয়া হইতে প্রকৃতির অনন্ত অবস্থা এবং অনন্ত প্রসবিনী শক্তি। অতএব, 'অভাবই' অভাবের মূল।

সৃজিত পদার্থ মাত্রেই, অভাব হেতু আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ক্রিয়াশীল। এই

---

* স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থেই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের ক্রিয়া আছে, তাহা বলা অবশ্য ঐ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পদার্থবিদ্যা দেখিতে পারেন।

† যেহেতু নিরন্তর যে শূন্যমনা।

* স্থাবর—পারেন।

আকর্ষণও বিক্ষেপণ, মানবের * প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে—এমন কি পরমাণু পর্য্যন্ত ব্যপ্ত হইয়া শরীরের ক্ষয়ের কারণ হইয়াছে। অযেভাব জন্য অভাবের (ক্ষয়ের) সৃষ্টি হইল, সে অভাব পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতিতে অনন্ত অভাব বিদ্যমান থাকিয়া চিরদিনই অভাব ঘটাইবে।

একটু চিন্তা করিলে দেখা যায়, সৃষ্টির সঙ্গেই যে অভাবের আবির্ভাব, সেই অভাবটী কি ? ইহাতে নিসংশয়ে বলা যাইতে পারে, সেই অভাব স্রষ্টার, এবং স্রষ্টার সেই অভাব পুরণ জন্যই আকর্ষণ—বিক্ষেপণের উৎপত্তি। এই বিক্ষেপণ মূলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বিবিধ বাসনা এবং স্ত্রী পুরুষের সংযোগ, অপরাপর যাহা কিছু আমাদের ভোগ—বিলাসের অভাব বা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আবার, এই খাদ্য ও স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ এই দুই ক্রিয়া হইতে সমস্ত ভোগ বিলাসের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ভোগ-বিলাসের সহায়তা যাহা দ্বারা যত টুকু পাই, তাহার সহিত আমাদের ততটুকু ভালবাসা এবং তাহার অভাবেই ততটুকু যাতনা ; ইহারই নাম 'মায়া'। যে অভাব, সৃষ্টির মূল অথবা সৃষ্টির দ্বারা যে অভাব ঘটিয়াছে, সেই অভাব পুরণ হইলে, কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক থাকে না। জগতের মূল অভাবের যাহার যতটুকু পূরণ হইয়াছে, তাহার ততটুকু 'মায়ার হ্রাস' হইয়াছে। কেন না, 'কামনাই মায়ার কারণ'।

জীবের যখন কোন এক অভাব গুরুতর রূপে প্রতীয়মান হয়, তখন সে আর দ্বিতীয় বস্তু মনে ধারণা করিতে পারে না। এবং মন যখন কোন বিশেষ লক্ষ্যে অবস্থান করে, তখন সেই লক্ষ্যে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিও সংযোগ থাকিয়া, সহস্র সহস্র অন্য লক্ষ্য বিদ্যমান থাকিলেও, অন্য লক্ষ্যে ধাবিত হয় না।

যেমন গুরু অভাব গুরুতর রূপে অনুভূত হইলে, সংসার 'শূন্যময়' বলিয়া বোধ হয়, অথবা যেমন পুত্র-বিয়োগকালীন শোকে সংসার 'শূন্যময়' অনুমিত হয়, সেইরূপ ঘোর বিষয়াসক্ত—পাপাত্মা মানব মূহুর্ত্ত কালের জন্যও ধর্ম্মভাব অনুভব করিতে পারেনা †। বিশেষতঃ বিষয় ভাবের ক্রিয়া সমষ্টির একটী মাত্র নষ্ট হইলে, অপরটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায়। যেমন, আলোক,

† যেহেতু নিরন্তর সে শূন্যমনা।

অন্ধকারের অভাবের কারণ, সেইরূপ ক্রোধে দয়ার অভাব, দয়ায় ক্রোধের অভাব, জ্ঞানে অজ্ঞানতার অভাব, অজ্ঞানতায় জ্ঞানের অভাব, কামনায় নিষ্কামের ভাব, সম্মান গৌরবে নম্রতার অভাব, হিংসায় ক্ষমাগুণের অভাব, একজ্ঞানে অনন্ত জ্ঞানের অভাব এবং অনন্ত জ্ঞানে এক জ্ঞানের অভাব। এইরূপ, বিপরীত ক্রিয়ার যতটুকু উদ্রেক হয়, ততটুকু অপরটীর অভাব ; সুতরাং, বর্ত্তমানে, সংসারে ধর্ম্ম ভাবের অভাব হেতু ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যে অভাব হইতে সকল অভাবের সৃষ্টি, সেই অভাবের পূরণ হইলে, আর কোন অভাবই থাকিবে না। সুতরাং, সংসার ও অরণ্যে কোন 'পার্থক্য' নাই। যদি বল, অভাব (ভগবানের অভাব) হইতে যে সমস্ত অভাব সৃষ্ট হইয়াছে, সেই অভাবের মূলেই, 'মূল অভাবের' অর্থাৎ ভগবৎ অভাবের ভুল হইয়াছে ; সুতরাং, অভাব দ্বারা যে অভাবের সৃষ্টি, সেই অভাবের অভাব না হইলে, 'মূল অভাবের অভাব' (ভগবৎ অভাব) বোধ হইবে না। এইরূপ স্থলে, গুরুর উপদেশ ও অধ্যবসায় দ্বারা অভাব মূলক অভাবের ভিতর দিয়া 'মূল অভাবের' বোধ হইলে, সত্বরই অভাব পুরণ হইবে।

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ! ওঁ শান্তি ! ! !

শ্রীরামচন্দ্র।

(আদেশ নরপতি)

(তৃতীয় অধ্যায়)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রামচন্দ্র স্থিরভাবে, পিতার এই উপদেশ অবনত মস্তকে শ্রবণ করিলেন। রাজ্যলাভ হইবে এ সম্বাদ শ্রবণে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। প্রাচীন ভারতে রাজার যে সমুদায় গুণ থাকা প্রয়োজন বলিয়া বোধ ছিল, তাহাতে মহারাজ দশরথের উপদেশে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে সে সময়ে ভারতীয় রাজগণের অনেকেই ঋষিতুল্য ছিলেন। তাঁহাদের তুলনা আধুনিক জগতে মিলে না।

যখন, অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইল, তখন মহারাজ দশরথ পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রকে আপনার নিকট আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন "বৎস, কাল তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব, আজ তুমি বধুমাতা সীতার সহিত সংযত ও উপোসিত থাক।"

সুতরাং যেদিন অযোধ্যায় প্রতি গৃহ আনন্দ কোলাহলে ও প্রীতিভোজে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেইদিন কেবল একটী গৃহে উপবাস, পূজা প্রভৃতি শান্তিক কার্য্য নীরব গম্ভীরে সম্পাদিত হইতেছিল। সে গৃহ যুবরাজ রামচন্দ্রের। রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় পত্নী জানকীর সহিত ঈশ্বর সমীপে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ভিক্ষা করিতেছিলেন।

ইহা ব্যতীত আর একটী গৃহে দারুণ ঝটিকাবর্ত্ত উত্থিত হইতেছিল, সে ঝটিকায় অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই দারুণ অনর্থপাত হইয়া অযোধ্যা রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইবেক, সেই ঝটিকা মহারাজ দশরথের প্রাসাদ মধ্যেই অতর্কিতরূপে উদিত হইতেছিল। পুরবাসী গৃহতোরণাদি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করিতেছিল—সুরঞ্জিত কৌষেয় পতাকাদি দ্বারে, গবাক্ষে, গৃহচূড়ে শোভা বিস্তার করিতেছিল—নগরী যেন একটী বিশাল কুসুম স্তবকের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছিল। চন্দন গন্ধে দিক আমোদিত, প্রতি গৃহে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি নিঃসৃত হইয়া চারিদিক পূর্ণ করিতে ছিল। রাম রাজা হইবেন সকলের মুখেই এই কথা; এই মধুমাখা কথায় সবাই বিভোর। এমন সুখের সময়ে রাজপ্রাসাদে বিপদের রেখা কিরূপে দেখা দিল সেই কথাই বলিতেছি।

মহারাজ দশরথের মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নামে এক কুব্জা দাসী ছিল, সে এই সমুদায় উৎসব আয়োজন দর্শনে অন্যান্য দাস দাসীগণকে জিজ্ঞাসিয়া অবগত হইল যে কুমার রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। এই সম্বাদে তাহার আর ঈর্ষার সীমা রহিল না। সে যথাসম্ভব দ্রুতপদ বিক্ষেপে, কৈকেয়ীর নিকট উপনীত হইল। মন্থরা অতি শৈশব হইতেই কৈকেয়ীকে লালন পালন করিয়া ছিল এবং কৈকেয়ীকে সে আপনার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়জ্ঞান করিত। যে ভালবাসায় স্বার্থপরতার ছায়া আছে, তাহা অনেক সময়েই—বিষম অনর্থের মূল হয়। কৈকেয়ী মন্থরার স্বার্থ, সেই স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সকলকে সমান চক্ষে দেখিতে জানিত না বলিয়াই তাহার এই ভাল

বাসায় বিষম অনর্থপাত হইল। সে স্বার্থে অন্ধ হইয়া ঈর্ষার দাসী হইল, ন্যায়ের নীরব বাণী শুনিল না। মন্থরা কৈকেয়ী সন্নিধানে উপনীত হইয়া রামের রাজ্যাভিষেক সম্বাদ প্রদান করিল। কৈকেয়ী সরলা, তাহার প্রাণে ঈর্ষার ছায়া মাত্রও ছিল না। কাজেই তিনি রামাভিষেক বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দিতা হইয়া স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে একাবলী উন্মোচন পূর্ব্বক মন্থরাকে প্রদান করিয়া বলিলেন।

রাম পাবে রাজ্য তার এ হতে সুসমাচার
কিছু নাহি, তুমি তাহা শুনালে আমায়।
বল মোরে এই ক্ষণে কি বাসনা কর মনে
এখনি তাহাই আমি দিবরে তোমায়।

কৈকেয়ীর একথা মন্থরার কাণে ভাল লাগিল না। একাবলী দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৈকেয়ীকে তীব্র ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কহিল যে রাম রাজা হইলে, ভরতের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবেক, এবং কৈকেয়ীকে কৌশল্যার দাসী হইতে হইবেক। তচ্ছ্রবণে কৈকেয়ী ব্যথিত হইয়া রামচন্দ্রের অশেষ গুণ বর্ণন পূর্ব্বক রাজ্য যে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই প্রাপ্য তাহা মন্থরাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং রামের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা যে ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতি দোষে দূষিত হইতে পারেন না তাহাও বিশেষ করিয়া বলিলেন; কিন্তু মন্থরার কূটতর্কে, অবশেষে তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল, তাঁহার সরল প্রাণে গরল প্রবেশ করিল, যে গরলে অবিলম্বে, রাজা সরাজ্য জর্জরিত হইবেক, সেই ভয়ানক তীব্র হলাহল কৈকেয়ীর বাকযন্ত্রে সঞ্চিত হইল। মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী বুঝিলেন রামের পরিবর্ত্তে ভরতের রাজা হওয়া একান্ত প্রয়োজন! কিন্তু কিরূপে সে অঘটন সঙ্ঘটিত হইবেক তাহা তিনি নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কৈকেয়ীর সরল প্রাণে, কূট মন্ত্রণার স্থান ছিল না। কৈকেয়ী সারল্যের প্রতিমা! দৃঢ় প্রতিভার প্রতিমূর্ত্তি।

এইবার মন্থরা, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, বহুদিন পূর্ব্বে, যখন তাহার পতি দৈত্য সমরে আহত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অশেষ শুশ্রূষা পূর্ব্বক তাঁহার ব্রণ সমূহ আরোগ্য করিয়া সুস্থ করিয়াছিলেন। সেই সময় রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুটি বরদানে সংকল্প করেন, কিন্তু সেই

বর অদ্যাপি গ্রহণ করা হয় নাই। তাহারই এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক অপর বরে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস প্রার্থনা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেন। রামচন্দ্র বনে গমন করিলে, ভরত নির্ব্বিঘ্নে, রাজ্য আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে পারিবেন। মন্থরার মোহিনী মন্ত্রে, কৈকেয়ী মুগ্ধা হইলেন,—তিনি বুঝিলেন মন্থরার ন্যায় তাঁহার হিতৈষিনী আর কে আছে। মন্থরার ভালবাসা নিঃস্বার্থ; কারণ ভরতের রাজ্যাভিষেকে তাহার কি স্বার্থ থাকিতে পারে? কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক মহারাজের নিকট কিরূপে দুটি বর গ্রহণ করিবেন তাহার সংকল্প স্থির করিতে লাগিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে শরীরাবৃ অলঙ্কার নিক্ষেপ পূর্ব্বক দীন ভাবে ভূশয্যায় শয়ান হইয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিষ বৃক্ষের বীজ রোপিত হইল।

এদিকে রাজা দশরথ, রামচন্দ্রের অভিষেকের সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে সেই শুভ সংবাদ প্রদান মানসে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কৈকেয়ীকে বিশ্রাম ভবনে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুলিত হইয়া প্রতিহারীকে তাহার সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন তিনি প্রতিহারীর মুখে শুনিলেন যে কৈকেয়ী ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন' তখন, তাঁহার বিস্ময়ের আর ইয়ত্তা রহিল না। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তিনি অবিলম্বে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কৈকেয়ী ধূল্যব লুণ্ঠিতা রাজা দশরথ তাহাকে ভূপাতিত দেখিয়া সাদরে উত্থাপিত করিয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—

এ দারুণ ক্রোধতব কিসের কারণ?
অপমান কে তোমার অথবা কে তিরস্কার
করিল? আমারে বল অকপট মনে।
কেন তুমি ধূলি পরে এরূপে শয়ন ক'রে
আমায় অসুখী কর অয়ি বরাননে;
আমি আর যত মম আছে অন্তরঙ্গ জন
সকলেই বশম্বদ সুন্দরি তোমার,

কোন দোষ শূন্য জনে বল রাণি, অকারণে
করিতে হইবে বধ বল্লভে আমার;
কিম্বা কোন দোষ যুক্ত মানব হইবে মুক্ত;
তাহাই আমারে বল; করিব এখন;
কোন অসম্পন্ন নরে বলহে রূপসি মোরে
সম্পন্ন করিতে হবে দিয়া বহু ধন?
অথবা আমারে, প্রিয়ে, বল বল বিস্তারিয়ে,
কোন সম্পন্নকে হবে দরিদ্র করিতে?
তব কামনার আমি প্রতিরোধে নহি কামী,
এহেন সাহস মম কভু নাহি চিতে।
পরাণ দিলেও পরে যদি তব আশা পূরে
তাহাও করিতে পারি কহিনু নিশ্চয়;
এক্ষণে নিশ্চয় বল করিও না কোন ছল
কি বাসনা মনে তব হয়েছে উদয়?
যাহা যাহা আশা তব সফল করিব সব
নিজের সুকৃতি সহ করিনু শপথ
লঙ্ঘন করিব নাহি, সত্যই তোমারে কহি
দশরথ পূরাইবে তব মনোরথ।

রাজা দশরথ এইরূপ বলিলে, কৈকেয়ী স্বীয় কৌশল জাল বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন আমার মনে একটী অভিলাষের উদয় হইয়াছে যদি তুমি আমায় সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হও, তবেই আমি তাহা তোমার সমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিব নচেৎ এইরূপ অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করি। রাজা দশরথের কৈকেয়ীকে অদেয় কিছুই ছিল না; বিশেষতঃ কৈকেয়ীকে তিনি সরলা বলিয়া জানিতেন। তাঁহার অন্তরে যে মর্ম্মঘাতী বিষবাণ লুক্কায়িত, তাহা তিনি ভ্রমেও বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি কৈকেয়ীর অভিলষিত পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী স্বর্গস্থ দেবতাগণকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন "মহারাজ, বহুদিন হইল আপনি আমাকে দুটি বর দান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, তাহার এক বরে রামের পরিবর্ত্তে ভরতকে যৌব-

রাজ্যে অভিষিক্ত করুন আর একবরে রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী করুন। এই আমার মনের অভিলাষ, আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া সত্য পাশে মুক্ত হন।

রাজা এই বাক্য শ্রবণে বাতাহত কদলী তরুবৎ ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া, বুঝিতে পারিলেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া ভয়ানক অনর্থ উপস্থিত করিয়াছেন যাহা হউক, মনের ভাব গোপন করিয়া, ক্রোধ প্রকাশ পুর্ব্বক কৈকয়ীকে বহু ভৎসনা করিলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অটল! তারপর রাজা দুঃখভরে বুঝাইতে লাগিলেন, বলিলেন কৈকেয়ি, ক্ষান্ত হও, এই জগৎ বরং সূর্য্যাভাবে জীবিত থাকিতে পারে, অন্ন ও জল অভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে। কিন্তু রামচন্দ্রের অভাবে এ দেহে জীবন থাকা সম্ভব নয়। অতএব আমি তোমার চরণে ধরিয়া বিনয় করিতেছি, আমার প্রতি করুণা প্রকাশ কর। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই এ সময়ে আমার জীবন সদৃশ, পিতৃবৎসল রামকে স্থানান্তরিত করিয়া আমার জীবন হরণ করিও না।" কিন্তু রাজার কাতরোক্তিতে যেন কৈকেয়ীর দৃঢ়তা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল কৈকেয়ীর সেই এক কথা, আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর—এইরূপে রজনী অপগত হইলেন।

প্রভাতে সুমন্ত্র মহির্ষ বশিষ্টের আদেশে রাজ সমীপে উপনীত হইলেন; তিনি রাজাকে তদবস্থ দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং কৈকেয়ীর আদেশ মত রামচন্দ্রকে রাজ সমীপে আনয়ন করিলেন।

রাজা রামচন্দ্রকে দর্শনমাত্র 'রাম' এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক নীরব হইলেন আর তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। রামচন্দ্র রাজার সেই অবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কহ গো জননি;
কিসের কারণে হেন আজি নরমণি;
ভ্রম প্রমাদেতে কি করিনু কোন দোষ;
মোর প্রতি জনকের তাই এত রোষ;
এক্ষণে আমার দোষ পরিহার তরে,

পিতারে প্রসন্ন তুমি করমা সত্বরে।
পিতার অবাধ্য হয়ে, উৎপাদিয়া রোষ—
অথবা জন্মায়ে তাঁর মনে অসন্তোষ—
মুহূর্ত্তেরো তরে আমি না করি বাসনা
করিবারে;—হেন বাঁচা নরক যাতনা
যাঁহাতে মানুষ দেহ করিয়া গ্রহণ
ধরায় বাঁচিয়া আছি ধরিয়া জীবন
প্রত্যক্ষ দেবতা সম এ হেন পিতার
কে পারে করিতে প্রতিকূল ব্যবহার?

রামচন্দ্রের মধুমাখা বাক্য শ্রবণে ও কৈকেয়ীর চিত্তের ভাবান্তর হইল না তিনি বলিলেন "রাম, রাজা তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন নাই। তাঁহার মনে একটি সংকল্প উদিত হইয়াছে, পাছে তোমার কষ্ট হয় এই জন্য সেই সঙ্কল্প তোমায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছে না। তিনি আমার নিকট কোনও কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই কার্য্য তুমি সম্পন্ন না করিলে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই অথচ উহা তোমার প্রিয়কার্য্য হওয়াও সম্ভব নহে এই জন্য রাজা নিজ মনোগত ভার প্রকাশ করিতে না পরিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। যেরূপ দেখিয়াছি আমি না বলিলে সেই বিষয় তোমার অবগত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তুমি যদি রাজার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হও তবেই আমি বলিতে পারি, নহিলে বৃথা বলিয়া কোন ফল নাই।

কৈকেয়ীর এইরূপ ভূমিকার সংবাদটী যে রামচন্দ্রের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট জনক, তহা বুঝিতে বাকি থাকে না।—কিন্তু রামচন্দ্র, সেকথা ভাবিলেন না। জানিলেন কেবল পিতার কষ্ট!—বুঝিয়া হউক আর না বুঝিয়াই হউক পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছেন। সে প্রতিজ্ঞা রামচন্দ্র রক্ষা না করিলে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে নিরয়গামী হইবেন। রামচন্দ্র পিতার সুপুত্র, তিনি কি জীবিত থাকিয়া পিতাকে নিরয়গামী করিবেন। কষ্ট কি? —দুঃখ কি?—যখন, যাহা একের পক্ষে সুখকর, তাহাই আর একজনের পক্ষে দুঃখজনক, তখন সুখ দুঃখ বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ থাকিতে পারে না, সুখ দুঃখ ভেদ তরতম ভেদ মাত্র! যে গৈরিক ধারণ করিয়া সুখানুভব

করিতে পারে তাহার বহুমূল্য বস্ত্রাভাবে দুঃখ হইতে পারে না—সুতরাং রাম-সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে পিতার সন্তোষ সাধন সন্তানের একমাত্র কর্ত্তব্য তিনি বলিলেন—

"জননি গো, হেন বাক্য না বল আমায়,
হৃদয়ে বাজিল বড ; অস্থির ব্যথায়।
করুণা করিয়া পিতা করিলে আদেশ
অনায়াসে করিতে পারি পাবকে প্রবেশ ;
পান করিবারে পারি তীক্ষ্ণ হলাহলে
নিমগ্ন হইতে পারি অর্ণবের জলে।
অটল প্রতিজ্ঞা আমি করি তব পাশ
অবশ্য পালিব সত্য , করহ বিশ্বাস।

কৈকেয়ী বুঝিল, রামের প্রতিজ্ঞা নড়িবার নহে, সুতরাং অম্লান বদনে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বলিল "রাম রাজা আমাকে দুটি বর দিয়াছেন তাহার একটিতে আমার ভরতকে যৌবরাজ্য অভিষিক্ত করিতে ও অপরটিতে তোমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনবাসী করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এখন রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হওয়া তোমার উপর নির্ভর করিতেছে, ইহা বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

রামচন্দ্র ইহা অপেক্ষাও অমঙ্গল জনক বাক্য শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন সুতরাং বন গমনের কথায় তাঁহার বিন্দুমাত্রও মনোবিকার হইল না। মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া রাখিতে পারিলে, পার্থিব কোন দুঃখেই কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিষণ্ণ মনে বলিলেন মাতঃ আমি অবিলম্বেই জটা বল্কল ধারণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিব তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু, পিতা এই সামান্য কার্য্যের জন্য আদেশ করিতে এত কুণ্ঠিত হইলেন কেন ? যে পুত্রের দ্বারা পিতার অভীষ্ট সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহার অপেক্ষা আর ভাগ্যবান কে ?—আমি এই দণ্ডেই জননীর নিকট বিদায় হইয়া জানকীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক অরণ্য আশ্রয় করিব, আপনি ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনাইবার বন্দোবস্ত করুন। "এই বলিয়া রামচন্দ্র পিতার চরণে প্রণাম করিয়া প্রফুল্ল বদনে জননীর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বশিষ্ঠদেবের প্রদত্ত বৈরাগ্যোপদেশ তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন পার্থিব সুখও যা দুঃখও তাহাই! কাজেই সিংহাসন লাভ সম্ভাবনাতেও তিনি হর্ষোৎফুল্ল হয়েন নাই বন গমন জন্যও তাহার বিষণ্ণ ভাব দৃষ্ট হইল না। কিন্তু সীতা কি এই সংবাদ সহ্য করিতে পারিবেন ? দেবী কৌশল্যা কি পুত্র বিয়োগব্যথা সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন ?

(ক্রমশঃ)

৬ষ্ঠ ভাগ।] ফাল্গুন, ১৩০৯। [১১শ সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত
এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
১।	দোঁহামৃত লহরী শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায় বি, এ,	৪০১
২।	বিচার সাগর „ বিজয় কেশব মিত্র, বি, এল, ...	৪০৪
৩।	শ্রীরামচন্দ্র	৪০৫
৪।	দুটি ভাই (গল্প) „ বিরাজমোহন দে	৪১৯

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৶০
নগদ মূল্য ৶০ মাত্র।

Printed by Abinash Chandra Basu, at the MAJUMDAR PRESS,
74, Sukea's Street, Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৶০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় /০ আনা কমিশন পাঠাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত প্রকাশক।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য—১৲ এক টাকা, বিলাতী বাঁধান ১॥০ দেড় টাকা।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর হেরিং, গ্যারেন্‌সি. কেন্ট, সি, ভন্‌, বেনিং হোসেন্‌ কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্‌" প্রভৃতি নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাই পুস্তকখানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ, কার্য্যবশেষ পুরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিষঘ্নতা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি। ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক পৃথক সময়ানুসারে ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়া হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রশন ও এগ্রাভেশন্‌) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকে আর্টপেপারে অতি উৎকৃষ্ট জর্ম্মান ফটো হইতে উদ্ধৃত মহাত্মা ৺সামুয়েল হানিমানের ১ খানি করিয়া প্রকৃতি ও গ্রন্থকারের ফটো ও নামের মোহরাঙ্কিত আছে। ঐ হানিমানের ফটো বড় সাইজের মূল্য—।/০ পাঁচ আনা। সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। মূল্য—১৲ টাকা।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। V. L. M. S.

পোষ্ট মহানন্দ, জেলা হুগলি।

ষষ্ঠ ভাগ। { ফাল্গুন ১৩০৯ সাল। } ১১শ সংখ্যা।

দোঁহামৃত লহরী।

(গতানুবৃত্তি)

(১৯৯)

আসন দৃঢ় আহার দৃঢ় সুমতি জ্ঞান দৃঢ় হোয়।
তুলসী বিনা উপাসনা বিন দুলহ কী জোয়॥

আসন স্থির, আহার নিয়মিত ও মতিবুদ্ধি সংযত থাকিলেও, হে তুলসি! ভগবদুপাসনা বিনা সকলই পতিহীনা রমণীর ন্যায় জানিবে।

(২০০)

তন সুখায় পিঞ্জর করৈ ধরৈ রৈন দিন ধ্যান।
তুলসী মিটৈ ন বাসনা বিনা বিচারে জ্ঞান॥

শরীর শুকাইয়া অস্থি পঞ্জর সার করিলেও অথবা দিবানিশি ধ্যান ধারণা

করিলেও কিছু হইবে না, হে তুলসি! বিবেক ও তত্ত্বজ্ঞান বিনা কখনই বাসনার নিবৃত্তি হইবেনা।

(২০১)

আবত হী হরষৈ নহীঁ নৈননি নহীঁ সনেহ।
তুলসী তহাঁ ন জাইয়ে কঞ্চন বরষৈ মেহ॥

তোমার আগমনে যথায় কেহ হর্ষ প্রকাশ করে না অথবা প্রীতি চক্ষে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, হে তুলসি! তথায় যদি মেঘ হইতে কাঞ্চন বর্ষণ হয় তথাপি কদাপি যাইও না।

(২০২)

তুলসী যা সংসার সেঁ ভাঁতি ভাঁতি কি লোগ।
হিলিয়ে মিলিয়ে প্রেম সোঁ নদী নাব সংযোগ॥

এই সংসার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ও অবস্থার লোক আছে, হে তুলসি! সকলের সহিত নদী নৌকা সংযোগের ন্যায় সপ্রেমে ও সদ্ভাবে মিলিয়া জুলিয়া থাকিবে।

(২০৩)

তুলসী বিলম্ব ন কি জীয়ে মিলিয়ে সব সে ধায়।
কো জানৈ কিহি ভেষ মেঁ নারায়ণ মিল যায়॥

হে তুলসি! বিলম্ব করিও না, বেগে ধাবিত হইয়া সকলের সহিত মিলিত হও, কে জানে কোন বেশে নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ মিলন হয়?

(২০৪)

তুলসী কহত পুকার কৈ সুনৌ সকল দৈ কান।
হেম দান গজ দান তেঁ বড়ৌদান সনমান॥

তুলসীদাস উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে সকলে কর্ণপাত করিয়া শ্রবণ কর—সুবর্ণ দান গজদান হইতেও সম্মান দান মহত্তর।

(২০৫)

পর সুখ সম্পতি দেখি শুনি জরহিঁতে জড় বিন আগ।
তুলসী তিনকে ভাগতেঁ চলৈ ভলাই ভাগ॥

পরের সুখ সম্পদ দেখিয়া বা শুনিয়া যে সকল মূঢ় বিনা অনলে জ্বলিয়া মরে, হে তুলসি! তাহাদিগের ভাগ্য হইতে কল্যাণ দূরে পলায়ন করে।

(২০৬)

জ্ঞান গরীবী হরিভজন কোমল বচন অদোষ।
তুলসী কবহু ন ছোড়িয়ৈ ক্ষমা শীল সন্তোষ॥

হে তুলসি! জ্ঞান, দীনতা, হরিভক্তি, কোমল বচন, নির্দ্দোষিতা, ক্ষমা, সুচরিত্র ও সন্তোষ কখনও পরিত্যাগ করিও না।

(২০৭)

তুলসী নিজ কীরতি চহৈঁ পরকী কীরতি খোয়।
তিনকে মুখে মসি লাগিহৈ মিটৈন মরিহৈ ধোয়॥

যাহারা পরের কীর্ত্তি বিনাশ করিয়া নিজ কীর্ত্তি স্থাপন করিতে চাহে হে তুলসি! তাহাদের বদনে এরূপ কালিমা পড়ে যে ক্ষালন করিতে করিতে মরিয়া গেলেও তাহা উঠেনা।

(২০৮)

তুলসী জগমেঁ আয়কৈ করলী দৌ কাম।
দৈবে কোঁ টুকরা ভলা লৈবে কোঁ হরি নাম॥

হে তুলসি। জগতে আসিয়া দুই কার্য্য করিয়া লও; দিনান্তে কণামাত্রও দান করিবে এবং সর্ব্বদা হরিনাম গ্রহণ করিবে।

(২০৯)

তুলসী যা সংসার মেঁ পঞ্চরত্ন হৈঁ সার।
সাধু মিলন অরু হরিভজন দয়া দীন উপকার॥

হে তুলসি! এই সংসারে সাধুসঙ্গ, হরিভক্তি, দয়া, দীনতা ও পরোপকার এই পাচটীমাত্র মহারত্ন আছে।

(২১০)

বৈর সনেহ সয়ান কোঁ তুলসী জোনহিঁ জান।
সো কি প্রেম মগধরত পগ পশুবিন পূঁছ বখান॥

শত্রুতা, প্রীতি ও ধূর্ত্ততার প্রভেদ যে ব্যক্তি না জানে সে কি প্রকারে প্রেমের পথে পদার্পণ করিবে? হে তুলসি! তাদৃশ ব্যক্তিকে পুচ্ছহীন পশু বলিয়া জানিও।

(২১১)

লিখি লিখি সব জগ লিখ্যো পঢ়ি পঢ়ি কহা কীহু।
বঢ়ি বঢ়ি বঢ়ি ঘট ঘট গয়ে তুলসী রাম ন চীহু॥

লিখিয়া লিখিয়া সমস্ত জগৎ ঢাকিয়া ফেলিলে আজীবন পড়িয়া পড়িয়া কি করিলে ? বাড়িতে বাড়িতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া গেলে কিন্তু হায়। তুলসিদাস তুমি এখনও রাম চন্দ্রকে চিনিতে পারিলে না।

শ্রীগোবিন্লাল বন্দোপাধ্যায় বি, এ।

বিচার সাগর।

চতুর্থ তরঙ্গ।

(গতানুবৃত্তি)

(৪) সাংখ্য ও প্রভাকর মত—যদি অসতের প্রতীতি হইত, তবে বন্ধ্যা-পুত্র ও শশশৃঙ্গের প্রতীতি হইত। সুতরাং অসৎখ্যাতি অসঙ্গত। ক্ষণ-বিজ্ঞানের আকার সর্পাদি হইলে, ক্ষণমাত্র হইতে অধিক কাল স্থির প্রতীতি হওয়া উচিত নহে। সুতরাং আত্মখ্যাতি অসঙ্গত। অন্যথাখ্যাতির প্রথম রীতি চিন্তামণি মতে দূষিত। চিন্তামণির রীতিতেও অন্যথাখ্যাতি অসঙ্গত। জ্ঞান জ্ঞেয় পদার্থের অনুসার। "জ্ঞেয় রজ্জু ও সর্পের জ্ঞান" কথন অত্যন্ত বিরুদ্ধ।

যে স্থলে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সে স্থলে রজ্জুতে আপন বৃত্তি দ্বারা নেত্রের সম্বন্ধ হইয়া রজ্জুর ইদংরূপে সামান্য জ্ঞান হয় ও সর্পের স্মৃতি হয়। "ইহা সর্প" এই বাক্যে দুইটী জ্ঞান হয়—"ইহা" অংশে রজ্জুর সামান্যপ্রত্যক্ষ জ্ঞান ও "সর্প" এই অংশে সর্পের স্মৃতিরূপ জ্ঞান। পরন্তু প্রমাতার ভয় দোষ ও প্রমাণে তিমির দোষ হেতু পুরুষের এরূপ বিবেক হয়না যে "আমার দুই জ্ঞান হইল"। যদিও "ইহা' অংশে রজ্জুর সামান্য জ্ঞান প্রকৃত হয় ও পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতি জ্ঞান প্রকৃত হয় তথাপি "আমার দুইটী জ্ঞান হইল—রজ্জুর

সামান্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সর্পের স্মৃতি জ্ঞান "এইরূপ বিবেক হয় না। সেই জ্ঞান দ্বয়ের অবিবেককেই সাংখ্য প্রভাকর মতে ভ্রম কহে।

শ্রীগুরু কহিলেনঃ—"ঐ মত চতুষ্টয় হইতে পঞ্চম মত অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি। ঐ মত চতুষ্টয় যুক্তিহীন বলিয়া জানিবে" ৫০॥

[টীকাঃ—শিষ্য ! ঐ চারি মত হইতে পৃথক পঞ্চম মত অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি। অসৎ খ্যাতি, আত্ম খ্যাতি, অন্যথা খ্যাতি ও অখ্যাতি এই চারিমত যুক্তিহীন। যেরূপ উত্তরোত্তর মত নিরূপণে প্রথম তিনটী মত অসঙ্গত বলা হইয়াছে, সেইরূপ অখ্যাতিও অসঙ্গত। "ইহা সর্প" এই জ্ঞানের প্রথম "ইহা" অংশে রজ্জুর সামান্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় ও "সর্প' এই অংশে পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতি জ্ঞান হয়—ইহা অখ্যাতিবাদের মত। সুতরাং অখ্যাতিবাদে পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের স্মরণ জ্ঞান স্বীকার করা হয়, কিন্তু সম্মুখ রজ্জুদেশে সর্পের জ্ঞান স্বীকার করা হয় না। যদি সম্মুখ রজ্জুদেশে সর্পের জ্ঞান না হইত, তবে বিপরীত পুরুষ সম্মুখ রজ্জুতে ভয় পাইয়া পশ্চাৎ পদ হইত না।

সম্মুখ রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হয়, পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতি নহে। অথবা রজ্জুর বিশেষরূপে যথার্থ জ্ঞান হইলে পর এইরূপ বোধ হয় যে "রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি আমার মিথ্যা হইয়াছিল।" এই বোধ হইতেই রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হইয়া থাকে, পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতি হইতে নহে। "ইহা সর্প" এই বাক্যে একই জ্ঞান প্রতীত হয় ; দ্বিবিধ জ্ঞান প্রতীত হয় না। এক সময়ে অন্তঃকরণে স্মৃতি-রূপ ও প্রত্যক্ষরূপ উভয় বিধ জ্ঞান হয় না। সুতরাং অখ্যাতিমত ও অত্যন্ত অসঙ্গত *। পূর্ব্বোক্ত মত চতুষ্টয়ের প্রতিপাদন ও খণ্ডণ, বিবরণ স্বরাজ্য

* সাংখ্য প্রভাকর মতে অখ্যাতিবাদ এই—যে স্থলে শুক্তি তথা রজ্জুতে সদোষ নেত্রের সংযোগ বা সম্বন্ধ হয়, সেস্থলে শুক্তি তথা রজ্জুর বিশেষরূপ প্রতীত হয় না, পরন্তু সামান্যরূপ "ইদন্তা" প্রতীতি হয়। শুক্তিতে নেত্র সম্বন্ধ জন্য জ্ঞান হইয়া রজত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, ও শুক্তির সামান্য জ্ঞানের উত্তর-ক্ষণে রজতের স্মৃতি হয়। সেইরূপ রজ্জুর সামান্য জ্ঞানের উত্তর ক্ষণে সর্পের স্মৃতি হয়। যদিও স্মৃত জ্ঞান হইতে পদার্থ সত্তা প্রতীত হয়, তথাপি সদোষ নেত্র সম্বন্ধ হইতে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, দোষ মাহত্ম্য হইতে তত্তা অংশের প্রমোষ বা লোপ হয়, সুতরাং প্রমুষ্ট তত্তার স্মৃতি হয়। এই রীতিতে ইদং রজতং (ইহা

সিদ্ধি আদিগ্রন্থে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। প্রতিপাদন ও খণ্ডণযুক্তি অতি কঠিন। সুতরাং সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

সিদ্ধান্তবাদে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি এইরূপ—নেত্রাদি দ্বারা অন্তঃকরণ বৃত্তি বহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়ের সমান আকার প্রাপ্ত হয়। তাহাতে বিষয়ের

রজত) "অয়ং সর্পঃ (ইহা সর্প) ইত্যাদি স্থলে দ্বিবিধ জ্ঞান উদ্ভব হয়। শুক্তি তথা রজ্জুর সামান্য ইদং রূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রকৃত, এবং রজত তথা সর্পের স্মৃতি জ্ঞান ও প্রকৃত। সুতরাং ভ্রম জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ। যদিও, পদার্থে ইষ্ট-সাধনত্ব জ্ঞান হইলে নিবৃত্তি হয়, এবং শুক্তিতে ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান ও রজ্জুতে অনিষ্ট সাধনত্ব জ্ঞান কহিলে ভ্রম স্বীকার করা হয় (সুতরাং, ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞানের অভাব হেতু শুক্তিতে রজতার্থীকী প্রবৃত্তি ও রজ্জুতে নিবৃত্তি হওয়া উচিত নহে; সুতরাং ভ্রম জ্ঞান অনিবার্য্য) তথাপি যে পদার্থে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় সে পদার্থের সামান্যরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইষ্ট পদার্থের স্মৃতি, এবং স্মৃতির বিষয় হইতে পুরোবর্ত্তী পদার্থের দেহ জ্ঞান অভাব—এই মাত্র প্রবৃত্তির সামগ্রী বা উপাদান হয়। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে যে নিবৃত্তি, তাহাও বিমুখ প্রবৃত্তিমাত্র সুতরাং ভ্রম জ্ঞান বিনা প্রবৃত্তি সম্ভব, ইহাই অখ্যাতি বাদের অভিপ্রায়। জ্ঞানদ্বয়ের ও উভয় বিষয়ের বিবেকাভাব অখ্যাতি পদের পারিভোষিক অর্থ। এই মতও সমীচীন নহে, কারণ—

রজত ভ্রমে শুক্তিতে প্রবৃত্ত পুরুষের রজত লাভ হয় না। তখন পুরুষ কহে যে "রজতশূন্য দেশে রজত জ্ঞান হেতু আমার নিষ্ফল প্রবৃত্তি হইল।" এই রীতিতে ভ্রম জ্ঞান অনুভব সিদ্ধ। তাহার লোপ সম্ভবে না। মরুস্থলে জলের বোধ হইলে লোকে কহে "মরুভূমিতে আমার মিথ্যা জলের প্রতীতি হইয়াছিল। এই বোধ হেতু মিথ্যা জল ও তাহার প্রতীতি হয়। অখ্যাতি বাদ মতে "রজতের স্মৃতি ও শুক্তি জ্ঞানের ভেদ গ্রহণে অসমর্থ হেতু শুক্তিতে আমার প্রবৃত্তি হইয়াছিল"—এইরূপ বোধ হওয়া উচিত। এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও মরুভূমির "জলের স্মৃতি হইতে আমার প্রবৃত্তি হইয়াছিল" এরূপ বোধ হওয়া উচিত। বিষয় ও ভ্রম জ্ঞান ব্যতীত অখ্যাতি বাদে অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা আছে। তথাপি, দোষ মাহাত্ম্য হেতু নেত্র সংযোগে শুক্তির বিশেষ জ্ঞান হয় না—এই কল্পনা; সেইরূপ তত্ত্বাংশের লোপ বশতঃ

আবরণ ভঙ্গ হইয়া প্রতীতি হয়। সেস্থলে প্রকাশ (সূর্য্যাদিজ্যোতি) সহায় হয়। প্রকাশ বিনা পদার্থ প্রতীতি হয় না। যেস্থলে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সেস্থলে অন্তঃকরণ বৃত্তি নেত্রদ্বারা বহির্ম্মুখ হয় ও রজ্জুতে তাহার সংযোগ বা সম্বন্ধ ঘটে। পরন্তু তিমিরাদি দোষ * প্রতিবন্ধক হয় সুতরাং, সেই বহির্ম্মুখ বৃত্তির স্বরূপ রজ্জুর সমানাকার হয় না। সুতরাং রজ্জুর আবরণ ভঙ্গ হয় না। এই রীতিতে আবরণ ভঙ্গের নিমিত্ত বৃত্তি সংযোগ হইলেও যখন রজ্জুর আবরণ ভঙ্গ হয় না, তখন রজ্জু চৈতন্য স্থিত অবিদ্যার

স্মৃতি কল্পনা, বিষয় ভেদের অপ্রতীতি, জ্ঞান ভেদের অপ্রতীতি প্রভৃতি কল্পনা সমূহ বিরুদ্ধ। রজতের প্রতীতি কালে অভিমুখদেশে রজত প্রতীত হয়। সুতরাং অখ্যাতিবাদ ও অনুভব বিরুদ্ধ

'অনির্ব্বচনীয় খ্যাতির যুক্তি সুকঠিন। উহা সংক্ষেপে দেওয়া গেল। সংশয় ও নিশ্চয়রূপ উভয়ই ভ্রম উক্ত হইয়াছে। তৃতীয় তর্কও ভ্রমাত্মক। কারণ ব্যাপ্যের আরোপে ব্যাপকের অরোপকে ভ্রম কহে। যেরূপে "যদি বহ্নির্ণস্যাত্তদা ধূমোঽপিন স্যাৎ(বহ্নি" না থাকিলে ধুম ও নাই এরূপ জ্ঞান যেখানে সধুমবহ্নি আছে সেইখানেই আছে। ইহা তর্কমাত্রা রুদ্ধ এস্থলে বহ্নির অভাব ব্যাপ্য ও ধুমের অভাব ব্যাপক। বহ্নির অভাব আরোপে ধুম অভাবের আরোপ হয়। বহ্নি ধুম হইতে বহ্নি অভাব ও ধুম অভাব জ্ঞান হয়। সুতরাং ভ্রম হয়, বোধ হেতু ভ্রম হয়, ইহাকে আরোপ কহে।

তর্কজ্ঞানও যদিও ভ্রম নিশ্চয়ের অন্তর্ভূত, তথাপি উক্ত স্থলে ধুম বহ্নির সদ্ভাব। সুতরাং তাহাদের অভাবের বোধ হয়। বোধ হইলেও পুরুষের ইচ্ছায় বহ্নি ও ধুম অভাবের ভ্রম জ্ঞান হয়। সুতরাং আরোপ রূপ বিলক্ষণতা হওয়ায় পৃথক উক্ত হইয়াছে।

এই প্রকার প্রথা অপ্রথা ভেদে বৃত্তি জ্ঞান ত্রয়োদশ বিধ। বৃত্তিজ্ঞানের প্রসিদ্ধভেদ ত্রয়োদশ প্রকার ও অবান্তরভেদ অনন্ত হইলেও, স্বপ্ন প্রাতিভাসিক রজ্জুআদি অবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত সর্পাদির জ্ঞান মিলিয়া জ্ঞান চতুর্দ্দশ প্রকার।

* তিমির শব্দে মন্দ অন্ধকার গ্রাহ্য। অনষ্ট প্রকাশে অধিষ্ঠানের বিশেষ রূপের অজ্ঞান ও সামান্যরূপ ইদন্তা জ্ঞান সম্ভবে।

ক্ষোভ (Vibration, disturbance) হইয়া, সেই অবিদ্যা সর্পকার পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সেই ক্ষুভিত অবিদ্যাবলে সর্প সৎ হয়, এবং রজ্জু জ্ঞান হইতে তাহার বোধ হয় না। আবার বোধ হয় সুতরাং সৎ নহে। অসৎ হইলে বন্ধ্যা পুত্রের ন্যায় প্রতীতি হয় না। আবার প্রতীতি হয়, সুতরাং অসৎ ও নহে। পরন্তু সদসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় *। শুক্তি আদিতে রজতাদি এই রীতিতে অনির্ব্বচনীয় উৎপন্ন হয়। ইহাকে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি কহে।

ভ্রমস্থলে অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন অবিদ্যার পরিণাম সর্পাদি বিষয় ও তাহার জ্ঞান একই সময়ে উৎপন্ন ও নীল হয়; তাহা সাক্ষীভাস্য †।—যেরূপ সর্প রজ্জু উপহিত অবিদ্যার পরিণাম সেইরূপ তাহার জ্ঞান ও ইদমাকার বৃত্তি উপহিত অবিদ্যার পরিণাম অন্তঃকরণে নহে। কারণ রজ্জুজ্ঞান হইতে সর্প তথা সর্পজ্ঞানের ও বাধ হয়। অন্তঃকরণের পরিণাম হইলে বোধ হওয়া উচিত নহে। সুতরাং, জ্ঞান ও সর্পের ন্যায় বৃত্তি উপহিত অবিদ্যার কার্য্য সদসৎ হইতে বিলক্ষণ-অনির্ব্বচনীয়। পরন্তু রজ্জু উপহিত চৈতন্যস্থিত তমোগুণ প্রধান অবিদ্যা অংশেরই পরিণাম—সর্প। এবং সাক্ষী চৈতন্যস্থিত অবিদ্যার সত্ত্বগুণের পরিণামই বৃত্তিজ্ঞান। যে সময় রজ্জু চৈতন্য স্থিত অবিদ্যার সর্পাকার পরিণাম হয় সেই সময়েই সাক্ষী চৈতন্যস্থিত অবিদ্যার জ্ঞানকার পরিণাম হয়। যে কারণে রজ্জুচৈতন্য আশ্রিত অবিদ্যার ক্ষোভ হয় সেই কারণেই সাক্ষী চৈতন্য আশ্রিত অবিদ্যা অংশে ক্ষোভন হয়। সুতরাং, ভ্রমস্থলে সর্পাদি বিষয় ও তাহার জ্ঞান একই সময় উৎপন্ন হয় এবং রজ্জুআদি অধিষ্ঠানের জ্ঞানে একই সময় লীন হয়। এই রীতিতে সর্পাদি ভ্রমস্থলে বাহ্য অবিদ্যা অংশ সর্পাদি বিষয়ের উপাদান কারণ, এবং সাক্ষী চৈতন্য আশ্রিত অন্তর অবিদ্যা অংশ সর্পাদিজ্ঞানরূপ বৃত্তির উপাদান কারণ।

স্বপ্নাবস্থায় সেই সাক্ষী আশ্রিত অবিদ্যারই তামোগুণ অংশ বিষয়রূপ

* সৎ হইতে বিলক্ষণ কথনে বোধ যোগ্য বুঝিতে হইবে। অসৎ হইতে বিলক্ষণ কথনে স্বরূপবান বুঝিতে হইবে। বোধ যোগ্য স্বরূপবান পদার্থ অনির্ব্বচনীয়। যেমন, প্রপঞ্চ ও রজ্জু সর্পাদি।

† ভাস্য অর্থাৎ প্রকাশ্য।

স্বপ্নাবস্থায় সেই সাক্ষী আশ্রিত অবিদ্যারই তমোগুণ অংশ বিষয়রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয় ও সত্ত্বগুণ অংশ জ্ঞানরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্বপ্নে অন্তর অবিদ্যাই বিষয় ও জ্ঞান উভয়ের উপাদান কারণ। এই হেতুই বাহ্য রজ্জু সর্পাদি ও অন্তর স্বপ্ন পদার্থ সাক্ষীভাস্য কহে। ‡

রজ্জুতে সর্প ও তাহার জ্ঞান অবিদ্যার পরিণাম এবং চৈতন্যের বিবর্ত্ত।—রজ্জু আদিতে অনির্ব্বচনীয় সর্পাদি ও তাহার জ্ঞানকে ভ্রম ও অধ্যাস কহে। সেই ভ্রম অবিদ্যার পরিণাম ও চৈতন্যের বিবর্ত্ত। উপাদান কারণের সমান স্বভাব বিশিষ্ট অন্যথা স্বরূপকে পরিণাম কহে; এবং অধিষ্ঠান হইতে বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট অন্যথা স্বরূপকে বিবর্ত্ত কহে। উপাদান কারণ অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয়। সেইরূপ, রজ্জুতে সর্প ও তাহার জ্ঞানও অনির্ব্বচনীয়। সুতরাং রজ্জু সর্প ও তাহার জ্ঞান অবিদ্যার সমানস্বভাববিশিষ্ট অন্যথাস্বরূপ। অন্যথা স্বরূপ অর্থে অবিদ্যার অন্য প্রকার আকার। তাহা অবিদ্যার পরিণাম। সেইরূপ, রজ্জু অবচ্ছিন্ন অধিষ্ঠান চৈতন্য সৎরূপ। সর্প ও তাহার জ্ঞান সৎ হইতে বিলক্ষণ। সুতরাং, রজ্জুসর্প ও তাহার জ্ঞান অধিষ্ঠান চৈতন্য হইতে বিপরীত স্বভাববিশিষ্ট অন্যথাস্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্য হইতে অন্য প্রকার আকার।

রজ্জু উপহিত চৈতন্যই অধিষ্ঠান রজ্জু নহে। সর্প ও তাহার জ্ঞান রজ্জুজ্ঞান হইতে নিবৃত্ত হয়।—মিথ্যা সর্পের অধিষ্ঠান রজ্জুউপহিত চৈতন্য, রজ্জু নহে। কারণ সর্পের ন্যায় রজ্জু ও কল্পিত। কল্পিত বস্তু অন্য কল্পিতের অধিষ্ঠান হইতে পারে না। সুতরাং রজ্জু উপহিত চৈতন্যই অধিষ্ঠান, রজ্জু নহে। রজ্জু বিশিষ্টকে অধিষ্ঠান কহিলে রজ্জু ও চৈতন্য উভয়ে অধিষ্ঠান হইয়া যায়। সে স্থলে রজ্জু অংশে অধিষ্ঠানপনা বোধিত। সুতরাং, রজ্জু উপহিত চৈতন্যই অধিষ্ঠান, রজ্জু বিশিষ্ট চৈতন্য নহে। সেইরূপ সাক্ষী চৈতন্য সর্প জ্ঞানের অধিষ্ঠান। এই রীতিতে ভ্রমস্থলে বিষয় ও তাহার জ্ঞানের উপাধি ভেদে অধিষ্ঠান ভিন্ন, এক নহে। এবং রজ্জুর বিশেষ রূপ অপ্রতীতি, অবিদ্যা ক্ষোভন দ্বারা উভয়ের উৎপত্তির কারণ। সেইরূপ রজ্জুর জ্ঞান আবার উভয়ের নিবৃত্তির কারণ।

‡ অর্থাৎ, অবিদ্যার বৃত্তিদ্বারা সাক্ষী যাহাকে প্রকাশ করে।

এ সম্বন্ধে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে "রজ্জুর জ্ঞান হইতে সর্পের নিবৃত্তি সম্ভবেনা।" কারণ "মিথ্যাবস্তুর অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইতে মিথ্যার নিবৃত্তি হয়, ইহা অদ্বৈত বাদের সিদ্ধান্ত।" মিথ্যা সর্পের অধিষ্ঠান রজ্জু উপহিত চৈতন্য রজ্জু নহে। সুতরাং রজ্জুর জ্ঞান দ্বারা সর্পের নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে।

এই সংশয়ের সামাধান এই যে রজ্জুর জ্ঞানই সর্পের অধিষ্ঠানের জ্ঞান। রজ্জু আদি জড় পদার্থের জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ। আবরণ ভঙ্গই বৃত্তির প্রয়োজন। সেই আবরণ অজ্ঞানের শক্তি। সুতরাং আবরণ জড়ের আশ্রিত নহে; পরন্তু, জড়ের অধিষ্ঠান চৈতন্যের আশ্রিত। সুতরাং রজ্জু সমানাকার অন্তঃকরণ বৃত্তি হইতে রজ্জু অবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরই আবরণ ভঙ্গ হয়। বৃত্তিতে যে চিদাভাস হয়, তদ্দ্বারাই রজ্জুর প্রকাশ হয়। চৈতন্য স্বয়ং, প্রকাশ তাহাতে অভাবের উপযোগ হয় না। ইহা পশ্চাৎ প্রতিপন্ন হইবে। এই রীতিতে চিদাভাস সহিত অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ জ্ঞানের যে বৃত্তিভাস, তাহার আবরণ ভঙ্গরূপ ফল চৈতন্যে হয়। এবং চিদাভাস ভাগের প্রকাশরূপ ফল রজ্জুতে হয়। সুতরাং, কেবল জড়রজ্জুবৃত্তি জ্ঞানের বিষয় নহে; পরন্তু অধিষ্ঠান চৈতন্য সহিত রজ্জু আভাসবৃত্তির বিষয়। এই হেতু, সিদ্ধান্ত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে "অন্তঃকরণ জন্য বৃত্তিজ্ঞান ফলে ব্রহ্মকে বিষয় বা গোচর করে।" এইরূপ, রজ্জুজ্ঞান দ্বারা নিরাবরণ হইয়া সর্পের অধিষ্ঠান রজ্জুঅবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ও স্বপ্রকাশ হইতে প্রতীতি হয়। সুতরাং, রজ্জু জ্ঞানই সর্পের অধিষ্ঠান জ্ঞান। তাহাতে সর্পের নিবৃত্তি সম্ভবে।

অপর সংশয় এই যে রজ্জু জ্ঞান দ্বারা সর্প জ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভবে না। —যদিও, এই রীতিতে রজ্জু জ্ঞান হইতে সর্পের নিবৃত্তি সম্ভবে, তথাপি সর্প জ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভবে না। কারণ, সর্পের অধিষ্ঠান রজ্জু অবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং সর্প জ্ঞানের অধিষ্ঠান সাক্ষী চৈতন্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রজ্জু জ্ঞান দ্বার রজ্জু অবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরই প্রতীতি হয়, সাক্ষী চৈতন্যের নহে। সুতরাং, রজ্জু জ্ঞান হইলেও সর্প জ্ঞানের অধিষ্ঠান সাক্ষী চৈতন্য অজ্ঞাত থাকে। এবং অজ্ঞাত অধিষ্ঠানে কল্পিতের নিবৃত্তি হয় না। পরন্তু জ্ঞাত অধিষ্ঠানেই কল্পিতের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং, রজ্জু জ্ঞান হইতে ও সর্প জ্ঞানের নিষ্টসিদ্ভবে না।

ইহার সমাধান এই যে সর্পের অভাবে সর্প জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়।—জ্ঞান বিষয়ের অধীন। সর্পের নিবৃত্তি হইলে, বিষয়ের অভাবহেতু, সর্প জ্ঞানের নিবৃত্তি আপনই হইয়া যায়।

যিনি এরূপ আশঙ্কা করেন যে—"অধিষ্ঠান জ্ঞান বিনা কল্পিতের নিবৃত্তি হয় না। সর্প জ্ঞান কল্পিত, তাহার অধিষ্ঠান সাক্ষী চৈতন্য। সুতরাং, সাক্ষী চৈতন্যের জ্ঞানবিনা কল্পিত সর্প জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না।"

তাহার সমাধান এই:—নিবৃত্তি দ্বিবিধ:—(১) অতি নিবৃত্তি, ও (২) কারণে কার্য্যের লয়রূপ নিবৃত্তি। কারণ সহিত কার্য্যের নিবৃত্তিকে অতি নিবৃত্তি কহে। ফলতঃ অধিষ্ঠান আশ্রিত অজ্ঞান কল্পিত বস্তুর কারণ। সেই অধিষ্ঠান জ্ঞান হইতে অজ্ঞান সহিত কল্পিত কার্য্যের নিবৃত্তি হয়। পরন্তু অধিষ্ঠান জ্ঞান বিনা কারণে লয়রূপ নিবৃত্তি হয়। যেরূপ সুষুপ্তি ও প্রলয় কালে অধিষ্ঠান জ্ঞানবিনা অজ্ঞানে সর্ব্ব পদার্থের লয় হয়। তথায় ভোগের সম্মুখ কর্ম্মের অভাবই সর্ব্ব পদার্থের লয়ের কারণ। সেইরূপ, অধিষ্ঠান সাক্ষীর জ্ঞানবিনাই সর্প জ্ঞানের লয় হয়। তথায়, সর্প জ্ঞানের বিষয় যে সর্প তাহার অভাবই সর্প জ্ঞান লয়ের কারণ। এই প্রকারে রজ্জু জ্ঞান হইতে সর্পের নিবৃত্তি হয়, এবং সর্প জ্ঞানের বিষয় যে সর্প তাহার অভাবে সর্পজ্ঞানের লয় হয়।

রজ্জুজ্ঞান সময় সাক্ষীর প্রতীতি হয়।—অথবা, রজ্জুজ্ঞান হইতে সর্প ও সর্পজ্ঞান উভয়ের নিবৃত্তি হয়। কারণ, যে সময় রজ্জুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সে সময় অন্তঃকরণবৃত্তি নেত্র দ্বারা বহির্মুখ হইয়া রজ্জুদেশ প্রাপ্ত হয়, এবং রজ্জুর সমান বৃত্তির আকার ধারণ করে। সুতরাং, রজ্জুর প্রত্যক্ষ সময় বৃত্তি উপহিত চৈতন্য ও রজ্জু উপহিত চৈতন্য—উভয়ে এক হইয়া যায়, তাহাদের ভেদ থাকে না। ইহার কারণ এই যে,—"স্বরূপতঃ চৈতন্যের ভেদ কুত্রাপি নাই। পরন্তু উপাধি ভেদে চৈতন্যের ভেদ হয়। বৃত্তি উপহিত চৈতন্য ও রজ্জু উপহিত চৈতন্যের ভেদক উপাধি—বৃত্তি ও রজ্জু। সেই বৃত্তি ও রজ্জু ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থিত হইলে, উপাধিবান চৈতন্যের ভেদ হয়, এবং উভয় উপাধি একদেশে স্থিত হইলে উপহিত চৈতন্যের ভেদ সম্ভবে না।"

বেদান্ত পরিভাষাদি গ্রন্থে ইহা উক্ত হইয়াছে। ভিন্ন দেশস্থিত উপাধি হইতে উপহিত চৈতন্যের ভেদ হয়, এবং যখন উভয় উপাধি একদেশ স্থিত হয়, তখন উভয় উপাধি উপহিত চৈতন্য একই হয়। এই প্রকারে রজ্জুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান-কালে রজ্জু উপহিত চৈতন্য ও বৃত্তি উপহিত চৈতন্য এক হয়। সে স্থলে সাক্ষী চৈতন্যই বৃত্তি উপহিত চৈতন্য। কারণ, অন্তঃকরণ ও তদ্বৃত্তিস্থিত, এবং তাহাদের প্রকাশক, চৈতন্যমাত্রকে সাক্ষী কহে। এই রীতিতে রজ্জুজ্ঞান সময় সাক্ষী চৈতন্য রজ্জু উপহিত চৈতন্যের অভেদ হয়, এবং রজ্জুজ্ঞান হইতে অভিন্ন সাক্ষীর প্রতীতি হয়। এই প্রকারে রজ্জুজ্ঞান সময় অধিষ্ঠান সাক্ষীর প্রতীতি হেতু কল্পিত সর্পজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভবে।

সর্ব্ব ত্রিপুটী জ্ঞান হইতে সাক্ষীর জ্ঞান হয়।—কুটস্থদীপে বিদ্যারণ্য স্বামী এইরীতি বলিয়াছেন—"সাভাস অন্তঃকরণ বৃত্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্মুখ হইয়া ঘটাদি বিষয় প্রকাশ করে। ঘটাদি বিষয়, সাভাস বৃত্তিরূপ তাহার জ্ঞান ও সাভাস অন্তঃকরণ রূপ আত্মা—এই তিনটি সাক্ষী প্রকাশ করে।" "ইহা ঘট" এই রীতিতে সাভাস বৃত্তি হইতে ঘটাদির প্রকাশ হয়। "আমি ঘট জানি" এই রীতিতে "আমি" শব্দের অর্থ জ্ঞাতা, ঘট জ্ঞেয় ও তাহার জ্ঞান—এই ত্রিপুটীর প্রকাশক সাক্ষী। সাক্ষী স্বয়ং অজ্ঞাত হইলে, সাক্ষী হইতে ত্রিপুটীর জ্ঞান সম্ভাবনা। সুতরাং, সকল ত্রিপুটীর জ্ঞান হইতে সাক্ষীর জ্ঞান অনিবার্য্য। সেই সাক্ষীজ্ঞান দ্বারা সর্প জ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভবে। এই পূর্ব্বোক্ত রীতিতে, সর্প ও তাহার জ্ঞানের অধিষ্ঠান ভিন্ন কথিত হইয়াছে। ইহাই সংশয় সমাধান। এ পক্ষে সংশয় সমাধান বিষয়ে অনেক আছে।

সাক্ষীই সর্প ও তাহার জ্ঞানের অধিষ্ঠান।—এস্থলে বাহ্য রজ্জু চৈতন্য সর্প ও তাহার জ্ঞানের অধিষ্ঠান কখন সম্ভবেনা। কারণ, সকল জ্ঞানই প্রমাতা বা সাক্ষির আশ্রিত। বাহ্য রজ্জু চৈতন্যের আশ্রিত জ্ঞান সম্ভবে না। সেইরূপ, অন্তঃকরণ উপহিত চৈতন্যকে সর্প ও তাহার জ্ঞানের অধিষ্ঠান স্বীকার করিলে শরীরের অন্তর অন্তঃকরণ দেশে সর্প প্রতীতি হওয়া উচিত, ও বাহ্যরজ্জু দেশে সর্প প্রতীতি হওয়া উচিত নহে। যদি মায়াবলে অন্তর উৎপন্ন সর্প বাহ্যদেশে প্রতীত হয় বল, তবে আত্ম খ্যাতিবাদ সিদ্ধ হয়। এই রীতিতে রজ্জু উপহিত

চৈতন্য জ্ঞানের অধিষ্ঠান, ও অন্তঃকরণ উপহিত চৈতন্য সর্পের অধিষ্ঠান সম্ভবে না। সুতরাং সর্প ও তাহার জ্ঞানের অধিষ্ঠান এক সম্ভবেনা। তথাপি রজ্জু সমীপপ্রাপ্ত অন্তঃকরণের ইদমাকার বৃত্তিস্থিত চৈতন্যের আশ্রিত অবিদ্যা সর্পাকার ও জ্ঞানাকার পরিণাম প্রাপ্ত হয়। বৃত্তি উপহিত চৈতন্যস্থিত অবিদ্যার তমোগুণ অংশ সর্পের উপাদান কারণ, ও সত্ত্বগুণ অংশ সর্পজ্ঞানের উপাদান কারণ। বৃত্তি উপহিত চৈতন্য সর্প তাহার জ্ঞানের অধিষ্ঠান। বৃত্তি রজ্জুদেশে বহির্গত হয়, সুতরাং বৃত্তি উপহিত চৈতন্য ও বহির্গত হয়। সুতরাং তাহাতে সর্পের আশ্রয় সম্ভবে। অন্তঃকরণের স্বরূপই সাক্ষী চৈতন্যের স্বরূপ শরীরের অন্তরস্থিত অন্তঃকরণই বৃত্তি স্বরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, সাক্ষী বৃত্তি উপহিত চৈতন্য। সুতরাং সাক্ষীজ্ঞানের আশ্রয় সম্ভবে। রজ্জুর সাক্ষাৎকার হইলে, রজ্জু চৈতন্য ও বৃত্তি চৈতন্য উভয়ে এক হইয়া যায়। সুতরাং রজ্জুর জ্ঞান দ্বারা সর্প ও তাহার জ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভবে।

যেস্থলে এক রজ্জুত কাহারও সর্প, কাহারও দণ্ড, কাহারও মালা, কাহারও পৃথ্বীবিদার; কাহারও জলধারা প্রভৃতি ভিন্ন প্রতীতি হয়, অথবা সকলের সর্পই প্রতীতি হয়, সে স্থলে যে পুরুষের রজ্জু জ্ঞান হয় সে পুরুষের বৃত্তিচৈতন্যে কল্পিত অধ্যাসের নিবৃত্তি হয়। যাহার রজ্জুজ্ঞান হয় না, তাহার কল্পিত অধ্যাসের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং, বৃত্তি চৈতন্যেই কল্পিতের অধিষ্ঠান, রজ্জু আদি বিষয় উপহিত চৈতন্য নহে। যদি রজ্জু উপহিত চৈতন্যকে সর্প দণ্ডাদির অধিষ্ঠান বল, তবে দশজনের প্রতীত দশ পদার্থ, ফলে প্রত্যেকেরই প্রতীত হওয়া উচিত। তাহা হয় না। যাহার বৃত্তি চৈতন্যে যে পদার্থ কল্পিত তাহার তাহাই প্রতীতি হয়, অন্যের তাহা হয় না। এই রীতিতে, বৃত্তি উপহিত চৈতন্য বাহ্যসর্পাদি ও তাহার জ্ঞানের অধিষ্ঠান। অন্তঃকরণ উপহিত সাক্ষীই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও তাহার জ্ঞানের অধিষ্ঠান। এই প্রকারে সৎ অসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যার পরিণাম যে অনির্ব্বচনীয় সর্পাদি তাহারই খ্যাতি অর্থাৎ প্রতীতি ও কথনকে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি কহে।]

[প্রশ্ন=এই অপার মিথ্যা জগতের আধার ও অধিষ্ঠান কি ?]

শিষ্য কহিলেন "ভগবন্! এই অপার মিথ্যা জগতের আধার কি আমায় বলুন।" ওঁ১॥

[উত্তর—মিথ্যা জগতের আধার ও অধিষ্ঠান তুমি।]

শ্রীগুরু কহিলেন্—"তোমার নিজ রূপের অজ্ঞানবশতঃ এই মিথ্যা জগৎ প্রতীত হয়। রজ্জু ভূজঙ্গবৎ এই মিথ্যা জগতের আধার ও অধিষ্ঠান তুমি।৫২॥

[টীকা—শিষ্য! যেরূপ রজ্জুর অজ্ঞান হইতে মিথ্যা ভূজঙ্গের প্রতীতি হয়, সেইরূপ তোমার নিজস্বরূপের (ব্রহ্ম রূপের) অজ্ঞান হইতে এই মিথ্যা জগতের প্রতীতি হয়। সুতরাং, যেরূপ স্থূল দৃষ্টিতে রজ্জু মিথ্যা ভূজঙ্গের আধার ও অধিষ্ঠান, সেইরূপ এই মিথ্যা জগতের আধার ও অধিষ্ঠান তুমি। যদিও, মিথ্যা সর্পের অধিষ্ঠান প্রথমপক্ষে রজ্জু উপহিত চৈতন্য ও দ্বিতীয়পক্ষে বৃত্তি উপহিত চৈতন্য (এবং কোন পক্ষে রজ্জু নহে), তথাপি প্রথম পক্ষে চৈতন্যের অধিষ্ঠানপনার উপাধি রজ্জু। সুতরাং, স্থূল দৃষ্টিতে রজ্জু অধিষ্ঠান কহে।

আত্মার সামান্যরূপ আধার ও বিশেষরূপ অধিষ্ঠান।—এস্থলে রহস্য এই যে যেমন রজ্জুর সামান্য ও বিশেষ দ্বিবিধ স্বরূপ তেমনি আত্মার সামান্য ও বিশেষ দ্বিবিধ স্বরূপ। "ইদং" রজ্জুর সামান্যরূপ। "রজ্জু" বিশেষরূপ। "ইহা সর্প" এই রীতিতে মিথ্যা সর্প হইতে অভিন্ন হইয়া ভ্রান্তিকালে যে "ইদং" রূপ প্রতীত হয় তাহা সামান্যরূপ। এবং ভ্রান্তিকালে যে রূপ প্রতীত হয় না পরন্তু যাহার প্রতীতি হইলে ভ্রান্তি দূর হয়, তাহা রজ্জুর বিশেষরূপ। সৎরূপ আত্মার সামান্যরূপ। অসঙ্গত্ব, কূটস্থত্ব, নিত্য মুক্তত্ব আদি আত্মার বিশেষরূপ। কারণ, "স্থূল সূক্ষ্ম সংঘাত হয়"। স্থূল সূক্ষ্ম সংঘাতের ভ্রান্তিকালে ও মিথ্যা সংঘাত হইতে অভিন্ন হইয়া আত্মার সৎস্বরূপ প্রতীত হয়, এবং আত্মার অসঙ্গকূটস্থ নিত্য যুক্ত স্বরূপ প্রতীত হয় না। পরন্তু আত্মার অসঙ্গাদি স্বরূপ প্রতীত হইলে সংঘাত ভ্রান্তি দূরিত হয়। সুতরাং, সৎস্বরূপ প্রাজ্ঞার সামান্যরূপ এবং অসঙ্গত্ব, কূটস্থ, নিত্যমুক্তত্ব, ব্যাপকত্বাদি আত্মার বিশেষ রূপ সর্ব্বভ্রান্তিতে সামান্য রূপকে আধার ও বিশেষ রূপকে অধিষ্ঠান কহে। যেমন সর্পের আশ্রয় যে রজ্জু তাহার সামান্য 'ইদং' রূপ আধার ও বিশেষ রজ্জুরূপ অধিষ্ঠান সেইরূপ মিথ্যা প্রপঞ্চের আশ্রয় যে আত্মা তাহার সামান্য সৎরূপ প্রপঞ্চের

আধার, ও অসঙ্গাদি বিশেষরূপ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। এই রীতিতে সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি * আধার ও অধিষ্ঠানের ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন।]

[প্রশ্ন—জগৎ দ্রষ্টা কি আত্মা হইতে ভিন্ন?]

শিষ্য বলিলেন—ভগবন্! মিথ্যা জগতের দ্রষ্টা কাহাকে কহে? যিনি আধার ও অধিষ্ঠান তিনি দ্রষ্টা নহেন"।৫৬॥

[টীকা—যেমন সর্পের আধার ও অধিষ্ঠান রজ্জু হইতে ভিন্ন পুরুষ দ্রষ্টা সেইরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন জগতের দ্রষ্টা কিনি?]

[উত্তর—ফলে কল্পিতের অধিষ্ঠানই দ্রষ্টা।]

শ্রীগুরু কহিলেনঃ—"জগতে যে মিথ্যা বস্তু আছে তাহা অধিষ্ঠানে কল্পিত। সেই অধিষ্ঠান দ্বিবিধ জানিও। যে স্থলে অধিষ্ঠান জড়বস্তু সে স্থলে দ্রষ্টা পৃথক। যে স্থলে আধার চৈতন্য, সে স্থলে পৃথক দ্রষ্টা নাই। যেরূপ মিথ্যা স্বপ্নের অধিষ্ঠান চৈতন্য ও তিনিই দ্রষ্টা, সেইরূপ জগত সম্বন্ধে ও জানিবে। এই মিথ্যা সংসার দুঃখ ভ্রান্তিহেতু তোমাতে প্রতীতি হয়! শিষ্য তুমি তাহারই নিবৃত্তি চাহিতেছে ৫৪–৫৭॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র বি, এল্।

শ্রীরামচন্দ্র।

(আদর্শ নরপতি)

তৃতীয় অধ্যায়

(গতানুবৃত্তি)

এই সময়ে কৌশল্যা রামচন্দ্রের শুভোদ্দেশে দেব পূজায় ব্যাপৃতা ছিলেন; এমন সময়ে রামচন্দ্র তাঁহার নিকট স্বীয় বন গমন বার্ত্তা প্রকাশ করিলেন। কৌশল্যার শোকের আর ইয়ত্তা রহিলনা, রোদন করিতে দিক্‌বিদিক পূর্ণ হইতে

---

* সংক্ষেপ শারীরক গ্রন্থকর্ত্তা।

লাগিল। তাঁহার দুঃখ দর্শনে, লক্ষণের অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইল, তিনি কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"অয়ি, আর্য্যে, এই রঘুকুল ধুরন্ধর,
রাজা স্ত্রী ত্যজিয়া আজি বনের ভিতর
যাবেন যে, ইহা কিন্তু আমার বিচারে
সুসঙ্গত নহে কভু, কহি মা তোমারে।
মহারাজ বৃদ্ধ এবে হয়েছেন অতি
কাজেই তাঁহার এবে বিচলিত মতি!
কি এমন অপরাধ করিলেন রাম,
যাইবেন বনে ত্যজি এ অযোধ্যা ধাম?
বাক্যে থাক্, রামদোষ গায় মনে মনে
অদ্যাবধি দেখি নাই হেন কোন জনে।
গুরু যদি কার্য্যাকার্য্য বিচার রহিত
কিম্বা অত্যাচারী হন, অথবা গর্ব্বিত
তাঁহাকে শাসন করা তা'হলে নিশ্চয়
ধর্ম্মের সঙ্গত, তাহে নাহিক সংশয়।

লক্ষ্মণের বাক্য কৌশল্যার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল বটে, কিন্তু তাহা রামচন্দ্রের রুচিকর হইল না, তিনি জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"জননি, কেঁদনা আর, পদে ভিক্ষা চাই।
পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে শক্তি মোর নাই।
চরণে ধরিয়া বলি, করোনা বারণ,
পিতার আদেশে, মাগো যাইব কানন।
অধর্ম্ম জেনেও বনবাসী কণ্ডুমুনি
ধেনুবধ করিলেন পালি পিতৃবাণী॥
আমাদেরি বংশে পূর্ব্বে সগর রাজার
মহাবল পুত্র মাগো, ষাইট হাজার,
পিতার আদেশে তারা ভূতল খননে
হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত পাতাল ভুবনে।

জমদগ্নি মুনিপুত্র রাম মহাবীর,
কাটিলা পিতার বাক্যে জননীর শির;
অন্যান্য অনেকে আরো এঁদের মতন
নানারূপে পিতৃ আজ্ঞা করিলা পালন।
পিতৃআজ্ঞা পালা মাগো মানুষের কাজ,
তাই যত্নবান আমি হইয়াছি আজ।

মাতাকে এই কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সান্তনা করিলেন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন নশ্বর রাজ্য ভোগের জন্য পিতৃকার্য্যে অবহেলা করা পুত্রের কর্ত্তব্য নহে। তৎপরে মাতাকে অনুমতি দিবার জন্য যথেষ্ট অনুনয় করিলেন বিনীত ভাবে বুঝাইয়া দিলেন তাঁহার বনগমন নিতান্তই কর্ত্তব্য। ধীরা কৌশল্যা সকলি বুঝিলেন, শেষে বলিলেন—

হৃদয় রঞ্জন মম প্রিয়পুত্র শ্রীরামের
বনবাস ঘটিল যখন,
তখন দৈবের বল প্রবল সবার চেয়ে
ইহা না বুঝিবে কোন জন?
বাছারে! নিদাঘ কালে যেইরূপ হুতাশন
তৃণলতা দহে অনায়াসে,
সেরূপ এ শোকানল ভেদিয়া হৃদয় মম
পোড়াইছে নিশ্বাস বাতাসে;
তব অদর্শনরূপ অসহ্য প্রবল বায়ু
আরো তারে প্রদীপ্ত করিবে
দুঃখ তার কাষ্ঠভার, আহুতি অশ্রুর ধার
চিন্তাজাত বাষ্প ধূম হবে।'
এক্ষণে যথায় তুমি যাবে, বাছা, যাব আমি
বৎসানুসারিণী ধেনু সম
তোমার পশ্চাতে, রাম, ত্যজিয়া রাজার ধাম;
রাজভোগে কিবা লাভ মম?"

কিন্তু রামচন্দ্র বলিলেন, জননী ইহা আপনার কর্ত্তব্য নহে, স্ত্রীলোকের

পতিসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য। বিশেষ, রাজা এক্ষণে আমার শোকে একান্ত মুহ্যমান,এ অবস্থায় আপনার সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষা না করিলে তাঁহার অত্যহিত ঘটিবার সম্ভবনা। অতএব আপনি অযোধ্যায় থাকিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করুন! আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য অবশ্য অরণ্য আশ্রয় করি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন চতুর্দ্দশবর্ষ চতুর্দ্দশ দিনের ন্যায় অতিবাহিত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আপনার চরণ দর্শন করি। রামচন্দ্রের এতাদৃশ বচনে দেবী কৌশল্যা স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন। এবং বহু কষ্টে—আত্মসংযম করিয়া রামকে পিতৃসত্য পালনার্থ বন গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

কিন্তু এইবার কঠিনতর সমস্যার সময় শ্রীরামচন্দ্রের মানসিক বল, আপনাকে দুঃখের অতীত রাখিয়া, মাতা ও ভ্রাতার কাতরতাভেও অটল থাকিয়া, তাহাদিগকে উপদেশ দান পূর্ব্বক সুস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্ম পত্নীকে কিরূপে সান্ত্বনা করেন তাহাই দ্রষ্টব্য। সীতা, আজ পতিকে রাজ্যেশ্বর দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে ধীর ও গম্ভীর ভাবে আগমন করিতে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। তিনি ব্যগ্রভাবে স্বামীকে প্রত্যুৎগমন করিয়া সাগ্রহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হেন ভাবান্তর, তব, কিসের কারণ?
আজি শশিসহ পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ,
বৃহস্পতি করিছেন এ সুলগ্ন ভোগ,
শুনিতেছি; কহিছেন বিজ্ঞ বিপ্রগণে
আজের দিনই ভাল রাজ্যাভিষেচনে।
তবে কেন তুমি আজ এরূপ বিমনা?
কি হেতু চিন্তিত আজ তোমার বাসনা?
কেন আজ, নাথ, শতশলাকা শোভিত
শ্বেতচ্ছত্রে মুখ তব হয়নি আবৃত?
শশী আর হংস সম ধবল চামর
কেন না বীজন করে যতেক কিঙ্কর?

সূত মগধেরা আর বন্দিগণ যত
গাহিয়া মঙ্গল গীতি, আনন্দে নিয়ত
কই আজ স্তুতিবাদ করিল তোমায়?
কি হেতু নীরব তারা কেন নাহি গায়?
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পরথ, চারিটি সজ্জিত
বেগবান অশ্বে আজি হইয়া যোজিত
কেন নাহি আগে আগে আসিয়া তোমার
জয়পূর্ণ সুলক্ষণ না করে প্রচার?

জানকীর ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরাম অবিচলিত চিত্তে গম্ভীর ভাবে বলিলেন প্রিয়তমে, আমি পিতৃসত্য পালন জন্য বনে গমন করিব। মধ্যমা মাতা পিতৃদেবেকে অতর্কিত ভাবে সত্যেবদ্ধ করিয়া, এক বরে প্রিয় ভ্রাতা ভরতের অভিষেক আর এক বরে আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন। পিতাকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমি অচিরেই অরণ্যাশ্রয় করিব। এক্ষণে তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া পিতা ও জননীগণের শুশ্রূষা কর। ভরতকে রূঢ়বাক্যে কষ্ট প্রদান করিও না। সাবধানে অযোধ্যায় অবস্থান পূর্ব্বক আমার কর্ত্তব্য পালন কর।' সীতা সহাস্যবাক্যে উত্তর করিলেন "প্রাণেশ্বর, তুমি আমায় রাখিয়া অরণ্যে গমন করিলে পূর্ণরূপে সত্যপালন হইবে কিরূপে? অর্দ্ধাঙ্গ রাজ্য ভোগের জন্য রাখিয়া অর্দ্ধাঙ্গ দ্বারা পূর্ণরূপে বন বাস ব্রত পালিত হইতে পারে না, অতএব আমারও তোমার সঙ্গে গমন করা বিধেয়। আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারিব না।" রামচন্দ্র, তাঁহাকে বনবাসের ক্লেশ বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন; কিন্তু জানকীর মন কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি বলিলেন; প্রাণেশ্বর, তুমি যেখানে, আমার সেই খানেই স্বর্গ—

"পিছনে পিছনে তব যাইব যখন,
বিহার শয্যার মত পথেতে তখন
আরাম পাইব আমি;—কি সন্দেহ তায়?
কোন (ও) রূপ ক্লেশে ক্লেশ দিবে না আমায়।

কুশ, কাশ, শর, আর ঈষীকা প্রভৃতি
যে সব কণ্টক তৃণ আছে হেথা উঠি,
আমি তাহা তৃণ আর মৃগচর্ম্ম মত
সুখস্পর্শ দ্রব্য বলি ভাবিব নিয়ত।
প্রবল পবন বেগে যে ধূলিরাশি
আচ্ছন্ন করিবে মোরে উড়ি উড়ি আসি
সুন্দর চন্দন সম, আমি তাহা জ্ঞান
করিব সতত, নাথ, নাহি তাহে আন।
তব সহ বাস মম স্বর্গবাস সম,
তোমার বিচ্ছেদ মোর নরক বিষম।
প্রাণনাথ! বনে তুমি করিলে গমন,
সুকঠিন হবে মোর জীবন ধারণ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা থাক দূরে
মূহুর্ত্তেকে তব শোকে মরিব অচিরে।”

এইকথা বলিতে বলিতে সীতা কাতরা হইয়া রামচন্দ্রের বক্ষোপরি পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র তাঁহার কণ্ঠে বাহুবেষ্টন পূর্ব্বক বলিলেন “প্রিয়তমে, তোমার মনে কষ্ট দিয়া আমি অমরত্বের সুখও আকাঙ্ক্ষা করি না। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিযেমন দ্বন্দ্বাতীত হইয়াও দয়াকে পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ আমিও তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারিব না। চল [illegible] ঐহার [illegible]রিয়া মৃগরাজ সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যবাসে প্রস্থান করি।” [illegible]পরে [illegible]লেন “প্রিয়তমে, দুর্গম অরণ্যে গমন সময়ে গুরু জনের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত অন্য ধনের প্রয়োজন নাই, অতএব তোমার ধন রত্নাদি ও অতিরিক্ত বসন ভূষণ, যাহা কিছু আছে, সমুদায় উপযুক্ত পাত্রে দান করিয়া আমার অনুগমন জন্য প্রস্তুত হও।” তচ্ছ্রবণে সীতা প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সহাস্য বদনে তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি বিতরণ পূর্ব্বক বন গমন জন্য প্রস্তুত হইলেন। পতিব্রতা নারীর পক্ষে পতিই সার রত্ন, যখন সে ধনে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে গৃহে থাকিতে হইবে না জানিতে পারিলেন, তখন সীতার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

যখন লক্ষ্মণবুঝিলেন যে রামচন্দ্রকে বনগমন সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আর উপায়ান্তর নাই, তখন তিনি তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া, অনুগমনানুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, যখন তাঁহার পূজনীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা সস্ত্রীক বন গমন করিতেছেন, তখন তাঁহাদের, পরিচার্য্যার্থে, তাঁহাদের জন্য ফল মূল ও জল সংগ্রহার্থ, এবং দিবানিশি তাঁহাদের প্রহরী স্বরূপ থাকিবার জন্য তিনি অবশ্যই অনুগামী হইবেন। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের নির্ব্বন্ধাতিশয্য উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা স্ব স্ব পরিজন বর্গের সুব্যবস্থা করিয়া, অস্ত্র শস্ত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক, অপর ধন রত্নাদি বিতরণ করিলেন, এবং বন গমনের পূর্ব্বে রাজা দশরথের নিকট বিদায় গ্রহণ জন্য গমন করিলেন।

রামচন্দ্রের বনগমন বার্ত্তা প্রচার হইবা মাত্রই, নগরের আনন্দোৎসব বন্ধ হইয়াছিল। এখন আর রাজপথের সে শোভা সৌন্দর্য্য নাই, প্রজাগণ পথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীরবে রোদন করিতেছে। নগর যেন মৃত্যুর ছায়ায় আবৃত; তাঁহারা তিন জনে, সেইপথ দিয়া পিতার প্রসাদাভিমুখে গমন করিলেন। অযোধ্যার অগাধ জন প্রবাহে কেবল তিনটি মুখে বিষাদের ছায়া লক্ষিত হইতে ছিল না। রামচন্দ্র সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত, সুতরাং রাজ্যলাভ সম্বাদেও তাঁহার প্রফুল্লতা হয় নাই, বন গমন সময়েও, বিষাদের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইতে ছিল না। তিনি জানিতেন সুখ দুঃখ দুই নয়, একই। একজন যে কদন্ন ভোজনে কষ্টানুভব করে, আর এক তাহা পাইলেই আপনাকে তৃপ্ত বোধকরে, সুতরাং সুখ ও দুঃখ দুইটি কেবল মনুষ্যের মনে। আর জানকী ও লক্ষ্মণ তাঁহারা উভয়েই রামগত প্রাণ,—শ্রীরামচন্দ্র ব্যতীত তাঁহাদের চিন্তনীয় কিছুই নাই রামচন্দ্রের সুখেই তাহাদের সুখ—রামচন্দ্রের অস্তিত্বে তাহাদের অস্তিত্ব।—সীতা আদর্শ পত্নী—লক্ষ্মণ—আদর্শ ভ্রাতা। এরূপ ভ্রাতা পত্নী যার সে ব্যক্তি ঘোর সংসারী হইলেও অশেষ দুঃখের মধ্যে নিরন্তর শান্তির ছায়া দেখিতে পায়।

তাঁহারা তিনজনে, শোকাকুলিতচিত্ত রাজা দশরথের সম্মুখে উপনীত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র, পিতার নিকট ভরতের অভিষেক ও সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত নিজ বন গমনানুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন পিতঃ! সন্তুষ্ট

চিত্তে আমাদিগকে বনগমনের অনুমতি করুন। আমি আপনার আদেশ পালন করিবার জন্য প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট চিত্তে বনগমন করিব। অযোধ্যায় অবস্থান কালে আপনার আদেশ চিরদিন অবিচালিত ভাবে পালন করিয়াছি, বনে ও তাহার ব্যতিক্রম হইবেক না। পিতঃ! শোকের কোন কারণ নাই সুতরাং আপনি আমাদের জন্য শোকার্ত্ত হইবেন না। রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণে দশরথ সৈন্য-গণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন এবং রামচন্দ্রের সঙ্গে তাহাদিগকে সমুদয় রাজ ভোগ লইয়া গমন করিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন; তিনি প্রিয় ভ্রাতা ভরতের রাজ্য সম্পত্তি হইতে কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি রাজোচিত বেশের পরিবর্ত্তে বল্কল বাস ধারণ করিলেন। যখন সুকুমার উন্নত দেহ যুবামূর্ত্তিদ্বয় তাপসবেশে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন সে বেশ দেখিয়া দশরথের হৃদয় বিদীর্ণ হইল কেবল কৈকেয়ী আহ্লাদে উৎফুল্লিত হইলেন। সীতার বল্কল বসন দশরথের নিতান্ত অসহ্য হইলতিনি বলিলেন রাজলক্ষ্মী জনকনন্দিনী পতির অনুগামিনী হইলেন, সুতরাং তাহার তপস্বিনীর বেশধারণ প্রয়োজনীয়। তিনি কৌসেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া, গমন করিবেন।

রামচন্দ্র পিতৃ চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক স্বীয় জননীকে সদয় ভাবে রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে অনুরোধ করিয়া, সীতা ও লক্ষণের সহিত রথারোহণে প্রস্থান করিলেন। প্রাসাদের বহির্ভাগে, ক্রোন্দনের রোলে গগণমণ্ডল পূর্ণ হইতেছিল, নগরের আবাল বৃদ্ধ নর নারীগণ রোদন করিতে করিতে রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিল। রাজা ও রাণীগণ রোদন করিতে করিতে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র, সারথিকে বেগে রথ চালনা করিতে বলিলেন। রথের অযোধ্যা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যায় অন্ধকারে পুরী আবৃত হইল। যেন অযোধ্যা, রামবিরহে অবনত বদনে মুখাবচিত করিয়া রোদন পরায়ণ হইলেন।

রথচক্রধূলি অদৃশ্য হইলে, রাজা ভূতলে পতিত হইলেন, পতিপ্রাণা কৌশল্যা তাঁহাকে ধারণ করিয়া জনহীন ভবনে, ধীরে ধীরে আনয়ন করিলেন কৈকেয়ীর গৃহে গমন করিতে তাহার আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি রাম জননীর গৃহে গমন পূর্ব্বক কৌশল্যার সহিত নীরবে রোদন করিয়া সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সৌভ্রাত্র।

সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্র অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে ছিলেন, কিন্তু এখনও অযোধ্যাবাসী নরনারীগণ তাঁহার অনুগমনে ক্ষান্ত হয় নাই। তাহাদের অনুরাগ দর্শনে এবং তাহাদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ ব্রাহ্মন দর্শনে রামচন্দ্র রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক পদব্রজে গমন করিতেছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। এই সময়ে তমসা তীরে উপনীত হইলেন। রামচন্দ্র সেই স্থানে রাত্রি যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পত্র শয্যা প্রস্তুত হইল, রাম জানকী তথায় শয়ন করিলেন, লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথনেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

যখন রামচন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি দেখিলেন পুরাবাসীগণ অকাতরে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি সুমন্ত্রকে রথ সজ্জিত করিতে বলিলেন এবং নীরবে নদী পার হইয়া প্রস্থান করিলেন। এবং সুমন্ত্রকে; প্রকৃতি বর্গের ভ্রমোৎপাদন জন্য বিপরীত দিকে রথ চক্র চিহ্ন রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

যখন পুরাবাসীগণ জাগরিত হইলেন তাঁহারা দেখিলেন রাম নাই। রথচিহ্ন অবলম্বনে কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক দেখিলেন রথচিহ্নও আর নাই, তখন সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুনরায় অযোধ্যাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। যখন তাঁহারা অযোধ্যায় পুনরাগত হইলেন, তখন দেখিলেন অযোধ্যায় শোকেমগ্ন নারীগণ প্রথম জাত সন্তান বিয়োগে যেরূপ কাতর ভাবে রোদন করে, সেই রূপে রোদন করিতেছেন। নৃত্য গীত আর কিছুই নাই, কলরব শূন্য রাজপথ যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রামচন্দ্র বিরহে তাঁহার প্রিয় প্রকৃতিবর্গের সংসার শূন্য বোধ হইতেছিল।

যেখানে রামচন্দ্র, আনন্দ ও সেইখানে। রামচন্দ্রের পার্শ্বে সীতা সদা প্রফুল্লিতা। লক্ষণ সন্তুষ্ট চিত্তে প্রতিহারীবৎ তাঁহাদিগের রক্ষায় নিযুক্ত। রামচন্দ্র শান্তির প্রতিমূর্ত্তি। তিনি পিতৃ সত্য পালনে তন্মনস্ক। তাঁহারা সমস্ত দিবা

রাত্রি দক্ষিনাভিমুখে গমন পুর্ব্বক কোশল রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা গঙ্গাতীরবর্ত্তী শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে গঙ্গাতীরে তাঁহারা রাত্রি যাপনে মনস্থ করিয়াছিলেন। নিষাদ রাজ গুহ, তাঁহাদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ পুর্ব্বক নানাবিধ সুখাদ্য আনয়ন করতঃ রামচন্দ্রের পদ সমীপে রক্ষা করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন "সখে তোমার দত্ত আহার্য্য দর্শনে আমি বড় প্রীত হইয়াছি। কিন্তু আমি এক্ষণে তাপস, আমার ঐ সমুদয় উপভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব সখে অশ্বগুলির আহার্য্য মাত্র আমি গ্রহণ করিব, আমার আহর্য্য বন্য ফলমূল তাহা লক্ষ্মণই সংগ্রহ করিয়া আনিবে। পরদিন প্রাতে রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে বিদায় করিলেন। গুহ রামচন্দ্রের জন্য নৌকা সজ্জিত করিলেন। তাহাতে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পরদিন রজনীতে রামচন্দ্র গঙ্গার অপর পারে, লোকালয় হইতে বহু দুরে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে তাঁহারা প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা, করিলেন সেই আশ্রমে তাঁহারা, সচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন, তাঁহারা চিত্রকুটে উপনীত হইলেন। চিত্রকুটে মহর্ষি বাল্মিকীর আশ্রম; সেই আশ্রম সন্নিহিত প্রদেশে লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। নিয়মিত পুজা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কুটীরে প্রবেশ পুর্ব্বক সচ্ছন্দে বাস কবিতে লাগিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র ভগ্নহৃদয়ে অযোধ্যায় গমন পুর্ব্বক রাজ সমীপে উপনীত হইলেন। রাজা শোকে মুহ্যমান, বাক্‌নিস্পত্তিরও ক্ষমতা নাই। তিনি সুমন্ত্রকে দর্শন করিয়া অতি কষ্টে স্বীয় পুত্রদ্বয় ও সীতার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুমন্ত্র রাজপুত্রদ্বয়ের সংবাদ জ্ঞাপন পুর্ব্বক জানকীর কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, সীতাদেবী বনবাসেও ফুল্লমুখী বালিকার ন্যায়, বন্য কুসুম লইয়া নিরন্তর ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—কোনও চিন্তাই নাই—অসংখ্য শ্বাপদ দৃষ্টেও তিনি ভীতা নহেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় বনবাসেও দুঃখিত নহেন, সন্তোষ তাঁহাদের হৃদয়ে চিরবিরাজিত, রামচন্দ্র বলিয়াছেন যেন পিতা আমাদিগের জন্য কুষ্ট না করেন এবং শীঘ্র ভরতকে আনাইয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কৌশল্যা তাঁহার পুত্রের বনগমন কাহিনী শ্রবণ করিতে পারিলেন না, তিনি উচ্চৈস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; রাজা দশরথও স্বীয় অন্যায় কার্য্য স্মরণ পুর্ব্বক নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নম্রতা ও সহিষ্ণুতাই দুঃখোপশমণের এক মাত্র উপায়। যদি আমারা কেহ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হইয়া অনুযোগ করিলে, নিজের ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক, নম্রতা প্রকাশ করি তাহা হইলে, আর বিবাদ ঘটে না।

পরদিন রাজা কৌশল্যাকে তাঁহার যৌবন সময়ের একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন। যে অপরাধের ফলে আজ তাঁহাকে রামবিরহ সহ্য করিতে হইতেছে তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, শরক্ষেপ বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি শব্দ শ্রবণ পুর্ব্বক শরত্যাগ করিয়া শব্দকারীকে বিদ্ধ করিতে পারিতেন। একদিন, একজন ঋষি কুমার কুম্ভে নদীজল পুর্ণ করিতে ছিলেন সেই শব্দে করি বোধে তিনি সেই ঋষিকুমারকে বিদ্ধ করেন। অবশেষে সেই বালকের পরিচয় পাইয়া তাঁহার মৃতদেহ, তাঁহার অন্ধ পিতামাতার নিকটে লইয়া গেলেন। এবং তাঁহাদের পুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। শোকাতুর বৃদ্ধ পিতা, পুত্রের হত্যাকারীকে বলিয়াদিলেন "আমি আজ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতেছি, তুমিও সেইরূপ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবে এই কথা বলিয়া তিনি পত্নীসঙ্গে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্রে মুনি ঋষি গণের শাপদান কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য এখানে শাপদানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে কখনও কখনও ক্রোধবশে শাপ প্রদত্ত হইয়া থাকে, সেরূপ স্থলে, শাপ দাতা অপরাধী হইয়া থাকেন, ও আপনার জন্য কুশল দায়ক কর্ম্মের সৃষ্টি করেন মাত্র। কিন্তু যথা-ভবিষ্যৎদর্শীর তত্ত্বতঃ বিচার পুর্ব্বক ক্রোধশূন্য অবস্থায় প্রদত্ত শাপ বাক্য, অপরাধীর কৃত কর্ম্মের ভবিষ্যংফলের ঘোষণা মাত্র। যদি আমরা কাহাকেও অযথা কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ কষ্ট ভবিষ্যতে আমাদের শিরে পতিত হইবেক সন্দেহ নাই। একটী [illegible] নজর

প্রসারিত করিতে পারা যায় বটে কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রত্যেক কর্ম্মই কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কার্য্য যতদূর প্রবাহিত হউক না, সমাপ্ত হইলে উহার ফল কর্ত্তাতেই লগ্ন থাকে।

যদি অকার্য্য করা যায়, তবে উহার ফলও কর্ত্তাকেই ভোগে করিতে হইবেক, তাহাতে সন্দেহ কি? যেমন দেওয়ালের গায়ে প্রবল বেগে, বল (Ball) নিক্ষেপ করিলে উহা প্রতিহত হইয়া ক্ষেপন কর্ত্তার দিকেই প্রত্যাগত হয় সেই রূপ কৃতকর্ম্মের ফল কর্ত্তাতেই আশ্রয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোনও নিরপরাধের প্রাণনাশ করিয়া তাহার পিতার হৃদয় ভগ্ন করে, তাহাকে, যে নিজ পুত্রের শোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দশরথের কার্য্যটি কেবল অসাবধানতার ফল, সুতরাং তাহার ফলও অসাবধানতাজনিত বই পাপ প্রসূত নহে। এজন্য রাজাকে অধিক কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। এই গল্পটি বলিতে বলিতেই, তাঁহার হৃদয় বিলাপাকুলিত হইল এবং ক্লান্ত হইয়া চির বিশ্রাম লাভ করিল।

এই শোক ও দুঃখ পূর্ণ বিবরণে, ছাত্র জীবনে শিক্ষা করিবার একটি বিষয় দৃষ্ট হইতেছে। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে এইরূপ বোধ হয়, যে শ্রীরামচন্দ্রের এই নির্ব্বাসন অন্যায়, এ বিষয়ে রামচন্দ্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; কিন্তু রামচন্দ্র এইরূপ বাহ্য দৃশ্যে ভুলিবার লোক ছিলেন না। যদি তিনি সেরূপ হইতেন, তাহা হইলে কখনই পিতৃসত্য পালন জন্য বনগমনে সম্মত হইতে পারিতেন না এই ঘটনায় তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও শোক বা ক্রোধের উৎপত্তি হয় নাই। বাক্যে ও কার্য্যে সর্ব্বক্ষণই এই প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে কেহই তাঁহাদের কোনও অনিষ্ট করে নাই। সকলই জগৎ প্রয়োজনে (Good law) সংঘটিত হইয়াছে। অতীত কার্য্য বা অকার্য্যের ফলেই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে এবং সকল ঘটনাই আবার ভবিষ্যৎ কোনও না কোন ঘটনার কারণ। এইরূপ কার্য্য কারণ পরম্পরা চক্রেই এই জগতে চালিত হইতেছে।

পূর্ব্বজন্মে, যেরূপ ফলোপযোগী কর্ম্ম করা হয়, তদনুরূপ ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদতিরিক্ত অন্যবিধ ফলদানে কেহই সমর্থ নহেন। অতএব কষ্টে বা সুখে, ব্যথিত বা উৎফুল্ল হইবার কোনও হেতু দেখা যায় না। কেহই কাহার

কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। কেবল কর্ম্মচক্রে চালিত হইয়া বাহ্য দৃষ্টিতে উপলক্ষ হইতে হয় মাত্র। মনুষ্য, কর্ম্ম চক্রের নিকট যেরূপ প্রাপ্য সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যময় জীবনচরিত আলোচনা করিয়া এইরূপ বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তাঁহার পবিত্র চরিত্র তৎকালে যেরূপ আদর্শ চরিত্র ছিল, আজিও তাহাই রহিয়াছে। ঋণ, তাহা, সাধু অমর্ণের ন্যায় পরিশোধ করা উচিত। তাহাতে, বিরক্তি বা ক্রোধ বা শোক করিয়া আবার একটা কর্ম্মের সৃষ্টি পূর্ব্বক ঋণভার বর্দ্ধিত করা কর্ত্তব্য নহে।

রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে পুরী ক্রন্দন রোলে পরিপূরিত হইল। সভাসদ্‌গণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কারণ রাজ্য অরাজক অবস্থায় থাকিলে নানারূপ বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। যেমন, জলহীনা নদী, তৃণসম্পহীন অরণ্য, পালক হীন পশুদল, শোভাহীন হয়, সেইরূপ রাজাহীন রাজ্য ও শোভা শূন্য হইয়া শেষে নষ্ট হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ বলিলেন শত্রুগণের সহিত রাজা দশরথ, ভরতকে রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন। ভরত এক্ষণে মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাকে অযোধ্যায় আনয়ন করিবার জন্য দ্রুতগামী দূতগণকে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু দূতগণ যেন বিশেষ প্রয়োজন জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া আসে, পিতার মৃত্যু বা, অগ্রজের বনগমন বার্ত্তা প্রকাশ না করে।

এদিকে, ভরত মাতুলালয়ে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া অযোধ্যায় যে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেন তাঁহার পিতা কর্দ্দমহ্রদে পতিত হইয়াছেন। এবং পরক্ষণে রাসভযুক্তস্যন্দনে আরোহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। এই স্বপ্ন দৃষ্টে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে হয় তাহার পিতা না হয় তাহার ভ্রাতৃগণের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত। তিনি তাঁহার বয়স্য গণকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতেছেন এমন সময়ে দূতগণ উপনীত হইল। তাহারা তাঁহাকে সত্বরে অযোধ্যায় গমন জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিল। তাহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, ভরত অধিকতর ব্যগ্র হইয়া মাতুল ও পরিজন বর্গের নিকট সত্বর বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভরতের মাতুলালয় হইতে অযোধ্যা সাত দিনের পথ

প্রসারিত করিতে পারা যায় বটে কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রত্যেক কর্ম্মই কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কার্য্য যতদূর প্রবাহিত হউক না, সমাপ্ত হইলে উহার ফল কর্ত্তাতেই লগ্ন থাকে।

যদি অকার্য্য করা যায়, তবে উহার ফলও কর্ত্তাকেই ভোগে করিতে হইবেক, তাহাতে সন্দেহ কি ? যেমন দেওয়ালের গায়ে প্রবল বেগে, বল (Ball) নিক্ষেপ করিলে উহা প্রতিহত হইয়া ক্ষেপন কর্ত্তার দিকেই প্রত্যাগত হয় সেই রূপ কৃতকর্ম্মের ফল কর্ত্তাতেই আশ্রয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোনও নিরপরাধের প্রাণনাশ করিয়া তাহার পিতার হৃদয় ভগ্ন করে, তাহাকে, যে নিজ পুত্রের শোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু দশরথের কার্য্যটি কেবল অসাবধানতার ফল, সুতরাং তাহার ফলও অসাবধানতাজনিত বই পাপ প্রসূত নহে। এজন্য রাজাকে অধিক কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। এই গল্পটি বলিতে বলিতেই, তাঁহার হৃদয় বিলাপাকুলিত হইল এবং ক্লান্ত হইয়া চির বিশ্রাম লাভ করিল।

এই শোক ও দুঃখ পূর্ণ বিবরণে, ছাত্র জীবনে শিক্ষা করিবার একটি বিষয় দৃষ্ট হইতেছে। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে এইরূপ বোধ হয়, যে শ্রীরামচন্দ্রের এই নির্ব্বাসন অন্যায়, এ বিষয়ে রামচন্দ্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; কিন্তু রামচন্দ্র এইরূপ বাহ্য দৃশ্যে ভুলিবার লোক ছিলেন না। যদি তিনি সেরূপ হইতেন, তাহা হইলে কখনই পিতৃসত্য পালন জন্য বনগমনে সম্মত হইতে পারিতেন না এই ঘটনায় তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও শোক বা ক্রোধের উৎপত্তি হয় নাই। বাক্যে ও কার্য্যে সর্ব্বক্ষণই এই প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে কেহই তাঁহাদের কোনও অনিষ্ট করে নাই। সকলই জগৎ প্রয়োজনে (Good law) সংঘটিত হইয়াছে। অতীত কার্য্য বা অকার্য্যের ফলেই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে এবং সকল ঘটনাই আবার ভবিষ্যৎ কোনও না কোন ঘটনার কারণ। এইরূপ কার্য্য কারণ পরম্পরা চক্রেই এই জগতে চালিত হইতেছে।

পূর্ব্বজন্মে, যেরূপ ফলোপযোগী কর্ম্ম করা হয়, তদনুরূপ ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। [illegible] অনাবিল [illegible] কেহই সমর্থ নহেন। অতএব কষ্টে বা সুখে [illegible] উৎফুল্ল হইবার কোনও হেতু দেখা যায় না। কেহই কাহার

কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। কেবল কর্ম্মচক্রে চালিত হইয়া বাহ্য দৃষ্টিতে উপলক্ষ হইতে হয় মাত্র। মনুষ্য, কর্ম্ম চক্রের নিকট যেরূপ প্রাপ্য সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যময় জীবনচরিত আলোচনা করিয়া এইরূপ বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তাঁহার পবিত্র চরিত্র তৎকালে যেরূপ আদর্শ চরিত্র [illegible] তাহা, সাধু অমর্ষের ন্যায় [illegible] বা শোক করিয়া আবার একটা কর্ম্মের সৃষ্টি [illegible] নহে।

রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে পুরী ক্রন্দন রোলে পরিপূরিত হইল। সভাসদ-গণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কারণ রাজ্য অরাজক অবস্থায় থাকিলে নানারূপ বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। যেমন, জলহীনা নদী, তৃণসম্পহীন অরণ্য, পালক হীন পশুদল, শোভাহীন হয়, সেইরূপ রাজাহীন রাজ্য ও শোভা শূন্য হইয়া শেষে নষ্ট হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ বলিলেন শত্রুগণের সহিত রাজা দশরথ, ভরতকে রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন। ভরত এক্ষণে মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাকে অযোধ্যায় আনয়ন করিবার জন্য দ্রুতগামী দূতগণকে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু দূত-গণ যেন বিশেষ প্রয়োজন জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া আসে, পিতার মৃত্যু বা, অগ্রজের বনগমন বার্ত্তা প্রকাশ না করে।

এদিকে, ভরত মাতুলালয়ে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া অযোধ্যায় যে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেন তাঁহার পিতা কর্দ্দমহ্রদে পতিত হইয়াছেন। এবং পরক্ষণে রাসভযুক্তস্যন্দনে আরোহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। এই স্বপ্ন দৃষ্টে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে হয় তাহার পিতা না হয় তাহার ভ্রাতৃগণের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত। তিনি তাহার বয়স্য গণকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতেছেন এমন সময়ে দূতগণ উপনীত হইল। তাহারা তাঁহাকে সত্বরে অযোধ্যায় গমন জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিল। তাহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, ভরত অধিকতর ব্যগ্র হইয়া মাতুল ও পরিজন বর্গের নিকট সত্বর বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভরতের মাতুলালয় হইতে অযোধ্যা সাত দিনের পথ

সমস্ত পথই—ভরত চিন্তাভারে ভারাধিত ছিলেন। পুর প্রবেশ সময়ে তাঁহার মন একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন পুরী নিস্তব্ধ! রাজ পথগুলি, জনশূন্য প্রকৃতিবর্গ বিষাদাচ্ছন্ন। প্রাসাদে উপনীত হইয়া তিনি জননীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন তাঁহার জননী একাকিনী উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জননি, পিতা কোথায়? তাঁহাকে, এই গৃহে দেখিতেছি না কেন? কৈকেয়ী বলিলেন "তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।" ভরত বনে ভরত বাতাহত কদলীতরুবৎ ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার মন প্রবোধ মানিল না, তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুজল পাত করিতে লাগিলেন; তিনি রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আর্য্য রামচন্দ্র এবং অন্যান্য পরিজনগণ যাহারা তাঁহার মৃত্যুকালে নিকটে ছিল তাঁহারাই সুখী। কিন্তু আর্য্য রামচন্দ্র এখন কি করিতেছেন। তিনি এখন আমার পিতৃ স্থানীয় তিনিই ভ্রাতা, বন্ধু ও আশ্রয়। আমি তাঁহার চিরানুগত ভৃত্য। এই শোকের সময় আমার তাঁহারই পদপার্শ্বে উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে পিতা কি আদেশ করিয়াছেন তাহাও অবগত হওয়া আমার একান্ত প্রার্থনীয়।" কৈকেয়ী বলিলেন, "রামচন্দ্র, অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন এক্ষণে ভরতই অযোধ্যার রাজ্যেশ্বর।" ভরত জননীর বাক্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "অগ্রজ এমন কি অপরাধ করিয়া ছিলেন, যে তাঁহাকে অরণ্য আশ্রয় করিতে হইয়াছে?" কৈকেয়ী বলিলেন "কোনও অপরাধে নয়। তিনি পিতৃসত্য পালন জন্য বন গমন করিয়াছেন। তোমার পিতা আমায় দুইটি বরদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তাহারই একবরে তোমার রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ অরণ্যবাস প্রার্থনা করিয়া লইয়াছি। এক্ষণে সুপুত্রের ন্যায় তোমার পিতার ঔর্দ্ধদৈহেক কার্য্য সম্পন্ন কর। এই রাজ্য ভার গ্রহণ কর।"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় উত্থিত হইয়া জননীকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন—

"হা আমি পরম পূজ্য ধার্ম্মিক পিতারে
আর মম পিতৃতুল্য অগ্রজ ভ্রাতারে

হারাইনু!—এবে হায় এ হতভাগার
নরক সদৃশ রাজ্যে কি হইবে আর?
পাপীয়সি, তুই মোর পিতারে বধিলি,
ভ্রাতারে তাপসবেশে বনবাসে দিলি?
দুঃখের উপরে দুঃখ! ক্ষতের উপর
প্রদান করিলি ক্ষার করিতে কাতর?
আমাদের কুলক্ষয় করিবার তরে
জন্ম তোর হইয়াছে পৃথিবী ভিতরে।
অতঃপর প্রবেশিয়া অগ্নির ভিতর
কিম্বা সে দণ্ডক বনে প্রবেশিয়া পর
অথবা সুদৃঢ় রজ্জু গলায় বাঁধিয়া
যারে ও গরল মুখি, অচিরে মরিয়া।
এক্ষণে পিতার আমি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার
অনুষ্ঠান করি পুনঃ অযোধ্যামাঝার
সে অগ্রজ আর্য্য রামে অরণ্য হইতে
কি ক'রে আনিব সিংহাসনে বসাইতে।
রামচন্দ্র এলে পরে অযোধ্যা মাঝার
কৃতকার্য্য হব; যাবে কলঙ্ক আমার

এই বলিয়া ভরত উন্মত্তবৎ, আরক্ত নয়নে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত ভূষণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

দুটী ভাই

(সত্য ঘটনা, কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ প্রকৃত নাম ধাম গোপন রহিল)

জ্যৈষ্ঠ মাস, সন্ধ্যা কাল। এক খানি গাড়ী অতি দ্রুতবেগে, একটী ত্রিতল অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাটী খানি অতি বৃহৎ এবং কারুকার্য্যে মণ্ডিত। চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নানাজাতীয় বৃক্ষ ফল-

ভরে অবনত মস্তকে অবস্থান করিতেছে। সম্মুখে একটী পুষ্পোদ্যান; নানা বিধ সুগন্ধ বিশিষ্ট পুষ্প বিকসিত হইয়া উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। অলিকুল ফুলরেণু মাখিয়া গুণ গুণ রবে মকরন্দ পান করিতেছে। সমীরণ মৃদু মন্দ হিল্লোলে তাহাদের সৌরভ অপহরণ করিয়া দূরে পলায়ন করিতেছে। বিহঙ্গম কুল জঠর জ্বালায় দিবসে প্রখর তপন তাপে তাপিত হইয়া সন্ধ্যা সমাগমে ঊর্দ্ধমুখে পরম পিতার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে স্ব স্ব কুলায়ে ফিরিতেছে। একটি গাভী এতক্ষণ আম্রতলে শয়ন করিয়া সন্তানকে পরিষ্কার করিবার মানসে লেহন করিতে করিতে বাৎসল্য ভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল; এক্ষণে উঠিয়া বাটীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ জলাশয় হইতে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভিতর হইতে একজন অতি ব্যস্ততা সহকারে বহির্বাটীতে আগমন পূর্ব্বক বহু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যেন মনমত বস্তু দেখিতে পাইলেন, এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া তৎপ্রতীক্ষায় তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার বয়স অনুমান ৪৫ বৎসর হইবে, যৌবনের সৌন্দর্য্য এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার শান্ত পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে হৃদয় ভক্তি-রসে আপ্লুত হয়। তিনি পদ চালনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রমোদ, তোর জন্য আমি ধনে প্রাণে মজিলাম; সকলে আহার—নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তোর শুশ্রূষায় ব্যস্ত। হিঁদুর ঘরে গাভী দেবতা; তাহাকে এক গাছ তৃণ দিবার কাহারও অবকাশ নাই। আহা! তোর এত সাধের ফুল গাছ গুলি জল বিহনে শুষ্ক প্রায় হইতেছে; কি কুলগ্নে ঘোড়ায় চড়িয়াছিলি!" অনন্তর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্বশালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এবার গাড়ী ঘোড়া সমস্ত বিক্রয় করিব, কিছুই রাখিব না; অথবা উহাদেরই বা দোষ কি? "কর্ম্মফল অখণ্ডনীয়" বলিতে বলিতে গাড়ী খানি বহির্দ্বারে আসিয়া থামিল।

গাড়ির ভিতর হইতে বিলাতী পরিচ্ছদ ধারী—একটী যুবক বাহির হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি দেশীয় রীতানুসারে আশীষ করিলেন। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে রোগীর অবস্থা কি রূপ?" তিনি উত্তর করিলেন, আমি ভাল বিবেচনা করিতেছি না; আপনি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আপনার ডাক্তার * সময় আসিবার কথা ছিল, তজ্জন্য এখানে অপেক্ষা করিতে

ছিলাম; আসুন উপরে যাই।" উভয়ে দ্বিতলের একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় একটী বালক খাটের উপর রুগ্ন শয্যায় শায়িত, আর একটি বালক রোগীর গলদেশ ধারণ করতঃ তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া শয়ন করিয়া আছে। একটি রমণী—তাহার শিরোভাগে বসিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রোগীর মুখ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও তিন চারি জন রোগীর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। যুবক বিশেষ—মনযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া, রোগীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু প্রকাশ করিলেন না। অধিক উত্তেজক ঔষধ প্রদান করিয়া বলিলেন; "অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন।" তৎপরে বাহিরে আসিলে যুবক বলিলেন, "আপাততঃ কোনও ভয়ের লক্ষণ দেখিলাম না; আবশ্যক বুঝিলে যে মুহূর্ত্তে সংবাদ পাঠাইবেন, সেই মুহূর্ত্তে আসিব। এক্ষণে বড় ব্যস্ত আছি" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করতঃ তিনি পদ নিক্ষেপে বাটির ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ইনিই গৃহস্বামী! ইহাঁর নাম শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দেব শর্ম্মনঃ উপাধি মুখোপাধ্যায়, নিবাস অমরপুর। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস অনন্তপুর। ইঁহার পিতামহ অমরপুরের জমিদারী ক্রয় করিয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। অমরপুরের বাৎসরিক আয় প্রায় ১২ হাজার টাকা; এতদ্ব্যতীত আরও ৫।৬ হাজার টাকা আয়ের অন্য সম্পত্তি আছে। নারায়ণ বাবু এ দেশে সর্ব্বজন পরিচিত। ইনি শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন এবং অতিশয় ধর্ম্মভীরু, তাঁহার পত্নীর নাম মায়াদেবী। মায়াদেবী রমণীকুলে আদর্শ স্বরূপ। আধুনিক রমণীগণ সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত বংশে পরিণীতা হইলে প্রায় যেরূপ হন, তিনি সেরূপ নহেন। পতির প্রতি পত্নীর যাহা কর্ত্তব্য, সন্তানের প্রতি জননীর যাহা কর্ত্তব্য দাসদাসীর প্রতি কর্ত্তীর যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদিতা ছিলেন তাঁহাদের দুটি পুত্র ব্যতীত আর সন্তান সন্ততি হয় নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম প্রমোদ এবং কনিষ্ঠের নাম সন্তোষ। যে বালকটি মৃত্যু শয্যায় শায়িত, সেইটি জ্যেষ্ঠ, আর যেটি তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া শয়ন করিয়া আছে সেইটি কনিষ্ঠ। যিনি প্রমোদের মস্তকের নিকট অশ্রুপূর্ণ লোচনে বসিয়া আছেন, তিনিই মায়াদেবী। প্রমোদের বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর এবং সন্তোষের বয়স ১১ বৎসর। তাহারা উভয়ে অতুলনীয় রূপবান; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গুণরাশিও বর্দ্ধিত হইতে

ছিল। তাহাদের সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলে অতি তাপিতেরও মন প্রাণ শীতল হয়। জনক জননী পুত্রদ্বয়ের মুখকমল নিরীক্ষণে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে আজ যাঁহাদিকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন, আবার তাহাদের বিহনে মূহুর্ত্ত পরে অপার দুঃখ সাগরে ভাসিতে হইবে। এমন জগতে নিত্য সুখ কোথায়? মূঢ় মানব আমরা, আমার আমার করিয়া পাগল; কর্ম্মবশে পার্থিব সম্বন্ধ, কর্ম্ম ক্ষয়ে সম্বন্ধ ও ছিন্ন হইবে।

সংসার পবিত্র প্রেমের সোপান। বালকদ্বয়ের ভ্রাতৃপ্রেম বর্ণনাতীত; সিদ্ধ পুরুষ ঈশ্বরে যেরূপ অনুরক্ত, শিষ্য গুরুতে যেরূপ অনুরক্ত, সেনা সেনানীর যেরূপ অনুরক্ত, যুবক স্বপ্নদৃষ্ট যুবতীতে যেরূপ অনুরক্ত, সন্তোষ প্রমোদের সেইরূপ অনুরক্ত। উভয়ে একত্রে ভোজন, একত্রে ভ্রমণ, একত্রে ক্রীড়া, একত্রে শয়ন ও পাঠাদি সম্পন্ন করিত। তাহাদের প্রণয় এরূপ গাঢ় ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, একের অদর্শনে অন্যের পলকে প্রলয় জ্ঞান হইত। আজ তিনদিন হইল প্রমোদ সন্তোষকে লইয়া অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল প্রত্যাগমন কালে প্রমোদ তাহার প্রিয় ঘোটক হইতে সহসা পতিত হইয়া গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে;—মস্তক বিদীর্ণ হইয়া অবিরত ধারে শোণিত নিসৃত হইতেছে, অদ্যাপি বন্ধ হইল না। এতদ্ব্যতীত পৃষ্ঠদেশে স্থানে স্থানে কাটিয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ হস্ত খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার উপর অতি প্রবল জ্বর হইয়াছে, সংজ্ঞা নাই। সন্তোষ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রমোদের গলদেশ ধারণ করিয়া তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। কুমুদিনী নাথ স্নিগ্ধ কিরণ জালে ধরিত্রী দেবীকে আবৃত করিয়া স্বীয় প্রনয়িণীর মনোরঞ্জন করিতেছেন। জীবকুল নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে অবস্থান করতঃ দিবসের ক্লান্তি দূর করিতেছে, কেবল দুই একটি নিশাচর পশু ও পক্ষী আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এমন সময়ে নারায়ণ বাবুর বাটীতে সকলে রোগীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত। সহসা রোগীর চৈতন্য হইল; আজ তিনদিনের পর তাহার চৈতন্য হইতে দেখিয়া সকলে সুখ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, মনে করিলেন বুঝিবা বাঁচিবার আশা হইল। জনক জননীর মনে পুত্র জীবন পুনঃ প্রাপ্তির আশার সঞ্চার হইল, আজ সন্তোষের

কি আনন্দের দিন!" দাদা "দাদা বলিয়া" প্রমোদের গলদেশ ধারণ করিয়া কত বলিতে লাগিল, প্রমোদও ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

মায়া। "কেমন আছ, বাবা?"

প্রমোদ। "বেশ আছি, মা।"

মায়া। "কিছু খাবে?"

প্রমোদ। "খাব"।

মায়া। "কি খাবে?"

প্রমোদ। "যা দিবেন।"

মায়া দেবী একটু একটু করিয়া দুগ্ধ তাহার গালে দিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রমোদ একটু খাইয়াই "বলিল, আর খা'ব না।"

সন্তোষ। "দাদা, আর একটু খাও"।

মায়া। সন্তোষ আজ তিন দিন কিছু খায় নাই।

প্রমোদ। "কেন মা?"

মায়া। "ও কি একা কিছু খায়?"

প্রমোদ। "সন্তোষ খাও না ভাই?"

উপযুক্ত সময় পাইয়া পাচিকা খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ একখানি থালা সন্তোষের সম্মুখে রাখিয়া মায়া দেবীকে বলিল, "মা, তুমিও আজ তিন দিন জল স্পর্শ কর নাই, আজতো প্রমোদ ভাল আছে? খাবার আনিয়াছি, তোমারা দুজনে খাও। না খেয়ে কি মারা যাবে?"

প্রমোদ। "খাও না, মা?"

সকলের অনুরোধে তিনি অনিচ্ছাসত্বেও কিঞ্চিৎ আহার করিলেন, এবং সন্তোষও কিছু খাইল।

প্রমোদ। "মা, বাবা কোথায়?"

মায়া। "এই যে এখানে শুয়ে আছেন।"

প্রমোদ। "বাবা?"

নারায়ণ। কেন, বাবা?

প্রমোদ। "আমার গায়ে একটু হাত বুলাইয়া দিন, আমার বড় লাগে।"

নারায়ণ বাবু পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার দিব্য জ্ঞান দেখিয়া সকলেই মনে করিলেন আর ভয় নাই। কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখার ন্যায় তাহার জীবনালোক যে এই শেষ বার জলিয়া উঠিল, একথা কাহারও মনে উদয় হইল না। মায়াজালে জড়িত মানব আমরা, প্রিয় বিচ্ছেদ চিন্তা মনে কি কখন স্থান পায়? এখন হাসিতেছি, আর একটু পরে কাঁদিতে হইবে। জগতে সুখ বা দুঃখ একাদিক্রমে কখন সমভাবে থাকে না। মুহুর্ত্ত-মধ্যে তাহার সংজ্ঞা পূর্ব্ববৎ বিলুপ্ত হইল; সহস্র ডাকে ও একবার চক্ষু মিলিল না; দেখিতে দেখিতে প্রাণ পাখী দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। হঠাৎ উচ্চ ক্রন্দন রবে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিবেশীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মৃতদেহ বাহির করিবার মানসে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নারায়ণ বাবু ও পরিচারিকাগণ মায়া দেবীকে ধারণ করিয়া আছে এবং সন্তোষ মৃত দেহের গলদেশ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কখন কাঁদিতেছে, কখন "দাদা দাদা" বলিয়া ডাকিতেছে এবং কখন তাহার মুখ চুম্বন করিতেছে। এ ভয়ঙ্কর দৃশ্যে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? অবশেষে—একজন বল পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া রাখিলে তাহারা মৃতদেহ লইয়া চলিয়া গেল। বালক ভ্রাতৃবিচ্ছেদে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল।

পুত্রশোকাতুরা মায়া দেবী উন্মাদিনীর ন্যায় বিলাপ করিতেছে দেখিয়া নারায়ণ বাবু ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্ব্বক তাহাকে সান্ত্বনা করিবার মানসে বলিতে লাগিলেন—"কাহার জন্য শোক করিতেছ? এজগতে আমরা যাহা "আমার আমার" বলিয়া চিন্তা করি দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, প্রকৃত তাহা আমার নহে। এতদিন যাহাকে "আমার" বলিয়া আসিলে, আজতো সে তোমার নহে। এই দেহের নাশের সঙ্গে সকল পার্থিব সম্বন্ধনাশ হয়। মনুষ্য জাতি ক্রম বিকাশের চরমসীমা। সেই মনুষ্য আমরা, আমরা সকলেই "ইহা আমার, উহা আমার" করিয়া মরিতেছি, কিন্তু যখন আমাদের পৃথক পৃথক আমিত্ব একে মিশাইয়া যাইবে তখনই বুঝিতে পারিব, জগতে একভিন্ন দুই নাই। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। সূর্য্য অতি তেজোময় পদার্থ। পৃথিবীস্থ পৃথক পৃথক স্বচ্ছ কাচখণ্ডে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া যেমন পৃথক পৃথক সূর্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আমাদের জগতে একভিন্ন দুই সূর্য্য নাই (আমারা যগোতে

বাস করি, ইহা এক সৌরজগৎ, এতদ্ব্যতীত আরো অসংখ্য সৌর জগৎ আছে) সেইরূপ প্রত্যেক দেহ রূপ কাচখণ্ডে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞানতা নিবন্ধন আমারা পরস্পর পৃথক জ্ঞান করিতেছি। যতদিন কামনা থাকিবে, ততদিন আমাদের আমিত্ব জ্ঞান নষ্ট হইবে না এবং ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। জগতে প্রকৃত মৃত্যু কাহারও নাই; যেমন ঘটের নাশে ঘটাকাশের নাশ হয় না, সেই রূপ দেহের নাশে দেহার নাশ হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহ পরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

অর্থাৎ মানব যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নুতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নুতন দেহ ধারণ করেন। ইনি কখন ও জন্মেন না বা মরেন না; কিম্বা একবার উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইবেন না। ইনি জন্ম রহিত, হ্রাস বৃদ্ধিশূন্য, ক্ষয়শূন্য এবং পরিণাম শূন্য।

"আমরা সর্ব্বদা যেরূপ প্রবল বাসনা সহকারে কার্য্য করি, তাহাতে সকল বাসনা চরিতার্থ হইতে না হইতেই মৃত্যু হয়। সেই সকল বাসনা বীজরূপে কারণ দেহে অবস্থান করে। যাহাতে আমরা সত্বর কর্ম্ম শেষ করিতে পারি তজ্জন্য কর্ম্ম দেবতাগণ আমাদিগকে যথা সময় যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া সাহায্য করেন, কিন্তু আমরা স্বাধীন ইচ্ছা বশে অনিত্য সুখের আশায় সে সমস্ত ভুলিয়া যাই। পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের নাম মুক্তি। যত দিন আসক্তি থাকিবে ততদিন মুক্তি হইবে না। অতএব বৃথা খেদ করিও না; কর্ম্ম বশে সে আমাদের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিল, কর্ম্ম ক্ষয়ে চলিয়া গেল।

মায়াদেবী। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সে এমন কি কর্ম্ম লইয়া জন্মিয়াছিল যাহা এত অল্প বয়সে ক্ষয় হইল।"

নারায়ণ। বোধ হয় গত কোন জন্মে সে পিতা এবং আমরা উভয়ে তাহার পুত্র ও কন্যা রূপে জন্মিয়াছিলাম এবং আমাদের অকাল মৃত্যুতে সে অতিশয় মর্ম্ম বেদনা প্রাপ্ত হইয়া পর জন্মে আমরা পিতা মাতা এবং সে পুত্র

রূপে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক সেইরূপ মর্ম্ম বেদনা প্রদান করিবে অজ্ঞানতা এই প্রকার উৎকট কামনা করিয়াছিল। কিম্বা এরূপ ও হইতে পারে :—মানবের তিনটী শক্তি আছে—জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা শক্তি ও ক্রিয়া শক্তি। এই তিন শক্তির কার্য্য ক্রমান্বয়ে ভাবনা, বাসনা এবং কর্ম্ম। পূর্ব্ব জন্মে মানব যে ভাবে চিন্তা করে, পর জন্মে তাহার স্বভাব সেই ভাবে গঠিত হয়; যেরূপ বাসনা করে সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী বিষয় সমূহের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে; এবং যেরূপ কার্য্য করে—সেই রূপ ভোগ প্রাপ্ত হয়! মৃত্যু একটী ভোগ। মানব সহজে বাসনা পরিত্যাগ করিতে পরে না; অলীক ভ্রমে পতিত হইয়া মুহুর্মুহু কষ্ট পায়। বালিকা পুতুল লইয়া সংসারী হয়; ইহাদিগকে পুত্র কন্যা, ইত্যাদি নাম প্রদান কারে, কত প্রকারে মজায় খেলা করে। যদি একটী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায় তাহার জন্য কাঁদিয়া পাগল হয়, মনে করে যথার্থই তাহার পুত্র কিম্বা কন্যা মরিয়াছে। তাহার কার্য্য দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। তদ্রূপ আমরা যে সমস্ত পুত্র কন্যা লইয়া সংসারী যদি তাহার মধ্যে কোনটী হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হয় তাহা হইলে তাহার শোকে আমরা অধীর হই, ইহা দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞানীগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা জানিয়াছেন যে আত্মা জরা মরণ শূন্য। আর এক কথা :—যে সময়ে মৃত্যু হয়, সে সময়ে শোক প্রকাশ অনুচিত। অধিক দিন যাহাদের সহিত একত্রে বাস করা যায়, তাহাদের প্রতি কেমন এক প্রকার মমতা জন্মে। তাহা দিগকে একবারে ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট, হয় আবার যাইবার সময় যদি তাহারা শোক প্রকাশ করে তাহা হইলে আরও কষ্ট হয়। সেই জন্য জ্ঞানী গণ কাহার মৃত্যুকালে শোক না করিয়া আত্মার মুক্তির জন্য মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণে মিলিত হইয়া উপসনা, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদির অনুষ্ঠান করিতে অনুরত থাকেন।"

নারায়ণ বাবুর উপদেশ পূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া মায়াদেবী মৃত পুত্রের অশান্তির আশঙ্কায় শোক পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু সন্তোষ কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। ভ্রাতৃশোকে বালক ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল এবং চৈতন্যোদয়ে "দাদা দাদা" বলিয়া করুণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। যত সময় যায়, শোকাবেগ ও তত হ্রাস হয়। অদ্য মূর্চ্ছিত হয় নাই বটে কিন্তু কয়েক দিনের অনাহারে বোধ হয় প্রাণ বিয়োগ ঘটে। পিতা কত প্রবোধ

দিলেন, কিন্তু প্রবল স্রোতের মুখে তৃণ যেরূপ ভাসিয়া হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রবোধ বচন বালকের শোকাবেগে ভাসিয়া গেল। অবশেষে মায়াদেবী পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া মুখ চুম্বন করতঃ বলিলেন, সন্তোষ, তোমার দাদা স্বর্গে গিয়াছে; সেখানে কত সুখ, আদৌ দুঃখ নাই। সেখানে একজন আছেন, তাঁহার নাম ঈশ্বর। তিনি যে কেবল স্বর্গে আছেন, তা নয়—; তিনি সকল সময়ে সকল স্থানে আছেন। তিনি সকলকে সমান ভাবে দয়া করেন॥ তাঁহার দয়ায় আমরা বেঁচে আছি এবং যাহা চাই, তাহাই পাই। যে স্বর্গে যায় তাকে তিনি বড় ভাল বাসেন এবং সুখে রাখেন। তোমার দাদা কত সুখে আছে?"

সন্তোষ। "না, দাদা সুখে নাই দাদার বড় কষ্ট হচ্চে। দাদা আমায় ফেলে কখন সুখী হয় নাই এবং হইতে পরিবেন না। দাদা সেখানে আমার জন্য কাঁদচেন। আমি দাদার কাছে যাব? দাদা যে আমাকে ফেলে কোথাও যেতেন না। দাদকে সকলে কোথায় লইয়া গেল?"

মায়াদেবী। "তোমার দাদা ঈশ্বরের কাছে গেছে; তিনি তাহাকে কেমন মিষ্ট খাবার দিয়াছেন। তোমার জন্য কেমন মিষ্ট খাবার তৈয়ার করেছি, এই লও, খাও।"

সন্তোষ। (ফেলিয়া দিয়া) না আমি একা খাব না। আপনি খাবার দিলে আমরা দুজন একসঙ্গে খাইতাম; আমি দাদাকে ফেলে একা খাব না।"

ঝি। "খাও না, ভাই? না খেলে কি লোকে বাঁচে, ম'রে যায়?"

সন্তোষ। "আমি ম'রে যাব। দাদা যেখানে গেছেন, আমি সেখানে যাব?"

ঝি। "ছিঃ! ওকথা কি বল্‌তে আছে? তোমার দাদা আবার আসবে এলে এক সঙ্গে খেও, এখন তুমি একা খাও।"

সন্তোষ। "হ্যাঁ দাদা বুঝি আবার আসবেন? দাদা যে ম'রে গেছেন; তবে দাদা না এলে আমি খাব না" এই বলিয়া সরল মতি বালক একটী গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করতঃ শয্যায় শয়ন করিয়া শোক সন্তপ্ত মানসে ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষায় আহ্বান করিতে লাগিল।

সেই সময়ে একটী বালক সাধারণ মানব চক্ষের অগোচর সূক্ষ্ম জগত দিয়া

গমন করিতেছিল। তাহার পূর্ব্ব জন্ম সমূহের দয়ার কার্য্য স্মরণ করিয়া কর্ম্ম দেবতাগণ তাহাকে পুনরায় কর্ম্ম ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মে তাহার নাম "হরি" ছিল এবং এই নামেই তাহাকে অভিহিত করা হইবে। দশ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। হরি সন্তোষের দুঃখে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নির্জ্জন শয্যা পার্শ্বে আগমন করতঃ তথায় মৃত প্রমোদকে দেখিতে পাইল। প্রমোদ ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদে সন্তোষের ন্যায় কাতর হইয়া আত্ম প্রকাশ করিতে বৃথা যত্ন করিতেছিল। হরি প্রথমে প্রমোদকে সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "ধৈর্য্যাবলম্বন কর, সত্বর সাহায্য পাইবে"। তৎপরে সন্তোষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার শোক সন্তপ্ত মানসে প্রথমে শান্তি বারি দান করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল তাহার দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ইচ্ছা শক্তি কার্য্য কারিণী হইল না। সন্তোষের দুঃখে তাহার ইচ্ছা শক্তি ও সহানুভূতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যেখানে জ্ঞান পরাজিত হয়, প্রেম সেখানে জয় লাভ করে। অবশেষে তিনি ঔপন্যাসিক দেহ ধারণ করিয়া বালকের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন।

সন্তোষ। (ভয় বিজড়িত স্বরে) "কে তুমি! কোথা হইতে এলে? কি ক'রে এলে? ঘরের ভিতর কেহ আসিতে পারিবে না বলিয়া আমি কি দুয়ার বন্ধ করি নাই?"

হরি। আমি যেরূপে আসিয়াছি,—তোমার শুনিয়া কাজ নাই। তোমার দাদা এখানে এসেছেন, তিনি মরেণ নাই, বেঁচে আছেন সন্তোষ। (বিস্ফারিত নেত্রে শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক) দাদা দাদা! আমার আছে এস; কৈ, তুমি কোথায়? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তুমি এস নাই?"

হরি। হাঁ, তোমার দাদা এখানে আছেন, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, শুন। তিনি বলিতেছেন, আমি মরি নাই, তুমি আর কেঁদ না।—

সন্তোষ। "দাদা দাদা তুমি বেঁচে আছ? কিন্তু তোমাকে দেখিতে পাই না কেন? তুমি কি খেলিতেছ? আমি তোমার সঙ্গে খেলিব। আমি তোমাকে দেখিব।"

প্রমোদ আত্ম প্রকাশ করিবার জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়াছে দেখিয়া

হরি সন্তোষকে বলিল "তোমার দাদা এখানে আসিয়াছেন। তুমি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা কর? তাহা হইলে আমাকে বিশ্বাস করিবে?" ইহা শুনিয়া সন্তোষের দুটী চক্ষু জ্বলিতে লাগিল এবং গণ্ডস্থল রক্ত বর্ণ হইল; পরে বলিল, "তুমি আমাকে বড় ভালবাস। তুমি বলিতেছ যে দাদা এসেছে। আচ্ছা, দাদার কথা যদি শুনিতে পাই তাহা হইলে আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিব।" "তবে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসিব; আসিয়া তোমার দাদাকে দেইাইব" এই বলিয়া হরি অদৃশ্য হইয়া গেল। যাইবার সময় পাছে বালক তাহার কার্য্য প্রণালী অবলোকন করিয়া ভীত হয়, এই আশঙ্কায় হরি তাহাকে নিদ্রাভিভূত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে সন্তোষ কত সুখ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। হরি নিমেষ মধ্যে তাহার গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনাটী অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলে গুরু অদৃশ্যভাবে শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবারে হরির দেহজ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইল। হরি তাহার নিদ্রা অপনয়ন করিলে নিদ্রাবসানে বালক চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিবামাত্র দেখিতে পাইল যে গৃহ অত্যন্ত আলোকিত হইয়াছে, এবং হরির অর্দ্ধাঙ্গ অতিশয় প্রভাসম্পন্ন এবং অপরার্দ্ধাঙ্গ স্বাভবিক বালকের ন্যায় রহিয়াছে। সন্তোষ বলিল" তুমি আসিয়াছ? দাদাকে দেখাইবে না!"

"হাঁ এখনই দেখাইব" এই বলিয়া হরি সন্তোষের হস্ত প্রমোদের সূক্ষ্ম হস্তে স্থাপন করিলে গুরুর অনুকম্পায় প্রমোদের সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহে পরিণত হইল।

আহা! প্রেমের কি অপার মহিমা! যে বালক ক্ষণপূর্ব্বে ভ্রাতৃ বিচ্ছেদে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, ভ্রাতৃ মিলনে এক্ষণে নব বলে বলীয়ান হইয়া লম্ফ প্রদানে ভ্রাতার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক স্নেহ মধুর বচনে বলিল, "দাদা আমাকে ফেলে তুমি কোথায় গিয়াছিলে? মা তোমার জন্য কত কাঁদিয়াছেন আমি কত কাঁদিয়াছি! তুমি আসিয়াছ, আর তোমাকে যেতে দিব না। তোমাকে না দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না।

গৃহাভ্যন্তরে তিনটী বালক এক্ষণে অপার আনন্দ সলিলে নিমগ্ন তন্মধ্যে হরি ও প্রমোদ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল দেহ ধারণ করিয়াছে এবং অপরটী—স্বভাবিক

স্থূলদেহ ধারী। গুরু তাহাদের নিকট অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাহারা সেই রাত্রে আরও অনেক প্রকাব অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পাইল। যখন প্রমোদ ও সন্তোষ উভয়ে পরস্পরের গলদেশ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়ে হরি হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেমন সন্তোষ, এখন দেখিলে, তোমার দাদা বেঁচে আছেন?" বাস্তবিক এজগতে কাহারও মৃত্যু নাই।

সন্তোষ। "আমি আর কাঁদিব না; আমি আর কিছু চাহিব না।"

অবশেষে গুরুর আদেশানুসারে হরি বলিল, "দেখ, সন্তোষ, তোমার দাদা আর অধিকক্ষণ তোমার নিকট থাকিতে পারিবে না, কিন্তু তুমি ঘুমাইলে, তুমি তোমার দাদার নিকট যাইতে পারিবে এবং যখন জাগিয়া থাকিবে, তখন তোমার দাদা তোমার নিকটে এক্ষণে কিছুদিন থাকিবেক কিন্তু তাহাকে তুমি দেখিতে পাইবে না। তবে তোমার দাদা এক্ষণে যাক? তুমি আর কাঁদিবে না?"

সন্তোষ। "তুমি আমায় কত ভাল বাস! তুমি যাহা বলিবে আমি শুনিব। আমি আর কাঁদিব না। আমি ঘুমাইলে দাদা আবার আমার নিকট আসিবে?"

"হাঁ আসবে, তুমি এখন ঘুমাও"। সন্তোষ শয়ন করিলে গুরু প্রমোদকে স্থূল দেহ হইতে মুক্ত করিলেন। অনন্তর সন্তোষের হস্ত ধারণ করিবা মাত্র বালক নিদ্রিত হইলে তিনি ও হরি অন্তর্হিত হইলেন।

আজ কয় দিনের পর সন্তোষ নিদ্রাদেবীর কোলে সুখে বিশ্রাম করিতে লাগিল। বালক স্বপ্ন দেখিল যেন সে প্রমোদের সহিত একত্রে পূর্ব্বের ন্যায় বাস করিতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর; তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া হাসিতে হাসিতে মাতার নিকট গিয়া রাত্রের অলৌকিক ঘটনাটী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বলিল, "মা, তুমি আর কেঁদো না, দাদা বাঁচিয়া আছে।' পুত্রের সহসা পরিবর্ত্তন দেখিয়া পিতা মাতা অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

শ্রীবিরাজমোহন দে।

৬ষ্ঠ ভাগ।] চৈত্র, ১৩০৯। [১২শ স

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত
এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়।		লেখকগণ।	পত্রাঙ্ক।
১।	পাগলের প্রলাপ	শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায় বি, এ,	৪৪১
২।	বিচার সাগর	,, বিজয় কেশব মিত্র, বি, এল, ...	৪৪৩
৩।	শ্রীরামচন্দ্র	....	৪৫৪
৪।	দিবা দ্বিপ্রহরে	,, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ...	৪৭৩

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵৹
নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

Printed by Abinash Chandra Basu, at the MAJUMDAR PRESS,
74, Sukea's Street, Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় /০ আনা কমিশন পাঠাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত প্রকাশক।

হ্যোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য—১৲ এক টাকা, বিলাতী বাঁধান ১৷৷০ দেড় টাকা।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর হেরিং, গ্যারেন্‌সি, কেন্ট, সি, ভন্, বেনিং হোসেন্ কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্" প্রভৃতি নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাই পুস্তকখানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ, কার্য্যবশেষ পুরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিষঘ্নতা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি। ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক পৃথক সময়ানুসারে ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রশন্ ও এগ্রাভেশন্) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকে আর্টপেপারে অতি উৎকৃষ্ট জর্ম্মান ফটো হইতে উদ্ধৃত মহাত্মা ৺সামুয়েল হানিমানের ১ খানি করিয়া প্রকৃতি ও গ্রন্থকারের ফটো ও নামের মোহরাঙ্কিত আছে। ঐ হানিমানের ফটো বড় সাইজের মূল্য—।/০ পাঁচ আনা। সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। মূল্য—১৲ টাকা।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। V. L. M. S.

পোষ্ট মহানন্দ, জেলা হুগলি।

ষষ্ঠ ভাগ। { চৈত্র ১৩০৯ সাল। } ১২শ সংখ্যা।

পাগলের প্রলাপ।

(গতানুবৃত্তি)

(১৮২)

উচ্চ পর্ব্বত শিখরে উঠিবার সময় নিম্নদিকে তাকাইও না, মাথা ঘুরিয়া যাইবে; সাধন মার্গে উঠিবার সময় কতদূর উঠিয়াছি কদাপি দেখিও না তাহা হইলেই পড়িয়া মরিবে।

(১৮৩)

প্রকৃত জ্ঞান হইলে ভগবৎপ্রেম আপনিই জন্মায়, এবং প্রকৃত প্রেম জন্মিলে ভগবদ্ জ্ঞান আপনিই হয়।

(১৮৪)

মা, এ জগতে যাহা আমার মনের মতন হইল না, তাহা ত তোমার মনের মতন হইল, এই মনে করিয়াই আমার সুখ।

(১৮৫)

কোন কোন বৃক্ষ লতা অঙ্কুরিত হইলে তাহাকে জন্মস্থান হইতে নাড়িয়া বসাইতে হয় তবে তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধন হয়; প্রেমকেও সেইরূপ সংসারের প্রিয়বস্তু হইতে উন্মূলিত করিয়া প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে রোপিত করিতে হয় নতুবা কখনই তাহা পরিপুষ্টি ও পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় না।

(১৮৬)

দুই চক্ষের দৃষ্টি একবস্তুতে নিবদ্ধ না হইলে সেই বস্তুর দর্শন হয় না, সেইরূপ জ্ঞানও প্রেম দুইটী চক্ষু না ফুটিলে ভগবদ্দর্শন হয় না।

(১৮৭)

সকল সুন্দর বস্তুরই আবছায়া ভাল। পাতার ভিতর হইতে স্ফুটনোন্মুখ কুসুম, মেঘের কোলে চন্দ্রমা, অবগুণ্ঠনাবৃত প্রিয়তমার সস্মিত বদন, সমুদ্র গর্ভ হইতে উদীয়মান রবি, ও সাধকের হৃদয়ে মায়ের অপরিস্ফুট ছবি তাই অত সুন্দর দেখায়।

(১৮৮)

এক গণ্ডুষ জল সমুদ্র হইতে তুলিয়া দেখ, তাহা শুভ্র দেখিবে; কিন্তু সে বিশাল বারিরাশি একাধারে দেখিলে তাহা গাঢ় নীলবর্ণ বোধ হইবে; এক আধটী ক্ষুদ্র আলো দেখিলে তাহা উজ্জ্বল শুভ্র দেখাইবে, কিন্তু জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যেরদিকে তাকাইয়া দেখিও তাহা কেমন সুশীতল নীল, এইরূপ জগতের সমস্ত খণ্ড জ্যোতিঃ শুভ্র দেখায় পরন্তু পূর্ণ জ্যোতিস্বরূপিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মাকে আমার যে দেখেছে সেই বলেছে নব নীরদনীল সুচিকণ শ্যাম।

(১৮৯)

পাগল হওয়া মুখের কথা নয়, যখন মুখের ভাত চিবাইয়া গিলিতে ভুলিয়া যাইবে, নিশ্বাস টানিয়া ফেলিতে বিস্মৃত হইবে, চোখের পাতা ফেলিবার অবকাশ হইবে না, কথা কহিতে কহিতে পূর্ব্বের কথার সহিত পরের কথার সম্বন্ধ ঠিক থাকিবে না, হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিবে, বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে ভুলিয়া যাইবে, প্রেমে বিভোর হইয়া চোকে কানে দেখিতে পাইবে না, স্ত্রী পুরুষে ভেদজ্ঞান রহিত হইবে, জড়ে চৈতন্য চেতন্যে জড় ভ্রম হইবে, তখন জানিবে যে সবে একটু একটু ছিট্ ধরিয়াছে।

শ্রীগোবিন্দ লাল বন্দোপাধ্যায় বি, এ।

বিচার সাগর।

চতুর্থ তরঙ্গ।

(গতানুবৃত্তি)

[টীকা ঃ—যে স্থলে চৈতন্য অধিষ্ঠান, সে স্থলে চৈতন্যই দ্রষ্টা, পৃথক দ্রষ্টা নাই। যেরূপ সাক্ষীচৈতন্যই স্বপ্নের অধিষ্ঠান ও দ্রষ্টা, সেইরূপ আত্মাই জগতের অধিষ্ঠান ও দ্রষ্টা। সিদ্ধান্তমতে সাক্ষী-চৈতন্যই সর্পের অধিষ্ঠান ও দ্রষ্টা। সুতরাং ফলে কল্পিতের অধিষ্ঠানই দ্রষ্টা। শিষ্য! এই রীতিতে সংসার-দুঃখ মিথ্যা হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ তোমার বিষয়ে প্রতীত হয়। সেই মিথ্যার নিবৃত্তি কামনা সম্ভবেনা। দৃষ্টান্ত—ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে কোন পুরুষকে মিথ্যা শত্রু দেখাইলে, সেই শত্রু নিধনে যেমন সে পুরুষ উদ্যোগী হয় না, সেইরূপ মিথ্যা সংসার নিবৃত্তি অভিলাষ সম্ভবেনা।]

[প্রশ্ন ঃ—জন্মাদি সংসার দুঃখের যাহা হেতু, তাহার নিবৃত্তি উপায় কিবলুন।]

শিষ্য কহিলেন ঃ—গুরুদেব জগৎ যদিও মিথ্যা বটে তথাপি আমি তাহার ছেদন কামনা করি। যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে সে সেই স্বপ্ননাশের নিমিত্ত নানা সাধনা করে। সুতরাং যাহাতে জগত বিলগ্ন হয় ভগবন্? তাহার উপায় বলুন। আপনার তুল্য সদ্ গুরু নাই। অনেক বঞ্চক শ্রবণে মন্ত্রদেয়। ৫৮-৫৯ ॥

[টীকা ঃ—"ভগবন্? আপনি কহিলেন "তোমার বিষয়ে জগৎ মিথ্যা, সত্য নহে" তাহা সত্য হইলেও, সেই মিথ্যারূপ মরণাদি সংসার যাহাতে আমার বিষয়ে প্রতীত না হয়, তাহার উপায় বলুন। আপনি আর যে কহিলেন মিথ্যার নিবৃত্তি নিমিত্ত সাধনা আবশ্যক নাই" তাহা সত্যবটে, পরন্তু ভগবন্! মিথ্যা পদার্থ যাহার দুঃখের হেতু, সেই মিথ্যাও সাধনা দ্বারা দূর করা কর্ত্তব্য। যে প্রতিদিন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে, মিথ্যা হইলেও তাহা দূর করিবার নিমিত্ত সে জপ, পাদ প্রক্ষালনাদি নানা সাধনের অনুষ্ঠান করে। সেইরূপ এই সংসার মিথ্যা হইলেও, জন্মাদি দুঃখের হেতু বলিয়া আমার প্রতীতি হয়।

(১৮৫)

কোন কোন বৃক্ষ লতা অঙ্কুরিত হইলে ত হাকে জন্মস্থান হইতে নাড়িয়া বসাইতে হয় তবে তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধন হয়; প্রেমকেও সেইরূপ সংসারের প্রিয়বস্তু হইতে উন্মূলিত করিয়া প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে রোপিত করিতে হয় নতুবা কখনই তাহা পরিপুষ্টি ও পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় না।

(১৮৬)

দুই চক্ষের দৃষ্টি একবস্তুতে নিবদ্ধ না হইলে সেই বস্তুর দর্শন হয় না, সেইরূপ জ্ঞানও প্রেম দুইটী চক্ষু না ফুটিলে ভগবদ্দর্শন হয় না।

(১৮৭)

সকল সুন্দর বস্তুরই আবছায়া ভাল। পাতার ভিতর হইতে স্ফুটনোন্মুখ কুসুম, মেঘের কোলে চন্দ্রমা, অবগুণ্ঠনাবৃত প্রিয়তমার সস্মিত বদন, সমুদ্র গর্ভ হইতে উদীয়মান রবি, ও সাধকের হৃদয়ে মায়ের অপরিস্ফুট ছবি তাই অত সুন্দর দেখায়।

(১৮৮)

এক অঞ্জলি জল সমুদ্র হইতে তুলিয়া দেখ, তাহা শুভ্র দেখিবে; কিন্তু সে বিশাল বারিরাশি একাধারে দেখিলে তাহা গাঢ় নীলবর্ণ বোধ হইবে; এক আধটী ক্ষুদ্র আলো দেখিলে তাহা উজ্জ্বল শুভ্র দেখাইবে, কিন্তু জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যেরদিকে তাকাইয়া দেখিও তাহা কেমন সুশীতল নীল, এইরূপ জগতের সমস্ত খণ্ড জ্যোতিঃ শুভ্র দেখায় পরন্তু পূর্ণ জ্যোতিস্বরূপিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মাকে আমার যে দেখেছে সেই বলেছে নব নীরদনীল সুচিকণ শ্যাম।

(১৮৯)

পাগল হওয়া [illegible] কথা নয়, যখন মুখের ভাত চিবাইয়া গিলিতে ভুলিয়া যাইবে, নিশ্বাস টানিয়া ফেলিতে বিস্মৃত হইবে, চোখের পাতা ফেলিবার অবকাশ হইবে না, কথা কহিতে কহিতে পূর্ব্বের কথার সহিত পরের কথার সম্বন্ধ ঠিক থাকিবে না, হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিবে, বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে ভুলিয়া যাইবে, প্রেমে বিভোর হইয়া চোকে কানে দেখিতে পাইবে না, স্ত্রী পুরুষে ভেদজ্ঞান রহিত হইবে, জড়ে চৈতন্য চেতন্যে জড় ভ্রম হইবে, তখন জানিবে যে সবে একটু একটু ছিট্ ধরিয়াছে।

শ্রী গোবিন্দ লাল বন্দোপাধ্যায় বি, এ।

বিচার সাগর।

চতুর্থ তরঙ্গ।

(গতানুবৃত্তি)

[টীকা ঃ—যে স্থলে চৈতন্য অধিষ্ঠান, সে স্থলে চৈতনাই দ্রষ্টা, পৃথক দ্রষ্টা নাই। যেরূপ সাক্ষীচৈতন্যই স্বপ্নের অধিষ্ঠান ও দ্রষ্টা, সেইরূপ আত্মাই জগতের অধিষ্ঠান ও দ্রষ্টা। [illegible] সাক্ষী-চৈতন্যই সর্পের অধিষ্ঠান ও দ্রষ্টা। সুতরাং ফলে কল্পিতের অধিষ্ঠানই দ্রষ্টা। শিষ্য ! এই রীতিতে সংসার-দুঃখ মিথ্যা হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ তোমার বিষয়ে প্রতীত হয়। সেই মিথ্যার নিবৃত্তি কামনা সম্ভবেনা। দৃষ্টান্ত—ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে কোন পুরুষকে মিথ্যা শত্রু দেখাইলে, সেই শত্রু নিধনে যেমন সে পুরুষ উদ্যোগী হয় না, সেইরূপ মিথ্যা সংসার নিবৃত্তি অভিলাষ সম্ভবেনা।]

[প্রশ্ন ঃ—জন্মাদি সংসার দুঃখের যাহা হেতু, তাহার নিবৃত্তি উপায় কিবলুন।]

শিষ্য কহিলেন ঃ—গুরুদেব জগৎ যদিও মিথ্যা বটে তথাপি আমি তাহার ছেদন কামনা করি। যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে সে [illegible] নিমিত্ত নানা সাধনা করে। সুতরাং যাহাতে জগত [illegible] তাহার উপায় বলুন। আপনার তুল্য সদ্ গুরু নাই। অনেক [illegible] মন্ত্রদেয়। ৫৮-৫৯ ॥

[টীকা ঃ—"ভগবন্ ? আপনি কহিলেন "তোমার বিষয়ে জগৎ মিথ্যা, সত্য নহে" তাহা সত্য হইলেও, সেই মিথ্যারূপ মরণাদি সংসার যাহাতে আমার বিষয়ে প্রতীত না হয়, তাহার উপায় বলুন। আপনি, আর যে কহিলেন মিথ্যার নিবৃত্তি নিমিত্ত সাধনা আবশ্যক নাই" তাহা সত্যবটে, পরন্তু ভগবন্ ! মিথ্যা পদার্থ যাহার দুঃখের হেতু, সেই মিথ্যাও সাধনা দ্বারা দূর করা কর্ত্তব্য। যে প্রতিদিন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে, মিথ্যা হইলেও তাহা দূর করিবার নিমিত্ত সে জপ, পাদ প্রক্ষালনাদি নানা সাধনের অনুষ্ঠান করে। [illegible] এই সংসার মিথ্যা হইলেও, জন্মাদি দুঃখের হেতু বলিয়া আমার প্রতীতি হয়।

সুতরাং সংসার নিবৃত্তি ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় বলুন।]

[উত্তর :—আত্মার অজ্ঞান হইতে জগতের প্রতীতি,। তন্নিবৃত্তির উপায় জ্ঞানের স্বরূপ।]

শ্রীগুরু কহিলেন :—"তুমি যে সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা আমি তোমায় প্রথমেই বলিয়াছি। তাহা, তুমি হৃদয় দৃঢ় নিশ্চয় কর, ভবখেদ কিছুই থাকিবে না। আপন আত্মস্বরূপের অজ্ঞান হইতে সংসার দুঃখ প্রতীত হয়। আত্মজ্ঞান হইতে তাহা মিটিয়া যায়, ইহা বেদ ও মুনিবাক্য। ভবখেদ আমাতে নাই, "আমি ব্রহ্ম" (অহং ব্রহ্ম) এই জ্ঞান। শিষ্য! তাহা আমি তোমায় বলিয়াছি, ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই"। ৬০-৬২॥

[টীকা :—শিষ্য! আপন আত্ম স্বরূপের অজ্ঞান বশতঃ জগৎরূপী খেদ প্রতীত হয়। তাহা আত্মজ্ঞান দ্বারা মিটিয়া যায়। যে বস্তু যাহার অজ্ঞান বশতঃ প্রতীত হয়, সেই বস্তু সেই অজ্ঞাতের জ্ঞান হইতে মিটিয়া যায়। ইহাই নিয়ম। যেমন রজ্জুর অজ্ঞান হইতে সর্প প্রতীত হয় এবং রজ্জুর জ্ঞান হইতে সে সর্প লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইতে জগৎ বিলীন হয়। সেই আত্মজ্ঞান আমি বলিয়া দিলাম *। ত্রিকালেও জগৎ আমার বিষয়ে নাই। কারণ জগৎ মিথ্যা। মিথ্যা বস্তু অধিষ্ঠানের হানি করিতে পারে না। যেরূপ, মরীচিকা জল পৃথিবী আর্দ্র করিতে পারে না, সেইরূপ জগৎ প্রতীত হইলেও মিথ্যা হেতু আমার কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। "আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম" এইরূপ নিশ্চয়ের নাম জ্ঞান। তাহাই মোক্ষের সাধন। মোক্ষ সাধন আর কিছুই নাই।]

শ্রীগুরু কহিলেন—"জগন্নিদান ভ্রমো বিনাশ কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা হয় না। প্রকাশ ভিন্ন গৃহের অন্ধকার আর কিছুতেই নাশ করিতে পারে না। শিষ্য! এই জগৎভঞ্জক উপদেশ তোমায় দিলাম। ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া তোমার যে সংশয় থাকে তাহা বিচার করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা কর।" ৬৩-৬৪॥

---

* অনেক জন্মসম্প্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে। আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ।

[টীকা :—শিষ্য! জগতের উপাদান কারণ, অজ্ঞানের বিনাশ কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা হয় না। সেই অজ্ঞানের নাশে জগতের নাশ আপনিই হয়। কারণ, উপাদানের লয় হইলে কার্য্য থাকে না। সেই অজ্ঞানের নাশ কেবল জ্ঞান দ্বারা হয়। কারণ, অজ্ঞানের বিরোধী জ্ঞান, কর্ম্ম উপাসনা নহে। দৃষ্টান্ত, যেরূপ গৃহস্থিত অন্ধকার কেবল প্রকাশ দ্বারা দূরীভূত হয়, কোন ক্রিয়ার দ্বারা হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ও জ্ঞানরূপ প্রকাশ দ্বারা হয়, অন্য কোন সাধনে হয় না।]

শিষ্য কহিলেন— "ভগবন্! আপনি যাহা কিছু বলিলেন তাহা সব সত্য জানিয়া হৃদয়ে রাখিলাম। অজ্ঞান জগৎকারণ ও জ্ঞান তাহার ভঞ্জক জানিলাম। আপনি জ্ঞানস্বরূপ বর্ণন করিলেন তদ্ বিষয়ে জগৎ মিথ্যা ভ্রান্তরূপ জানিলাম। ভবৎ কৃপায় "আত্মা সুখ স্বরূপ প্রকাশক" আমার প্রতীতি হইল। কিন্তু দেব! আপনি যে কহিলেন "তুমি ব্রহ্ম স্বরূপ" ইহার "অনুপম উন্মেষ হইতেছে না। ইহাতে এক সংশয় উপস্থিত হইয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদ জ্ঞাপন করিতেছে"। ৬৫-৬৭॥

[টীকা :—ভগবন্! আপনার বাক্য সত্য জানিলাম। আপনি কহিলেন "জগৎ কারণ অজ্ঞান। জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানের নাশে জগতের নাশ হয়" তাহা জানিলাম। আপনি কহিলেন—"জগৎ মিথ্যা, জীব আনন্দ স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু ব্রহ্মরূপ" এইরূপ নিশ্চয়ের নাম জ্ঞান; তদ্বিষয়ে জগৎ মিথ্যা ও জীব আনন্দ স্বরূপ তাহা জানিলাম। কিন্তু "জীব ব্রহ্ম এক" তাহা বুঝিলাম না। কারণ জীব ব্রহ্মের ভেদ জ্ঞাপক সংশয় আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইতেছে।]

শিষ্য কহিলেন :—"আমি পাপপূণ্য বিধাতা, জন্ম মরণ ও সুখ দুঃখ ভোক্তা। নানা প্রকার ভবখেদ আমাতে প্রতীত হয়। অজ্ঞান নাশক জ্ঞান আমার নাই। যিনি এই সকল হইতে বিপরীত স্বরূপ মনীষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম কহেন। ভগবন্! যখন হৃদয়ে বিরুদ্ধ রূপ দেখিতেছি, তখন জীব ব্রহ্মের একতা কিরূপে জানিব বলুন। ৬৮-৬৯॥

[টীকা :—আমি পাপ পূণ্যের কর্ত্তা এবং সেই পাপ পূণ্যের ফল জন্ম মরণ ও সুখ দুঃখ ভোগী। নানা প্রকার সংসার ক্লেশ আমার বিষয়ে

প্রতীত হয়। জগৎ কারণ অজ্ঞান দূর করিবার জ্ঞান আমার নাই, ব্রহ্ম বিষয়ে পূণ্য ও নাই, পাপও নাই, জন্ম ও নাই, মরণ ও নাই। সুখও নাই, দুঃখও নাই। অন্য কোন ক্লেশই ব্রহ্ম বিষয়ে নাই। ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের ইচ্ছা ও নাই! সুতরাং ব্রহ্ম ও আমার স্বরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং উভয়ের একতা সম্ভবেনা। যদিও জন্মাদি সংসার মদ্বিষয়ে পরমার্থ ভাবে নাই, তথাপি ভ্রান্তি হইতে মিথ্যা জন্মাদি আমার প্রতীত হয়। ব্রহ্মে তাহা হয় না। এই মাত্র প্রভেদ, সুতরাং একতা সম্ভবেনা।]

শিষ্য কহিলেন ঃ—"গুরুদেব অপর একটি সংশয় জীব ব্রহ্মের একত্ব নিশ্চয় বিদূরিত করিতেছে। বেদ বাক্য প্রসঙ্গে এইরূপ কথিত হয় যে "এক বৃক্ষে সমরূপ দুইটি পক্ষী—একটী ফল ভোক্তা অপরটি শুদ্ধ, ভোগ রহিত, অসঙ্গ এবং প্রকাশক।" বেদে বহুবিধ কার্য্য উপাসনা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং জীব ব্রহ্মের দ্বৈতত্ব প্রতিপন্ন হয়। ৭০-৭১ ॥

[টীকা।—গুরুদেব! আমার অপর একটি সংশয়ে জীব ব্রহ্মের একত্ব নিশ্চয় বিদূরিত করিতেছে। আপনি তাহা শুনিয়া সেই সংশয় দূর করুন। বেদ প্রসঙ্গে এরূপ কথিত হয় যে এক বুদ্ধিরূপী বৃক্ষে দুইটি পক্ষী আছে। সেই দুইটি পক্ষী সমরূপ। একটী কর্ম্মফলভোক্তা, অপরটী শুদ্ধ, ভোগ রহিত, অসঙ্গ, এবং ফলভোক্তার প্রকাশ।" এই বাক্যে, এক ফলভোক্তা জীব প্রতীত, ও অপর পরমাত্মা প্রতীত হয়। সুতরাং, জীব ও পরমাত্মার একত্ব সম্ভবে না।

বেদে যে বহুপ্রকার কর্ম্ম ও উপাসনা কথিত হইয়াছে, তাহাতে জীবব্রহ্মের একত্ব বিষয় নিষ্ফল হইয়া যায়। আপনি যে জীবব্রহ্মের একত্ব কহিলেন, তাহাতে ব্রহ্মবিষয়ে জীবস্বরূপের অন্তর্ভাব কহিলেন? অথবা, জীববিষয়ে ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্ভাব কহিলেন? যদি ব্রহ্মবিষয়ে জীবের অন্তর্ভাব বলেন, তবে, জীব ব্রহ্মরূপ হেতু অধিকারীর অভাব হইয়া পড়ে। সুতরাং অধিকারী অভাবে কর্ম্ম ও উপাসনা নিষ্ফল হইয়া যায়। যদি জীব বিষয়ে ব্রহ্মের অন্তর্ভাব বলেন, তবে, ব্রহ্ম জীবরূপহেতু, উপাস্যের অভাব হইয়া পড়ে। (যাঁহার উপাসনা করা যায় তাঁহাকে উপাস্য কহে।) সুতরাং, উপাস্য অভাবে উপাসনা নিষ্ফল হইয়া যায়। আবার, কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মার অভাবে কর্ম্ম

নিষ্ফল হইয়া যায়। "কর্ম্মই ঈশ্বর, কর্ম্ম হইতেই ফল হয়" এই মীমাংসাবাদ সমীচীন নহে। কারণ, কর্ম্ম জড়, জড়ের ফলদাতৃ সামর্থ্য সম্ভবে না। সুতরাং, ঈশ্বরই কর্ম্মফল দেন। এই রীতিতে পরমাত্মা ও জীবের একত্ব সম্ভবে না।]

শ্রীগুরু কহিলেলেনঃ—"শিষ্য! তোমার সংশয় নিস্তারক বিচার কহিতেছি শ্রবণ কর। ঘটাকাশ, জলাকাশ, মেঘাকাশ ও মহাকাশ—নভোমণ্ডলের এই চতুর্ব্বিধ ভেদ জানিবে। সেইরূপ, কুটস্থ, জীব; ঈশ্বর ও ব্রহ্ম—আত্মার এই ভেদ চতুষ্টয় জানিবে। ইঁহাদের রূপ যখন তুমি জানিতে পারিবে, তখন তোমার সকল সংশয় মিটিবে। ইঁহাদের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর; শুনিলে তোমার জন্মাদি খেদ বিনষ্ট হইবে।" ৭২-৭৪ ॥

[টীকাঃ—বিচার দ্বারা তোমার সংশয় নিরাকরণ করিতেছি। যেরূপ, এক আকাশের ঘটাকাশ, জলাকাশ, মেঘাকাশ ও মহাকাশ এই চতুর্ব্বিধ ভেদ, সেইরূপ এক চৈতন্যের কূটস্থ, জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই চারিপ্রকার ভেদ। শিষ্য! যখন তুমি এই স্বরূপ চতুষ্টয় উত্তমরূপে জানিতে পারিবে, তখন তোমার সংশয়ের সমাধান আপনি করিতে পারিবে। এই স্বরূপ চতুষ্টয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রবণ দ্বারা সংশয় রহিত জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জন্মাদি দুঃখের নিবৃত্তি হইবে।]

ঘটাকাশ বর্ণন।

জলপূর্ণ ঘটকে আকাশ যতটুকু অবকাশ বা অবসর দেয়, যুক্তিনিপুণ পণ্ডিতগণ তাহাকে ঘটাকাশ কহেন। ৭৫ ॥

জলাকাশ বর্ণন।

জলপূর্ণ ঘট মধ্যে আকাশের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, ঘটাকাশ সহিত তাহাকে বিজ্ঞজন জলাকাশ কহেন। ৭৬ ॥

[টীকাঃ—শিষ্য! জলপূর্ণ ঘট মধ্যে সনক্ষত্র আকাশের যে আভাস বা প্রতিবিম্ব পড়ে, ঘটাকাশ সহিত মিলিত সেই প্রতিবিম্বকে জলাকাশ কহে। এ বিষয়ে কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে—আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না। পরন্তু কেবল নক্ষত্রাদিরই প্রতিবিম্ব পড়ে। কারণ, আকাশ রূপরহিত। রূপবান পদার্থেরই প্রতিবিম্ব হয়। সুতরাং, আকাশের প্রতিবিম্ব সম্ভবে না। এই সংশয়ের সমাধান

যদি আকাশে জলে আকাশের প্রতিবিম্ব দেখা না যায়, তবে স্বল্প জলে গভীরতার প্রতীতি কিরূপে হয়? সুতরাং জ্ঞানবান পুরুষ জলে আকাশের প্রতিবিম্ব দেখেন। রূপ রহিত শব্দে প্রতিধ্বনি প্রতীত হয়। ৭৭-৭৭ ॥

[টীকা :-- যদি জলে আকাশের প্রতিবিম্ব না পড়িত, তবে গুলফ পরিমাণ জলে মনুষ্য পরিমাণ গভীরতা প্রতীত হইত না। সুতরাং আকাশের প্রতিবিম্ব স্বকার্য্য। "রূপরহিত পদার্থের প্রতিবিম্ব হয় না।" এরূপ নিয়ম নহে। কারণ, প্রতিধ্বনি রূপ রহিত শব্দের প্রতিবিম্ব। সুতরাং, রূপরহিত আকাশের প্রতিবিম্ব সম্ভবে *।]

মেঘাকাশ বর্ণন।

মেঘকে আকাশ যে অবকাশ দেয়, ও মেঘে আকাশের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, এই উভয়কে বুধজন মেঘাকাশ কহেন। ৭৯ ॥

[টীকা :—মেঘে অর্থাৎ মেঘের জলে আকাশের যে প্রতিবিম্ব পড়ে। এ বিষয়ে কেহ কেহ শঙ্কা করেন যে "মেঘ তো আকাশেই হয়। মেঘেজল ও আকাশের প্রতিবিম্ব না দেখিলে, কিরূপে জানা যায়?" এই শঙ্কার সমাধান—]

মেঘ অনন্ত জল বর্ষণ করে, এই হেতু মেঘজল সংযুক্ত। আকাশের প্রতিবিম্ব রহিত জল নাই ; সুতরাং, মেঘ আকাশ প্রতিবিম্ব যুক্ত। ৮০ ॥

[টীকা—যদিও মেঘ বিষয়ে জল ও আকাশের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ নহে, তথাপি অনুমান দ্বারা জানা যায়। মেঘ বর্ষণ করে, মেঘের নামান্তর জলধর যদি মেঘে জল না থাকিত, তবে মেঘ হইতে বর্ষণ হইত না। সুতরাং মেঘ বিষয়ে জল অনুমান সিদ্ধ। আকাশের প্রতিবিম্ব রহিত জল হইতে পারেনা সুতরাং, মেঘ বিষয়ে যে জল আছে, তাহা আকাশের প্রতিবিম্ব সংযুক্ত। এই রীতিতে, মেঘ বিষয়ে জল ও আকাশ—প্রতিবিম্বের অনুমান হয়।]

* গুণ আশ্রয় করিয়া গুণ থাকেনা। কিন্তু আকাশাদি পদার্থ আশ্রয় করিয়া গুণ থাকে। এই নিয়মে রূপ গুণের অনাশ্রিত বলিয়া, নীলপীতাদি বর্ণময় রূপ রূপরহিত। দর্শনাদি স্বচ্ছ উপাধিতে সেই রূপরহিত নীলপীতাদি বর্ণের প্রতিবিম্বপড়ে। তদ্বৎ রূপরহিত আকাশ ও চৈতন্যের প্রতিবিম্ব সম্ভবে।

অন্তর্বাহিরে * একরস ব্যাপক নভরূপকে অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা পণ্ডিতগণ মহাকাশ কহেন। ৮১ ॥

চতুর্ব্বিধ আকাশের শ্রুতি অনুসার লক্ষণ কহিলাম। শিষ্য! এক্ষণে চৈতন্যের লক্ষণ শ্রবণ কর। যাহা শুনিলে বিচার ফল রূপ জ্ঞান লাভ হয়। ৮২ ॥

কূটস্থ বর্ণন।

বুদ্ধি অথবা ব্যষ্টি অজ্ঞানের অধিষ্ঠান চৈতন্যকে কূটস্থ কহে। সেই চৈতন্য ঘটাকাশ বৎ জানিবে। সেই কূটস্থ উৎপত্তি রহিত। ৮৩ ॥

[টীকা :—বুদ্ধি অথবা ব্যষ্টি † অজ্ঞানের অধিষ্ঠান চৈতন্যকে কূটস্থ কহে। যে পক্ষে, বুদ্ধি সহিত চৈতন্য জীব, সে পক্ষে বুদ্ধির অধিষ্ঠানকে কূটস্থ কহে।

জীববর্ণন।

কামনা ও কর্ম্মসংযুক্ত বুদ্ধিতে যে চৈতন্য প্রতিবিম্ব পড়ে, জলাকাশবৎবিম্ব অর্থাৎ কূটস্থ সহিত সেই প্রতিবিম্বকে সুধীগণ জীব কহেন। ৮৪ ॥

[টীকা। জলাকাশবৎ জীব কেবল প্রতিবিম্ব মাত্র নহে। যেমন ঘটাকাশ সহিত আকাশের প্রতিবিম্বকে জলাকাশ কহে, সেইরূপ কূটস্থ সহিত চিদাভাসকে জীব কহে। এস্থলে চিদাভাস শব্দে বুদ্ধি সহিত চিদাভাস বুঝিতে

* ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ও ভিতরে।

† বৃক্ষ সমষ্টি লইয়া কানন, ও এক একটি ব্যষ্টি। ব্যষ্টি অর্থে অংশ।

যে পক্ষে ব্যষ্টি অজ্ঞান সহিত চৈতন্যকে জীব কহে, সে পক্ষে ব্যষ্টি অজ্ঞানের যিনি অধিষ্ঠান তাঁহাকে কূটস্থ কহে। এ স্থলে সিদ্ধান্ত এই যে "জীবপনার বিশেষণের অধিষ্ঠানের নাম কূটস্থ। সেই কূটস্থ অজন্য অর্থাৎ উৎপত্তি রহিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যেমন চিদাভাস উৎপন্ন হয়, ঐ কূটস্থ তদ্বৎ উৎপন্ন নহেন, পরন্তু তিনি ব্রহ্মরূপই। যেরূপ, ঘটাকাশ, মহাকাশ হইতে পৃথক না হইয়া মহাকাশ রূপই। এই কূটস্থই আত্মপদ লক্ষ্য। ইহাঁকেই প্রত্যক্, ইঁহাকেই নিজরূপ কহে। এই কূটস্থই জীব-সাক্ষী।]

হইবে। বুদ্ধিতে যে চিদাভাস ও বুদ্ধির অধিষ্ঠান চৈতন্য, এই উভয়ের নাম জীব *।]

অধিষ্ঠান কূটস্থ হইতে প্রতিবিম্ব পড়ে; রক্তপুষ্পের উপর ধৃত স্ফটিক যেরূপ রক্তাভ হয়। ৮৫॥

[টীকা—বিম্ব যে কূটস্থ তৎসহিত আভাসকে জীব কহে। সুতরাং ইহা প্রতীতি হয় যে—বুদ্ধিতে কূটস্থেরই প্রতিবিম্ব পড়ে, বাহ্য ব্রহ্ম চৈতন্যের নহে। কারণ, বিম্বেরই প্রতিবিম্ব হয়। সেই কূটস্থ বিম্ব উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কূটস্থেরই প্রতিবিম্ব প্রতীতি হয়। যেমন, রক্তপুষ্পের উপর ধৃত শুভ্র স্ফটিক রক্তাভ হয়। স্ফটিক বিষয়ে পুষ্পের রক্তাভা পতিত হয়, অর্থাৎ রক্তপুষ্পের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেইরূপ কূটস্থের আশ্রিত বুদ্ধি বিষয়ে কূটস্থের প্রকাশ বা জ্যোতির আভা পড়ে। স্ফটিক অত্যন্ত উজ্জ্বল, বুদ্ধিও অত্যন্ত বিমল। কারণ বুদ্ধি সত্ত্বগুণের কার্য্য। সুতরাং কূটস্থের আভার নাম প্রতিবিম্ব।

অথবা ব্রহ্ম চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। যেমন, ঘট জলে মহাকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, ঘট মধ্য আকাশের নহে। কারণ, জলে যত গভীরতা প্রতীত হয়, তত গভীরতা ঘটমধ্য আকাশে নাই। সেই গভীরতা আকাশের প্রতিবিম্ব সুতরাং বাহ্য আকাশের প্রতিবিম্ব। যিনি এরূপ কহেন যে "ব্যাপক চৈতন্যের প্রতিবিম্ব সম্ভবেনা"। সে শঙ্কা আকাশের দৃষ্টান্তে বিদূরিত হয়। কারণ ব্যাপক আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, সুতরাং ব্যাপক চৈতন্যের ও প্রতিবিম্ব পড়ে।

যিনি কহেন যে "রূপবান পদার্থে রূপবান পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়ে"; তাহা নিয়ম নহে। কারণ, রূপ রহিত আকাশে রূপ রহিত শব্দের প্রতিবিম্ব হয়। সুতরাং, চৈতন্যের প্রতিবিম্ব সম্ভবে।

এই রীতিতে, বুদ্ধিতে যে চিদাভাস ও বুদ্ধির অধিষ্ঠান এই উভয়ের নাম জীব। সেই জীব "ত্বম্" পদবাচ্য। জীব বিষয়ে চিদাভাস ত্যাগ করিলে, কেবল যে কূটস্থ থাকেন, সেই কূটস্থ "তম্" পদলক্ষ্য। জীব "অহং" শব্দ বাচ্য, কেবল কূটস্থ লক্ষ্য।]

* চিদাভাস সহিত বুদ্ধি বিশিষ্ট চৈতন্যের নাম জীব।

বুদ্ধিতে যে আভাস, তাহাই পাপপুণ্য ফলভোগ করে ও লোকান্তর গমনাগমন করে। বুদ্ধির অধিষ্ঠান চৈতন্য সেই আভাস যুক্ত নহে। মিথ্যা ঘট সম্পর্কে আকাশ সক্রিয় প্রতীত হয়। ঘটাকাশ অক্রিয়, সদা এক রস ও শান্তিতে (অবিচলিত) থাকে। ৮৬, ৮৭॥

[টীকা—যদিও চিদাভাস ও কূটস্থ এই উভয়ের নাম জীব, তথাপি ফলতঃ অভাস বিষয়ে জীবধর্ম্ম নিহিত। ফলে সেই সাভাস বুদ্ধিই পুণ্য, পাপ; পুণ্যপাপের ফল সুখ দুঃখ, লোকান্তর গমনাগমন কর্ম্মে। কূটস্থ নিষ্ক্রিয়। কেবল ভ্রান্তি হইতেই কূটস্থ সক্রিয় প্রতীত হয়। সবুদ্ধি আভাসের এই ভ্রম প্রতীতি হয় কূটস্থের নহে। কারণ, সেই কূটস্থ লৌহকারের কূট (নেহাই Anvil) বৎ নির্ব্বিকার রূপে অবস্থিত। অথবা, সেই কূটস্থ কূট অর্থাৎ মিথ্যা বুদ্ধি ও চিদাভাস সম্বন্ধে অসঙ্গরূপে অবস্থিত। সুতরাং, কূটস্থ বিষয়ে ভ্রান্তি আদি সম্ভবে না, পরন্তু চিদাভাস সম্বন্ধে সম্ভবে।

বিচার নেত্রে দেখিতে গেলে, পুণ্য পাপ, সুখ দুঃখ, লোকান্তর গমনাগমন কেবল বুদ্ধিতে মাত্র, আভাসে * নহে। বুদ্ধি সংযোগ হইতেই আভাসে প্রতীত হয়। যেমন, সজল ঘট, কখন বক্র, কখন সরল ভাবে থাকে ও স্থানান্তর প্রাপ্ত হয়, এবং আকাশ প্রতিবিম্ব, স্বতন্ত্র অক্রিয় হইলেও, তৎসম্পর্কে সক্রিয় হয়, সেইরূপ পাপ পুণ্যাদি বিকারযুক্ত কামকর্ম্ম জল পূর্ণ বুদ্ধি ঘট সম্পর্কে চিদাভাস বিকার প্রাপ্ত হয়। কূটস্থ সর্ব্ববিকার রহিত। জলপূর্ণ ঘটের বিকার রহিত ঘটাকাশবৎ কূটস্থ জানিবে। সুতরাং, চিদাভাস প্রতীত জীবধর্ম্ম, অজ্ঞানকৃত ভ্রান্তি হইতে কূটস্থে প্রতীত হয়। সুতরাং, বুদ্ধি বিষয়ে কূটস্থ সহিত চিদাভাসকে জীব কহে।

* সলিলগত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব জলধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না; সেইরূপ চিদাভাস বুদ্ধি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। লৌহ কটাহগত তপ্ততৈলে আকাশ প্রতিবিম্বে তাপ সংযোগ হয় না। সে অগ্নি তাপ কেবল তৈলেই হয়, কটাহের অধিষ্ঠান আকাশে নহে। সেইরূপ পুণ্য-পাপাদি সংসার কেবল বুদ্ধিতে মাত্র, আভাসে অথবা বুদ্ধির অধিষ্ঠান কূটস্থে নহে। পরন্তু, কূটস্থে প্রতীতি অজ্ঞানকৃত ভ্রান্তি মাত্র।

জীবের এই পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ বর্ণনায় প্রাজ্ঞের হানি হয়। সুষুপ্তি অভিমানী জীবকে প্রাজ্ঞ কহে। সুষুপ্তিকালে বুদ্ধির অভাবহেতু বুদ্ধিতে আভাস সম্ভবে না। সুতরাং প্রাজ্ঞ স্বরূপ প্রতিপাদক শাস্ত্রের বিরোধ ঘটে। এই হেতু জীবের স্বরূপ স্বতন্ত্র প্রতিপন্ন করা হয়।]

অথবা, ব্যষ্টি অজ্ঞানে চৈতন্য আভাস ও কূটস্থ সহিত অধিষ্ঠান এই উভয়কে জীবপদ কহে। ৮৮॥

[টীকা—অজ্ঞানের অংশকে ব্যষ্টি অজ্ঞান, ও সম্পূর্ণ অজ্ঞানকে সমষ্টি অজ্ঞান নহে। অজ্ঞানের অংশে যে চৈতন্য আভাস ও অজ্ঞান অংশের অধিষ্ঠান যে কূটস্থ এই উভয়কে জীবপদ কহে। সুতরাং প্রাজ্ঞের অভাব হয় না। কারণ, সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান থাকে। সুষুপ্তিকালে, চৈতন্য প্রতিবিম্ব সহিত অজ্ঞান অংশই বুদ্ধিরূপ প্রাপ্ত হয়। সে সময়, চৈতন্য প্রতিবিম্ব অজ্ঞান অংশের সহিতই থাকে॥ সেই চিদাভাস সহিত বুদ্ধিতে পুণ্য পাপাদি সংসার প্রতীত হয়। এই অর্থেই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে বুদ্ধি জীবপণার উপাধি কথিত হইয়াছে। বিচার দৃষ্টিতে অজ্ঞানই জীবপণার উপাধি।]

ঈশ বর্ণন।

মায়া বিষয়ে চিৎছায়া ও মায়ার অধিষ্ঠান চৈতন্য—এই উভয়কে ঈশ্বর কহে। সেই ঈশ্বর মেঘাকাশ সদৃশ, অন্তর্যামী ও নিত্যমুক্ত। ৮৯॥

[টীকা—মায়া বিষয়ে চৈতন্যের যে ছায়া বা আভাস, ও মায়ার অধিষ্ঠান চৈতন্য—এই উভয়কে ঈশ্বর কহে। সেই ঈশ্বর মেঘাকাশ সদৃশ। তিনি অন্তর্যামী, কারণ, সকলের অন্তর প্রেরণা করেন। তিনি নিত্যমুক্ত, কারণ, তাঁহার স্বস্বরূপে আবরণ নাই। সুতরাং, তাঁহাতে জন্মাদিবন্ধের প্রতীতি নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকল পদার্থের জ্ঞাতা। কারণ মায়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধান। (তম ও রজোগুণের প্রধান্য হেতু যে সত্ত্বগুণ মলিন নহে, পরন্তু যাহা স্বয়ং রজ ও তমোগুণকে আবৃত করিতে সক্ষম, তাহাকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ কহে)। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। সুতরাং, সত্ত্বগুণ প্রকাশ স্বভাব। এইরূপ সত্ত্বগুণযুক্ত মায়া বিষয়ে যে চৈতন্য আভাস, তাহার স্বরূপ বিষয়ে অথবা অন্যপদার্থ বিষয়ে আবরণ সম্ভবে না। সুতরাং, ঈশ্বর নিত্যমুক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ।

জীব ও ঈশ্বর উভয় বিষয়ে অধিষ্ঠান চৈতন্য বন্ধমোক্ষ ভেদ রহিত, আকাশ সদৃশ একরস। পরন্তু, আভাস অংশে বন্ধমোক্ষ আছে, আভাস ভ্রমে অধিষ্ঠানে প্রতীত হয়। প্রভেদ এই, যে আভাসে আবরণ আছে, সে আভাসে বন্ধ আছে। যে বিষয়ে স্বরূপের আবরণ নাই, তাহা মুক্ত। ঈশ্বরে আবরণ নাই, সুতরাং তিনি নিত্যমুক্ত। জীব বিষয়ে আবরণ আছে, সুতরাং জীব বদ্ধ। কারণ, যে অবিদ্যার অংশে চৈতন্য আভাসকে জীব কহে, সেই অবিদ্যার স্বভাবই আবরণ করা। যদিও অবিদ্যা, অজ্ঞান ও মায়া একই বস্তুকে কহে, তথাপি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে মায়া কহে ও মলিন সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে অজ্ঞান ও অবিদ্যা কহে। (রজ ও তমোগুণে মন্দীভূত সত্ত্বগুণকে মলিন সত্ত্বগুণ কহে)। সুতরাং, তম ও রজোগুণ প্রবল অবিদ্যায় জীবের যে আভাস অংশ তাহার স্বরূপ অবিদ্যা আবৃত করে। সুতরাং, জীবে বন্ধন আছে, ঈশ্বরে নাই। অধিষ্ঠান চৈতন্য সহিত মায়ায় আভাসরূপ ঈশ্বর তৎপদ বাচ্য, ও কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্য তৎপদ লক্ষ্য। "ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার করেন" সর্ব্ব শাস্ত্রোক্ত এই বাক্যের অর্থ এই যে চৈতন্য অংশ আকাশ সদৃশ অসঙ্গ। আভাস অংশ সর্ব্বজ্ঞ, জগতের উৎপত্তি আদি বিধাতা ও ভক্ত জন প্রতি অনুগ্রহ কর্ত্তা। অন্য যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে তাহা আভাস অংশেই। চৈতন্য অংশ একরস, তদ্বিষয়ে সত্তাস্ফূর্ত্তি ভিন্ন, অন্য ঐশ্বর্য্য সম্ভবে না।]

ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণন।

মহাকাশ সম যেবা ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
ব্যাপক বাহিরে তথা একরস ধরে॥
আছে যে চৈতন্য শিষ্য! সদা ভরপুর।
সে ব্রহ্ম পরম ধাম, না কাছে না দূর॥ ৯০॥

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে মহাকাশসম ব্যাপক সদা একরস যে ভরপুর চৈতন্য বিদ্যমান, তিনিই ব্রহ্ম—নিকটেও নহেন, দূরেও নহে। ৯০॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র বি, এল।

শ্রীরামচন্দ্র।

(চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

(গতানুবৃত্তি)

এদিকে শ্রীরামজননী কৌশল্যা দেবী ভরতের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইলেন। ভরত কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার চরণ দর্শন মানসে তদীয় আবাসাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা ভরতকে দেখিয়া বলিলেন "বাছা ভরত, তোমার জননী অনেক চেষ্টা করিয়া তোমার জন্য অযোধ্যারাজ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—এক্ষণে রাজ্য ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, আমাকে, আমার রামের নিকট প্রেরণ কর; তাহা হইলেই আমি পরম প্রীত হইব। কৌশল্যার বাক্য শ্রবণে ভরত যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া কৌশল্যার চরণ ধারণ পূর্ব্বক অনেক অনুনয় করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। রাজার দেহ তৈলদ্রোণীমধ্যে রক্ষিত ছিল; বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে ভরত তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

রাজার ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন হইলে, সভাসদগণ একত্রিত হইয়া, ভরতকে অভিষিক্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, এই বংশে চিরকালই জ্যেষ্ঠ রাজা হইয়া থাকেন। রামচন্দ্রই রাজ্যের যথার্থ অধিকারী। তিনিই রাজা হইবেন, আমি তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিব। অনন্তর তিনি, সৈন্য সজ্জিত করিয়া বনপথ প্রশস্ত করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠও ভরতকে পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ভরত কাহারও কথা গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার একই বাক্য, আমি রাজ্যাধিকারী, নই এ রাজ্য আর্য্য রামচন্দ্রের। শেষে তিনি চতুরঙ্গ সৈন্য ও পৌরগণকে সঙ্গে লইয়া অরণ্য গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অযোধ্যাবাসীগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না, আবার রাম আসিবেন, তিনি রাজা হইবেন,

এই সম্বাদে সকলই উৎফুল্ল হইল। সকলে আনন্দ ভরে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে নিষাদরাজ গুহ, সৈন্য দর্শনে, প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন, বুঝি ভরত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ জন্য সসৈন্যে আসিতেছেন। এজন্য তাঁহার গতিরোধ মানসে আপনার সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া ছিলেন। কিন্তু ভরতের ভাব দর্শনে তাঁহার সেভাব তিরোহিত হইল। তিনি তাঁহাদিগকে আহার্য্য দ্বারা যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিলেন। ভরত গুহককে বলিয়াছিলেন, আমি পিতৃতুল্য অগ্রজ আর্য্য রামচন্দ্রকে, অরণ্য হইতে অযোধ্যায় লইয়া গিয়া আবার রাজা করিব বলিয়াই আসিয়াছি।"

ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া গুহ অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এবং ভরতের নির্লোভতা জন্য প্রশংসা পূর্ব্বক বলিলেন "সুনিশ্চয় আপনার যশে জগত পূর্ণ হইবেক, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।" তৎপরে, গুহ, রামচন্দ্রের প্রথম বনবাস রজনীর বিবরণ বর্ণনা পূর্ব্বক, যে তৃণ শয্যায় রাম সীতা রাত্রে শয়ন করিয়া ছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিলেন। এবং লক্ষ্মণ কিরূপে, ধনুহস্তে তাহাদের প্রহরাতে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাও সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। আমার ইচ্ছা, সুযোগ পাইলে সকলেই যেন সেই সুমধুর করুণ রসপুরিত বিবরণ পাঠ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করেন।

পর দিন ভরত সসৈন্যে গঙ্গা পার হইয়া, সৈন্যদিগকে অদূরে স্থাপন পূর্ব্বক, মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত একাকী মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিলেন। ভরদ্বাজ ভরতের মনোভাব অবগত হইয়া, তাঁহাকে প্রশংসা পূর্ব্বক, তাঁহাকে সেরাত্রি সেই খানেই সসৈন্যে অবস্থান করিতে বলিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজের অভিপ্রায়ানুসারে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা অবিলম্বে ভরত ও তাঁহার অনুচরগণের বাসোপযোগী গৃহ সমূহ নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে মহর্ষি যোগবলে তাঁহাদের ব্যবহারোপযোগী সমুদয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। ভরতের পরিজনগণ সকলেই—পরমসুখে রাত্রিযাপন করিলেন। যাহার নিজের কিছুতেই প্রয়োজন নাই তিনিই কেবল অপরের তৃপ্তির জন্য সেরূপ আয়োজন করিতে সমর্থ।

প্রভাত সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজের নির্দ্দেশকর্ত্তী হইয়া ভরত সজনে চিত্রকূটাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অবশেষে দূর হইতে ধূমদর্শনে আশ্রম সন্নিধি

অবগত হইয়া, ভরত কেবল মাত্র দুইজন সঙ্গী সঙ্গে লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণ দর্শনাভিলাষে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে রামচন্দ্র সপত্নীক পরমসুখে অরণ্যে বাস করিতে ছিলেন। লক্ষ্মণ, অবিচলিত চিত্তে তাঁহাদের পরিচর্য্যায় রত ছিলেন। তাঁহারা আহারের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহা কলরব শ্রবণে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কারণনু সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। লক্ষণ উচ্চতম বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক, সবিশেষ অবগত হইয়া, রামচন্দ্রকে সজ্জিত হইতে এবং সীতাদেবীকে গুহামধ্যে রক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন—

"ভরত কৈকেয়ী সুত অভিসিক্ত হয়ে—
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিব আশয়ে
আমাদের বধ আশা করিয়া মনন,
উপস্থিত হেথা আজি লয়ে সেনাগণ।
রাজ্যচ্যুত হলে তুমি যাহার কারণ
এবে সেই শত্রু হেথা কৈলা আগমন।
সে আমার বধ্য ; আমি বধিলে তাহায়
কোন রূপ দোষ, দাদা, না ঘটিবে তায়।
অদ্য সেই পাপীয়সী কৈকেয়ী পামরী
দেখুক পুত্রের তার কি যে দশা করি।
হস্তিদণ্ডে বিদারিত বৃক্ষের মতন
মম হস্তে পুত্রতার হইবে নিধন।
কৈকেয়ী ক্রূরারে আমি মন্থরার সনে
বিনাশ করিব দাদা শর নিক্ষেপনে।
চিত্রকূট পর্ব্বতের বিশাল কানন
শত্রুর শোণিতে আমি করিব রঞ্জন।
যে সব তুরঙ্গ নর মাতঙ্গ, আমার
শরদণ্ডে খণ্ড হয়ে হইবে সংহার,
শৃগাল কুক্কুরগণ সেই সবাকারে
আকর্ষিয়া লয়ে যাবে বনের চৌধারে॥

লক্ষ্মণের ক্রোধবিজৃম্ভিত বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন তাঁহার অনুমান সত্য নহে। ভরত অবশ্য অনুরাগ বশতঃ তাঁহাদের সন্ধান জন্যই আগমন করিতেছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণের যদি রাজ্য গ্রহণে ইচ্ছা থাকে ; তাহা হইলে ভরত রামচন্দ্রের আদেশে এই দণ্ডেই তাঁহাকে রাজ্য অর্পণ করিতে সম্মত হইবেন। রামচন্দ্রের বাক্যে লক্ষ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং রাম ও সীতার সহিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে ভরত ও শত্রুঘ্ন সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে অরণ্য প্রদেশ অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের কুটীর সমীপে উপনীত হইলেন। ভরত দূর হইতে দেখিতে পাইলেন রামচন্দ্র জটাচীর ধারণ পূর্ব্বক, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত ভূমিতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে ভরতের হৃদয় উদ্বেলিত হইল তিনি রোদন করিতে করিতে, দ্রুততর পাদ বিক্ষেপে, রামচন্দ্রের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া "হা আর্য্য !" এই বাক্যমাত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন

"ভরত আমার ?"
পিতা এই ক্ষণে আছেন কোথায় ?
বল একবার।
অরণ্যে ভূমিরে [illegible]
অযোধ্যা ত্যজিলে ?
পিতারে ছাড়িয়া আসিলে কেমনে
কি ভাবিয়া চিতে ?
বল এই ক্ষণে কিসের কারণে
দুর্জ্জয় কাননে
হলে উপনীত বল বল ভাই
শুনিব শ্রবণে।
তুমি ত বালক রাজ্যে ত নিযুক্ত
ভয় নাই ভাই
পিতার সেবায় আছ ত নিরত
তুমি ত সদাই

যিনি রাজসূয় অশ্বমেধ আদি
যজ্ঞ অনুষ্ঠাতা,
আমাদের সেই ধর্ম্ম পরায়ণ
পূজনীয় পিতা
বিশেষ কুশলে আছেন ত এবে ?
বিপদ তাঁহার
হয় নিত কিছু ? বৃদ্ধ তিনি অতি
পক্ক কেশ ভার
কুল গুরু ঋষি বশিষ্ঠ দয়ালু
উচিত আদর
পান ত নিয়ত ? ভকতি তাঁহারে
কর নিরন্তর ?
দেবী কৌশল্যার আর সুমিত্রার
বিশেষ কুশল ?
আর্য্যা কৈকেয়ীত আছেন হরিষে
ভরত সুবল ?

এইরূপ, নানা বিধ প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু ভরত কিছুই উত্তর করিতে সমর্থ হইলেন না। রামচন্দ্র তাঁহাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা ও নানাবিধ উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ভরত একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং রামচন্দ্রের এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন যে, তাঁহাদের জনকের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি রামচন্দ্রের শোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া স্বর্ধামে গমন করিয়াছেন সেই জন্য ভরত, রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। এইক্ষণে তিনি ব্যতীত আর কে কোশল রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইবে? ভরতের বাক্যাবসানে রামচন্দ্র ধীরভাবে উত্তর করিলেন, যে তিনি পিতৃসত্য পালন জন্য অরণ্যবাসী হইয়াছেন, তিনি চতুর্দ্দশবৎসর কাল অরণ্যে বাস করিবেন। ভরতকে তিনি রাজ্য দান করিয়াছেন, সুতরাং ভরতেরই রাজ্য শাসন করা কর্ত্তব্য। পিতা যাহাকে যে ভার দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার তাহাই করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে ভরত প্রস্তাব করিলেন এইক্ষণে তাঁহাদের

পিতাকে পিণ্ড দান করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে তাঁহারা চারিভ্রাতা এবং সীতা দেবী নদীতীরে গমন পূর্ব্বক, তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন তৎপরে কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া, শোকে দুঃখে আছন্ন ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বশিষ্ঠ দেবের সহিত কৌশল্যাদি মহিলাগণ তথায় উপনীত হইলেন এবং সকলে শোকাশ্রুপাত করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত সময়ে, ভরত, পুনর্ব্বার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যভার গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন রামচন্দ্রের অভাবে রাজ্য সুরক্ষিত হইবেক না। রামচন্দ্র ভ্রাতাকে মৃত্যু রহস্য সবিস্তারে শ্রবণ করাইয়া, বলিলেন, যতদিন দেহে প্রাণ থাকে ততদিন, আমাদের কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্য পালন করা উচিত। কর্ত্তব্য পালনই স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। ভরত, রামচন্দ্রের ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের যথোচিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, যে, রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিলে রাজ্য সুরক্ষিত হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের কার্য্যে পাপ স্পর্শ করিবে না। কৈকেয়ী কৃত অকার্য্যের নাশ হইবে এবং ভরতও পাপমুক্ত হইবেন। কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহার কোনও যুক্তিই গ্রাহ্য করিলেন না বশিষ্ঠদেবও রামচন্দ্রকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র অবিচলিতভাবে বলিলেন "যদিও বশিষ্ঠদেব গুরু সত্য, কিন্তু পিতার আদেশের বাধক. তাহার আদেশ তিনি কোনওরূপে পালনে সমর্থ নহেন। পিতৃসত্য পালনই জীবনের সার ব্রত, ইহার অন্যথা কিছুতেই হইবেক না। তৎপরে ভরত প্রস্তাব করিলেন যে তিনি রামচন্দ্রের প্রতিনিধি হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিবেন। কিন্তু রামচন্দ্র বলিলেন যে তাহা হইলেও পিতার আদেশ প্রতিনিধি দ্বারা প্রতিপাল্য নহে, কিন্তু নিজের শরীরপাত করিয়াও প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহাদের দুইজনের কাহারও, তাহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অবশেষে ভরত রামচন্দ্রের পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন যে তিনি, এই চতুর্দ্দশ বৎসরকাল রামচন্দ্রের প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্য প্রতিপালন করিবেন বটে, কিন্তু তিনি এ তাপস বেশ ত্যাগ করিবেন না। রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক, তিনি আজিনাসনে এই চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত করিবেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে

যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। ভরত তাহাই করিয়াছিলেন। কারণ, রাজমহিষী-গণকে অযোধ্যায় প্রেরণ পূর্ব্বক তিনি নন্দিগ্রামে অবস্থান করিয়া, রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক, রামচন্দ্রের প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে রামচন্দ্রের পাদুকার আশীর্ব্বাদে প্রজাগণ নিরাপদে কালযাপন করিবেক তিনি উপলক্ষ মাত্র হইয়া রামচন্দ্রের রাজ্য শাসন করিবেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে যখন আবার রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইবেন, সেই সময়ে তিনি স্বহস্তে এই পাদুকাযুগল তাঁহার ভক্তসম্পদ পদে প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া নিজের তাপস ব্রত উদযাপন করিবেন।

ভরত, প্রস্থান করিলে পর, রামচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতার দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়াছিলেন, এবং পাছে ভরত, বার বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আগমন করেন এই জন্য, ঐ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দূরতর অরণ্যে প্রবেশ করা শ্রেয়, বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে চিত্রকূটস্থ মুনি ঋষিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই আশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক আরও গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা মহর্ষি অত্রির আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক, তাঁহার ও তৎপত্নী অনসূয়া দেবীর চরণ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সীতাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে রাম সীতা ও লক্ষণের সহিত গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এতদিনে তাঁহারা মহর্ষিবৃন্দ পরিসেবিত ও রাক্ষসগণের উপদ্রবে উপদ্রুত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, লক্ষণ অগ্রে, মধ্যে সীতা দেবীও পশ্চাতে শ্রীরামচন্দ্র, এইভাবে, সাবধানে গমন করিতে লাগি-লেন। কিন্তু তথাপি বিরাট নামক রাক্ষস, সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বৈদেহীকে ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ খরতর শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সকল শর, শৈলদেহে করকাপাতের ন্যায় তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া পতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে, রামলক্ষ্মণকে ধারণ করিয়া স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া গমন আরম্ভ করিল। এই অবসরে রাম ও লক্ষ্মণ তাহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন। বিরাট ছিন্নবাহু হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং রাম-

চন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার স্তব করিয়া বলিল "দয়াময়, আজ আমার রাক্ষস দেহের সহিত শাপান্ত হইল। এতদিনে আমি কারামুক্ত হইয়া মুক্তি-ভাগী হইলাম। এক্ষণে আপনি অদূরস্থিত মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে গমন করুন, তিনি আপনার দর্শনলাভ জন্য নিতান্ত ব্যাকুলভাবে কাল ক্ষেপণ করি-তেছেন।" এই বলিয়া সে রক্ষ দেহ ত্যাগ করিলে, রামচন্দ্র তাহার দেহ মৃত্তি-কায় প্রোথিত করিয়া, শরভঙ্গাশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা, তাঁহার আশ্রম সন্নিহিত প্রদেশে আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগণে পরিবৃত হইয়া, মহর্ষির কুটীরে আগমন করিয়াছেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র, সীতা ও জানকীকে, আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া একাকী মুনিবরের দর্শনার্থ গমন করিলেন। ইন্দ্র, তদ্দর্শনে শরভঙ্গের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার যথোচিত পূজা করিয়া দেবগণের সহিত স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ অন্তর্হিত হইলে শ্রীরামচন্দ্র আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন এবং অতঃপর তিনি পত্নী ও অনুজের সহিত তাঁহারা কোথায় বাস করা উচিত, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শরভঙ্গ বলিলেন "শুন বাছাধন,
এখানে সুতীক্ষ্ণ নামে ধর্ম্মপরায়ণ
আছেন মহর্ষি; যাও নিকটে তাঁহার,
তাহ'তে মঙ্গললাভ হইবে তোমার।
অতিদূরে মন্দাকিনী কুসুমবাহিনী
হতেছেন প্রবাহিত বঙ্কিমগামিনী।
প্রতিস্রোতে রাখি তাহে, করহ গমন
তাহলে পাইবে তাঁর পবিত্র আশ্রম
আমিত তোমার রাম গমনের পথ
নির্দ্দেশিয়া পুরাইনু তব মনোরথ
অপেক্ষা করিয়া এবে মুহূর্ত্ত সময়,
মম মনোরথ পূর্ণ কর, দয়াময়,
জীর্ণ ত্বক পরিহরে ভুজঙ্গ যেমন
করিব সমক্ষে তব দেহ বিসর্জ্জন।"

এই কথা বলিয়া শরভঙ্গ অগ্নি প্রবেশ করিলেন। এবং নিমেষ মধ্যে দিব্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ মৃত্যু বিবরণ শ্রবণ করিয়া হঠাৎ মনে হয়, যে আত্মঘাতী হইয়া দেহত্যাগ করিলে কিরূপে পুণ্যলোক লাভ হইতে পারে?—যাহারা জন্ম মৃত্যু রহস্য অবগত নহে তাহাদের মনেই এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে। আত্মঘাতী অবশ্যই মুক্তিভাগী হইতে পারে না। কিন্তু মুনিবর কি আত্মঘাতী হইলেন? আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই ক্রমোন্নতি মুখে ধাবিত, সে অবস্থায় আত্মনাশ পাপজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন মনুষ্য বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত, হয়ত কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়া রাজদণ্ডের ভয়ে ভীত, সে আত্মঘাতী হইয়া, তাহার দণ্ড হইতে এড়াইতে গিয়া আরও গুরুতর দণ্ডে পতিত হয়। কেহ বা হতাশ হইয়া জীবন ভার দুর্ব্বহ ভাবিয়া আত্মহত্যারূপ পাপভারে, অনন্ত জীবনের ভার আরও গুরু করে। কোন বালক হয়ত, অভীষ্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া লোক লজ্জা হইতে মুক্তির আশায় আত্মঘাতী হইয়া আপনার মুক্তিপথের কণ্টক হয়। এই সকল স্থলে কাপুরুষতাই এই আত্মহনন কার্য্যের মূল। কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহে অবহেলা করিয়া, এরূপ কার্য্য পাপজনক তাহাতে আর সন্দেহ কি?—যতদিন আমাদের সংসারে কর্ত্তব্য আছে—যত দিন আমরা পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পরিজনের সুখ সচ্ছন্দতার জন্য দায়ী, ততদিন আমাদের জীবন রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য—স্বেচ্ছায় উহার নাশ করিলে অবশ্যই আমাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবেক। ফল কথা, পৃথিবী ফেলিয়া,—কর্ত্তব্য ফেলিয়া ওরূপে পলাইলে নিস্তার নাই। সেই দুষ্কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। স্বেচ্ছায় দেহ নাশ করিয়া কেবল যন্ত্রণার ভার বাড়ান হয় মাত্র। এবং জন্মান্তরে আরও ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাময় অবস্থায় পতিত হইতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু যখন, ক্রমোন্নতির চরম সীমায় উপনীত হওয়া যায়, যখন মানবের কাজের সমাপ্তি হয়! যখন কর্ম্মফলের অবশেষ থাকে না—তখন মুক্তাত্মা বুঝিতে পারেন যে এই পাঞ্চভৌতিক দেহের আর প্রয়োজন নাই। তখন বৈরাগীর জীর্ণ কৌপীন ত্যাগ করিয়া দিগম্বর বেশ ধারণের ন্যায় এ দেহ যেখানকার, সেইখানে রাখিয়া বা পঞ্চে পঞ্চ মিশাইয়া দিয়া, আত্মনিবাসে

গমন কিছুই দোষের হইতে পারে না।—তাহা আত্মহত্যা নহে, জীর্ণাম্বর ত্যাগ মাত্র।

পথে গমন করিতে করিতে, সীতাদেবী রামচন্দ্রকে সশস্ত্র ভ্রমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "নাথ, আপনি যখন তপস্বী তখন আপনার অস্ত্রধারণের প্রয়োজন কি? অস্ত্র হাতে থাকিলেই উহার ব্যবহার করিবার অভিলাষ অনিবার্য্য, তাহার ফল যুদ্ধ। ইন্দ্র একদা কোনও তপস্বীর তপোভঙ্গ বাসনায়—তাঁহাকে একখানি অসি রক্ষার্থ প্রদান করেন। তপস্বী পাছে নষ্ট হয় এই ভয়ে নিরন্তর উহা সঙ্গে করিয়া লইয়া ফিরিতেন, যদি কেহ উহা কাড়িয়া লইতে আইসে তাহা হইলে তিনি ঐ অসির সাহায্যেই তাহাকে বিমুখ করিতে পারিবেন এই চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইত। এই চিন্তা হইতেই ক্রমে তাঁহার মন আত্মত্ব ভুলিয়া ক্রমে অসিত্ব আশ্রয় করিল ক্রমে তিনি তপোভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও তপস্বীর ধর্ম্ম স্বতন্ত্র; এখন তিনি তপস্বী; আবার যখন অযোধ্যায় ফিরিবেন, সে সময়ে ক্ষত্রধর্ম্ম পালন জন্য অবশ্যই তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে কিন্তু আমার এসকল কথা বলা অন্যায়, আপনাকে কেবল স্মরণ করাইবার জন্যই এরূপ বলা। নচেৎ ইহা আপনাকে উপদেশ দেওয়া বলিয়া মনে করিবেন না। আপনাকে উপদেশ দিতে পারে এমন ব্যক্তি এ জগতে দুর্লভ। এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ করুন।" শ্রীরামচন্দ্র, সীতা দেবীর এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের জ্ঞান আরও গভীরতর; তিনি নিজ কর্ত্তব্যের পরিমাণ বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিজের জন্য অস্ত্র ধারণ করেন নাই, কেবল রাক্ষস দিগকে দমন করিয়া তপস্বী গণের তপোবিঘ্ন দূর করাই তাঁহার অস্ত্র ধারণের হেতু। তপস্বীগণ তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম। তিনি অবশেষে বলিলেন আমি নিজের প্রাণ অকাতরে ত্যাগ করিতে পারি তোমার মত পতিব্রতা ধর্ম্ম পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারি, প্রাণসম লক্ষ্মণকেও ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারি না।

দণ্ডকারণ্যে তাঁহারা দশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। নানাস্থানে ভ্রমণ

করিয়া বহু মুনি ঋষিকে দর্শন করিয়া—তাঁহাদের প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ সঞ্চয় পূর্ব্বক দিন অতিবাহিত হইল। এই সময়ে পিতার মিত্র জটায়ু নামক পক্ষী রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি প্রাণ পণে জানকীকে রক্ষা করিবেন স্বীকার করিলেন, তখন রাম লক্ষ্মণ কুটীর নির্ম্মাণোপযোগী স্থান নির্ণয় জন্য গমন করিলেন। অবশেষে গোদাবরীতীরে সুপ্রশস্ত বনভূমিতে লক্ষ্মণ কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তথায় রাম সীতা আগমন করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আবার ঝটিকা পুর্ণ মেঘে গগন আচ্ছাদিত হইল। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের আর একটি ঝটিকা উত্থিত হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

সীতাহরণ।

শীত ঋতুর আগমনে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও জানকী পরমসুখে অরণ্যাবাসে বাস করিতে লাগিলেন। শীতঋতু রামচন্দ্রের অতীব প্রিয়, আর দুই জনের রামের সুখেই সুখ। দুই ভ্রাতায় সর্ব্বদাই অতীত ও ভবিষ্যতের বিষয় আলাপ করেন। একদা লক্ষ্মণ অতীত বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, কৈকেয়ীর মত নারী রাজা দশরথের পত্নী ও ভরতের জননী হইলেন ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়।" তাঁহার বাক্য শ্রবণে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন "ভাই, মধ্যম মাতাকে দোষ দিও না, ভরতের বিষয়ই আলাপ কর।" রামচন্দ্রের স্বভাব এইছিল যে তিনি কাহারও মন্দ শুনিতে বা কাহাকেও মন্দ বলিতে পারিতেন না। পরের ভাল কথাই তাঁহার বড় ভাল লাগিত।

একদা গোদাবরীতে স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা কুটীরে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে এক ঘোররূপা রাক্ষসী সেই পথে গমন করিতেছিল। সে রামচন্দ্রের ভুবনমোহন রূপ দর্শনে মোহিতা হইয়া তাঁহার প্রণয়াভিলাষিনী হইল। সে তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অরণ্যবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনিও সম্ভ্রমের সহিত তাহার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান পূর্ব্বক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল, যে সে রাক্ষসী, তাহার

নাম শূর্পনখা, সে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, খর ও দূষণের ভগিনী। সে আরও বলিল যে যদি, রামচন্দ্র, কৃশাঙ্গী, কুৎসিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে সে তাহাকে লইয়া পরম সুখে সেই অরণ্যে বাস করিতে পারে।

তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র সহাস্য বদনে বলিলেন, যে তিনি সপত্নীক, কিন্তু, লক্ষ্মণ পত্নীহীন, অথচ তাঁহার অপেক্ষা যুবা, সুকুমার ও সুন্দর; সুতরাং তাহার মত পাত্রীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র সন্দেহ নাই। শূর্পনখার তাহাতেও আপত্তি নাই সে লক্ষ্মণের সমীপে গমন করিয়া আপনার মনোভাব জ্ঞাপন করিল। কিন্তু লক্ষ্মণ বলিলেন—

"দেখ আমি দাস, তুমি মম ভার্য্যা হয়ে
থাকিবে কি দাসী হয়ে নানা কষ্ট সয়ে?
অয়ি রক্তোৎপল বর্ণে! শ্রীরামের আমি
অবিরত অনুগত, আজ্ঞা অনুগামী
রামচন্দ্র সুসম্পন্ন, তুমি এইক্ষণে
ইহাঁর কনিষ্ঠা পত্নী হও সযতনে।
তাহা হ'লে পূর্ণকাম হইয়া নিয়ত
থাকিবে পরম সুখে, ইহাই সঙ্গত।

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণে রাক্ষসী পুনরায় রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করিয়া সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল, তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করলেন। শূর্পনখা চীৎকার করিতে করিতে নিজ ভ্রাতা খরের সমীপে উপনীত হইল, এবং আপনার দুর্দ্দশার কল্পিত উপখ্যান শ্রবণ করাইল। সে বলিল—

"দশরথ ভূপতির পুত্র দুইজন
দণ্ডক অরণ্য মাঝে রয়েছে এখন।
সেই দুজনের নাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ
তরুণ স্বরূপ তারা চারু দরশন।
চীর আর বৃক্ষচর্ম্ম পরে যে উভয়ে
ফলমূল খেয়ে থাকে বনচারী হয়ে।

সর্ব্বভূষা বিভূষিতা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী
তরুণী রমণী এক দেখিহে সঙ্গে করি
রয়েছে দণ্ডকারণ্যে করেছি দর্শন,
তাহারি কারণে ভাই, তারা অকারণ
অনাথা অসতী তুল্য আমার এমন
দুরবস্থা করিয়াছে না যায় বর্ণন।

এইরূপে দুরবস্থার কারণ জ্ঞাপন পূর্ব্বক, যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিলে খর চতুর্দ্দশজন প্রধান সৈনিকদিগকে, এই মানব দ্বয়ের বিনাশ জন্য প্রেরণ করিল। তাহারাও বায়ুগতিতে শূর্পনখার সহিত গমন করিল। কিন্তু, রামচন্দ্রের হস্তে তাহাদের প্রাণ শেষ হইল। শূর্পনখা খরের সমীপে গমন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিল। তখন খর ও দূষণ অগণিত সৈন্য সঙ্গে সমরাঙ্গনে রথারোহনে অবতীর্ণ হইল।

এদিকে রামচন্দ্র রাক্ষসগণের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য্য বুঝিতে পারিয়া, সীতাকে, নিকটস্থ একটি গিরি গহ্বরে রক্ষা করিয়া লক্ষ্মণ কে তাহার রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন, এবং একাকী সজ্জিত হইয়া ধনু হস্তে দাণ্ডায়মান রহিলেন। চারিদিক হইতে কৃষ্ণকায় রাক্ষস সৈন্য সমূহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু অচিরে পরাস্ত ও জর্জ্জরিত হইয়া ধরাশায়ী হইল। তৎপরে দূষণ তাঁহাকে আক্রমন করিয়া অচিরে পরলোক গত হইলে, খর ও ত্রিশিরা উভয়ে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ক্রমে ত্রিশিরা ও খর দেহত্যাগ করিলে শ্রীরামচন্দ্র বিজয়ী হইয়া, কুটীরে গমন করিলেন।

এইবার আর এক প্রবলতর শত্রু উত্তেজিত হইবেক। লঙ্কার অধীশ্বর দশানন; তাঁহাকে নিধন করিবার জন্যই বিষ্ণু রামরূপে, অবতার হইয়াছেন, সেই রাবণের সহিত মিলনের এই সূত্র রামচন্দ্রকে ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিতে লাগিল।

রাবণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অতি মনোহর। রাবণ এক্ষণে রাক্ষসের প্রধান বটে কিন্তু পূরাকালে তিনি বিষ্ণুর পার্ষদ ছিলেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতায় জয় বিজয় নামে বিষ্ণুর দ্বারী ছিলেন। একদা তাঁহারা বিষ্ণুলোকে, বিষ্ণুদর্শনার্থী সনকাদিমুনি গণের গতিরোধ করেন, তাঁহাদের প্রদত্ত শাপেই আজ তাঁহারা রাবণ ও কুম্ভ-

কর্ণ রূপে রাক্ষস বংশে অবতীর্ণ। ইতিপূর্ব্বে তাহারা, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য কশিপুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল, ভগবান, বরাহ ও নৃসিংহ রূপে তাহাদের উদ্ধার করিয়া ছিলেন। শেষবারে তাহারা দন্তবক্র ও শিশুপাল রূপে অবতীর্ণ হয়।

খর দূষণাদির নিধনের পর অকম্পন নামক একজন রাক্ষস লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক জনস্থানের সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করাইল। রাবণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে উদ্যত হইলে, অকম্পন তাঁহাকে ছলে সীতা হরণ করিতে পরামর্শ দিল। সে বলিল রামচন্দ্র যুদ্ধে অজেয়; কিন্তু সীতাশোকে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ নষ্ট হইবেক। সেই পরামর্শই রাবণের প্রীতিকর হইল। রাবণ পুষ্পকারোহণে শূন্যপথে সমুদ্রতীরে মারীচ রাক্ষসের আশ্রমে উপনীত হইলেন। মারীচ, কিশোর রামের শরপীড়িত হইয়া সমুদ্রতীরে তাপস বেশে কাল যাপন করিতে ছিল, সে রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিল। সে বলিল—

"বল, কোন মিত্ররূপী শত্রু তব পাশে
সীতার উল্লেখ হায় কৈল অনায়াসে?
বোধহয়, তুমি কারো, হে রাক্ষসরাজ
করেছিলে অপমান, সেই বুঝি আজ
এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হায় দিয়ে ঘটাইয়া
অগ্নির সম্মুখে কাষ্ঠ আনিল টানিয়া।
এক্ষণে সীতারে হরি আনিবার তরে
কে তোমারে পরামর্শ দিল, বল মোরে
রাক্ষস কুলের শৃঙ্গ করিতে ছেদন;
কাহারি বা ইচ্ছা হল, বল হে রাজন্?
যে তোমারে এ ব্যাপারে কৈল উৎসাহিত
সে তব পরম শত্রু জানিও নিশ্চিত।
সুখে শুয়েছিলে তুমি, কেই বা তোমার
মস্তকে করিল বলে দারুণ প্রহার?

উন্মত্ত মাতঙ্গ রাম, তেজমদকরি,
সুবিশুদ্ধ বংশ শুণ্ড জানিহ তাহারি।
বাহুদ্বয় দন্ত দুটি শুন দশানন
যুদ্ধ করা দূরে থাক, তারে নিরীক্ষণ
করিতেও, কভু তুমি সমর্থ নহিবে;
ভাগ্য দোষে পরাজিত হইতে হইবে।
মহাবল সিংহ রাম, শক্তির আধার
রণভূমে সঞ্চরণ — অঙ্গ সন্ধি তার
রণদক্ষ রক্ষোমৃগ ক্ষয় করা কাজ
তীক্ষ্ণ অসি দণ্ড, শর অঙ্গ মহারাজ!
এবে সে নিদ্রিত আছে, জাগাতে তাহারে
উচিত না হয় তব আমার বিচারে।
বিশাল সমুদ্র রাম, কোদণ্ড তাহার
ভীষণ কুম্ভীর, শর তরঙ্গ বিস্তার
ভুজবেগ পঙ্ক, জল সুতুমুল রণ
সে সমুদ্র মুখে আজি কেন হে রাজন?
তবায় লঙ্কায় ফির অনুরোধ রাখ
নিজ পত্নীগণে লয়ে চিরসুখে থাক।
রামও কাননে পত্নী জানকীর সনে
থাকুন সতত, রাজা আনন্দিত মনে।"

মারীচের অনুরোধ রাখিয়া রাবণ লঙ্কায় ফিরিলেন। কিন্তু নিয়তির গতি রোধ করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। শূর্পনখা রোদন করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ সহোদরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার ছিন্ন নাসাকর্ণ দর্শনে ও তাহার কাতরোক্তি শ্রবণে রাবণের হৃদয় বিচালিত হইল। রাবণ, রামচন্দ্রের সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে, শূর্পনখা রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া শেষে জানকীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা পূর্ব্বক বলিল, তাহার রূপের তুলনা নাই, সীতা লঙ্কানাথের পত্নী হইবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত, অতএব আপনি অচিরে সীতাকে হরণ পূর্ব্বক লঙ্কায় আনয়ন করুন।

এ পৃথিবীতে কামের ন্যায় অর শত্রু নাই —

"মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥"

শূর্পনখার বর্ণনায় রাবণের সেই বৈরী উত্তেজিত হইয়া তাহাকে বিপদ সমুদ্রে নিক্ষেপের আয়োজন করিল। রাবণ আবার মারীচের সমীপে গমন করিলেন। এবার রাবণ সীতা হরণে কৃত নিশ্চয়; এবার আর মারীচের কোনও উপদেশই কার্য্য কর হইল না। রাবণের মারীচের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। রাবণ মারীচকে স্বর্ণ মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের কুটীর সমীপে ক্রীড়া করিতে বলিলেন। যে পর্য্যন্ত না সীতা, রামচন্দ্র ও তাহার ভ্রাতাকে স্বর্ণমৃগ ধরিবার জন্য কুটীর ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন সেই পর্য্যন্ত, তাহাকে কুটীর সম্মুখে থাকিতে হইবে ইহাই রাবণের অভিলাষ। রাম লক্ষ্মণ কুটীর ত্যাগ করিলেই, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিতে সমর্থ হইবেন। মারীচ রাবণের বাক্যে অত্যন্ত ভীত হইল। এবং এরূপ করিলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য তাহা বুঝিতে পারিয়া রাবণকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল, বলিল আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে উৎপাত করিতে গিয়া একবার রামচন্দ্রের শরে বিতাড়িত হইয়া সাগর জলে পতিত হইয়াছিলাম, সেবার অতি কষ্টে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল, আর একবার — বড় অধিক দিনের কথা নয়, অরণ্যবাসী রামচন্দ্রের সম্মুখে উপদ্রব করিয়া শর তাড়িত হইয়াছিলাম —

সেই শরপাত হতে আমি সসময়
মুক্ত হ'য়ে প্রাণ পেনু ভাগ্যে ভাগ্যে।
পরে যোগী তাপস হইয়া লঙ্কাপতি
প্রব্রজ্যা লইয়া এবে আছি তুষ্ট মতি
বলিতে কি তদবধি প্রতি তরুবরে
চীরবাস শরাসনধারী রঘুবরে
পাশ হস্ত যমসম দেখিবারে পাই
মারিল মারিল বলে ছুটিয়া পলাই।
ভীত হয়ে সদা যেন হাজার হাজার
রামেরে প্রত্যক্ষ করি নয়ন মাঝার।

সমস্ত অরণ্য যেন হেরি রামময়,
রামছাড়া এ জগত আর কিছু নয়।
ফলত রামের কত প্রভাব দুর্জ্জয়—
অবিদিত নহে মোর জানেতা হৃদয়॥
তাঁর সনে যুদ্ধ করা তব কর্ম্ম নয়॥

মারীচের এই কথা রাবণের ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন আমি তোমার নিকট পরামর্শ লইতে আসি নাই। আমার ইচ্ছা তোমাকে এই কার্য্য করিতে হইবে। ইহাতে তোমার বিপদের আশঙ্কা আছে সত্য, কিন্তু না করিলে আমার হস্তে নিস্তার নাই, আমিই তোমায় বিনাশ করিব। কাজে কাজেই মারীচ রাবণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিল।

মারীচ তখন ক্ষণ মধ্যে এক
মনোহর মৃগ হইল।
শৃঙ্গ দুটি তার অতীব সুচারু
সুন্দর শিরসে শোভিল।
ইন্দ্র নীল আর উৎপলের মত
কর্ণ দুটি হ'ল দেখিতে।
রক্তপদ আর নীল পদ্ম সম
বদন লাগিল শোভিতে।
গ্রীবাদেশ তার কতক উন্নত
নীলকান্ত সম উদর,
পার্শ্ব ভাগ তার মধুক কুসুম
সদৃশ হইল সুন্দর।
পদ্মরাগ সম দেহ বর্ণ তার
সুচারু সুন্দর চিকণ,
খুর চারি খানি বৈদুর্য্যের মত
অতীব নয়ন রঞ্জন।
জঙ্ঘা সরু আর সর্ব্বাঙ্গ তাহার
রজত বিন্দুতে চিত্রিত।

ভা ব্যতীত আরো শরীর তাহার
বিবিধ ধাতুতে রঞ্জিত।

এইরূপ কনক মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক, মারীচ রামচন্দ্রের কুটীর সম্মুখস্থ বৃক্ষাবলীর মধ্যে নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু, বন্য জীবগণ, তাহাকে শত্রু জানিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে পালায়ন করিল। সীতা তাহার রূপে মুগ্ধা হইলেন এবং আপনার পতি ও দেবরকে আহ্বান পূর্ব্বক সেই অপূর্ব্ব মৃগ প্রদর্শন করিলেন। সদাচারী লক্ষ্মণ দিব্য দৃষ্টি প্রভাবে তাহাকে মারীচ বলিয়া জানিতে পারিয়া বলিলেন, এই মায়া মৃগ রাক্ষস মারীচ, এরূপ মৃগ পৃথিবীতে জন্মে না, ইহা মায়া। সীতা সে কথা শুনিলেন না, তিনি স্বামীর নিকট ঐ মৃগ প্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন সম্ভব হইলে ঐটি জীবন্ত ধরিয়া দিতে হইবে। রামচন্দ্র তাঁহার বাক্যে বাধ্য হইয়া লক্ষ্মণের উপর তাঁহার রক্ষণভার অর্পন পূর্ব্বক, মৃগানুসরণে গমন করিলেন। এইরূপে রাম ও সীতা বহুদিনের জন্য স্বতন্ত্র হইলেন।

মায়ামৃগ দূরে প্রস্থান করিল; রামচন্দ্র তাহার অনুসরণ করিলেন, ক্রমেই কুটীর হইতে দূরে—বহু দূরে। অবশেষে রামচন্দ্র জীবিত ধরা সহজ নহে দেখিয়া—বাণক্ষেপ করিলেন মারীচ "হা সীতে, হা লক্ষ্মণ," বলিয়া রামের স্বরানুকরণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল।

সেই "হা সীতে হা লক্ষ্মণ" ধ্বনি সীতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি লক্ষ্মণকে, রামচন্দ্রের সাহায্যার্থে গমন করিতে বলিলেন। বলিলেন "লক্ষ্মণ ঐ শুন, তোমার জ্যেষ্ঠ কাতর স্বরে চীৎকার করিতেছেন, যাও শীঘ্র তাঁহাকে সাহায্য কর।" লক্ষ্মণ তাঁহার অগ্রজের আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক, জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু সীতা আত্মহারা হইয়াছিলেন, রামের বিপদ হইয়াছে এই জ্ঞানে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল তিনি লক্ষ্মণকে অযথা ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন তিনি বলিলেন—

"রে নৃশংস কুলাঙ্গার নিঠুর লক্ষ্মণ,
নিতান্ত কুকার্য্যে তুই—দিয়াছিস্ মন।
রামের বিপদ তাই তোর প্রীতিকর
তাঁহার সঙ্কটে তাই নহিস্ কাতর।

তো হতে যে মহাপাপ হবে অনুষ্ঠিত
নহে তা বিচিত্র, আমি বুঝেছি নিশ্চিত।
জ্ঞাতিশত্রু তুই অতি কপট নির্দ্দয়
শত ধিক্ তোরে, ওরে লম্পট হৃদয়!
ভরতের নিয়োগেতে কিম্বা আপনার
ইচ্ছায় প্রচ্ছন্নভাবে অরণ্য মাঝার
একাকী আমার জন্য শ্রীরামের সনে
এসেছিস্, দুরাচার, বুঝিয়াছি মনে।
কিন্তুরে তোদের ইচ্ছা জানিস নিশ্চয়
কখনই ফলবতী হইবার নয়।
এখনি সমক্ষে তোর ত্যজিব জীবন
কহিতেছি সুনিশ্চয় পাতকী লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ জানকীর বাক্য শ্রবণে স্তম্ভিত হইলেন তাঁহার হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইল; তিনি কাতরভাবে বলিলেন "আর্য্য! আপনি আমার পরম দেবতা, আমি আপনার পুত্রসম জানিবেন। আপনি স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকে অনুচিত বাক্য বলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমার বিচলিত হওয়া উচিত নয়। স্ত্রীলোকেরাচপল তাতেই গৃহ বিচ্ছেদাদি ঘটিয়া থাকে। যাই হউক আমি আপনার কটূক্তিতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। বনদেবতাগণ সাক্ষী, আমি কেবল জ্যেষ্ঠের আদেশ লঙ্ঘন ভয়ে এতক্ষণ এস্থান পরিত্যাগ করি নাই। যাই হউক আপনার মঙ্গল হউক, বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুণ আমি জ্যেষ্ঠের অন্বেষণেই চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি সীতার চরণে প্রণাম করিয়া পুনঃপুনঃ কুটীর পানে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সীতা নীরবে কুটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লক্ষ্মণ অদৃশ্য হইলে, রাবণ তপস্বীর বেশে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন।

ক্রমশঃ।

দিবা দ্বিপ্রহরে।

না, সে আর শুনিয়া কাজ কি? তুমি কি বিশ্বাস করিবে? দেখ তোমার সহিত আমার এ বিষয়ে অনেক দিন তর্কবিতর্ক হইয়াছে কিন্তু আজ আমরা কথাবার্ত্তায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, যে তোমাকে আর বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। এই দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া যে ঘটনা হৃদয়ে গোপনে রাখিয়াছিলাম, আজ তোমার একটী কথায় প্রকাশ করিতে হইল। কিন্তু কি জানি কেন, আজ তোমায় না বলিয়া প্রাণ সুস্থির হইতেছে না। হৃদয়ের রুদ্ধ যাতনারাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, কে তাহা রোধ করিবে?

উপন্যাসে ও বাস্তবজীবনে অনেক প্রভেদ। বিংশ বৎসর অতিবাহিত করাইতে উপন্যাসে বড় কষ্ট হয় না, কিন্তু জীবনে সেই বর্ষগুলি অতিবাহিত করিতে হইলে কত সময়ের আবশ্যক তাহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। আর যদি অতৃপ্ত আকাঙ্খা বুকে লইয়া, নিরাশার যাতনায় দগ্ধ হইয়া, এই সুদীর্ঘ বর্ষগুলি কাটাইতে হয়—তাহা হইলে এক এক বর্ষ, এক এক যুগ বলিয়া মনে হয় না? সময় কি কাটিতে চাহে? যাক্ সে কথা, গল্পে এত ভূমিকার আবশ্যক কি?

বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম—এখন কি হইয়াছি। তখন আমি তরুণ যুবক, প্রথম বি,এল পাশ করিয়াছি—আবেগময়ী কল্পনা—বিচিত্র আশা—জ্বলন্ত উৎসাহ। আপনার প্রতিভার উপর পূর্ণ বিশ্বাসে একটি প্রধান বিচারালয়ে প্রতিদ্বন্দিতার বিশাল ক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম। কিন্তু অনধিক এক মাস কাল মধ্যেই আমার নিজের অবস্থা বুঝিতে বাকী রহিল না। ভাবিলাম ভাগ্যদেবী কৃপা না করিলে লক্ষ্মী লাভ হয় না। পাণ্ডিত্য এক, ধনার্জ্জন আর। অবশ্য এত অল্পকাল মধ্যেই নিরাশ হইতে নাই। সফলতা অধ্যবসায়ের ফল জানিয়াও আমার আর সহর ভাল লাগিল না। সহরের এত নিকটে থাকিয়াও নির্জ্জনতা বড় ভালবাসিতাম; পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া আমার বড় ভাল লাগিত, সে স্বভাব এখনও আমি ত্যাগ করি নাই, বোধ হয় তুমি ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

হঠাৎ একদিন ভৃত্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে

অতিদূরে একটি প্রসিদ্ধ জেলায় উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়াও আমার প্রকৃতিস্থলভ আচরণের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই—আমার আবাস স্থান দেখিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতে। বাস্তবিকই স্থানটী বড় নির্জ্জন। জেলার দক্ষিণ অংশে লোকের বসতি বড় বিরল। দুই একটী ইষ্টকালয় ও কয়েকখানি কুটীর, তাহাও বিশেষ ব্যবধানে। আমার গৃহটী দ্বিতল, সম্মুখে একটী উদ্যান, কিন্তু ইহা সযত্ন রোপিত বৃক্ষাদিতে সুশোভিত ছিল না, বৃক্ষলতা গুল্মে প্রকৃতির এক বিশৃঙ্খল ভাব পরিলক্ষিত হইত। পশ্চাতে দূর প্রসারিত মাঠ, ধূ ধূ করিতেছে—কোথায় কতদূরে গ্রামের শেষে মিশিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় না।

নূতন আবাসে কয়েক সপ্তাহ গত হইল। উকীল পাড়ায় না থাকিয়া আমি জেলার একপ্রান্তে রহিয়াছি, ইহাতে অনেকের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইত, এত দিনে কাহারও সহিত মেশামিশি হয় নাই, মৌখিক আলাপে কোন কোন ভাগ্যবান অনুগৃহীত হইয়াছিলেন সে কথা অস্বীকার করিব না। নবীন উৎসাহে Indian Law Reports তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া নূতন নূতন নজীর সংগ্রহ করিতেছি, আইনের শুষ্কপত্র কাব্য-রসের ন্যায় আস্বাদন করিবার অভিলাষ করিতেছি এমন সময় এক ভাল্-বাসার মোহে সকল বিসর্জ্জন দিব কে জানিত? তুমি আমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া হাসিও না। এমনই জোৎস্নাময়ী নিশিতে সেই ব্যাকুল গীতি উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, আমার হৃদয় পুলকিত, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, মর্ম্মে মর্ম্মে সে ব্যাকুলতা আমি অনুভব করিতে লাগি-লাম। কে যেন গাহিতেছে, 'হে চিরবাঞ্ছিত, ফেরিয়া এস। কোথায় তুমি কোথায় তুমি। আকাশে, নৈশবায়ু, তোমার তরে ব্যাকুলভাবে হু হু করিয়া বহিতেছে, আমার প্রাণের মাঝে ও দুঃখ রাশি হাহাকার করিতেছে। তুমি ভিন্ন আমার দুঃখ আর কে ঘুচাইবে? হে দয়িত, হে অ[illegible]নীর সর্ব্বস্ব! যদি একান্ত না আসিবে লইয়া চল যথায় তুমি রহিয়াছ। কোথায় কোন্ তারকামণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছ, বল দেব! বল। আমার প্রাণ যেন পাখী হইয়া উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে, মন আমার তোমার চিন্তায় মগ্ন; হে নিষ্ঠুর! তুমি একবার ফিরিয়া চাহিতেছ না। তবু আমি তোমার নিকট যাইবই

যাইব। আন্তরিক ভালবাসিয়া থাকে যদি, তোমার সহিত মিলিত হইবই হইব।" সেই দূরশ্রুত রমনীকণ্ঠ নিসৃত এই আকুল আহ্বান আমায় পাগল করিয়া তুলিল। ভালবাসার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হইলাম। প্রাণ ভরিয়া সঙ্গীতটী আর একবার শুনিবার বড় সাধ হইল—কিন্তু তখন গান থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঝঙ্কার তখনও আমার কর্ণে বাজিতেছিল—সেই কাতরতা পূর্ণ আহ্বান—সেই স্বর্গীয় ভালবাসা।

পরদিন অযাচিত ভাবে কুলদা বাবু ডাক্তারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অল্পকাল আলাপেই বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। আমরা এত সন্নিকটে রহিয়াও অপরিচিত [illegible] মত তিনি সর্ব্ব প্রথমে ত্রুটী স্বীকার করিলেও তিনি আমার উদারতায় [illegible] প্রীত হইয়াছেন, এ কথা আমাকে জানাইলেন, আমিও আমার যথা কর্ত্তব্য শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে ভুলিলাম না। কুলদাবাবু একজন শিক্ষিত ব্রাহ্ম। বাড়ীটি বেশ সুসজ্জিত। বাহিরের বসিবার কক্ষটী বিচিত্র আলেখ্য-মালায় সুশোভিত, সকলগুলিই সৌন্দর্য্য ও সুরুচির পরিচয় দিতেছে। তিনি বহুবর্ষ এস্থলে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পিতা জীবনের শেষভাগে এখানে Subjudge ছিলেন—তদবধি কোন্নগরের পৈতৃক বসতবাটীর সহিত তাঁহাদের সংশ্রব রহিল না—প্রবাস গৃহই তাঁহাদের আবাসভূমি হইয়া উঠিল। পরিজনের মধ্যে তাঁহার এক স্ত্রী এবং তাহাদের প্রতিপালিতা পিতৃমাতৃহীনা অনাথিনী এক তরুণী। বুঝিতে পারিয়াছ আমার এই অযাচিত ভাবে আগমনের উদ্দেশ্য কি, কিন্তু প্রথম দিন আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, আমি ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আর একটি কথা তোমায় বলিতে ভুলিয়াছি। কুলদাবাবুর পাঠানুরাগ বড় প্রবল। সেই জন্য তাহার পাঠাগারের আলমারিগুলি ভেষজ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাপেক্ষা ভাল ভাল সাহিত্যে ও কাব্যে পরিপূর্ণ রহিত। সাহিত্যালোচনায় তাহার সহিত আমার মতের মিল হইয়াছিল। এখন প্রত্যহই অপরাহ্নে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম। কিন্তু আমার লুব্ধনেত্র কাহার প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিত বুঝিয়াছ। এ কয়েক দিনের মধ্যে বিদ্যুতের মত তাহাকে দুই একবার দেখিয়াছি, তাহাতে আরও তৃষা বাড়িয়াছে। এইরূপে কুলদা বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বে পরিণত হইল। যদিও তিনি বয়সে অনেক বড়

তবুও আমার সহিত বন্ধুর ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। একদিন আমি নিমন্ত্রিত হইলাম। আমার বেশ মনে পড়ে বেশভূষা সমাপন করিয়া পূর্ব্ব অভ্যাস বশে অপরাহ্নেই গমন করিলাম। কুলদাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ভাবিয়াছিলাম নিমন্ত্রণের ভয়ে বুঝি আপনি নিয়মিত সময়ে আসিবেন না। চলুন একবার বেড়াইয়া আসি।" আমার আপত্তি ছিল না। পূর্ব্বেও আমরা কয়েক দিন একত্র বেড়াইয়াছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে নানা বিষয়ের আলোচনা হইত, রাজনীতি—সমাজনীতি—ধর্ম্মনীতি। সাংসারিক কথাবার্ত্তাও মাঝে মাঝে আসিয়া পড়িত। সর্ব্ব প্রথমে যখন তাঁহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলাম তখন সত্যসত্যই হৃদয়ে কপটতা ছিল, কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে। মানবমন যথার্থই স্নেহ ভিখারী—স্নেহের ক্রীতদাস।

আমরা ভ্রমনের পর ফিরিয়া আসিলাম—কিছুক্ষণ পরে ভোজন গৃহে উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার গৃহিণী আজ স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছেন। আজ আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় হইল। তিনিও পরম পরিতুষ্ট হইলেন, আমিও বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। তিনি নিকটে রহিয়া আমাদের আহারাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রতিপালিতা বালিকাটী কিছু দূরে উপবিষ্টা। আমি জলের গ্লাস লইয়া যেমন মুখের নিকট ধরিতে উদ্যত হইতেছি, অমনি ডাক্তার বাবু বলিয়া উঠিলেন,—সহাশয়, ও "জল, ও জলটা খাবেন না, উহাতে কি একটা পড়িয়াছে।' আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে আমি যাহা দেখিতে পাই নাই, ডাক্তারের সতর্ক দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে। বাড়ীর গৃহিনী বলিয়া উঠিলেন 'যাও মা মলিনা, এক গ্লাস ভাল জল আনিয়া দাও ত।' মাতাকে ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্ত এত প্রয়াস তাহা এত দিনে সফল হইল। মলিনা ধীরে ধীরে জল লইয়া আসিল—আমি নির্নিমেষ নয়নে সে রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম। মুগ্ধচিত্ত সে সৌন্দর্য্য সুধাপান করিতে লাগিল। তুমি হয়ত ভাবিবে, না জানি সে কি অপরূপ রূপ। গ্রন্থের নায়িকার ন্যায় অপ্সরাবিনিন্দিত মাধুরী তাহার ছিল না, কিন্তু তাহার শান্ত করুণ মুখে সন্ধ্যার ন্যায় কি এক অপূর্ব্ব কমনীয়তা লক্ষিত হইত, তাহা তুমি বুঝিবে কি না বলিতে পারি না। সুন্দর মুখশ্রী, গাঢ় স্নেহময় দৃষ্টি, সে কি আর এ জীবনে ভুলিব? কিন্তু হায় আজ কোথায় সে?

বলিতে বলিতে আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলাম। কি বলিতেছিলাম—হাঁ, মলিনা আমার নিকটে আসিল—কিন্তু তাহার এক বিশেষত্ব দেখিলাম স্ত্রীজাতির প্রিয় আভরণ তাহার সর্ব্বাঙ্গের কুত্রাপিও দৃষ্ট হইল না। বেশ ভূষারও বিশেষ পারিপাট্য ছিল না। সে আবার নীরবে আদেশ প্রতিপালন করিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিল। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে ছিলাম, কুলদা বাবুর প্রশ্নের উত্তর ভাল দিতে পারিতেছিলাম না। কুলদাবাবুর স্ত্রী আহারে শৈথিল্য দেখিয়া নিকটে বসিয়া সস্নেহে খাওয়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আহার সমাপ্ত হইল। তারপর কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে গল্প চলিতে লাগিল। আমি কথায় কথায় বলিয়া ফেলিলাম, 'এখানে কেহ ভাল গান গাহিতে পারেন কি?

ডা, গৃ—কিসে অনুমান করিলেন?

আমি—আমি মাঝে মাঝে আমার শয়নকক্ষে এদিক হইতে এক করুণ সঙ্গীত লহরী শুনিতে পাই, আমার বড় ভাল লাগে।

ডা—ও, মলিনার গানই শুনিয়া থাকিবে, বেশ গায়। কিন্তু এই নবীন বয়সে উহার হৃদয়ে যেন এক শোকের ছায়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই প্রায়ই বিষাদ গীতি গাহিয়া থাকে। আমরা এত স্নেহ করি কিন্তু তবুও হাসিভরা মুখ একদিনও দেখিলাম না।

ডা, গৃ। আহা, বাছা আমার শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন—সে দুঃখ কি ভুলিবার? কিন্তু মানুষ বুকে পাষাণ বাঁধিয়া সব সহিয়া থাকে। মলিনার প্রকৃতি যেন আর এক রকম, আমি জোর করিয়া দুই একদিন অলঙ্কার পরাইয়া দিয়ছি কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলাম উহাতে উহার বিন্দুমাত্রও সুখনাই, তখন আমি ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে বলিয়াছি। বিবাহের নাম শুনিতেই চায় না। চির কাল যেন কুমারীই থাকিবে।

ডা—ছেলে মানুষ—বিবাহ হইলে মনোমত স্বামী পাইলে ও সব পাগলামী যাইবে—তখন আমাদের যোগিনী গৃহিনী হইবে।

ডাক্তার গৃহিনী মলিনাকে ডাকিলেন। নীরবে মলিনা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, 'আজ ইনি তোমার গানের প্রশংসা করিতেছেন,

ইনি আজ আমাদের নিমন্ত্রিত, একটি গান গাহিয়া ইহাঁর সন্তোষ বিধান কর। মলিনা নীরবে আদেশ প্রতিপালন করিল। হারমনিয়ম্ সহযোগে সেই সঙ্গীত লহরা আমার হৃদয় বিলোড়িত করিল। আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি, হঠাৎ স্বপ্ন ভঙ্গ হইল--গান শেষ হইল। তখন ডাক্তার বাবু একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত গাইতে বলিলেন। সেই শান্তিময় সঙ্গীতে আমার চঞ্চলচিত্ত ও কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইল। সঙ্গীতের অবসানে আমি বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আর তোমাকে বেশীক্ষণ জ্বালাইবনা। মলিনার বয়স পঞ্চদশ অতিক্রম করিয়াছে কিনা সন্দেহ। সেই সৌন্দর্য্যের ম্লান প্রতিমার নীরবতা ভাঙ্গিতে সমর্থ হইলাম। নানাকৌশলে তাহার মন অধিকার করিলাম। ক্রমশঃ তাহার স্নেহ দেখিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিল যে একদিন সে আমার সুখে দুঃখে চির সঙ্গিনী হইবে। ভবিষ্যৎ কল্পনার সুখস্বপ্ন কবে প্রত্যক্ষ দেখিব, এই আশায় আমার প্রাণ সর্ব্বদা উৎফুল্ল রহিত। এইরূপ ভাবে আর কতদিন থাকা যায়? একদিন অবসর বুঝিয়া আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলাম। সে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া আমার ভ্রম বুঝাইয়া দিল--বুঝিলাম তাহার হৃদয় দেবতা অরুণ কোন অজ্ঞাতরাজ্যে প্রায় এক বৎসর হইল পলাইয়াছে। আজ তাহার করুণ গীতধ্বনি, তাহার আভরণ হীনতার কারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম তাহার একনিষ্ঠ প্রেম, আন্তরিক অনুরাগ দেখিলে কোন্ পাষাণের হৃদয় না বিচলিত হয়, ? কিন্তু আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল—আমার দশা কি হইল বুঝিতেছ কি ?

আমি সেই দিনই জিনিষ পত্র গুছাইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় ডাক্তার বাবু সহসা আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হঠাৎ আমাকে গমনোদ্যত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কহিলেন সহসা এ স্থান ত্যাগ করিবার কোন গূঢ় কারণ আছে। আপনাকে আমি বড় স্নেহ করি, আমার নিকট কিছুই গোপন করিবেন না। আমি অকপটে আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকট স্বীকার করিলাম। তিনি তখন চীৎকার করিয়া উঠিলেন 'প্রবোধ প্রবোধ' হায়, তোমাদের এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ গভীর মিলন হইয়াছিল আমরা বুঝিতে পারি নাই, আমরা ভাবিয়াছিলাম বুঝিবা জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

শৈশবস্মৃতি প্রাণে বড় আঘাত করিতেছে। আপনার কর্ত্তব্যে আমি বাধা দিব না, স্থানান্তরে গমনই আপনার মহত্ত্ব। যদি মলিনার কোন দিন মন ফিরে, তোমাদের শুভ মিলন হইবে। কিন্তু মলিনার প্রেম বড় ঐকান্তিক। এতদিনে কোন কাজ দিতে পারি নাই, আজ বিদায়ের দিনে একটি কার্য্যের ভার লইতে হইবে, তাহার পর ইচ্ছামত চলিয়া যাইবেন।

আমার মন অন্যদিকে ফিরিবার জন্যই ব্যগ্র ছিল। সুতরাং এই কার্য্যের ভার পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি প্রাণপণ বলে মলিনা হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রায় দুইশত মাইল দূরবর্ত্তী কোন একগ্রামে তাঁহার এক আত্মীয় বিয়োগ হইয়াছে তাঁহার কেহ না থাকায় তিনিই এক্ষণে উত্তরাধিকারী। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাঁহার সঞ্চিত অর্থ কুলদা বাবুর হস্তগত হয়। এক্ষণে তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয়, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ ও আইনানুযায়ী আন্যান্য কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ফিরিতে হইবে।

চাবি পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছিল। কালবিলম্ব না করিয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম, সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে গ্রামে পদার্পণ করিয়াই যে সকল ব্যক্তি নীলামে কিনিতে পারেন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহারা সকলে আগামী কল্য একত্রিত হইবেন অঙ্গীকার করিলেন। আহারাদির পর আমি সেই বিশাল ভবনে প্রবেশ করিলাম। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির দুইটী স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত হইল। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম, তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেকঘর খুঁজিতে লাগিলাম। এইরূপে আমি শয়ন কক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলাম—দ্বারের নিকট দুইটী পথ সমকোন করিয়া মিশিয়াছে, বাহিরের উজ্জ্বল আলোক তথায় পড়িয়াছিল। আমার পকেটে ঘড়ি ছিল, খুলিয়া দেখিলাম, বেলা তখন ঠিক দ্বিপ্রহর। সেই সুস্পষ্ট আলোকে আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম এক রমণীমূর্ত্তি--মলিনা ধীরে ধীরে শয়নকক্ষ হইতে আসিতেছে, ক্রমে ক্রমে সেই আলোকিত পথে আসিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাড়াইল কিন্তু নিমিষের মধ্যে প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল কে জানে? আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম 'মলিনা, মলিনা,' আমার শরীর অবসন্ন হইল। শরীরের সমুদয় রক্ত যেন জল হইয়া গেল। আমি বসিয়া পড়িলাম যেন একবিন্দুও সামর্থ্য নাই। চিরদিন সে সোণার

প্রতিমা মানময়ী দেখিয়াছি কিন্তু আজ তাহার যে বিষাদিনী মূর্ত্তি দেখিলাম সে আর কি বলিব। তখন ও শয়ন কক্ষের দ্বার রুদ্ধছিল কিন্তু আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, মলিনা সেই রুদ্ধ কক্ষ হইতেই বহির্গত হইয়াছে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, হৃদয়ে একটু বল সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। যে কার্য্যের ভার লইয়াছিলাম তাহা এইরূপে অসমাপ্ত রাখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। পরবর্ত্তী ট্রেণেই আমার প্রবাস গৃহে ফিরিলাম। কিন্তু হায়! আমার মনে কি প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

পরদিন প্রভাতে আমার ভৃত্যকে ডাক্তার বাবুর নিকটে পাঠাইলাম। আমার কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ সত্বর আসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম কিন্তু সে আসিয়া সংবাদ দিল তিনি আসিতে পারিবেন না। হঠাৎ গতকল্য দিবা দ্বিপ্রহরে মলিনার সব শেষ হইয়াছে। আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের বাড়ীতে ছুটিলাম। কল্য দ্বিপ্রহরের ঘটনা তাঁহাকে বিশদরূপে বলিলাম, তিনি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন কিছু কাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। এমন কি সময়ের কোন তারতম্য হয় নাই দেখিয়া আমরা উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। সজল চক্ষে কাতর স্বরে তিনি বলিলেন "আবার দেখ কি অদ্ভুত ব্যাপার, ঠিক আর বৎসর এই দিনেই অরুণের মৃত্যু হয়।" আমি শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না।

আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। এই সুদূর পল্লীগ্রামে এইরূপে কেন কালাতিপাত করিতেছি এখন বুঝিতে পারিলে। ভূতযোনি সম্বন্ধে যে অজ্ঞাত রহস্য চিরকাল রহিয়াছে তাহা শুধু কথায় বা তর্কে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ভবিষ্যতের নিমিত্ত সাবধান হও, আর কখন গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া বলিও না "পাগল দিনে দুপুরে আবার ভূত।" আমি মানি, কেননা আমার নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব? সেই ঠিক দিবা দ্বিপ্রহরে।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়
ভবানীপুর।